CONTENTS

Pages

Wednesday, January 4, 1989 :

1 Questions & Answers : ... . 7—20
Oral Answers to Questions :
Starred Questions No. 43, 87, 109, 120, 136,
155, 163, 175, 188, 195, 199 and 250

2. No—Confidence Montion : 21
Shri Nripen Chakraborty moved for leave
of the House and the leave was granted.

3. Reference period : .... 21—29

4. Colling Attention ... . 29—37

5. Papers laid on the table : .... 37—38

(a) The Tripura Motor Vehicles

(Eight amendment) Rules, 1988 37

(b) Order No.F.6(1—84)—GL/
pr/86 (L)7012—73
Dated the 6th September, 1988 as
required under Sub-Section (4) of
section 121 of the Tripura Panchayats
Act, 1883 ... ... 37—38

6. Petition Re : extention of Bus Service to Salgarah, Garjanmura and Amtali Goa Panchayats from the Districts Head Quater, Udaipur— Presented by Shri Gopal Ch. Das 38

7. Shorts Discustion on matters of Urgents Public impotance : .... 38—52

(a) Re : absence of Tribal representative in the land Allotment Committees of difference Sub-Division :—

Shri Khagendra Jamatia 39
Shri Gouri Sankar Reang 40
Shri Bidhu Bhusan Makakar .... 40—42
Shri Dhirendra Ch. Deb Nath ... . 42—44
Shri Gopal Ch. Das .... 44—45
Shri Angju Mog .... 45—46
Shri Tarani Deb Barma .... 46—47
Shri Rashik Lal Roy .... 48—49
Shri Kalidas Dutta, Minister of State. .... 50—52

(b) Re : Keeping the State work of Board inactive ; .... 53—69

Shri Fayzur Rahaman .... 53—55
Shri Amal Mallik .... 55—56
Shri Nakul Das .. .. 56—58

Shri Jahar Saha,

Minister of State .... 58—61
Shri Rudreswer Das .... 61—63
Shri Dhirendra Ch. Deb Nath ... ... 63—64
Shri Rashik Lal Roy ... ... 65—66
Shri Drao Kr. Reang, Minister 66
Maharani Bibhu Kumari Devi,
Minister. .... 66—69

8 Papers laid on the table : ... . 69—109
(Questions & Answers)

Thursday, January 5, 1989 :

1. Questions & Answers :
Oral Answers to Questions : .. .. 1—23
— Starred Questions No. 4, 39, 81, 83,
99, 104, 129, 139 and 144.

2. Reference Period .... 23—33
3. Calling Attention .. .. 33—41

4. Petition Re : Demand for
Construction of a Dam (Bandh) from
Gukulpnr to Hadra sluice gate for
protection of flood.
Presented by Shri Gopal Ch. Das .... 41—42

5. Presentation of Committee Report :
(a) Shri Dhirendra Ch. Deb Nath,
Chairman, presnted the 16th Report
of the Committee on Public Undertakings 42

(b) Shri Dasharath Deb, Chairman.
Presented the 47th Reports of the
Public Accounts Committee 42

(7) Motion for suspension of business of the House :
Shri Sudhir Ranjan Majumder, Chief Minister,
moved the motion and the motion was adopted — — — 42—44

(8) No—Confidence Motion
against the Council of Ministers : 44-96

Shri Nripen Chakraborty 44--53
Shri Diba Ch. Hrangkhwal 53- 55
Shri Amal Mallik .... 55—59
Shri Dasharath Deb .... 59—64
Shri Rashik Lal Roy ... ... 65—67
Shri Gopal Ch. Das .... 67—69
Shri Rabindra Deb Barma,
Minister of State .... 69 -73
Shri Bimal Sinha ... ... 73 -76
Shri Birjit Sinha, Minister .... 76—77
Shri Sukumar Barman ... ... 77—79
Maharani Bibhu Kumari Debi, Minister .. ... 79—83
Shri Samir Ranjan Barman, Minister, ... 83- 90
Shri Sudhir Ranjan Majumdar,
Chief Minister. ... . 90 - 94

(9) Papers Laid on the Table :
(Questions & Answers) 97--163

Friday, January 6, 1989 :

Questions & Answers : ... ... 1—20
Oral Answers to Questions :—
— Starred, Questions, No. 52, 76, 152,
170, 178, 209, 231, 287, 305 and 350

2. Reference Period .... 21—38

3. Calling Attention .. .. 38—40

— Copies of Statements were
Laid on the Table.

4 Papers laid on the table :
- The Tripura Sales Tax
(Eight Amentdments) Rules, 1988 40

5. Postponed Questions :
Laid on the Table 41

6. Governments Bill —Considered and passed : .... 41—53
— The Tripura Agricultural produce Markets
(Second Amendents) Bill, 1988
(Tripura Bill No.7 of 1988.)
Shri Billal Mia, Minister of State .... 42—43
Shri Samar Choudhury .... 43—46
Shri Jahar Saha, Minister of State .... 46—49
Shri Nakul Das ... ... 49—51
Shri Sudhir Ranjan Majumder
Chief Minister. .... 51—52

7. Private Members' Resulations : .... 53—78

(a) Re : Establishment of Gas based Thermal projects :—

Shri Rashik Lal Roy .... 54—57

Shri Dinesh Deb Barma ... . 57—58

Shri Dhirendra Ch. Deb Nath ... ... 58—59

Shri Baidyanath Majumder ... ... 59—61

Shri Rabindra Deb Barma
Minister of State ... ... 62—65

Shir Sudhir Ranjan Majumder,
Chief Minister. ... .. — — -- 65—66

(b) Re : Constitution of a facts finding Committee to enquiry into the allegations of police atrocity on the political leaders in the Police lockup of different Police station.

Shri Chitta Ranjan Saha .... 66—68

Shri Diba Chandra Hrangkhwal 68

Shri Badal Choudhry ... ... 69—73

Shri Amal Mallik ... ... 73—74

Shri Samir Ranjan Barman,
Minister. .... 74—78

8. Papers Laid on The table ... . 78—133
(Questions & Answers)

PROCEELINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS CONSTITUTION OF INDIA,

The Assembly met in the Assembly House, Tripura, on wednesday, the 4th January, 1989 at 11 A. M.

PRESENT

Shri Jyotirmoy Nath, Speaker, in the Chair, the Chief Minister. 6 (six) Ministers, the Deputy speaker, 9 (Nine) State Ministers and 29 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

Mr. Speaker :— আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে-কোন নাম্বার জানাবেন, এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। শ্রী বাদল চৌধুরী। মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত। মাননীয় সদস্য শ্রী বজু চন্দ্র দেববর্মা মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত। মাননীয় সদস্য শ্রী গৌরী শঙ্কর রিয়াং।

শ্রী গৌরী শঙ্কর রিয়াং (শান্তির বাজার):— মাননীয় স্পীকার, স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৪৩।

মিঃ স্পীকার অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৪৩।

শ্রী কাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী):— স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ট কোয়েশ্চান নং ৪৩।

: প্রশ্ন :

১। রাজ্যে বর্তমান হাসপাতালের সংখ্যা মোট কত ?

২। বর্তমান ১৯৮৮-৮৯ইং আর্থিক বৎসরে নতুন হাসপাতাল তৈরী করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

৩। যদি থাকে, কোথায় এবং কবে নাগাদ স্থাপন করা হবে বলে আশা করা যায়,

৪। শান্তিবাজার প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র (পি. এইচ. সি) টিকে এই বৎসর গ্রামীণ হাসপাতালে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

—ঃ উত্তর ঃ—

১। ২০টি।

২। আপাতত নাই।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

৪। বর্তমান কোন পরিকল্পনা নাই।

শ্রী গৌরী শঙ্কর রিয়াং ঃ— স্যার, দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনীয়ায় মাত্র একটি হাসপাতাল আছে। কাজেই ঐ একটি মাত্র হসপিটাল থেকে ঐ এলাকার রোগীদের পক্ষে সুচিকিৎসা পাওয়া সম্ভব হয় না। আর যে-সমস্ত প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র আছে সেখানেও আম্বুলেন্সের সুযোগ অনেক সময়ই পাওয়া যায় না বলে অনেক লোক অসময়ে মারা যায়। এই জন্য আমার প্রশ্ন হলো, এই দিকটি বিবেচনা করে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি সরকার জরুরী ভিত্তিতে ঐখানে রুর‍্যাল হসপিটাল করবেন কিনা ?

শ্রী কাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, গ্রামীণ হাসপাতাল করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ফাইন্যান্স কমিশন থেকে অনুমোদন লাগে। আমরা এখন পর্যন্ত সে অনুমোদন পাইনি। কাজেই এই ব্যাপারে কোন পরিকল্পনা নাই। তবে চিকিৎসার সুযোগের জন্য বিলোনীয়া সাব-ডিভিশান, মনু প্রভৃতি বিভিন্ন জায়গায় প্রাথমিক হেলথ সেন্টার খোলা হয়েছে।

শ্রী গৌরী শংকর রিয়াং ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানালেন, রুর‍্যাল হসপিটালের জন্য কেন্দ্র থেকে অনুমোদন পাওয়া যায়নি। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, যে সমস্ত প্রাইমারী হেলথ সেন্টার খোলা হচ্ছে তার জায়গায় রুর‍্যাল হসপিটাল খোলার জন্য। কারণ, প্রাথমিক হেলথ সেন্টারে হাসপাতালের সুযোগ পাওয়া সম্ভব নয়। এই জন্যই আমি বলছি, প্রাথমিক হেলথ সেন্টার না করে ঐ বাজেট থেকে রুর‍্যাল হসপিটাল করলে আগরতলা ও উদয়পুরে রোগীর চাপ কমবে।

শ্রী কাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) ঃ— আমাদের চিন্তাধারা আছে তবে এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন পাওয়ার প্রয়োজন আছে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী (প্রমোদ নগর) ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ঠিক সময় মতো ঔষধের অর্ডার না থাকার ফলে জি. বি. হাসপাতাল থেকে নীচু তলার হাসপাতালগুলিতে প্রয়োজনীয় ঔষধ পাওয়া যায় না এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, এ সম্পর্কে আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর জানাব।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আন্ত্রিক রোগে ইতিমধ্যে বহু জায়গায় অনেক শিশুর জীবন ছিনিয়ে নিয়েছে এবং চিকিৎসার সুযোগ সুবিধার অভাবের জন্য এই রোগ বিভিন্ন জায়গায় সংক্রামক রোগ হিসাবে ছড়িয়ে পড়েছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রী কাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :-- স্যার, এ কথা ঠিক না।

শ্রী মতিলাল সরকার (কমলাসাগর): -- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানিয়েছেন যে ৮৮-৮৯ইং আর্থিক বৎসরে নতুন হাসপাতাল তৈরী করার কোন পরিকল্পনা সরকারের নাই। এর কারণ কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) : – স্যার, এখন জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি প্রিভেনটিভ মেঝারের উপর জোর দিচ্ছে। পি, এইচ, সি, এবং সাব- সেন্টারের মাধ্যমে প্রিভেনটিভ মেঝারের উপর জোর দিচ্ছে। প্রিভেনটিভ মেঝার যেগুলি আছে সেগুলিকে আরও মডার্নাইজ করার পরিকল্পনা আছে।

শ্রী নকুল দাস (রাজনগর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গত এক মাসের মধ্যে যোগেন্দ্র নগরের আদর্শ কলোনীতে ২ জন, পূর্ব ডুকলীতে একজন, আওয়ার বাড়ীর সঙ্গে বড়টিলাতে ১ জন মোট চারটি ছেলে আমাশয় জনিত রোগে মারা গিয়েছে। আমি মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে চিঠি দিয়ে চলাম যে, সেখানে ব্যাপক আন্ত্রিক রোগ ছড়িয়ে পড়ছে, ব্যবস্থা নেওয়া হোক। কিন্তু সেখানে সামান্যতম চিকিৎসার ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা ?

শ্রী কাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী): স্যার, এ রকম খবর পেয়ে আমাদের হেলথ ডিপার্টমেন্ট থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি এমন কোন নজীর আমাদের কাছে নেই।

মিঃ স্পীকার :-- শ্রীনকুল দাস।

শ্রী নকুল দাস (রাজনগর) : কোয়েশ্চান নং ২৫০ স্যার ।

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) : – কোয়েশ্চান নং ২৫০ স্যার।

—ঃ প্রশ্ন ঃ

১। ইহা কি সত্য যে গত আগষ্ট মাসে রাজ্য সরকার ত্রিপুরা স্টেট কনজিউমার্স ফেডারেশন কর্তৃক নিযুক্ত গুজরাটের লক্ষী স্টোর্সকে লবণ সরবরাহ করার লাইসেন্স বাতিল করে

দিয়ে অন্য দুইটি সংস্থাকে লবণ সরবরাহ করার জন্য নিযুক্ত করেন।

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে তার কারণ, এবং

৩। এতে সরকারের কোন আর্থিক ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে কিনা ?

—: উত্তর :—

১। সত্য নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী নকুল দাস :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, রাজ্যে স্টেট কনজিউমার্স ফেডারেশনের মাধ্যমে এই লক্ষী ষ্টোর্স থেকে লবণ সরবরাহ করা হয় এবং এই কনজিউমার্স ফেডারেশন এফ. সি. আই.র কাছ থেকে কিছু বস্তা কেনে এবং বস্তাগুলির গায়ে এফ সি, আই-এর নাম লেখা ছিল, যেগুলি সারের বস্তা হিসাবে ইউজ করা হয় না। পরবর্তী কালে প্রচার করা হলো যে সারের বস্তায় আনা লবণ খেলে ক্ষতি হবে। পরবর্তী সময়ে সেটা কামিক্যাল টেষ্টে বলা হলো, না খেলে কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু তা সত্বেও এই লক্ষী স্টোর্সকে বাদ দিয়ে কল্পনা সল্ট ওয়ার্ক এবং জয়ন্তী ট্রেডার্স সাথে লবন সরবরাহ নিয়ে চুক্তি হয় এবং এই চুক্তিটা সম্পূর্ণ নিয়ম-নীতি বহির্ভুতভাবে কল্পনা সল্ট ওয়ার্ক, এবং জয়ন্তী ট্রেডার্সকে দেওয়া হলো। সমবায় সংস্থাকে বাদ দিয়ে এই দুইটি সংস্থাকে লবণ সরবরাহ করার ভার দেওয়ার ফলে আমরা পত্রপত্রিকায় দেখেছি সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা বোফর্স সেখানে হয়েছে। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা ?

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) : — স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি এই প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি। কল্পনা ট্রেডার্স বা লক্ষী স্টোর্স কাউকে লবণ সরবরাহের ভার দেওয়া হয়নি। ফেডারেশনের মাধ্যমেই রাজ্য সরকার লবন ক্যারী করে থাকে। ফেডারেশন তার নিজের পদ্ধতি নিয়ে লবন কাউকে দিয়ে আনাতে পারেন, রাজ্য সরকার ডাইরেক্ট কাউকে দিয়ে লবন আনান নি। ফেডারেশানের মাধ্যমেই ক্যারী করেন। কো-অপারেটিভকে এনকারেজ করার জন্য সরকার এই ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন।

শ্রীবিমল সিন্হা (কমলপুর) : — সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন কল্পনা ট্রেডার্স নামে কাউকে দেওয়া হয়নি। ডিসেম্বর ১৬ "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকায় ফাষ্ট পেইজ নিউজ বেরিয়েছিল ত্রিপুরার লবন আমদানীর ব্যাপারে ভূয়া সংস্থার সাহায্য নেওয়া হয়েছিল সেখানে ভিন্ন নামে মেসার্স কল্পনা সল্ট ওয়ার্ক একটা ভূয়া সংস্থা সেটা আদতে কোন সংস্থা না। সে একজন ছাতা ব্যবসায়ী, সেই ছাতা ব্যবসায়ীকে পাঠিয়ে দেবার জন্য এই কনট্রাক্ট করেছেন। সেখানে একটা

চক্র বিরাট পরিমাণ একটা ট্র্যানজেকশ্যান হয়েছে, কমিশন হয়েছে তার জন্য সেটা লবন সাপ্লাই এখনও করে যাচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এখন যে তথ্য দিয়েছেন যে, কনজিউমার্স ফেডারেশনকে এখন দেওয়া হচ্ছে, যদি দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে এখন পর্যন্ত কতদিন কত অর্ডার দেওয়া হয়েছে। ইনডেন্ট দেওয়া হয়েছে আমরা জানতে পারি কি?

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) : - স্যার, লজ্জা ওদের হওয়া উচিত কেননা এটা আমি মনে করি যদি আমরা এটার আসল ব্যাপার খতিয়ে দেখতে যাই তাহলে এটার সঙ্গে ওরা জড়িত, কারণ, রাজ্যে যে বড় বড় অফিস কারা সেটা করেছিলেন? ত্রিপুরার বর্তমান সরকার নুতন কোন পদ্ধতি, নুতন কোন ব্যবস্থা নেয়নি। যেটা ছিল আমরা সেটার উপর জোর দিচ্ছি। কো-অপারেটিভের মাধ্যমে রাজ্য সরকার এই লবন তৈরী করে থাকেন। স্যার, এই সমস্ত যদি কিছু হয়ে থাকে ওদের সঙ্গে হয়েছে, ওরা বলতে পারেন, কার সঙ্গে কিভাবে হয়েছে।

শ্রী বিধুভূষণ মালাকার (পাবিয়াছড়া) : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই লবন আমদানী সংস্থার সঙ্গে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যুক্ত আছেন কি?

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার হ্যাঁ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আছেন এটার সঙ্গে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুকুমার বর্মণ।

(গণ্ডগোল)

শ্রী নকুলদাস :- নিজে গুজরাটে গিয়ে বসে এই সমস্ত কারবার করেছেন, তথ্য আছে কিনা, এটা হাউসে পেশ করা হবে কিনা?

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) : স্যার, কোন কো-অপারেটিভ ছাড়া রাজ্য সরকার কারোর মাধ্যমে সেটা গ্রহণ করে না।

(গণ্ডগোল)

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী : - মাননীয় সদস্য একটা স্পেসিফিক প্রশ্ন করেছেন। সেটা হচ্ছে, মাননীয় মন্ত্রী শ্রী সাহা তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। স্পেসিফিক কোয়েশ্চান, স্পেসিফিক –

(গণ্ডগোল)

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—এটা প্রশ্নই নয়।

(গণ্ডগোল)

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী : — প্রশ্ন এখানে আপনি বিবেচনা করবেন, প্রশ্ন বিবেচনা করার লোক আছে।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি বলছি এটা প্রশ্নই নয়। নট রিলেটেড এট অল।

(গণ্ডগোল)

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী : — স্যার, আপনি এটা বুঝিয়ে দিন, প্রশ্ন বিবেচনা করার মালিক আপনি।

(গণ্ডগোল)

শ্রী অমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বিগত দিনে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের নিয়ন্ত্রিত এই কনজিউমার্স ফেডারেশনের মাধ্যমে একটা গোপন চুক্তিতে গুজরাটের লক্ষ্মী ষ্টোর্সকে বরাত দেওয়া হয়েছিল কিছু কিছু কমিশনের মাধ্যমে, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর জানা আছে কি না ?

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) : — স্যার, আমি ত আগেই বলেছি বর্তমান সরকার যেটা করে সেটা হচ্ছে কোপারেটিভের মাধ্যমে করে। কোপারেটিভ ক্যারি করে। তবে এইটা যেটা বলা হচ্ছে যদি কোন স্পেশিফিক তথ্য থাকে তাহলে সরকার তা তদন্ত করে দেখবে।

মিঃ স্পীকার : — মাননীয় সদস্য শ্রী সুকুমার বর্মন।

শ্রী সুকুমার বর্মন (নলছড়) : — অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৮৭ স্যার।

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) : — অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৮৭।

: প্রশ্ন :

১। ইহা কি সত্য যে বর্তমানে রাজ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২। ইহাও কি সত্য যে কোন কোন নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের মূল্য সরকারীভাবে ঐ ঐ জিনিষের উপর ছাপানো সত্বেও সম্পূর্ণ বে-আইনীভাবে বিক্রেতারা নির্দ্ধারিত মূল্যের চেয়ে

বেশী দরে তাহা বিক্রি করে থাকে ;

৩। সত্য হলে, এই ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন :

—: উত্তর :—

১। ঐ রূপ কোন রিপোর্ট নাই।

২। ,,

৩। প্রশ্ন উঠে না।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী ফৈজুর রহমান।

শ্রীফৈজর রহমান (কুর্তি) : — অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১০৯।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১০৯।

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর মহকুমার ইছাই নূতনবাজার, কালাছড়া, জালাইবাড়ী, ঝেরঝেরী গ্রামে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা সরকার নিয়েছেন কি না ?

২। না নেয়া হলে তার কারণ ?

উত্তর

১। আপাততঃ নাই।

২। পর্য্যায়ক্রমে প্রতি ৫ হাজার সমতলবাসী ও প্রতি ৩ হাজার পাহাড়ী জনসংখ্যার জন্য ১টি করে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে। যদি এই ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে পড়ে থাকে আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব, যদি কদমতলা পি, এ, সির আণ্ডারে পড়ে তাহলে কদমতলা পি, এ, সির ইনচার্জ মেডিক্যাল অফিসারকে যদি আপনি জানান তাহলে সেটা কোন স্থানে খোলা যায় সেটা সার্ভে করে আমাদেরকে জানালে আমরা নিশ্চয়ই আগামী আর্থিক বছরে খুলে দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) : — অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১২০।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) : — অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১২০।

—ঃ প্রশ্ন ঃ—

১। বিলোনীয়া হাসপাতালে কোন্ এক্স-রে মেসিন আছে কি না।

২। যদি থাকে বর্তমানে সেইটা চালু অবস্থায় আছে কি না।

৩। যদি চালু অবস্থায় না থাকে তাহলে অতি সত্বর তাহা চালু করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কি?

—ঃ উত্তরঃ —

১। আছে।

২। বর্তমানে অচল অবস্থায় আছে।

৩। উক্ত মেশিনটি সারাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কি না লবন চুক্তির মত একটা চুক্তির মাধ্যমে বিলোনীয়া হাসপাতালে এক্স-রে মেশিনটি সাব স্ট্যাণ্ডার্ড পরীক্ষা নীরিক্ষা না করে কিছু লেনদেনের ভিত্তিতে কেনা হয়েছে। সেজন্য বিলোনীয়া মানুষের ভীষন দুর্ভোগ পেতে হয়, সামান্য হাত ভাঙ্গলেও জি, বি, হাসপাতালে চলে আসতে হয়।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) : - সাব-স্ট্যাণ্ডার্ড কিনা বলা মুসকিল। তবে এইটা সিমেন্ট কোম্পানীর মেশিন। তবে বেশী দিনের পুরানো নয়। এত সকালে নষ্ট হয়ে যাওয়ার নজীর আমরা দেখি নাই।

শ্রী অমল মল্লিক :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এইরকম এক্স রে মেশিন ত্রিপুরা রাজ্যে কতটা হাসপাতালে বামফ্রণ্ট সরকারের খরিদ করা এক্স-রে মেশিনগুলি অচল অবস্থায় আছে, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর জানা আছে কি না?

শ্রী কাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— ৪টা আছে এখন।

মিঃ স্পীকার : — মাননীয় সদস্য শ্রী সুশীল কুমার চাকমা।

শ্রী সুশীল কুমার চাকমা (পেঁচারথল) ঃ — মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৬

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্র মন্ত্রী) **:** — মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৬।

-ঃ প্রশ্ন ঃ—

১। ইহা কি সত্য, কাঞ্চনপুর ব্লক এলাকায় সকলকে অন্তর্গত মাছমারাতে চা ফ্যাক্টরী নির্মাণ করার জন্য রিয়াং জন বসতিপূর্ণ এলাকায় একটি স্কুল সহ অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।
২। সত্য হইয়া থাকিলে উক্ত স্থানে চা ফ্যাক্টরী করার সরকারের পরিকল্পনা আছে কি? এবং
৩। থাকলে কবে নাগাদ উক্ত ফ্যাক্টরী নির্মাণের কাজ আরম্ভ করা হইবে বলে আশা করা যায়?

-ঃ উত্তর ঃ—

১। হ্যাঁ, ২। হ্যাঁ, ৩। উপযুক্ত পরিমাণ চা পাতা উৎপাদিত হলেই ফ্যাক্টরী নির্মানের কাজ শুরু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শ্রী সুশীল কুমার চাকমা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কাঞ্চনপুর ব্লক এলাকার মাছমারাতে চা ফ্যাক্টরী করার জন্য এই যে ট্রাইবেল রিয়াং সম্প্রদায়ের বহুদিন পর্য্যন্ত এখানে বসতবাড়ী ছিল এবং এখানে বহুদিন যাবত বসতবাড়ী থাকার জন্য তাদের অনেক উন্নতি হয়েছিল এবং বিদায়ী বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ওনাদেরকে এই গ্রাম থেকে উচ্ছেদ করে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়ার ফলে তারা আজকে ভূমিহীন হয়ে পড়েছে এবং তাদের যে বিষয় সম্পত্তি নষ্ট হয়ে তারা আজকে বিপন্ন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ওনাদের পূনর্বাসনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না?

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) : - স্যার. আপনার অনুমতি নিয়ে এই প্রশ্নের জবাব আমি দিচ্ছ, মাছমারার চা বাগানের মোট জমির পরিমাণ হচ্ছে দুই হাজার আটশত একর, বর্তমানে চা চাষের আওতায় আনা হয়েছে। ১৩৫ একর জমি, অর্থাৎ যদি একটা মেশিন চালু করা হয় পসেসিং মেশিন, তাতে যে পরিমান পাতা দরকার এইটাকে ভায়বেল করতে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেইটা না হয় বর্তমানে কাচাপাতা যেটা হচ্ছে সেটা অন্য বাগানের অন্য যে পসেসিং মেশিন আছে সেখানে এইটাকে পসেসিং করা হচ্ছে। যখন কমপক্ষে দশ লক্ষ কেজি গ্রীনটি হবে এবং আরও ১৫ লক্ষ চারা গাছ রোপন করার ব্যবস্থা হচ্ছে যাতে আরও উৎপন্ন হয় এবং সেই পরিমাণ পাতা যখন হবে তখন সেখানে মেশিশ বসানো হবে। আর যারা সেখানে উৎখাত হয়েছেন সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে। এই বাগানের অন্তর্ভূক্ত জমিতে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি যে, এই টিলাতে যে সমস্ত জুমিয়া রিয়াং সম্প্রদায়ের যারা ছিলেন তাদের বিকল্প ঘরবাড়ী তৈরী করে তার পর সেখানে তাদেরকে পাঠানো হয়েছে, এইটা সত্য কি না?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার(মুখ্য মন্ত্রী):— স্যার, এইটা না, তবে বর্তমান সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে তাদের এই বাগানের কিছু অংশ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবে।

মিঃ স্পীকার:— মাননীয় মন্ত্রী সদস্য শ্রী অঞ্জু মগ।

শ্রী অঞ্জু মগ (মনু): — মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫৫।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী): - মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-১৫৫।

প্রশ্ন

১। মনুবাজার পি. এইচ. সি. কে ৫০ বেড বিশিষ্ট স্বাস্থ্য কেন্দ্রে উন্নতি করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

২। যদি থাকে তাহলে উক্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য বিল্ডিং-এর কাজ কবে নাগাদ শুরু করা হবে,

৩। যদি পরিকল্পনা না থাকে তবে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। মনুবাজার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে ৩০ শয্যা বিশিষ্ট গ্রামীন হাসপাতালে উন্নিত করার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক অনুমোদন পূর্ত দপ্তরকে দেওয়া হয়েছে।

২। পূর্ত দপ্তর উক্ত বিল্ডিং-এর কাজ ইতিমধ্যেই শুরু করাবেন বলে আশা করা যায়।

৩। প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রীঅঞ্জু মগ:— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বললেন যে ওখানে কাজ শুরু হয়েছে কিন্তু আমরা জানি যে ওখানে এখন পর্যন্ত কোন কাজ শুরু হয়নি। কাজেই ওখানে কবে নাগাদ কাজ শুরু হবে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী কাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী):— মিঃ স্পীকার স্যার, ঐ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বিল্ডিংয়ের জন্য ৩৪ লক্ষ টাকা, ওয়াটার সাপ্লাই, কোয়ার্টার ও অন্যান্যর জন্য ৬৯ লক্ষ টাকার অনুমোদন অনেক আগেই দেওয়া হয়েছে। আমার কাছে তথ্য আছে যে পূর্ত দপ্তর অনেক আগেই কাজ শুরু করে দিয়েছে।

মিঃ স্পীকার:— মাননীয় সদস্য শ্রী দীপক কুমার রায়।

শ্রী দীপক কুমার রায় (বড়জলা) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৬৩।

মিঃ স্পীকার :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার— ১৬৩।

শ্রী কাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৬৩।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে মোহনপুর বি, ডি, সি, র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নড়সিংগড় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে একটি অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে দুই দিন পরই তা ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

২। যদি সত্য হয়ে থাকে বর্তমানে নড়সিংগড় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে জরুরী ভিত্তিক একটি অ্যাম্বুলেন্স দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা ?

উত্তর

১। ইহা সত্য নহে।

২। বর্তমানে একটি ভাড়া গাড়ী নরসিংগড় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আছে।

শ্রী দীপক কুমার রায় :— সাপ্লিমেণ্টারি স্যার নরসিংগড়ে যে স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে সেটার ২০ কিলোমিটারের মধ্যে আর কোন স্বাস্থ্য কেন্দ্র নাই। তাই সেখানে যে অ্যাম্বুল্যান্স দেওয়া হয়েছে সেটা রোগীদের স্বার্থে ব্যবহৃত হচ্ছেনা। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা লক্ষ্য করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা জানাবেন কি ?

শ্রী কাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, নরসিংগড়ে আপাততঃ অ্যাম্বুল্যান্স হিসাবে ব্যবহার করার জন্য একটি ভাড়া করা জীপ হয়েছে, কিন্তু সেটি ডাক্তারবাবুরা হয়ত জরুরী কাজে বা ইম্যুনাইজেশনের কাজে ব্যবহার করতে পারে। তবে এটা ঠিক যে এখনও সমস্ত পি, এইচ, সি, তে অ্যাম্বুল্যান্স দেওয়া সম্ভব হয়নি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী (কল্যাণপুর) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭৫।

মিঃ স্পীকার :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৭৫।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) : — মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৭৫।

প্রশ্ন

১। রাজ্যের গ্রামীন ও দুর্গম এলাকায় চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা বাড়ানোর জন্য সরকার কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন,

২। ইহা কি সত্য যে তেলিয়ামুড়া ব্লকের অন্তর্গত মুঙ্গিয়াবাড়ী (৩৭ মাইল)-তে একটি গ্রামীন হাসপাতাল খোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল,

৩। সত্য হইলে কবে পর্য্যন্ত তাহা কার্য্যকরী করা হবে এবং

৪। কল্যানপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটিকে গ্রামীণ হাসপাতালে রূপান্তরিত করার প্রস্তাব এই বৎসর কার্য্যকরী হবে কি ?

উত্তর

১। গ্রামীন ও দুর্গম এলাকায় চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা বাড়ানোর জন্য তিন রকম পরিকল্পনা চালু আছে যথা উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও গ্রামীন হাসপাতাল।

২। তেলিয়ামুড়া ব্লকের অন্তর্গত মুঙ্গিয়াবাড়ীতে (৩৭ মাইল) একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করার পরিকল্পনা আছে।

৩। পাকাপাকিভাবে জায়গার বন্দোবস্ত হইলেই নির্মাণকার্য্য শুরু হইবে। নির্মাণকার্য্যের জন্য প্রয়োজনীয় সরকারী অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

৪। কল্যাণপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ১৯৮৭-৮৮ আর্থিক বৎসরে গ্রামীন হাসপাতালে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

শ্রী মাখনলাল চক্রবর্তী : — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে মাননীয় মন্ত্রী প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে গ্রামীন ও দুর্গম অঞ্চলে চিকিৎসার সুযোগ সুবিধার জন্য ৩ রকমের ব্যবস্থা রয়েছে প্রত্যন্ত অঞ্চলের জন্য। সেখানে এরমধ্যে বলা হলো যে, মুঙ্গিয়াবাড়ী সেটা একটা দুর্গম অঞ্চল। সেখানে বামফ্রন্ট সরকার খুব জরুরী ভিত্তিতে যে কার্য্যসূচী নিয়েছিলেন সেখানে এখন বলা হচ্ছে যে, সেখানে নাকি জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না। এটা ঠিক নয়। কারন বামফ্রন্ট সরকারের আমলে সেখানে সব কিছু ঠিক করে জায়গা ঠিক করে রাখা হয়েছিল, আর এখন বলা হচ্ছে যে জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না। সেখানে জরুরী ভিত্তিতে টাকাও সেংকসান করা হয়েছে। কাজেই

সেখানকার অদিবাসীদের স্বাস্থ্যের জন্য জরুরী ভিত্তিতে এই বৎসর এই প্রাইমারী হেলথ. সেন্টার করা হবে কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) : - মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে হসপিট্যাল কমিটি রয়েছে. এস, ডি. এম. ও, , সি, এম, ও , এবং পি, ডবলিউ, ডি-র এস. ও, ডি, রয়েছেন। তাদের থেকে রিপোর্ট পেলেই জায়গা সম্পর্কে অতি সত্বরই একটা কিছু করা যাবে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী : -- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে, কি কি অসুবিধার জন্য এই জায়গা সিলেকট করা যাচ্ছেনা। যদি ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের এই জায়গা হয়ে থাকে তবে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের জায়গা আমরা পাবলিক ইন্টারেষ্টে নিয়ে থাকি। বড়মুড়ায় যে এতবড় কম্প্লেকস্ করা হয়েছে সেটাও তো ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের জায়গা। এতে তো কোন অসুবিধা হয়নি। কাজেই এই খানে কি কি অসুবিধার জন্য এই রকম একটি দুর্গম এলাকায় প্রাইমারী হেলথ্ সেন্টার করা যাচ্ছেনা. তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) ঃ -- মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে, এই ব্যাপারে সিলেকসন কমিটি রয়েছে, এস. ডি. এম. ও. সি. এম, ও, এবং পি, ডবলিউ, ডি, এস, ডি, ও, রয়েছেন তাদের থেকে রিপোর্ট পেলেই সেটা করা যাবে।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষ্ণপুর) ঃ – সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমরা জানি যে, বামফ্রন্ট আমলে আমরা এইখানে সাইড সিলেকসন করেছি, সবকিছু ঠিক করে রাখা হয়েছে। তারপর কেন এটা করা হবে না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) ঃ – মাননীয় স্পীকার স্যার, শুধু সাইড সিলেকসন এমনিতে হয়না। অফিসিয়েল প্রসিডিউর মেনে সেটা করতে হবে।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ -- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে বলতে চাই যে, বর্তমানে যে ফরেষ্ট আইন রয়েছে তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি ব্যতীত ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের কোন জায়গা দেওয়া যাবে না। এতে রাজ্য সরকারের কোন এক্তিয়ার নেই। ফিজিওলোজিক্যাল ভেলেন্স রক্ষা করার জন্য আমাদের প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগ রয়েছে। কাজেই কেন্দ্রিয় সরকারের অনুমতি ব্যতীত এইটা করা যাবে না।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী : -- মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের শতকরা ৫০ ভাগ জমি হচ্ছে আইদার রিজার্ভড্ ফরেস্ট অর্ প্রোটেকটেড ফরেস্ট এরিয়া। বর্তমানে যে ফরেস্ট আইন রয়েছে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা জানি না যে, যেখানে একটি গাছ রয়েছে সে জায়গাটাও ফরেস্টের জায়গা বলে ধরা হবে। তাহলে কি গ্রামের রাস্তাঘাট, স্কুল,

হাসপাতাল ইত্যাদি পাবলিক প্রয়োজনে করা হবে না? আমরা এমনও দেখেছি যে, পাহাড়ী এলাকায় কাজ করতে গিয়ে ঠিকাদাররা আপনাদের মদতেই সেখানে ফরেস্ট নষ্ট করছে আর একটা স্কুল, রাস্তাঘাট বা প্রাইমারী হেলথ সেন্টার করা যাবে না পাবলিক প্রয়োজনে তাতে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের, কেন্দ্রিয় সরকারের অনুমোদন লাগবে তা লাগতে পারে কিন্তু করা যাবেনা এটা তো ঠিক নয়। আমরাও তো গত দশ বছর কাজ করেছি, এ রকম তো কোন অজুহাতে গ্রামের রাস্তাঘাট, স্কুল, হাসপাতাল ইত্যাদির কাজ ব্যহত হয়নি। আর এখন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট বা কেন্দ্রিয় সরকারের অনুমোদন লাগবে ইত্যাদি অজুহাত তোলে গ্রামের গরীব মানুষদের তো বঞ্চিত করা ঠিক নয়।

মহারাণী বিভু কুমারী দেবী (রাজস্বমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, I would like to correct here my Hon'ble friend from the opposition bench that "everywhere only trees are declared as the forest property baring that it has been reserved already.

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, ফরেষ্টের ডিফারেন্ট ডেফিনিশান আছে। কিন্তু যেটা রিজার্ভ ফরেস্ট সেটা কোন অবস্থাতেই কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন ব্যতীত দেওয়া যায় না। তবে তাঁরা দিতে পারেন। কারণ ত্রিপুরায় তো তাঁরা আর বন রাখেন নি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : - মাননীয় সদস্য শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস (শালগড়া) : – অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৮৮।

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৮৮।

—: **প্রশ্ন** :—

১। ইহা কি সত্য যে বর্তমান সনে রাজ্যে আমদানীকৃত লবন এবং রেপসীডে রাজ্যে বীক্ষনাগারে পরীক্ষার পর ভেজাল প্রমাণিত হওয়ায় খাদ্য দপ্তর তা ন্যায্য মূল্যের দোকান সমূহে সরবরাহ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখেন।

২। সত্য হলে সেই লবন এবং রেপসীড পুনরায় ন্যায্যমূল্যের দোকান মারফত ভোক্তা সাধারণের কাছে বন্টনের কারণ কি?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। ইত্য বসরে ঐ রেপসীড তৈল এবং লবনের নমুনা ভারত সরকারের স্বাস্থ্য মহাঅধিকর্তার অধীন ফুড রিচার্স এণ্ড ইনষ্ট্রুমেনটেশান ল্যাবরেটরী, গাজিয়াবাদ পাঠানো হয় রাসায়ণিক বিশ্লেষন করিয়া রিপোর্ট দেওয়ার জন্য। ঐ রিপোর্টে ঐ রেপসিড তৈল এবং লবন মানব খাদ্যের উপযোগী প্রমাণিত হওয়ায় ভোক্তা সাধারণের জন্য রেশন দোকানে পাঠানো হয়।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে রাজ্যের বীক্ষণাগারে যে লবন এবং রেপসীড-এ যে ভেজাল প্রমাণিত হল এবং আবার কেন্দ্রীয় সরকারের বীক্ষণাগারে-পাঠানোর পর সেটা মনুষ্য খাদ্যের উপযুক্ত প্রমাণিত হয়ে গেল. এর কারণ কি?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— রাজ্যে যে পরীক্ষা কেন্দ্র আছে এর পরীক্ষক সি পি এম-এর সক্রিয় কর্মীএবং উনি নৃপেনবাবুর রিলেটিভ এবং উনি ইনটেনশন্যালী এটা পাঠিয়েছেন।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা যে ঐ তেল এবং লবণ গোহাটী কেন্দ্রেও ভেজাল প্রমাণিত হয়েছে এবং সেজন্য সাপ্লাই বন্ধ করা হয়েছিল।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) : রাজ্য সরকারের যে এনালিষ্ট তার রিপোর্ট পাওয়ার পর সরকার মনে করেছেন যে, এই লবণ এবং রেপসীড আমরা মানুষের ব্যবহারের জন্য পাঠাব না। কিন্তু আমরা দেখেছি যে এনালিষ্ট যিনি তার এনালিস্টের যোগ্যতা নেই। দ্বিতীয়তঃ আমাদের কাছে যে রিপোর্ট আছে তার মধ্যেও কারচুপি রয়েছে বলে রিপোর্ট পাওয়া গেছে। তারপর রাজ্য সরকার সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের বীক্ষণাগারে পাঠিয়েছেন এবং তারা যখন এটাকে মানব খাদ্যের উপযুক্ত বলে রিপোর্ট দিয়েছেন তখন আমরা সেটাকে রেশন দোকানে পাঠিয়েছি। তৃতীয়তঃ গৌহাটি থেকে এমন কোন রিপোর্ট আছে বলে আমরা জানি না।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ;— মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয় এই পাবলিক এনালিষ্টের নাম জানাবেন কি?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) : — শ্রীআশীষ চক্রবর্তী।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : - স্যার, উনি তো পাবলিক এনালিস্ট নন।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) : - উনি নিজের স্বাক্ষর করে রিপোর্ট দিয়েছেন। ওনার এনালিস্টের যোগ্যতা নাই।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, পাবলিক এনালিষ্ট আমার আত্মীয় নয়, ওনারা হাউসকে মিসলীড করেছেন। পাবলিক এনালিস্ট বাইর থেকে এসেছেন, উনি পশ্চিমবঙ্গের লোক।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, কে এনালিষ্ট করেছেন, সেটা আমাদের দেখার ব্যাপার নয়। বাট ইট ওয়াজ সাইনড বাই আশীষ চক্রবর্তী।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— এ্যানি বডি ক্যান সাইনড ইট, এজন্য সে দায়ী। পাবলিক এনালিষ্ট যদি অযোগ্য হয়ে থাকেন, তাকে তাড়িয়ে দিন। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, কারণ ওরা খাদ্য পরীক্ষা করছেন।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্য মন্ত্রী) :— স্যার এই রিপোর্টটা যিনি দিয়েছেন, সরকার তার কথাই চিন্তা করছেন, অন্যের কথা চিন্তা করছেন না। এটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত রিপোর্ট হয়েছে, আগে আমরা এটাকে বিশ্বাস করেছি। কিন্তু আমরা দেখলাম এতে সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতি হতে যাচ্ছে এবং এটা এমন একটা সময়ে হয়েছে, যখন সাপ্লাইয়ের উপর বিরাট চাপ ছিল, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ যেটা বাজারে না দিলে নয়। তাই আমরা দেখলাম যে এটাকে ক্রস চেক করার দরকার, কারণ এই রিপোর্ট যিনি দিয়েছেন, তার সেই যোগ্যতা নাই বলেই আমরা সেটাকে আরও ভেরিফাই করার জন্য আরও ক্রস চেক করার জন্য বিভিন্ন স্তরে রিপোর্ট করেছি। পরবর্তী সময়ে আমরা বুঝলাম যে, সত্যিই এটা একটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত ব্যাপার, রাজ্যের মধ্যে একটা অসুবিধা সৃষ্টি করার জন্যই এটা করা হয়েছে। তাই তার বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছি এবং তদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী খুব দায়িত্বশীল লোক, পাবলিক হেলথ সবচেয়ে দায়িত্বপূর্ণ দপ্তর, যে কেউ হোক না কেন, তিনি যদি মিথ্যা রিপোর্ট দিয়ে থাকেন, টেক একশান এগেইনস্ট হিম। ইমিডিয়েটলি তার বিরুদ্ধে এ্যাকশান নেওয়া দরকার। ও তো ★
ও তো জানে না পাবলিক এনালিষ্ট মানে কি

শ্রীমতিলাল সাহা (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :— স্যার, উনি মুর্খ বলছেন এটা তাকে, উইথড্র করতে হবে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, ইট স্যুড বি এ্যাকসপাঞ্জড ফ্রম দি প্রসিডিংস এ্যাস ইট ইজ এন অবজেকশান্যাবল টক্।

মহারাণী বিভু কুমারী দেবী (রাজস্বমন্ত্রী) :— স্যার, আই থিঙ্ক হি স্যুড নট মেইক সাচ এ কল্সহুড রিমার্ক এবাউট এ্যানিবডি। "মুর্খ" ইজ এন আন পার্লামেন্টারী ওয়ার্ড, হি স্যুড উইথড্র ইট।

★ Expunged as ordered by the chair.

(গণ্ডগোল)

শ্রী নৃপেনচক্রবর্ত্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, হুয়াট ইজ ইওর রুলিং (ইন্টারাপশান) আপনি আপনার রুলিং দিতে পারেন। এটা আন পার্লামেন্টারী কি না আমি জানতে চাইছি (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :— আমি সব সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলছি আপনারা এমন কোন শব্দ ব্যবহার করবেন না যেটা হাউসের ডিগনিটির পক্ষে শোভা পায় না—আমি সব সদস্যদের অনুরোধ করছি আপনারা আন পার্লামেন্টারী শব্দ ব্যবহার করবেন না।

শ্রীদশরথ দেব (রামচন্দ্রঘাট) : — মিঃ স্পীকার স্যার, এই সব উচ্চারণ দেখে আমার মনে পড়ল "তাবত্ শোভতে মূর্খ : যাবত্ ন ভাষতে" কথা বললেই মূর্খতা ধরা পড়ে (ইনটারাপশান —ভয়েস : এখানে আপনার পণ্ডিতি দেখাবার প্রয়োজন নাই)

শ্রীরতন চক্রবর্ত্তি (রাষ্ট্রমন্ত্রী) : — মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য খুব সুন্দর একটি শ্লোক উচ্চারণ করেছেন। সেই সঙ্গে আর একটি শ্লোকও আমার মনে পড়ছে। "উপদেশো হি মূর্খানাং প্রকোপায়ৎ ন শান্তয়ে।"

(ইনটারাপশান—হাততালি)

মিঃ স্পীকার :— শব্দটি এক্সপাঞ্জড করা হল—মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস (সুরমা) : — কোয়েশ্চান নং ১৯৫

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) : — কোয়েশ্চান নং ১৯৫

প্রশ্ন	উত্তর
১। রাজ্যে বর্তমানে রান্নার গ্যাস সরবরাহকারী কয়টি এজেন্সি রয়েছে ?	১। ৮টি।
২। ঐসব এজেন্সির কাজকর্ম পরিচালনায় রাজ্য সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ আছে কি না ?	২। পরিচালনার উপর কোন নিয়ন্ত্রন নাই কেবল সিলিণ্ডার বন্টন ব্যবস্থার উপর তদারকির অধিকার আছে।
৩। যদি থাকে তবে গত জুন মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত ঐ সব এজেন্সি গ্রাহকদের নিয়মিত গ্যাস সরবরাহ না করার কারণ কি ?	৩। সোনাপুরের কাছে রাস্তায় ধ্বস নামার জন্য গত জুন মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত রীতিমত গ্যাস আনা সম্ভব হয়নি। কাজেই গ্রাহকদের নিয়মিত গ্যাস সরবরাহ বিঘ্নিত হয়েছিল।

শ্রী নকুল দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, ঐ সময় এজেন্সিগুলির কিছু অসুবিধা হয়েছিল এটা ঠিক। তবে ঐ সব এজেন্সীর মধ্যে আমার মনে হয় একটা দুষ্ট চক্র আছে (ইন্টারাপশান) গত জুন থেকে সেপ্টেম্বর-এর মধ্যে আমি নিজেও একজন গ্রাহক গ্যাসের জন্য ৮ বার ১০ বার পর্যন্ত পাঠিয়েও গ্যাস পাই নাই। শুধু বলা হয়েছে যে গ্যাস আসে নাই। সেখানে একটা চক্র আছে, কারণ দেখা গেছে যে, যে সিলিণ্ডারের দাম ৬০ টাকা সেই সিলিণ্ডার ১০০ টাকায় বিক্রি করা হয়েছে। এটা আমার অভিজ্ঞতা। এবং আমি বিশ্বাস করি মাননীয় সদস্যদের মধ্যে যারা গ্যাস ব্যবহার করেন তাঁরাও এটা স্বীকার করবেন কাজেই এই ব্যাপারে তদন্ত করে দেখবেন কি না ?

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা ঠিক কিছু সময়ের জন্য গ্যাস সরবরাহ বিঘ্নিত হয়েছিল। আর মাননীয় সদস্য যে কথা বলেছেন যে ৬০ টাকার সিলিণ্ডার ১০০ টাকায় বিক্রি করেছে এটা ঠিক নয়। আমার মনে হয় উনি যাকে পাঠিয়েছিলেন সেই ব্যাক্তিই সিলিণ্ডার ১০০ টাকায় বিক্রি করে উনার কাছে ভুল তথ্য পরিবেশন করেছে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাদয় বলবেন কি যে এখানে আরও কয়েকটা গ্যাস এজেন্সি খোলা কি অসুবিধা আছে ? এখানে আরও কয়েকটা গ্যাস এজেন্সি করা যায়, মফঃস্বলেও করা যায়। লাকড়ির উপর নির্ভর করা ঠিক নয়। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, কি কি কারণে এই এক দুইটা এজেন্সীর উপর সরকারকে নির্ভর করতে হচ্ছে ?

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি বলছি যে, এই অসুবিধা দূর করার জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি খুব তাড়াতাড়ি পাইপ লাইন দিয়ে আগরতলার সিটিকে সাপ্লাই করা যায় কি না সেটার চেষ্টা করছি। দ্বিতীয়তঃ এখানে গ্যাস সিলিণ্ডার করা যায় কি না সেটাও পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। এই সমস্ত ব্যবস্থা আমরা নিচ্ছি। তাতে আমরা আশা করি যে বনজ সম্পদের উপর যে চাপ এখন আছে সেটা কমে যাবে।

শ্রী বিমল সিন্‌হা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে বললেন যে গ্যাস সিলিণ্ডার তৈরী করার জন্য এখানে চেষ্টা করা হচ্ছে সেটা কি এখানে না উনাদের বন্ধু সন্তোষ মোহন দেবের এলাকায় হবে ?

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সমস্ত অবান্তর প্রশ্ন।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষ্ণপুর):— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৯৯, ফুড অ্যাণ্ড সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী): — মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৯৯।

প্রশ্ন	উত্তর
১। রাজ্যের সরকারী গুদামে মোট মজুত (ক) চিনি, (খ) লবন, (গ) ডাল, (ঘ) ভোজ্য তেল, এর পরিমাণ কত। (১৫ই নভেম্বর পর্য্যন্ত।)	১। ১৫ই নভেম্বর ১৯৮৮ ইং তারিখে রাজ্যে সরকারী গুদামে মজুত (ক) লেভি চিনি ১১৮৮ মেঃ টন, (খ) আয়োডিন যুক্ত লবন—১৩১৬ মেঃ টন, (গ) ডাল—সরকারী মজুত করা হয় না। (ঘ) ভোজ্য তেল—১৭০ মেঃ টন।
২। এই সকল নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষের মজুত গড়বার জন্য রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন?	২। এই মজুত ভাণ্ডার (ডাল বাদে) গড়ার উদ্দেশ্যে রাজ্যের জন্য বরাদ্দকৃত বিভিন্ন সামগ্রীর সমস্ত পরিমাণ যাহাতে সময়মত এ রাজ্যে পৌঁছায় তাহার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।
৩। ইহা কি সত্য যে কেরোসিনের সরবরাহ অপ্রতুল হওয়ার জন্য গ্রামাঞ্চলে কেরোসিনের দাম অনবরত বাড়ছে এবং কেরোসিন দুর্লভ হচ্ছে?	৩। সত্য নহে।
৪। যদি সত্য হয় ১২টি নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্য স্বল্প দরে ভর্তুকী দিয়ে রেশন দোকান মাধ্যমে যে সর্বত্র বন্টন করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি?	৪। বর্তমানে এইরূপ কোন পরিকল্পনা সরকারের নাই।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া:— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্য যেমন চাউল, ডাল ইত্যাদি কলকাতা থেকে জরুরী ভিত্তিতে আনতে কত টাকা খরচ হয়েছে? এবং কোন্ কোন্ জিনিষ রেশন দোকানের মাধ্যমে বিলি বন্টন করা হবে?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী): — আলাদা ভাবে প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া যাবে।

শ্রীসুবোধ দাস (পানিসাগর) :— এখানে জিনিসপত্রের যে তথ্য দিলেন সেই অনুসারে নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিস সারা ত্রিপুরা রাজ্যের পক্ষে যথেষ্ট কিনা জানতে চাই, নাকি ঘাটতি আছে ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি বলছি, আমরা ক্ষমতায় আসার পর থেকে সাপ্লাই অবস্থা যে বিপর্য্যস্ত অবস্থায় ছিল তা খুবই খারাপ অর্থাৎ, খুবই বিপর্যস্ত অবস্থা। এই বিপর্যস্ত অবস্থার প্রথম কারণ হল, পূর্বতন সরকারের নানা রকম কারচুপি ছিল, এবং আর্টিফিসিয়্যালী অভাব সৃষ্টি করার একটা প্রবনতা সে সময় ছিল। এই চক্রান্ত সেখানে চল ছিল তার ফলে বর্ত্তমান সরকারও এই চক্রান্তের বলি হন। এছাড়া, অন্যদিকে ছিল, প্রাকৃতিক দুর্যোগ। আমাদের লাইফ-লাইন সোনারপুর সেখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারনে ন্যাশন্যাল হাই-ওয়ে বন্ধ হয়ে যায়। এই দু'টি কারণে আঘাত এসেছিল। সেই কারণে, সরকার প্রথম দিকে অসুবিধায় পড়ে। লবন এবং তৈল ভাল থাকা অবস্থায়ও রিপোর্ট দেওয়া হল, খারাপ ছিল বলে। তার কারণ হলো, আমরা যাতে সাপ্লাই দিতে না পারি। এই রকম চক্রান্ত চলছিল, এই রাজ্যের মানুষদের বিপদে ফেলার জন্য। এই পরিস্থিতিতে আমাদের সাপ্লাই ব্যবস্থা ছিল, হ্যাণ্ড টু মাউথ। কিন্তু গত কয়েক মাসে আমাদের পক্ষে সাপ্লাই দেওয়া সম্ভব হয় নি এরকম কোন ঘটনা হয় নি। সরকার এই সমস্ত চক্রান্তের জাল ছিন্ন করার চেষ্টা করেছেন, ত্রিপুরার মানুষের স্বার্থে। তাছাড়াও সে সময়ে বাংলাদেশে এবং আসামে বন্যা চলছিল। আসামে বন্যার জন্যে রেল লাইন নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে রেল ওয়াগনের সীমাবদ্ধতা ছিল সেই সময়। এর ফলে কিছু কিছু ব্যবসায়ী সে সময় দাম বাড়াবার চেষ্টা করছিল। বাংলাদেশেও কিছু কিছু মাল পাচারের ব্যবস্থা হয়েছিল ব্যাপক ভাবে। সেই সময়ে আমরা নাম্বার ওয়ান ব্যবস্থা নিয়েছি, সমস্ত ব্যবসায়ীদের ডেকে এনে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে চেষ্টা করেছি, যাতে দাম বাড়ান না হয়। কারণ, আমরা খবর পেয়েছি, মজুত ব্যবস্থা আমাদের যথেষ্ট আছে। যার জন্য দাম বাড়ানোর কোন সুযোগ সে সময় ছিল না। নাম্বার টু ব্যবস্থা নিয়েছি, বি, এস, এফ, ও আরক্ষা দপ্তরের প্রধানদের ডেকে এনে আলাপ-আলোচনা করে ঠিক করা হয়েছে, যাতে কোন অবস্থায় মাল বাংলাদেশে পাচার না হতে পারে। নাম্বার থ্রী, ব্যবস্থা নিয়েছি, বিমানে মাল আনা যাতে যোগানের ঘাটতি যাতে না পড়ে, অর্থাৎ যোগান ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে। এই সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে সরকার দাম স্থিতিশীল রাখতে পেরেছেন।

মিঃ স্পীকার : – কোয়েশ্চান আওয়ার ইজ ওভার। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (★) প্রশ্ন পত্রের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি সেগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্ন পত্রের উত্তর পত্রগুলি সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি (ANNEXURES— "A" & "B")।

NOTICE OF NO-CONFIDENCE MOTION

Mr. Speaker :— I have received a notice of Motion of no-Confidence from Shri Nripen Chakraborty, Leader of the Opposition. The Motion is in order. Now I would request Shri Chakraborty to move the Motion for leave of the House.

Shri Nripen Chakraborty :— Mr. Speaker sir, I beg to move for leave that the Tripura Legislative Assembly has no Confidence on the Council of Ministers under Shri Sudhir Ranjan Majumder, Chief Minister, Tripura.

Mr. Speaker :— Now I shall put the Motion to vote for leave of the House. Those who are in favour of the Motion for leave will Please rise up.

(All the Opposition Members Present at that time in House stood up.)

Ms. Speaker :— Leave is granted, because required number of Members stood up in favour of the Motion. The Motion will be taken up to-morrow, 5/1/89. Time will be alloted after consulting with the Leader of the House and the Leader of the Opposition.

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ বিভিন্ন উল্লেখ্য বিষয়ের উপর মাননীয় সদস্য মহোদয়ের নিকট থেকে নোটিশ পাইয়াছি। সেই নোটিশগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্নে উল্লেখিত বিষয়গুলি উৎথাপন করার অনুমতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল দাস মহোদয়কে তাঁর বিষয়টি দাঁড়িয়ে উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস (শালগড়া) **:—** স্যার, আমার রেফারেন্সের বিষয়টি হচ্ছে- "গত ৩রা জানুয়ারী, ৮৯ দৈনিক সংবাদ পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত টি, এন, ভির সংখ্যা নিয়ে নূতন করে দাবী উঠায় সরকার বিব্রত সংবাদ সম্পর্কে"।

মি: স্পীকার :— আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি তিনি এক্ষনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে

সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) : - স্যার, আমি আগামী ৬.১.৮৯ ইং তারিখে এ সম্পর্কে বক্তব্য রাখব।

মিঃ স্পীকার :— আমি আজ মাননীয় সদস্য মহোদয়ের নিকট থেকে আর একটি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর নোটিশ পাইয়াছি। সেই নোটিশ পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্নে উল্লেখিত বিষয় উৎথাপন করার অনুমতি দিয়াছি। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী সুকুমার বর্মণ মহোদয়কে তাঁর বিষয়টি দাঁড়িয়ে উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী সুকুমার বর্মণ (নলছড়) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার রেফারেন্সের বিষয়টি হচ্ছে "গত ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৮৮ ইং সোনামুড়া মহকুমার কাঠালিয়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রী হরিলাল পোদ্দারকে স্কুলের ভিতরে কতিপয় দুষ্কৃতিকারী কর্তৃক গুরুতর আহত করার ঘটনা সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এক্ষনি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) : -- স্যার, আমি আগামী ৬.১.৮৯ ইং তারিখে এই সম্পর্কে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আমি আর একটি নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস মহাশয়ের নিকট থেকে। বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি এবং মাননীয় সদস্যকে তাঁর বিষয়টি উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস (সুরমা) : - মিঃ স্পীকার স্যার, আমার রেফারেন্স পিরিয়ডের বিষয়বস্তু হলো :—

> "গত ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮ ইং কমলপুরে কতিপয় দুষ্কৃতকারী কর্তৃক বিধায়ক শ্রীবিমল সিংহকে আক্রমন করে গুরুতর আহত করা ঘটনা সম্পর্কে"।

মিঃ স্পীকার : — আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। যদি এক্ষনি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকে তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) : — স্যার, এই সম্পর্কে আমি ৬-১-৮৯ ইং তারিখে জবাব দেব।

মিঃ স্পীকার : — আজকের কার্যসূচীতে ২টি (একটি) উল্লেখ্য বিষয়ের উপর (রেফারেন্স কেসেস) স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়-এর বিবৃতি প্রদানের কথা অন্তর্ভূক্ত আছে। উল্লেখ্য বিষয়টি গত ৩০-১২ ৮৮ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় উংথাপন করেছিলেন এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য বিষয়বস্তুটি হলো : —

> "গত ১২-১০-৮৮ ইং বীরচন্দ্র (বিলোনীয়া) বাজারে বাজারবার দিন দোকানপাট লুট, কংই কর্মী দুলাল দেবনাথ সহ ১৪ জন খুন হওয়া সম্পর্কে"।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) : — মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ১২-১০-৮৮ ইং বেলা অনুমান ৪ ঘটিকা হইতে ৪-৩০ মিঃ মধ্যে বিধায়ক শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া এবং স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের সদস্য শ্রীদাম পালের নেতৃত্বে বীরচন্দ্র মনুর সি, পি, আই, (এম)-এর সমর্থকগণ বীরচন্দ্র মনু বাজারস্থিত সি. পি, আই (এম)-এর পার্টি অফিস উদ্বোধন করার নামে জমায়েত হয়।

উক্ত পার্টি অফিসটি পুনঃ উদ্বোধন করা উপলক্ষে এম এল. এ শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া এবং এ. ডি সির মেম্বার শ্রী শ্রীদাম পাল অত্যন্ত উত্তেজক এবং প্ররোচনামূলক বক্তৃতা দিতে থাকেন এবং সি পি আই (এম) সমর্থকগণ উত্তেজক এবং প্ররোচনামূলক শ্লোগান দিতে থাকে। ঐদিন বীরচন্দ্র মনু বাজারবার ছিল এবং একটি ফুটবল খেলা তখন চলতেছিল। এই কারণে বীরচন্দ্র মনু বাজারে লোকের সমাগম ছিল কয়েক হাজার। সি পি আই (এম) নেতাদের প্ররোচনা ও বিদ্বেষমূলক ভাষণে এবং সমর্থকদের শ্লোগানে বাজার এবং খেলার মাঠের লোকেরা সি পি আই (এম) এর পার্টি অফিসের সামনে উপস্থিত হয়। উপরোক্ত প্ররোচনা-মূলক ভাষণ এবং শ্লোগানের দরুণ জনতা স্বভাবতই কিছুটা উত্তেজিত হয়েছিল। এই সময় উপস্থিত লোকদের সঙ্গে সি পি আই (এম) সমর্থকদের বচসা আরম্ভ হয়। ঐ সময় কর্তব্যরত কিছু পুলিশ কর্মী ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে আঘাত প্রাপ্ত হয়। এমন উত্তেজনামূলক সময়ে সি পি আই (এম) পার্টি অফিসের ভিতর থেকে

বিধায়ক শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া এবং জেলা পরিষদ সদস্য শ্রীদাম পালের দেহরক্ষীরা তাহাদের নির্দেশে রিভলবার থেকে বিনা প্ররোচনায় এবং বিনা প্রয়োজনে জনতার উদ্দেশ্যে কয়েক রাউণ্ড গুলি চালায় ফলে মনু বাজারস্থিত একটি টং দোকানের মালিক ছলাল দেবনাথ গুলির আঘাতে মারা যায় এবং নারায়ণ পাল, ননাই পাটুয়ারী এবং রূপেন গাড়ু গুলির আঘাতে গুরুতর আহত হয়। বিনা কারণে গুলি চালনায় এবং গুলি চালনার ফলে ছলাল দেবনাথের মৃত্যু এবং অপর তিনজনের আঘাতপ্রাপ্তির ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থিত জনতার মধ্যে গভীর জনরোষ ও ক্রোধের সৃষ্টি হয় এবং এই কারণেই জনতা সি পি আই (এম)-এর অফিস এবং কর্মীদের নিজেদের জীবন, সম্পত্তি রক্ষার জন্য আক্রমণ করে। উক্ত আক্রমনের ফলে ছুইজন দেহরক্ষী এবং শ্রীদাম পাল এবং আরও দশজন মারা যায়।

উপরোক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ছলাল দেবনাথের হত্যার ব্যাপারে বিলোনীয়া থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮।১৪৯ ৩২৬।৩০২ ধারায় ১৫ (১০) ৮৮ নং মোকদ্দমা রুজু করা হয়। এই মোকদ্দমায় এখন পর্যন্ত কাউকেই গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। অপরদিকে অন্যান্যদের হত্যা সম্পর্কে বিধায়ক শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়ার অভিযোগমূলে বিলোনীয়া থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮ ১৪৯ ৪৪৮।৩২৬ ৩০২ ৪৩৬ ধারায় ১৪ (১০) ৮৮ নং মোকদ্দমা রুজু করা হয়। বর্তমানে তারা জামীন মুক্ত আছে। ১০ জন কোর্টে হাজির হয় এবং জামিনে যায়।

ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে নিহত জেলা পরিষদ সদস্য শ্রীদাম পাল এবং তাহার সঙ্গীরা গত ৯-৫-৭৩ইং তারিখে মনু বাজারের গাঁও প্রধান (কংই) মঙ্গলজয় রিয়াংকে ছোড়া দিয়ে আঘাত এবং একজন আদিবাসীকে হত্যার অভিযোগে বিলোনীয়া থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮। ১৪৯। ৩৫১। ৩২৩। ৩০২ ধারায় ৯(৫) ৭৩ নং মোকদ্দমায় রুজু হয়। শ্রীদাম পাল ও তাহার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল।

গত ৮-১২ ৭৯ইং তারিখ উক্ত জেলা পরিষদ সদস্য শ্রীদাম পাল এবং তাহার সঙ্গীরা মনুবাজার পুলিশ ফাঁড়িতে অনধিকার প্রবেশ করে ও কর্তব্যরত এ, এস, আই, বিল্ল কুমার দেবকে আটক করে অন্যায়ভাবে অপদস্থ করে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিলোনীয়া থানায় ভারতীয় দণ্ড-বিধির ১৪৮।৩৪২.৩৫৩।৫০৬ ধারায় ৬ (১২) ৭৯ নং মোকদ্দমা রুজু করা হয় এবং শ্রী পালকে গ্রেপ্তার করা হয়। শ্রী পালের বিরুদ্ধে চার্জশীট দাখিল করা হয়েছিল।

শ্রীদাম পাল এবং তাহার সঙ্গীরা ঐ এলাকায় সমাজবিরোধী হিসাবে চিহ্নিত ছিলেন। তাহাদের অত্যাচারে উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা সব সময় ভীত সন্ত্রস্ত থাকিত। শ্রীদাম পাল ও তাহার সঙ্গীরা নানাবিধ বেআইনী কার্যকলাপে জড়িত থাকিতেন।

সরকার বীরচন্দ্র মনুর উপরোক্ত ঘটনা নিয়া বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কিনা, এই শ্রীদাম পাল এবং তার সঙ্গী সাথীরা বিগত বেশ কিছু বৎসর ধরে তারা বিগত দিনের সামন্ততান্ত্রিক যুগের অত্যাচারী সামন্ত প্রধানদের মত নানাভাবে মানুষের উপর অন্যায় অত্যাচার করত, এমনকি শ্রীদাম পাল নিজের হাতে ১৯৭৩ইং-এ মনুর বাজার পুলের কাছে সিংলুম রিয়াংকে খুন করে এবং গুণধর রিয়াংকে ১৯৮২ সনে লাউগাঙ বাজার থেকে আসার পথে খুন করে, এমনকি মান্দারিয়াতে উনার সঙ্গী সাথীদের এবং উনার প্রত্যক্ষ মদতে পুলিশ আউট পোষ্টের উপর আক্রমণ করা হয়। মান্দারিয়া অঞ্চলের মধ্যে যে জায়গার মধ্যে রাবার বাগান আছে, সেই রাবার বাগানে কর্মরত ফরেষ্টার, ফরেষ্টার যে বাড়ীতে ছিল সেই বাড়ীতে একইদিনে ৩ জনকে খুন করা হয় এবং এছাড়া বিস্তীর্ণ অঞ্চল, যে অঞ্চলে মনু বাজার, মনু রাজাপুর, সেই রাজাপুর বাজার লুট হয় এবং সেই রাজাপুর বাজারে বলিন্দ্র ত্রিপুরাকে খুন করা হয়। এই সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে মনুবাজার রাজাপুর, পতিছড়ি, পাইখোলা, মান্দারিয়া এইসমস্ত মিশ্র জনবসতি অঞ্চলে একটা সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। মাননীয় মন্ত্রীর এই তথ্য জানা আছে কিনা ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার জবাবে বলেছি যে শ্রীদাম পাল এবং তার সঙ্গীরা ঐ এলাকায় সমাজ-বিরোধী হিসাবে পরিচিত ছিলেন এবং বিভিন্ন বেআইনী কার্যকলাপে তারা লিপ্ত ছিলেন।

শ্রীঅমল মল্লিক :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, যে বীরচন্দ্র মনু অঞ্চলে ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ ইং ঠিক নির্বাচনের পর একটা শান্ত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, শান্তি বজায় ছিল। সেই জায়গার মধ্যে পরিকল্পিতভাবে বিলোনীয়া মহকুমায় একটা অশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে আমরা দেখছি ১৩-৯/এ তমাল সেনকে জীবনকৃষ্ণ সেন, সাধন সেন, পরিমল দাস তারা পরিকল্পিতভাবে আক্রমন করে বীরচন্দ্র বাজারে এবং ১৩ ৯ ৮৮ ইং কাজ করে যাওয়ার পথে সি, এইচ, জি, সন্তোষ চক্রবর্তীকে রাবার বাগানে নিয়ে হাড়িকাছের ব্যবস্থা করে তাকে খুন করার চক্রান্ত করা হয়েছিল, হঠাৎ করে যদি চীৎকার না শুনত, গ্রামবাসী যদি না আসত তাহলে সেখানে একটা খুন হতে পারত। ঘটনাটি ঘটে ১২ ১০ ৮৮ ইং বেলা ৪টার সময়। এই ঘটনার দিনই অর্থাৎ ১২ ১০·৮৮ ইং দুপুর ১২টার সময় ঘটনাস্থলের কাছেই সি, পি, এমের বিধায়ক বাদল চৌধুরী জীবনকৃষ্ণ সেনের বাড়ীতে গোপন মিটিংএর মাধ্যমে এই পরিকল্পনা করা হয়েছিল, যেটা বিগত দিনে আমরা দেখেছি দেহরক্ষীর পিস্তলের গুলিতে কংগ্রেস কর্মীকে খুন করা নিরীহ মানুষের উপর আক্রমন করা, নিরীহ মানুষকে ভয় প্রদর্শন করা এই ঘটনার পরিকল্পনা বাদল চৌধুরীর

উপস্থিতিতে জীবন সেনের বাড়ীতে করা হয়েছিল এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর জানা আছে কিনা ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী): — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বীরচন্দ্র মনুর ঘটনা নিয়ে সরকার ইতিমধ্যে তদন্ত. ইনকোয়ারী কমিশন গঠন করেছেন। কাজেই এই ব্যাপারে আমি যেখানে ইনকোয়ারী কমিশন গঠন করা হয়েছে বিস্তারিত এই হাউসে কিছু বলতে চাই না।

শ্রীবিমল সিন্‌হা (কমলপুর):— পয়েন্ট অফ্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বীরচন্দ্র মনুর ঘটনাটাকে যেভাবে এখানে উপস্থাপিত করেছেন, আমরা আশ্চার্য্য হয়ে যাই যে, আপনাদের পুলিশ দারোগাদের দেওয়া স্টেটমেন্ট আর আপনার স্টেটমেন্ট অনেকখানি ডিফার করছে। আপনি বলছেন সেই দিন সেখানে ফুটবল খেলা চলছিল। আমি অলরেডি কোর্টের কপির নকল এনেছি। সেখানে কি বলেছিল দা ফুটবল কমপিটিশান এনডেড্ পিসফুলী। এই রিপোর্ট লিখেছেন অনুকুল মালাকার। অনুকুল মালাকার সাব ইনেসপেকটার এস, আই, মনুপাথর ও, পি, । আপনি যে বললেন সেখানে ফুটবল খেলা চলছিল, তার অনেক আগেই ফুটবল খেলা শেষ হয়েছিল। দি ফুট বল কমপিটিশান এনডেড্ পিসফুলী এইটা এডজাষ্ট করেছে, টু দা ও, সি, বিলোনীয়া পি এস থ্রু দা ও, সি, মনপাথর ও, পি, এইটা হচ্ছে প্রথম এফেয়ার। দ্বিতীয়ত আপনি বলেছেন ওরা আক্রমন করেছে, আপনার সাব-ইনেসপেক্টর এখানে পরিস্কার বলেছে। Sri Sridam paul A D C Member and Shri Brajamohan Jamatia attended the ceremony along with their security const. By this time disturbances started and unknown miscreants numbering about 200/250 started bricks bitting towards police and public. As a result self along with staff sustained injuries and the mobs become relentless and started rain sacking on shops. Findings no other alternative the sceurity const. for self defence and for his protection of life of Shri Sridam paul and Brajamohan Jamatia opened fire. আপনি কি বলতে চাইছেন, হাউসকে ডিপ্রাইভ করতে চাইছেন, যে ওরা আগে গুলি করছে, আর আপনারা ধোয়া তুলসী পাতা? এই প্ল্যানটা যে পূর্বপরিকল্পিত এইটাই তার প্রমান, এই তথ্য মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ? তার পর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, আপনি বলেছেন ঘটনাটা তাদের নামে ১৫-১০-৮৮ তারিখ কেইস করেছে তাদের বিরুদ্ধে এই কেইসের নাম্বারটা হচ্ছে ১৫-১০ ৮৮ বিলোনীয়া পি এস এর কেইস, এই কেইস রেজিষ্ট্রি হয়েছে ১৩ ১০ ৮৮ তারিখ ১১-৩০ মিনিটের সময়, যখন আপনারা বুঝলেন সমস্ত মার্ডার কমপ্লিট, সেই কমপ্লিট মার্ডারটাকে জাষ্টিফাই করার জন্য একজন ব্রজগোপাল দত্ত নামে কংগ্রেসের নেতাকে দিয়ে একটা দরখাস্ত তাদের পুড়িয়ে ফেলার পর বিলোনীয়া পি এসকে

দিলেন, জাস্টিফাই করতে চাইলেন যে ওরা একটা কিছু করেছে,

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মেম্বার, ইট ইজ এন আরগুমেন্ট অ্যাণ্ড দিস ইজ গোয়িং অন···

শ্রীবিমল সিনহা :— স্যার, টু কনসাল্ট দিস স্টেটমেন্ট গিভেন বাই অনারেবল হোম মিনিষ্টার আই এম টু প্লেইস আরগুমেন্ট অন দিস্।

মিঃ স্পীকার :— ক্ল্যারিফিকেশান আপনি চাইতে পারেন।

শ্রীবিমল সিনহা :— মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন যে এটা এখন সাব-জুডাইস আছে অর্থাৎ বিচারাধীন আছে। কিসের বিচারধীন, কিসের বিচার বিভাগীয় তদন্ত হবে ? মেজিস্ট্রেট এন, জি, দাস, সেসন কোর্ট, ওকে লোভ দেখান হয়েছে যে, তোমাকে ল সেক্রেটারি করা হবে এবং ওনাকে ল সেক্রেটারি করাও হল। যেদিন তিনি ল সেক্রেটারিতে প্রমোশন পেয়ে এখানে জয়েন করবেন তার আগের দিন এডভান্স জামিন দিলেন কি করে ? এটা কি এনকোয়ারি কমিশন ? এটা কি বিচার বিভাগীয় কমিশন ? এভাবে এনটায়ার জুডিশিয়ারিকে পদদলিত করা হয়েছে। তাহলে এখনে ঘোষণা দিন যে আপনাদের খুনের অধিকার আছে ? মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যে বুঝা যাচ্ছে যে ওনারা খুন করিয়েছেন আবার এখানে এভাবে ষ্ট্যাটমেন্ট দিয়ে সেটার সাফাই গাইছেন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার কি রিপ্লাই দেওয়ার মত কিছু আছে এরমধ্যে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী (প্রমোদনগর) :— স্যার, আপনার অনুমতি চাইছি।

মিঃ স্পীকার :— অনলি ওয়ান ইজ এলাউড।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবার আইন মন্ত্রীও তিনি ত ভাল জানেন যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত আদালতে বিচার না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত যে কোন ব্যাক্তি নিরপরাধী। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ও মাননীয় সদস্যের বক্তব্য অনুসারে যেহেতু তারা দাগী সেহেতু আমাদের অধিকার আছে তাদের খুন করার। এভাবে একটা খুনকে যেভাবে জাষ্টিফাই করছেন তা ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে কোন দিন হয়নি। আরেকটা ক্লেরিফিকেশান হচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে, এই যে ধস্তাধস্তি হল, মারামারি হল তাতে সি, পি, আই, (এম) এর কোন লোক হাসপাতালে গেছে কিনা ? লিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল যে এই লোকগুলিকে

খুন করতে হবে এবং কেউ যেন জখম হয়ে হাসপাতালে না আসে। লিষ্ট দেখে খুন করা হয়েছে, মাত্র একজন এম, এল, এ, রক্ষা পেয়েছেন অবশ্য তার খবরও পত্রিকায় প্রচার দপ্তর মারফৎ দেওয়া হয়েছিল যে সেও নাকি খুন হয়েছে এমনকি জোলাইবাড়ীতে এজন্য উৎসবও হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে তোমাদের এম, এল, এ, খুন হয়েছে, এটা সত্যি কিনা?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী দল নেতার এই সমস্ত অবান্তর প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। যেহেতু এনকোয়ারী কমিশন গঠিত হয়েছে। তাই ফ্যাক্টস নিয়ে কোন কথাই আমি এখানে বলতে চাই না।

শ্রীগৌরী শংকর রিয়াং (শান্তির বাজার) :— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেসান স্যার, যে ঘটনা হয়েছে তারজন্য সরকার এবং আমরা দুঃখিত এবং তারজন্য বিচার বিভাগীয় তদন্ত হচ্ছে কিন্তু এক্ষুণি বাদল চৌধুরী, ব্রজ মোহন জমাতিয়া ইভেন মাননীয় সদস্য বিরোধী দলের নেতা এলাকায় গিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছেন। পাহাড়ী-বাঙালীর মধ্যে টাসেল সৃষ্টি করার জন্য বাঙালীদের মধ্যে এক রকম কথা আবার পাহাড়ীদের মধ্যে আরেক রকম কথা বলছেন। আমার কাছে তথ্য আছে। কাজেই এটা তদন্ত করে প্রকৃত ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, হাউসকে মিসলিড করা হচ্ছে।

শ্রী গৌরী শংকর রিয়াং :— স্যার, ঘটনার ২/৩ দিন পরে ১৫ তারিখ আমি সেখানে গিয়েছিলাম, কারণ সেটা আমার এলাকায় পড়ে। মাননীয় বিরোধী দল নেতা, বাদল চৌধুরী প্রভৃতি সেখানে গিয়ে এলাকাবাসীদের কাছে বলেছেন যে, যদি কোন কংগ্রেস বা টি ইউ. জে. এস. মন্ত্রী বা এম এল. এ, আসে তাহলে ব্রীজ ভেঙ্গে দিয়ে রাস্তায় তাদেরকে যেন আটকিয়ে খুন করা হয়। স্যার, আমি এসব বাড়ীতে সরকারের তরফ থেকে, আমার তরফ থেকে সহানুভূতি জানাতে গিয়েছিলাম। পরে আমি এসব খবর পেয়ে ঐ রাস্তায় ফিরি নাই অন্য রাস্তায় ফিরেছি। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা এবং এ ব্যপারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সরকারের কাছে এই ব্যপারে অনেক তথ্য রয়েছে। তবে আমি তদন্তের স্বার্থে এই হাউসে এখন কোন তথ্য দিতে চাই না। তবে এইটা সত্য যে কংগ্রেস (আই) এবং টি. ইউ. জে. এস. এর সদস্যদের হত্যা করে বর্তমান মন্ত্রী সভাকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করে তারা মন্ত্রী সভায় আসতে চান। এই সব তথ্য রয়েছে

পরে প্রয়োজন হলে আমি হাউসে সে সব তথ্য পেশ করব।

শ্রী রতন লাল ঘোষ (খয়েরপুর) : — পয়েন্ট অব্ ক্লারিফিকেশান স্যার, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে, এই গণতান্ত্রিক দেশে আজকে যিনি বিরোধী দল নেতা এবং পূর্বে যিনি মুখ্যমন্ত্রী, তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা আইন মন্ত্রী ছিলেন উনি সেই ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ ইং তারিখে আমার কনস্টিটিউএন্সীতে চারজন কংগ্রেস কর্মীকে যখন সি, পি, এম-এর সন্ত্রাসবাদীরা খুন করলো তখন আজকের এই বিরোধীর দল নেতা তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী তিনি দিল্লীতে ছিলেন। সেখানে তিনি এক সাংবাদিক সম্মেলনে বললেন যে, আত্মরক্ষার জন্য তাদের খুনের অধিকার রয়েছে। আর এখন কি শুনি ভূতের মুখে রাম নাম।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :— আজ আমি মাননীয় সদস্য শ্রী দিবা চন্দ্র রাংখল মহোদয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পাইয়াছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো —"গত ৬ই অক্টোবর, ১৯৮৮ ইং "জাগরণ" পত্রিকায় নিজস্বঃ প্রতিনিধি কলমে প্রকাশিত টি, এন, ভির সাথে ত্রিপাক্ষিক শান্তি চুক্তি অনুসারে এ, ডি, সি, অন্তর্ভুক্ত ৮টি রাজস্ব গ্রামকে নন্-এ, ডি, সি, করে নতুন করে ৪টি গ্রামকে এ, ডি, সি, অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী দিবা চন্দ্র রাংখল মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষনী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি।

আমি এখন মাননীয় উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্যে অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং (মন্ত্রী) : মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এক্ষনি এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশে উপর বিবৃতি দিতে পারব।

মাননীয় সদস্য শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল মহাশয় কর্তৃক আনীত "গত ৬ই অক্টোবর "জাগরণ" পত্রিকায় নিজস্ব প্রতিনিধি কলমে প্রকাশিত টি, এন, ভির সাথে ত্রিপাক্ষীক শান্তি চুক্তি অনুসারে এ, ডি, সি, অন্তর্ভুক্ত ৮ টি রাজস্ব গ্রামকে নন্-এ, ডি, সি, করে নতুন ৪টি গ্রামকে এ, ডি, সি, অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব সম্পর্কে।" আমি বিবৃতি দিচ্ছি টি, এন, ভি-র সহিত সম্পাদিত মেমোরেণ্ডাম্ অফ্ ও সেটেলমেন্ট-এ স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকার পুনরবিন্যাস সম্পর্কে একটি ধারা আছে। ধারাটি নিম্নরূপ : — "৩ ৭—স্বশাসিত জেলা পরিষদের সীমানা সংলগ্ন জেলা পরিষদ এলাকার বাহিরে

অবস্থিত উপজাতি প্রধান গ্রামগুলিকে জেলা পরিষদ এলাকাতে অন্তর্ভুক্ত করা হইবে এবং অনুরূপভাবে জেলা পরিষদের অন্তর্ভুক্ত সীমান্তবর্তী উপজাতি অ-প্রধান গ্রামগুলিকে জেলা পরিষদ এলাকা হইতে মুক্ত করার জন্য বিবেচনা করা যাইতে পারে।

এই পর্য্যন্ত কোনও গ্রামকেই জেলা পরিষদ এলাকার বাহিরে নেওয়ার বা অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নাই। উপযুক্ত বিচার বিবেচনার পর এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হইবে।

শ্রীদিবা চন্দ্র রাঙ্খল (কুলাই) :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে বিবৃতি দিয়েছেন সেখানে আমি দেখেছি বিগত ৬ই অক্টোবর "জাগরণ" পত্রিকায় এটা উল্লেখ করা হয়েছিল, ভারত সরকার এবং টি এন ভি চুক্তির মধ্যে ৮টি উপজাতি রাজস্ব গ্রামকে জেলা পরিষদের বাইরে নেওয়া হবে এবং আরও ৪টি অ-উপজাতি অধ্যুষিত গ্রামকে জেলা পরিষদের বাইরে নেওয়া হবে বলে যে স্পেসিফিক কতগুলি গ্রামের নামও ঐ পত্রিকায় দিয়েছে। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা? এর মধ্যে কৈলাসহর সাবডিভিশনের কাঁঠালছড়ার নামও দেওয়া আছে। কাঁঠালছড়া আমার বাড়ী এবং জেলা পরিষদের অন্তর্ভুক্ত রেভিনিউ মৌজা। কাজেই পত্রিকাতে দেখে অত্যন্ত অবাক হলাম যে এই গ্রামগুলির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যদি এই পত্রিকার লেখাটাতে কোনরূপ ত্রুটি থেকে থাকে তাহলে পত্রিকার দায়িত্ব ছিল কিনা যে, ভারত সরকারের শান্তি চুক্তির বিপক্ষে সংবাদ পরিবেশন করা সাংবাদিকদের অধিকার আছে কিনা? যদি না থাকে তাহলে চুক্তির অপব্যাখ্যার জন্য ঐ পত্রিকার সম্পাদকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা?

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— টি, এন, ভি, ভারত সরকার এবং ত্রিপুরা সরকারের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছিল তার মধ্যে একটা ধারা ছিল যে বর্তমান জেলা পরিষদের যে এলাকা নির্ধারিত আছে তার অ্যাডজাসেন্ট কনটিগুয়াস নন-ট্রাইবেল গ্রাম যদি থাকে তাহলে সেটাকে জেলা পরিষদের বাইরে নেওয়া যাবে। সেখানে কোন কোন গ্রামকে বাদ দেওয়া হবে সেটার কোন উল্লেখ ছিল না। কাজেই মাননীয় সদস্য যে ভয় পাচ্ছেন এটা অমূলক এবং ভারতবর্ষে সাংবাদিকদের সংবাদ পরিবেশনের অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, সেই অধিকারেই তারা পত্রিকায় সংবাদ পরিবেশন করে। সুতরাং, আমার মনে হয় না যে এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাঙ্খল :— কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে একটা শান্তি চুক্তির বিপক্ষে সংবাদ পরিবেশন করার অধিকার রয়ে গেছে।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এর পক্ষে বিপক্ষে প্রশ্ন উঠছে না। এডজাসেন্ট এরিয়ার কথাই শুধু বলা হয়েছে।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাঙ্খল :— আমি জানি একটা শান্তি চুক্তি হয়েছে এবং সাংবাদিকদের সংবাদ পরিবেশনের অধিকার দেওয়া আছে। কিন্তু একটা শান্তি চুক্তির ভারত সরকার এবং টি, এন, ভি, এর মধ্যে যে কথা হয়েছে সেটা হলো —

"3.7 Redrawing of the Boundaries of Autonomous District Council Area :

Tribal-majority villages which now fall outside the Autonomous District Council area and are contiguous to such area will be included in the Autonomous District and similarly placed non-tribal majority villages presently in the Autonomous District and on the periphery may be excluded"

এই ডকুমেন্টে এটা স্বীকৃত হয়েছে। আমার কাছে আছে। সেখানে কোন গ্রামের কথা লেখা নেই। কিন্তু ঐ পত্রিকা ৮টি রাজস্ব গ্রামের নাম লিখেছে। এটা লেখার অধিকার ঐ পত্রিকার আছে কিনা ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) : — শান্তি চুক্তির মধ্যে কি ছিল সেটা আমরা পত্র-পত্রিকায় দিয়েছি এবং এই হাউসেও সেটা বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। আশা করি পত্র-পত্রিকাগুলি সেইভাবে প্রচারটা করবেন। তবে মাননীয় সদস্য যদি পত্রিকার একটা কপি আমাদের দেন তা হলে আমরা আইন দপ্তর থেকে পরীক্ষা করে দেখব।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান। মাননীয় সদস্য রাঙ্খল একটা স্পেসিফিক কোয়েশ্চান এনেছেন যে কাঁঠালছড়া গ্রাম ঐ অ্যাকর্ডের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কিনা। ইয়েস অর নো। এর বেশী কিছু বলার থাকে না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন অ্যাকর্ডের মধ্যে কি আছে। আর একটা সিক্রেট যেটা সাংবাদিকরা বের করেছেন কোন্ কোন গ্রাম প্রস্তাবিত হয়েছে। এই দু'টা অ্যাকর্ড হয়েছে। তা না হলে সাংবাদিক কি করে বলেন ?

সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) : — স্যার, একটা অন্ততা অব্জেকশান্যাবল, সরকার কখনও কোন সিক্রেট ডকুমেন্ট প্রকাশ করতে পারেন না। কাজেই হয় তিনি এর তথ্য দিবেন না হয় উইথ ড্র করবেন।

শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, উনি বলেছেন যে সিক্রেট কোন ডকুমেন্ট আছে, তাহলে তো দেখছি উনার আমলে সবটাই সিক্রেট ছিল।

মিঃ স্পীকার :— আমি. নিম্নেবর্ণিত মাননীয় সদস্যদের নিকট হতে দৃষ্টি আকর্ষনী প্রস্তাবে নোটিশ পেয়েছি। প্রথম নোটিশটি দিয়েছেন মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সরকার মহোদয়, উনার নোটিশের বিষয় বস্তু হল— 'গত ১৩ই সেপ্টেম্বর. ১৯৮৮ ইং আগরতলা শহরের বটতলাস্থিত ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী) অফিস ঘরটি বিরাট সংখ্যক দুস্কৃতিকারী কর্তৃক অবরোধ করে প্রায় ৭৫ জন পার্টির কর্মী নেতাকে হত্যা করার চক্রান্তের ঘটনা সম্পর্কে।' আমি, মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি।

এখন, আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। তিনি যদি আজ বিবৃতি দিতে অপরাগ হন, তবে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এই বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারেন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগামী ৬ই জানুয়ারী এই বিষয়টির উপর আমার বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— পরবর্তী দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের নোটিশটি দিয়েছেন মাননীয় সদস্য শ্রী বিধুভূষন মালাকার মহোদয়। উনার নোটিশের বিষয় বস্তু হল — '১১ই নভেম্বর ১৯৮৮ইং এ ডি. সির সদস্য শ্রীগজেন্দ্র ত্রিপুরাকে কৈলাশহর মহকুমার ৮২ মাইলে তাঁর বাড়ীতে গভীর রাত্রে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে মারার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে।

আমি, মাননীয় সদস্য শ্রীবিধু ভূষণ মালাকার মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। এখন, আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। তিনি যদি আজ তাঁর বিবৃতি দিতে অপরাগ হন, তবে পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এই বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই বিষয়ে আগামী ৬ই জানুয়ারী আমার বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার : — আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি, এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর তাঁর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল —"গত ১১-১২-৮৮ ইং বিলোনিয়া মহকুমার মাইছড়া বাজার থেকে বাড়ী ফিরার পথে জিরতলীর কং ই নেতা মতিলাল ভট্টাচার্যের খুন হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ১১-১২-৮৮ ইং তারিখ রাত অনুমান ৯-১৫ মিঃ এর সময় বিলোনিয়া থানাধীন জিরতলী নিবাসী মতিলাল ভট্টাচার্য পিতামৃত মহেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য তার বাড়ীর নীচে রাস্তার পাশে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। তার গলায় থুতনির নীচে জখমের চিহ্ন দেখা যায়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ঐ দিন অর্থাৎ ১১-১২-৮৮ ইং তারিখ রাত ১১-৩০ মিঃ এর সময় জিরাতলী নিবাসী মৃত অমূল্য মজুমদারের পুত্র শ্রীবিমল মজুমদারের অভিযোগ মূলে বিলোনিয়া থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় মকোদ্দমা নং ৮ (১২) ৮৮ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত আরম্ভ করে।

পরবর্তী সময়ে গত ১৩ ১২. ৮৮.ইং তারিখ উক্ত মোকদ্দমাটির তার সি, আই, ডির উপর ন্যাস্ত করা হয়।

তদন্তকালে এ পর্যন্ত ঘটনায় জড়িত থাকার সন্দেহে নিম্নলিখিত ৬ (ছয়) ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়।

	ধৃত ব্যাক্তিদের নাম	গ্রেপ্তারের তারিখ
১,	শ্রী জহরলাল দাস, জিরতলী, বিলোনীয়া	১২. ১২ ৮৮ ইং
২.	শ্রী স্বপন দাস, জিরতলী, বিলোনীয়া	১২. ১২. ৮৮ইং
৩,	শ্রী কেশব বৈদ্য. জিরতলী. বিলোনিয়া	১২. ১২ ৮৮ইং
৪	শ্রী বাবুল বৈদ্য, জিরতলী, বিলোনীয়া	১৩. ১২ ৮৮ইং
৫,	শ্রী অরুন দাস, মাইছড়া, বিলোনীয়া	১৪. ১২. ৮৮ইং
৬,	শ্রী অর্জ্জুন দাস, কলাবাড়ীয়া, বিলোনীয়া	১৮. ১২. ৮৮ইং

ধৃতরা সবাই সি, পি, আই, (এম) দলভুক্ত।

ময়না তদন্ত রিপোর্টে মতিলাল ভট্টাচার্যকে গলা টিপে শ্বাস রুদ্ধ করে মারা হয়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে। তদন্তকালে জানা যায় যে, গত ১৯৭৮ সনের ২৩শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় উক্ত মতিলাল ভট্টাচার্য্য গাড়ী করে জোলাই বাড়ী থেকে তাহার বাড়ী ফেরার পথে মাইছড়া বাজারে পৌছলে সেখানে সি, পি, আই (এম) এর প্রাক্তন প্রধান শ্রী কাজল দাসের বড় ভাই শ্রীমৃনাল কান্তি দাস ও জিরতলী নিবাসী শ্রীসুভাষ দেবনাথ এবং আরও কতিপয় ব্যক্তি মিলিতভাবে মতিলাল ভট্টাচার্যকে গাড়ী থেকে নামিয়ে হত্যার উদ্দেশ্যে মারতে থাকে। ঠিক সেই সময় শান্তিরবাজার দিক থেকে একটি পুলিশের গাড়ী সেখানে পৌছলে দুষ্কৃতকারীরা পালিয়ে যায়।

গত ২৩. ১০. ১৯৮৮ইং সন ঋণ মেলার দিন বেলা অনুমান ১০টা থেকে ১০-৩০ মিঃ এর সময়

বিলোনীয়া থানাধীন মনুবমুখ নিবাসী শ্রীকৃষ্ণধন চৌধুরী, শ্রী গোবিন্দ সেন, শ্রী ঠাকুর দাস বৈষ্ণব এবং আরও কতিপয় সি, পি, আই (এম) সমর্থক দা, লাঠি নিয়ে মতিলাল ভট্টাচার্য্য-এর বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশ করে তাহাকে হত্যার উদ্দেশ্যে তল্লাসী চালায়। কিন্তু মতিলাল ভট্টাচার্য্যকে বাড়ীতে না পেয়ে দুষকৃতকারীগন সেখান থেকে ফিরে যায়। পরিশেষে বার বার চেষ্টার পর বিগত ১১. ১২. ৮৮ইং তারিখে সি, পি, আই (এম) দল মতিলাল ভট্টাচার্য্যকে নির্মমভাবে হত্যা করতে সমর্থ হয়। ৺মতিলাল ভট্টাচার্য্য বিলোনীয়া মহকুমার কং (ই)-র একজন বিশিষ্ট নেতা এবং বিলোনীয়া ব্লক কংগ্রেসের সহ-সভাপতি ছিলেন।

শ্রী অমল মল্লিক :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বিলোনীয়া মহকুমার বিভিন্ন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস নেতা এবং সমাজ-সেবীদের রাতের অন্ধকারে খুন করার উদ্দেশ্যে গত নভেম্বর মাসের শেষ দিকে কুয়াইফাংয়ের চন্দ্রমাল ত্রিপুরার বাড়ীতে একটা গোপন মিটিং হয়। সেই মিটিংয়ে নারায়ন কর, এম, পি, ব্রজমোহন ত্রিপুরা. এম, এল. এ যার কনস্টিটিয়্যান্সিতে কুয়াইফাং— কাজল দাস. মৃনাল দাস, এবং আরও কিছু ব্যক্তিকে দেখা গিয়েছে। এর পর গত ডিসেম্বরের প্রথম ভাগে বাইখোরার ভাস্কর চক্রবর্তীর বাড়ীতে একই ব্যক্তিদের নিয়ে আর একটি মিটিং হয়। আবার গত ৯, ১২, ৮৮ ইং আর একটা মিটিং হয় সেই চণ্ডী ত্রিপুরার বাড়ীতে যে মিটিংয়ে বাদলবাবু, জহর লাল দাস, স্বপন দাস, অরুন দাস, কাজল দাস, প্রভৃতি ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন —এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে তথ্য আছে কিনা ?

সমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে যে বিভিন্ন ভাবে চক্রান্ত করে এই মন্ত্রী সভাকে বিপাকে ফেলার জন্য এই চক্রান্ত চলছে। এই চক্রান্ত সফল করার একটা উপায় হল যে, কংগ্রেসের বিধায়ক এবং মন্ত্রীদের হত্যা করে তাদের সংখ্যা গরিষ্ঠতা কমিয়ে সংখ্যা লঘিষ্ঠ করে ক্ষমতায় আসা। আর দ্বিতীয়টি হল সারা রাজ্যে তারা নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে চাইছে —রাস্তা ঘাটে বাস থামিয়ে ট্রাক থামিয়ে লুঠ করে ডাকাতি করে। কোর্টে মাননীয় জুডিশিয়েল মেজিস্টের কাছে বিভিন্ন আসামীরা স্টেটমেন্ট দিয়েছে। যেহেতু মতিলাল ভট্টাচার্য্যের কেইসটি সি, আই, ডি তদন্ত করছে সেজন্য আমি এর বেশী বলতে পারব না।

শ্রীঅমল মল্লিক :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ঘটনার দিন অর্থাৎ গত ১১, ১২, ৮৮ ইং সকালে শান্তির বাজার ডাক বাংলোর পাশে মানিক মজুমদারের বাড়ীতে বাদল বাবু, মদন দাস এবং আরও প্রতিষ্ঠিত সি, পি, আই (এম) নেতাদের দেখা গেছে এবং সেখানে একটা মিটিং হয়। এবং সেখানে একটা গাড়ীকে অপেক্ষা করতে দেখা গিয়েছে - টি, আর, এ ২২২৯ — যে গাড়ীটি

বাদলবাবু ব্যবহার করেন—বাদলবাবু আরও একটি গাড়ী ব্যবহার করেন টি, আর, টি, ১১০২। উক্ত ঘটনার দিন দুপুরে উদয়পুরে কেশব বাবুর বাড়ীতে নারায়ন করের বিয়ে উপলক্ষে আর একটা মিটিং হয় এবং সেখানে ঠিক হয় যে সি, পি আই, (এম) নেতা মৃনাল দাসের বাড়ীর কাছে মতিলাল ভট্টাচার্য্যকে মেরে রাতের অন্ধকার-এ নিয়ে এসে মতিলাল ভট্টাচার্য্যের বাড়ীর কাছে ফেলে রাখা হলো। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা?

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্ম্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী): - মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই আপনার মাধ্যমে জানিয়েছি যে তদন্তের স্বার্থে এখন এই হাউসে বেশী কিছু বলতে পারব না। তবে সরকারের কাছে অনেক ধরণের ইনফরমেশন আছে কিন্তু এই ষ্টেজে আমি হাউসের কাছে বলতে চাই না। এটা ঠিক, বিরোধী দলের নেতা শ্রীনৃপেন বাবু এই সমস্ত কাজ উনার দলীয় নেতা বিধায়ক বাদল বাবু, কেশব বাবু ওদের হাতে দিয়েছেন। আরও দুই তিন জন আছেন। তারা নৃপেন বাবুর সংঙ্গে কনসাল্ট করে এই সব কাজ করছেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী: — পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, একটা খুন হয়েছে এটা দুঃখজনক। খুনী যেই হউক এটা নিন্দনীয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এটা শাসক দলের অন্তদলীয় খুন কি না? দ্বিতীয়তঃ বিষয়টি সি, বি, আই, দ্বারা তদন্ত হচ্ছে কি না? যারা খুন করেছেন তারা বিরোধী দলের কি না? মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব এটা দেখুন। কুকুর দেওয়া হয়েছিল। কুকুর কোন কোন সি পি, আই (এম)-এর সমর্থকদের বাড়ীতে গিয়েছিল এবং কি করে এটা পরিষ্কার হলো যে সি. পি আই (এম) খুন করেছে? যেহেতু জিনিসটা বিচারাধীন আছে আমি উনাকে ইনসিস্ট করব না, কথাটা উঠেছে তাই বললাম।

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী): মাননীয় স্পীকার স্যার, একটা কথা মনে পড়ে— "একি শুনি মন্থরার মুখে"। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন প্রকাশ্য দিনের আলোকে প্রয়াত বিধায়ক পরিমল সাহাকে হত্যা করা হয়েছিল। তখন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিরোধী দলনেতা ছিলেন এবং মাননীয় মন্ত্রী জওহর সাহা বিধায়ক ছিলেন, তারা ঐ কেইসটাকে সি. বি. আই দ্বারা তদন্ত করার জন্য বলেছিলেন কিন্তু তখন নৃপেন বাবু কর্ণপাত করেন নি। এখন এখানে দাবী করছেন সি. বি. আই-এর দ্বারা তদন্ত করা হউক। লজ্জা করে না? আমাদের ত্রিপুরায় পুলিশ বেশ দক্ষ। তারাই তদন্ত করবে।

শ্রীরতন লাল ঘোষ: — পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে, সি. পি. আই (এম)-এর একটা মার্ডার স্কোয়ার্ড বাহিনী আছে এবং সেই বাহিনী দিয়েই প্রয়াত বিধায়ক পরিমল সাহাকে প্রকাশ্য দিনের আলোকে ট্রাক

দিয়ে রাস্তা অবরোধ করে হত্যা করেছিল। সেই স্কোয়ার্ড বাহিনীকে এখন বিলোনীয়ায় পাঠানো হয়েছে কি না? আমাদের কাছে খবর আছে শ্রী মতিলাল ভট্টাচার্য্যকে গামছা গলায় দিয়ে ফাঁস লাগিয়ে মারা হয়েছে এবং আরেক কংগ্রেস কর্মী মানিক দেবনাথকেও গলায় গাছমা দিয়ে মারার চক্রান্ত হয়েছিল, এই তথ্যগুলি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না?

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মণ (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী):— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি, এ নিয়ে তৃতীয় বার বলছি, যে, উনাদের উদ্দেশ্য হল, এই সরকারকে যেন তেন প্রকারেণ বিপাকে ফেলা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ থেকে সংখ্যালঘিষ্ঠে পরিণত করে ক্ষমতায় আসা। সেজন্য তাঁরা উন্মাদ। মার্ডার স্কোয়ার্ড করা হয়েছে। আমাদের দলীয় সদস্যদের জীবন বিপন্ন, সম্পত্তি বিপন্ন। আমাদের সে দিকে নজর আছে, সাথে সাথে আমি অনুরোধ রাখব আমার দলের সদস্যদের কাছে, আপনারাও ওয়াকিবহাল থাকুন। শুধু তাই নয়, কলকাতাতেও আমাদের জীবন বিপন্ন। এ কথা আমি আগেও হাউসের বাইরে বলেছি। তাছাড়া আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করার জন্য রাস্তা-ঘাটে ডাকাতি করছে। ধরা পড়লে কোর্টে বলছে, সি. পি. এম, থেকে আমাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ডাকাতি করার জন্য। গতকালও একটি ঘটনা ঘটেছে। আমি নোকনফিভেন্সের রিপ্লাইয়ে বলব কি কায়দায় সুবল সিংয়ে গাড়ী থামিয়ে সি. পি আই. (এম) সমর্থকরা ডাকাতি করেছেন। ডাকাতি করে একটা চিঠি ফেলে গেছেন, টি, এন ডি, একর্ড অনুযায়ী আমাদের তিন জনের চাকুরী হয় নাই সেজন্য আমরা ডাকাতি করেছি। কিন্তু সেখানে নাইন্টি-নাইন পারসেন্ট লোক সি. পি, এম, সমর্থক এ কথা সকলেই জানেন। কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এস, বলে সেখানে কিছু নেই। কাজেই সেখানে ওরা ক্যালকুলেটিভ ওয়েতে এগুলি করছেন! সারা ত্রিপুরা রাজ্যে এগুলি করছে আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করার জন্য।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস:— সরকারী দলের সদস্যদের হত্যা করার চেষ্টার কথা এখানে বলেছেন। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, এ পর্যন্ত কয়জন বিরোধী দলের সদস্য আক্রান্ত হয়েছেন এ তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি? বাদল চৌধুরী, সুনীল চৌধুরী, জিতেন্দ্র সরকার আক্রান্ত হয়েছেন। জিতেন্দ্র সরকার বর্তমানে কলকাতায় চিকিৎসাধীন আছেন। বিমল সিন্‌হা, আমি নিজেও আক্রান্ত হয়েছি। বিরোধীদলের সদস্যরা আক্রান্ত হচ্ছেন এবং পুলিশও সহযোগিতা করছে। সেই সুকুমার বর্মণ যিনি কিছুদিন আগে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। কাজেই এরকম ভুল তথ্য দিয়ে হাউসকে বিভ্রান্ত করার জন্য চেষ্টা করছেন। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই তথ্য দেবেন কি, কয়জন বিরোধী দলের সদস্য আক্রান্ত হয়েছেন?

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মণ (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী):— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জিতেন সরকারের বিরুদ্ধে খুনের মোকদ্দমা সি. পি. এম. দলের রাজত্বেই করা হয়েছিল। উনি ওটা জানতেন যে,

তিনি খুনের আসামী। বিমল সিন্‌হার বিরুদ্ধেও খুনের মোকদ্দমার একটি অভিযোগ কমলপুর কোর্টে আছে। কেশব মজুমদারেরও একটি আছে আমি এখানে যে ঘটনাগুলি বলেছি, তা বিভিন্ন আদালতে সি. পি, আই, (এম,) এর সদস্যরা যে ষ্টেটম্যান্ট দিয়েছেন তার কপি হাতে নিয়েই আমি বলছি। ওরা কোর্টে স্বীকার করছে, ওদের সি, পি, আই, (এম) থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ডাকাতি করার জন্য। ওরা এও বলেছে, আইন শৃঙ্খলা নষ্ট করতে পারলে সি, পি, আই (এম) নাকি আবার ক্ষমতায় আসবে। ওদের দলের সদস্যরা ব্রহ্মকুণ্ডে আমার কাছে অস্ত্র সমর্পন করছে। ২/৩টি আদালতে ১৬৪টি ষ্টেটমেন্ট দিয়েছে তার কপি আমার কাছে আছে। কাজেই তাঁদের মুখে বড় কথা বলা শোভা পায়না। ওঁরা খুন-খারাপি, রাহাজানি করা ছাড়া এই সি, পি, এম, দল আর কিছুই জানে না ১৯৪৮ সন থেকে ওদের এই রক্তাক্ত ইতিহাস।

LAYING OF PAPERS ON THE TABLE OF THE HOUSE

Mr. Speaker : – সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো – "Laying of the Tripura Motor Vehicles (Eighth Amendment) Rules, 1988 as required under sub-section (3) of Section 133 of the Motor Vehicles Act, 1939." এখন আমি পরিবহন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মহোদয়কে অনুরোধ করছি এ্যাক্টটি সভার সামনে পেশ করার জন্য।

Shri Matilal Saha (State Minister) :-- Mr. speaker Sir, I beg to lay before the House a copy of the Tripura Motor Vehicles (Eighth Amendment) Rules, 1988 as required under Sub-section (3) of Section 133 of the Motor Vehicles Act, 1939.

MR. Speaker : -- সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো – "Laying of the Order No. F. 6 (1-84)-GL/PR/86 (L) 7012-73, dated the 6th September, 1988 as required under Sub-section (4) of Section 121 of the Tripura Panchayats Act, 1983." এখন আমি পঞ্চায়েত রাজ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এ্যাক্টটি সভার সামনে পেশ করার জন্য।

Shri Birjit Sinha (Minister) : – Mr. Speaker Sir, I beg to lay before the House a copy of the Order No. F, 6 (1-84)-GL/PR/ 86 (L) 7012-73, dated

6th September, 1988 as required under Sub-section (4) of Section 121 of the Tripura Panchayats Act, 1983.

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আজকের সভায় পেশ করা এ্যাক্ট দুটির প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য। এই সভা অদ্য বেলা দুই ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রহিল।

AFTER RECESS AT 2'00 PM.
PRESENTATION OF PETITION

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য এই সভায় জানাচ্ছি যে, আমি একটি পিটিশান পেয়েছি। যাহা পিটিশান কমিটির অন্তর্ভুক্ত, মেটারস্ অব্ পাবলিক্ ইম্পর্টেন্স-এর উপর। পিটিশানটি দিয়েছেন শ্রীঅনিল চন্দ্র রায় এবং গং ২১ জন। পিটিশানটির বিষয়বস্তু হলো ঃ – "উদয়পুর মহকুমার অন্তর্গত শালগড়া, গর্জনমুড়া আমতলী গাঁও পঞ্চায়েতের জনসাধারণের জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতা দূর করার লক্ষ্যে শালগড়া. গর্জনমুড়া. আমতলী গাঁও পঞ্চায়েতের সহিত জেলা সদর উদয়পুর এবং অন্যান্য স্থানের যোগাযোগের জন্য বাস সার্ভিস চালু করার ব্যাপারে।" পিটিশানটি ফরোয়ার্ড এবং কাউন্টার সাইন করেছেন মাননীয় বিধায়ক শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস মহোদয়। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস মহাশয়কে উনার পিটিশানটি লিপিবদ্ধ সভায় পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :— মিঃ স্পীকার স্যার, আই ব্যাগ টু প্রেজেন্ট টু দি হাউজ দি পিটিশান সাইনড্ বাই শ্রী অনিল চন্দ্র রায় এ্যাণ্ড আদারস্ টুয়েনটি ওয়ান পারসন্ ডিউলি সাইনড্ বাই।

SHORT DISCUSSION ON MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

মিঃ স্পীকার ঃ — সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :— "সর্ট ডিসকাশন্ অন্ মেটারস্ অব আর্জেন্ট পাবলিক ইমপর্টেন্স"। আজকের কার্য্যসূচীতে দুটি সর্ট ডিসকাশন্ নোটিশ আছে। নোটিশ দু'টির প্রথমটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— "রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমায় ভূমি বন্দোবস্ত বা ল্যাণ্ড এলটমেন্ট কমিটিগুলিতে উপজাতি জনগণের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব না থাকার ঘটনা সম্পর্কে"। আমি এখন মাননীয় বিধায়ক শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়কে অনুরোধ করছি আলোচনা আরম্ভ করতে। মাননীয় বিধায়ক যিনি নোটিশটি দিয়েছেন তিনি প্রথমে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়ও সংক্ষিপ্ত উত্তর দেবেন।

এই ডিসকাশনটি আলোচনা করার জন্য, এক ঘন্টা সময় ধার্য্য করা হলো। মাননীয় সদস্যরা তাঁরা বক্তব্য রাখবেন আমার কাছে লিষ্ট দিয়ে জানালে সময় নির্দিষ্ট করে দেব।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস (শালগড়া):— মিঃ স্পীকার স্যার, আলোচনার জন্য ট্রেজারি বেঞ্চের সময় কতটুকু এবং বিরোধীদের সময় কতটুকু দেওয়া হবে জানিয়ে দিলে ভাল হয়।

শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষ্ণপুর):— মাননীয় স্পীকার স্যার, রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমায় আমরা দেখি যে, ল্যাণ্ড এলটমেন্টের জন্য বিভিন্ন মহকুমায় কমিটি গঠন করা হয়েছে। তার মধ্যে আমরা এও লক্ষ্য করেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের ১০টি মহকুমার মধ্যে অমরপুর এবং সদর বাদে আরও ৮টি মহকুমার মধ্যে আমাদের টাইবেলের কোন প্রতিনিধি নেই। আমি আশ্চার্য হলাম যেখানে টি, ইউ, জে, এস, জোট সরকারের শরিক দল হিসাবে আছেন কিন্তু এই ৮টি সাব ডিভিশনে আমাদের ট্রাইবেল প্রতিনিধি নেই কেন? আমি বলতে চাই স্যার, যে এই রাজ্যের মধ্যে খাস ভূমির দরকার কিন্তু খাস জায়গা কোথায়? আমরা জানি যে, রাজ্যের মধ্যে জেনারেল এরিয়াতে খাস জায়গা নেই। বিশেষ করে এ, ডি, সি এরিয়াতে খাস জমি বেশি এবং ল্যাণ্ড এলটমেন্টের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এ, ডি, সির। যেখানে আমাদের মহকুমার মধ্যে আমরা দেখি ট্রাইবেলের প্রতিনিধি ছাড়া ল্যাণ্ড এলটমেন্ট কমিটি গঠন করে এই ভাবে কাজ করে চলেছেন জোট সরকার এবং আমি এও মনে করি যে, এ. ডি সিকে পঙ্গু করার লক্ষেই এই ভাবে কমিটি গঠন করা হয়েছে, ল্যাণ্ড এলটমেন্ট কমিটী। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলতে চাই যে এই ল্যাণ্ড অ্যালটমেন্ট আমরা জানি যে, এই ল্যাণ্ড অ্যালটমেন্ট এ, ডি, সির তরফ থেকে যে সমস্ত অ্যালটমেন্ট কেইস সাব-ডিভিশান অ্যালটমেন্ট-এর মিটিং-এ অ্যাপ্রেভেল করার ক্ষেত্রে অ্যাক্জি-কিউটিভ কমিটির অনুমোদন পাওয়ার পর আমরা দেখি এখন পর্যন্ত সাব-ডিভিশান থেকে তার মঞ্জুরীকৃত অ্যালটমেন্টকেই কোন রকম বন্টন বা পাট্টা দেওয়ার কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই? ল্যাণ্ড অ্যালটমেন্টের ব্যাপারে ১০ টা সাব ডিভিশানের মধ্যে শুধু মাত্র অমরপুরে মাননীয় এ, ডি, সির মেম্বার সুখদয়াল জমাতিয়া এবং আগরতলায় একজন ট্রাইবেল প্রতিনিধি, আর ৮টা মহকুমার মধ্যে কোন ট্রাইবেল প্রতিনিধি নেই কেন, তার জন্য এই জোট সরকারের দল কি মনে করেন? এইভাবে কাজ হতে পারে না। এইভাবে ট্রাইবেলদের একবিংশ শতাব্দীতে নিয়ে যাওয়ার চিন্তা ভাবনা করেছেন কিনা তা আমি জানতে চাই। এইভাবে চলতে দেওয়া যায় না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার:— ১ ঘন্টার মধ্যে ৩৫ মিনিট রুলিং পার্টির এবং ২৫ মিনিট অপোজিশানের জন্য ধার্য্য করা হয়েছে। মাননীয় সদস্য শ্রী গৌরী শংকর রিয়াং।

শ্রী গৌরী শংকর রিয়াং (শান্তির বাজার) :— মাননীয় স্পীকার স্যা,র মাননীয় সদস্য একটু আগে যে বক্তব্য রেখে গেছেন, এইটা উনি কোথায়, কার কাছ থেকে জোগাড় করলেন আমার ঠিক জানা নেই। কারণ যে অ্যালটমেন্ট কমিটি যেটা আপনি জানেন বা জেনেছেন বলে এইখানে বলেছেন, আমার মনে হয় এইটা ফাইন্যাল নয়। সুতরাং এইখানে দুঃখ প্রকাশ করার কোন অবকাশ নেই। আপনারা বিগত দিনগুলিতে, সুকুমার রায়ের খুড়োর গল্প পড়েছেন কিনা জানিনা, 'খুড়োর কল' দিয়ে ১০ টা বৎসর ত্রিপুরা গরীব মানুষদের, পাহাড়ীদের উপজাতিদের কি দিয়েছেন, কি করেছেন ? এক মুঠো সূতার বিনিময়ে আমার উপজাতি মা, উপজাতি বোন রাস্তায় বেরোতে বাধ্য হয়েছে। আর এখন বিরোধী বেঞ্চে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কি দরদ হয়ে গেল! সুকুমার রায়ের "খুড়োর কল" কবিতাটা পড়া আছে কিনা জানিনা, পড়া না থাকলে পড়ে নেবেন। খুড়ো এমন একটা কল তৈরী করেছিলেন, কলটা পেছনে বাধা, সামনে একটা রসগোল্লা ঝোলানো। এইটা উনাকে দৌড়ে গিয়ে খেতে হবে। খুড়ো যত দৌড়ায় রসগোল্লা তত সামনে দৌড়ায়, রসগোল্লা আর কোনদিন খাওয়া হয় না। এই দশটা বৎসরে আপনারা এক মুঠা সূতাকে সামনে রেখে খুড়োর রসগোল্লার মত লোককে দৌড়িয়েছেন। এখন হঠাৎ করে গরীব মানুষের জন্য দরদী হয়ে গেছেন।

আর এখানে এসেছেন দরদী নমুনা নিয়ে। সুতরাং আমি মনে করি ওরা যা জেনেছেন তা ভুল ওরা বিভ্রান্ত হবেন না, ঠিক সময় মত সব কিছু জানতে পারবেন এবং এইটা ঠিক ভাবেই হবে। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী বিধুভূষণ মালাকার।

শ্রী বিধু ভুষণ মালাকার (পাবিয়াছড়া) : – মিঃ স্পীকার স্যার, আজকের স্বল্পকালীন আলোচনার মধ্যে খগেন্দ্র জমাতিয়া যেটা এনেছেন এই আলোচনাটার মধ্যে আমরা দেখতে পাই এই জোট সরকার ১১ মাসের মত রাজত্ব করেছেন, এই ১১ মাসের মধ্যে কি কি কাজ করেছেন এবং কাজের জন্য এই প্রত্যন্ত অঞ্চল বা সংখ্যা লঘু বা ট্রাইবেলদেরকে কি কি দায়িত্ব দিয়েছেন। তারা কি বলেছেন যে তোমরা আমাদের সঙ্গে সাহায্য কর সরকারী কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য? আমার যতটুকু জানা আছে একবার শ্যামাবাবুকে উপজাতি সহ আমরা একটা যৌথ আন্দোলন করেছিলাম ত্রিপুরা রাজ্যের ট্রাইবেলদের জমি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তার কাছে ফেরৎ দেওয়া এবং ট্রাইবেলরা আর জমির ক্ষেত্রে তার বসতবাড়ীর ক্ষেত্রে কোন ধরণের ওজুর আপত্তি না রেখে যাতে সর্বসম্মতি ক্রমে হয়। তখন একই সঙ্গে আন্দোলন করলাম, আজকে এই উপজাতি যুবসমিতি বৃহৎ সংগঠন কংগ্রেস (ই) তার সঙ্গে যুক্ত হয়েও দেখা যায় সেই দাবী সনদের কথাগুলি যেভাবে ছিল আজকেও সেইভাবে আছে। কোন কথা বলতে দেখা গেল না এই বিধান

সভার কয়েক দিনের মধ্যে। এই ছয়মাসের মধ্যে বিধানসভা না ডাকলে না হয় তার জন্য ডেকেছেন, তিন দিনের মধ্যে কোন গভর্ণমেন্ট বিজনেস নাই। মিঃ স্পীকার স্যার, "ইফ এনি" দিয়ে কি কোন গভর্ণমেন্ট বিজনেস হয়? আপনার বিজনেস এডভাইসারী কমিটির রিপোর্ট যখন বাহির হল, কোয়েশ্চান আওয়ারের আর "ইফ এনি" আর এই "ইফ এনির" মধ্যে এই কথাগুলি আনতে হল যে ট্রাইবেলদের সংরক্ষণ করার জন্য সরকার প্রতিশ্রুতি দিলেন, এমন প্রতিশ্রুতির বন্যা দিলেন যে প্রতিশ্রুতির হাওয়ায় ত্রিপুরা রাজ্যের হায়রে প্রতিনিধি কি করবা তোমরা তাড়াতাড়ি আস, এমন ভাবে প্রতিশ্রুতির বন্যা বইল যে তার কিলো হলো ১ টাকা ৬০ পয়সা। এর মধ্যে আজকে দেখা যায় যে আপনারা ট্রাইবেলদের কল্যাণ করবেন, জমির বন্দোবস্ত দেবেন, ১১ মাসের মধ্যে কয়টা দিয়েছেন, একটাও না। না দিয়ে কমিটি টমিটি করছি। গতকাল এই বিধান সভার মধ্যে বিমল বাবু বললেন যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আপনি যে বললেন যে পঞ্চায়েতে সব কিছু হয়ে গেছে, কবে কখন এবং কোন তারিখে হয়েছে। তখন বললেন যে, না হয়নি, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আর আজকে খগেন বাবুর প্রস্তাবের মধ্যে বললেন যে কোন দিন পেয়েছেন। আবার বললেন যে, কলড্রাম আমরা না। তাহলে কি বুঝায় ফাইন্যালের অপেক্ষায়, তাহলে আপনাদের মধ্যে কনট্রাডিক্শান অংশুষ্ট, এইটা স্বীকৃত হয়ে গেছে যে বড় সরিক কংগ্রেস এইটা আমাদের ঠকায়, এর জন্য আমি যুবসমিতির পক্ষ থেকে কইতেছি যে ফাইনাল হয়নি ফাইন্যাল হবে। এই যে ঘটনাগুলি আজকে দেখা যায় যে একটা এলটমেন্টও পেল না তার অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলের মধ্যে বসবাসকারী মানুষ তারা যাতে পায়। অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলের মধ্যে বসবাস-কারী মানুষ যারা আছে তারা এখন কেন পাবেনা? বামফ্রন্ট সরকার ধরি তাদের জন্য কিছুই করে নাই তাই একেবারে গঙ্গায় যমুনায় ফেলে তাদের বিদায় করে দিয়েছেন এখন আবার সি, পি, এম বলে তাদের নাম কেন কমিটিতে থাকবে না? এর অর্থ হল টু-পাইসের ব্যবস্থা যাতে করতে পারে। আপনারা বে-নামি জমি এখন পর্যন্ত ফেরৎ দিতে পারলেন না অথচ মন্ত্রীদের জন্য এম, এল, এ দের জন্য ২/৩ লক্ষ টাকার করে বিল্ডিং করতে পেরেছেন। সেটা হতে পারল অথচ এটা কেন হতে পারল না? আপনাদের এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার অবসান চাই। ত্রিপুরা রাজ্যে বহিরাগত মহাজনরা কিছু মরিচ দিয়ে কিছু বেরমা দিয়ে তাদের ঐ উপজাতিদের জমিতে বসে আছে। আপনারা ত মহাজনদের লোক তাই ফ্যাসাদে পড়েছেন, আর তাই এ কাজ করতে পারছেন না এবং সে কারণে এই কমিটিগুলিতে তাদেরকে রাখছেন না। এই কমিটিগুলিতে যদি আনুপাতিক হারে তারা থাকে তাহলে ত তারা বলে ফেলতে পারে। আর এই মানসিকতার জন্য তারা ভয় পেয়ে তাদেরকে রাখছেনা। কারণ তারা ত তাদের উপকারে আসবে না। সরকারের কাজ কর্মে সেবা মূলক মানসিকতা থাকা দরকার। কিন্তু সেটা আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছিনা। এই সেবামূলক মানসিকতা বুর্জোয়া গোষ্ঠীর মধ্যে থাকে না। এখানে আমি কথা

প্রসঙ্গে বলতে চাই যে, এটা ঠিক কিনা তার উদাহরণ হচ্ছে এস. সি. ও এস. টি. কর্পোরেশন যেগুলি ছিল সেগুলিকে হয়তো আজকে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে নয়ত স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছে। আগে যে গ্র্যান্টস্‌টা ছিল আজকে সেটাকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যাতে সার্কুলেশন অব্‌ মানি না হয়। এইটা "আনন্দ বাজারের" কথা "দেশের কথা" পত্রিকার কথা নয়। আজকে আমরা এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে দেখি এখানকার গরীব মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য কেবলমাত্র প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু কোন কাজ করা হচ্ছেনা। আজকে এস, সি. এবং এস, টি—দের অবস্থা তাদের অর্থ-নৈতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়েছে। তারপর এখানকার এস, সি, মৎসজীবিদের যে সমবায় সমিতি ছিল সেটাকে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে এবং সে জায়গায় নিজেদের লোক বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে এখন কি হচ্ছে? কোন কাজই হচ্ছে না। তারপর মাছের রোগ নিয়ে যে সংকট সৃষ্টি হয়েছে সে সংকট থেকে কিভাবে তাদের মুক্তি দেওয়া যায়, মাছের কি ধরনের রোগ হয়েছে সে সম্পর্কে পরিস্কার কোন সিদ্ধান্ত এখনো এই জোট সরকার জানাতে পারলেন না। আপনারা তো দিল্লী, কলকাতায় গিয়ে পাঁচতারা হোটেলে থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করতে পারেন কিন্তু এই গরীব মৎস্যজীবিদের সম্পর্কে তো আপনারা কোন সিদ্ধান্তই নিতে পারেননি। এমনকি এখন পর্য্যন্ত বিশেষজ্ঞ দিয়ে এখানে মাছের কি রোগ হয়েছে এবং সে রোগের হাত থেকে মাছকে রক্ষা করার উপায় কি তার তো কোন ব্যবস্থা এখানে আপনারা নিতে পারেননি। কাজেই সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষা করার মানসিকতা নিয়ে কাজ করতে হয়। আপনারা এখন পর্য্যন্ত যতগুলি কমিটি গঠন করেছেন তার মধ্যে একটিতেও বিরোধী দলের কোন সদস্যদের রাখা হয়নি। বিরোধী দলের সদস্য রাখা তো দূরের কথা উপজাতি যুব সমিতিরও কোন সদস্য সেখানে নেই। তাই এই ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া বিবাদ চলছে-শুনছি। কাজেই এই সমস্ত বৈষম্যমূলক মানসিকতা পরিহার করে ত্রিপুরার গরীব সাধারন মানুষের সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক স্বার্থ রক্ষা করার দিকে দৃষ্টি রাখার জন্য এই জোট সরকারে কাছে আহ্বান রাখছি। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া এই হাউসে আজকে যে, সর্ট ডিসকাসনের জন্য প্রস্তাব এনেছেন আমি তার উপর আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, বিগত দিনের বামফ্রন্ট সরকারের দুর্নীতি ঢাকার জন্যেই আজকে তারা এই ধরনের প্রস্তাব হাউসে আনছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি তাদের স্মরন করিয়ে দিতে চাই যে, এরাই এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার যে নায়ক ছিল তার প্রমান পাওয়া গেছে। যে ভূমি বন্দোবস্ত ব্যাপারে ল্যাণ্ড এলোটমেন্ট কমিটি করা হয়েছে তার মধ্যে কোন ট্রাইবেলদের রাখা হয়নি, বৈষম্যমূলক আচরন করা হচ্ছে ইত্যাদি

বলে এই পবিত্র বিধানসভাকে কলুষিত করতে চাইছেন . মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা বিগত দিনে দেখছি বামফ্রন্ট সরকার জমি এলোটমেন্ট দিয়েছেন তারা কাদের দিয়েছেন ? আর আজকে এই সরকার ক্ষমতায় এসেছেন মাত্র ১১ মাস হল। এই ১১ মাসে এই সরকারকে বিগত সরকারের আমলে যে আবর্জনা প্রশাসনে জমে উঠেছিল সে আবর্জনা পরিস্কার করতে হচ্ছে। ১১ মাসের মধ্যে এই সরকার বিগত সরকারের যে আবর্জনা ময়লা যেগুলি রেখে গেছেন সেগুলিকে আমাদের পরিষ্কার করতে হয়েছে। আমাদের এই নব-নির্বাচিত সরকার যার যেটা পাওনা, সেই পাওনা থেকে কাউকে বঞ্চিত করেন নি।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, অসুর বংশ এই ত্রিপুরা রাজ্যে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি। আমরা দেখেছি তারা কিভাবে ৮০ এর জুনের দাঙ্গা সৃষ্টি করেছিলেন এবং আবার দাঙ্গা করার জন্য চেষ্টা করছেন। আমরা দেখেছি ৮০ এর জুনের দাঙ্গায় যারা গৃহহীন হয়েছিলেন তাদের দুই গণ্ডা ৩ গণ্ডা জায়গা দিয়েছিলেন। আর আগরতলা শহরে একমাত্র ট্রাইবেল হিসাবে জায়গা পেয়েছিলেন দশরথ বাবু।

মাননীয় স্পীকার স্যার, বিগত কমিউনিস্ট সরকার যে দুষ্কর্ম করে গেছে সেই দুষ্কর্মকে ঢাকতেই আজ ট্রাইবেল প্রতিনিধি কম আছে কমিটিতে, এই কথা বলছেন। মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি যেভাবে জাতি উপজাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছিলেন সেই বিভেদকে দূর করার জন্যই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ট্রাইবেলদের সঙ্গে জোট বেঁধে কাজ করতে বলেছেন এবং তারই ফলশ্রুতি উপজাতি যুবসমিতি এবং কংগ্রেস আই জোট সরকার। তাঁরা এই জোটকে 'অশুভ' জোট বলে আখ্যা দিচ্ছেন। ওদের লজ্জা নেই, তাই এই কথা বলছেন।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি ট্রাইবেল মহিলা মেয়েদের দিয়ে শ্লোগান দেওয়ানো হয়েছে এক মুঠো সূতো পাইয়ে দেওয়ার জন্য। রাস্তায় নেমে তাদের শ্লোগান দিতে হয়েছে 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' বলে। কিন্তু আমরা তা করছি না। আমাদের প্রতিশ্রুতি মত আমরা আমাদের কাজ করে চলেছি। কিন্তু তারা এখনও গত দশ বছরের টাকা মেরে দেওয়ার লোভটা ছাড়তে পারছেন না। আমরা এক লক্ষ পরিবারকে সূতো দিয়েছি। আমরা যেমন ঋণ মেলা করেছি তেমনি সূতো মেলাও করেছি। আর আজকে তাঁরা ট্রাইবেল দরদী নেতা সেজেছেন। আজকে দশরথ বাবু বিধানসভায় আছেন আগামী দিনে হয়ত উনিও না থাকতে পারেন। কিন্তু আমার অনুরোধ আবার যেন তাঁরা আর একটা দাঙ্গা সৃষ্টির চেষ্টা না করেন।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি তারা ক্ষমতায় এসেই কেন্দ্রের টাকা লুঠ করেছিলেন. প্রতিটি দপ্তরের টাকা আত্মসাত করেছেন। নৃপেন বাবুর কিছু দালাল অফিসগুলিতে আছে। তারা এই সরকারের কাজকর্মকে বানচাল করার জন্য ষড়যন্ত্র করছে। এই ষড়যন্ত্রকে আমাদের সরকার বরদাস্ত করবেন না কিছুতেই। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই জন্যই আমি বলছি যে, মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্য যে প্রস্তাবটি এনেছেন, তার কোন অর্থ হয় না, এটা একটা

অযৌক্তিক প্রস্তাব। এর থেকে এটাই মনে হয় যে তারা আবার এই রাজ্যে একটা দাঙ্গা বাধাবার ষড়যন্ত্র করছে। তাই আমি তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, এই রাজ্যে যদি আবার কোন রকমের দাঙ্গা বাঁধানো হয়, তাহলে তার থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না। সেই আগেও যে দাঙ্গা বাঁধানো হয়েছিল, সেই কারা, আমরা তো দেখেছি। মাত্র দুই জন, উনারা এখনও আছেন. তারা তখন কেন্দ্রকে দোষারূপ করতেন যে কেন্দ্র নাকি তাদের প্রয়োজনীয় পুলিশ, সি, আর পি এফ অথবা বি. এস, এফ দিচ্ছেন না, যার জন্য এই রাজ্যের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু এটা কতটা ঠিক ? কই, এখন তো কেউ দাঙ্গায় মরছে না। সেই সব দাঙ্গা ওয়ালারা হঠাত কোথায় উদাও হয়ে গেল। মাননীয় স্পীকার স্যার, এসব কারণেই মাননীয় সদস্য এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন সেটাকে কোন মতেই সমর্থন করতে পারছিনা না বরং তার বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস (শালগড়া) : মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে মাননীয় সদস্য শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমাতে ল্যাণ্ড এলটমেন্ট কমিটি-গুলিতে উপজাতি জনগণের যথার্থ প্রতিনিধি না থাকার জন্য যে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি লক্ষ করেছি এই বিষয়ের উপর আলোচনা করতে ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যরা যে বক্তব্য রেখেছেন, তাতে আমার এটাই মনে হয়েছে যে তারা ধান বানতে শিবের গীত গাইছেন, অর্থাত তারা বাস্তব অবস্থাটাকে এভাবে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। আজকে এই রাজ্যে ২৯-৩০ শতাংশ মানুষ উপজাতি ভুক্ত, সরকার ল্যাণ্ড এলটমেন্ট কমিটি যেগুলি করেছেন, সেগুলিতে উপজাতিদের কোন প্রতিনিধিত্ব আছে কিনা সেটা দেখার বিষয়। তারা এটার কথা না বলে গত ১০ বছরে বামফ্রন্ট সরকার কি করেছেন না করেছেন, সেই সব একপেশে কথা বলে গিয়েছেন। কিন্তু অন্য দিকে তারা গত ১১ মাসে এই রাজ্যের মানুষের কল্যানের জন্য কি করবেন, সেই উপজাতি হউক, তপশীলি জাতি হউক অথবা অ-উপজাতি হউক সেই সম্পর্কে কিছু বলছেন না। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ তাদের এই ধরনের মনোভাব মেনে নেবে না।

এই ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ১০টি মহকুমা রয়েছে, তার মধ্যে মাত্র অমরপুর এবং সদর মহকুমা ছাড়া অন্য কোনটিতেই উপজাতিদের কোন প্রতিনিধিত্ব নাই। তাই আমি এই সরকার যারা চালাচ্ছেন, তাদের জিজ্ঞাসা করছি যে, এই সব কমিটি করার ক্ষেত্রে উপজাতিদের প্রতিনিধিত্ব কেন নেই ? এটা কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত যে তপশীলি উপজাতি এবং তপশীলি জাতি ভুক্ত সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা ভারতীয় সংবিধানে যেটা স্বীকৃত হয়েছে, সেটা রাখতে হবে, এটা সরকারের নীতির প্রশ্নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সব কমিটিতে উপজাতি অংশের মানুষ যদি না থাকে, তাহলে তাদের বক্তব্য কে রাখবে যে এখানে দুর্নীতি হচ্ছে, এখানে এই হচ্ছে অথবা সেই হচ্ছে ? আজকে এই রাজ্যে অনেক বাংলাদেশী আছে, তারা এই সুযোগে উপজাতি অংশের মানুষের যা প্রাপ্য

তার থেকে বঞ্চিত করবে। এবং ঐ বাংলাদেশী মানুষগুলির নামে এলটমেন্ট হয়ে যাবে, এটা কখনও হতে পারে না। আজকে কংগ্রেস এবং উপজাতি যুব সমিতির মিলিত সরকার এই রাজ্যে রয়েছে এবং উপজাতি যুব সমিতি দাবী করে আসছে যে তারা এই রাজ্যের উপজাতিদের স্বার্থের একমাত্র ধারক বাহক, তাই যদি হয় তাহলে গৌরী শংকর বাবুরা এই ল্যাণ্ড এলটমেন্ট কমিটির মধ্যে যেখানে উপজাতিদের প্রতিনিধিত্ব থাকার কথা, সেটা না থাকার জন্য কি বলবেন? এই ব্যাপারে তাদের বক্তব্য কি সেটা জানানো হউক। আমাদের আরও জিজ্ঞাস্য যেখানে উপজাতিদের প্রতিনিধিত্ব ছাড়াই কমিটিগুলি করা হয়েছে, সেখানে উপজাতিদের স্বার্থ কে দেখবেন? এটা একটা বাস্তব প্রশ্ন, এই প্রশ্নকে কেউ এড়িয়ে যেতে পারে না, কাজেই এই সম্পর্কে সরকার সুস্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করুক, এই আবেদন জানিয়ে মাননীয় সদস্য শ্রী জমাতিয়া যে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন, তাকে আমার সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার : — মাননীয় সদস্য শ্রী অঞ্জু মগ

শ্রী অঞ্জু মগ (মনু) : — মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে বিরোধী পক্ষের মাননীয় বিধায়ক ল্যাণ্ড এলটমেন্টের ব্যাপারে যে প্রস্তাব এনেছেন আমি সেই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, আপনারা জানেন বিগত ১০ বছরে ল্যাণ্ড এলটমেন্টের ব্যাপারে সাব-ডিভিশানে এই রকম ভাবে কোন কমিটি রাখা হয়েছে কিনা। এবং মাননীয় বিরোধী দলের খগেন্দ্র জমাতিয়া যে ভাবে এই প্রস্তাব এনেছেন এটা ঠিক নয়। কেননা আমরা বিগত দিনে দেখেছি যে-সব কমিটি হয়েছিল তাতে ট্রাইবেলদের নামও রাখা উচিত ছিল। এখন আমার কথা হচ্ছে এই নিয়ে আপনারা ডিবেট করতে চান করতে পারেন। কাজেই এখানে আজ আপনারা যে প্রস্তাব এনেছেন এটা ঠিক নয়। আর এখানে আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীমালাকার বাবু যে বলেছেন সূতা দেওয়ার ব্যাপারে এই সব কথা ঠিক নয় বিগত দিনগুলিকে আপনারা কি করেছিলেন? তখনতো আপনারা তাদের দিয়ে মিছিল করিয়ে ব্লকে ব্লকে বলেছিলেন সূতা দিতে হবে সূতা দিতে হবে। শুধু মিছিল করে ট্রাইবেলদের উন্নতি করা যায় না, তার জন্য সত্যিকারের কাজ করতে হবে। (ইন্টারাপশান) আমরা সত্যিকারের কাজ করতে চাই এবং বর্তমান জোট সরকার সেই লক্ষ্য সামনে রেখেই ট্রাইবেলদের সঠিক উন্নতির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই সরকার মাত্র ১০ মাস অতিক্রম করেছে, এর মধ্যে এই সরকার অনেক কিছু কাজ করেছে। বিগত দিনের সরকার যে ভাবে কাজ করেছিলেন আমাদের এই জোট সরকার সেই ভাবে কাজ করতে চায় না। আমাদের

সরকার রেভিনিও ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে ভেরিফিকেশান করে তাদের উপযুক্ত সাহায্য দেওয়া হবে। কাজেই আমরা যাদের ভূমি নেই, ল্যাণ্ড নেই তাদেরকেই ল্যাণ্ড দেওয়া হচ্ছে, আর্থিক সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। ২৫ হাজার টাকার স্কীম করা হচ্ছে। খাতায় নোট করে রাখুন। আমরা প্রত্যেকটি সাব-ডিভিশনে ৫০-১০০ টি পরিবারকে এই স্কীমের আওতায় আনার জন্য চেষ্টা করছি। এখানে বিরোধী পক্ষ থেকে প্রস্তাব যে আনা হয়েছে সেটা অপপ্রচার ছাড়া আর কিছু নয়। অপপ্রচার করবেনা। আমাদের সঙ্গে ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষের স্বার্থে সহযোগিতা করুন। এই জোট সরকার রাজ্যের সাধারণ মানুষের স্বার্থে কাজ করছে। কাজেই আপনারা সহযোগিতা করুন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার:-- শ্রীতরণী দেববর্মা।

শ্রীতরণী দেববর্মা (টাকারজলা):— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে মাননীয় সদস্য খগেন্দ্র জমাতিয়া যে প্রস্তাব এনেছেন আলোচনার জন্য আমি সেটাকে সমর্থন করে বক্তব্য রাখছি। এখানে বলা হয়েছে যে রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমায় ভূমি বন্দোবস্ত বা অ্যালটমেন্ট কমিটি-গুলিতে উপজাতি জনগণের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব না থাকার ঘটনা সম্পর্কে। স্যার, আমরা জানি যে রাজ্যে খাস ভূমি যদি থাকে তাহলে সেটা এডিসি এলাকাতেই কাজেই অ্যালটমেন্ট যদি দিতে হয় তাহলে সেটা এডিসি এলাকাতেই দিতে হবে। এখানে বলা হচ্ছে যে, রাজ্যের দশটা সাব-ডিভিশনের মধ্যে দশটাতেই কমিটি করা হয়েছে। অ্যালমেন্টট কমিটি কিন্তু অমরপুর এবং সদর ছাড়া আর কোথাও কোন কমিটিতে উপজাতি সদস্যদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। আমরা বলতে চাই যে, কেন বাকী আটটি কমিটিতে উপজাতি সদস্য দেওয়া হল না? তাহলে বুঝা যায় বাকী আটটি কমিটিতে কংগ্রেস ও উপজাতি যুবসমিতি উপজাতিদের প্রতিনিধিত্ব দিতে পারছে না। মাননীয় সদস্য গৌরী শংকর রিয়াং "খুড়োর কলের" কথা বলছেন। 'খুড়োর কল"কে করছে? আপনারাই করেছেন সে "খুড়োর কল"। নির্বাচনের আগে যে ঢালাও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তার ১৬ আনার মধ্যে এক আনাও দেন নি। হাউসের মধ্যে যে কথা বলছেন তা বাইরে গিয়ে বলুন। আজকে জোট সরকার সম্পর্কে সাধারণ মানুষ বলেছেন, এত জোট সরকার নয়, এ দিব দিব সরকার। কিন্তু কোন কিছুই দিচ্ছে না। গ্রামে গঞ্জে গেলে দেখতে পারেন, এবং আপনারা নিজেরাই শুনে আসতে পারবেন যে, আপনাদের নামে কি প্রচার হচ্ছে। এই খানে ল্যাণ্ড ডেভেলাপমেন্ট কমিটি এবং আরো ১০টি কমিটি থেকে আমরা কি আশা

করতে পারি ? আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং ট্রাইবেলের উন্নতি কিছুতেই চান না। তার প্রমান আমি এই হাউসে দিতে চাই। ন-এফ-১৭ (সি)/বি, ডাব্লু. এ, ডি, সি, ৮৭-১৪৪-৫৭-৫২২ এই নাম্বারে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এ, ডি, সি, থেকে সমস্ত সরকারী কর্মচারীদের তুলে নেবার নোটিশ দিয়েছেন। কাজেই এই সরকার উপজাতিদের জন্য কি উন্নতি করবে তা আমরা সহজেই বুঝতে পারছি। এখানে জোট সরকারের মধ্যে উপজাতির এক বিরাট সংখ্যা আছে। তাঁদেরকে আমি বলতে চাই, উপজাতি জনগণ আপনাদের কি বলবে একবার ভেবে দেখেছেন কি ? স্যার, আমি আরো বলছি, উপজাতি কল্যাণের নমুনা হিসাবে। নং-এফ.-আই. (ফোর) এম আই, এন, (এ, ডি. সি.) ৮৩৮, সেকেণ্ড মার্চ্চ, এ ডি. সি. থেকে গাড়ী তুলে নেবার জন্য মাননীয় ট্রাইবেল মন্ত্রী দ্রাউকুমার রিয়াং স্বয়ং বলেছেন। আর এখানে আপনারা বলছেন, উপজাতির কল্যাণ করবেন। আজকে এ. ডি. সি. কে ভাঙ্গার চেষ্টা করছেন তার প্রমাণই হচ্ছে গাড়ী তুলে নেওয়ার অর্ডার।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :– মাননীয় সদস্য কনক্লুড করুন।

শ্রী তরণী দেববর্মা :— প্রমাণ আরো আছে। নং-এফ ৩৫ (৫)- আই-সি-অ্যাগ্রি/৮৫, ফোর মে, টুরিষ্ট লজ থেকে মেম্বারদের তুলে দেবার নোটিশ দিয়েছেন। এ ডি. সির মেম্বাররা সেখানে থাকতে পারবেনা (ভয়েসেস্ ফ্রম ট্রেজারী বেঞ্চ :— টুরিষ্ট লজ টুরিষ্টদের জন্য, মেম্বারদের জন্য নয়।) স্যার, সেখানে এ, ডি, সি এর মেম্বারদের একমাসের মধ্যে তুলে দেবার জন্য জোট সরকার থেকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। কাজেই আমরা কোন মতেই আশা করতে পারি না যে উপজাতি যুব সমিতি যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলেন যে গুলি তারা পালন করবেন। আজকে লস্কর ইস্যু নিয়ে তারা আন্দোলন করছেন। বিগত বামফ্রন্ট সরকার ওতো সেই লস্করদের ট্রাইবেল বলে স্বীকৃতি দেননি কই তখন তো আপনারা এটা সমর্থন করেন নি। আজকে লস্কর ইস্যু টাকে নিয়ে আপনারা গ্রামে গঞ্জে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন, সে চেষ্টা আপনাদের সফল হবে না। সাধারণ মানুষ আপনাদের চরিত্র জানে, তাই আপনাদের কাজের প্রতিবাদ করছে। এই উপজাতি যুব সমিতিকে সাধারণ মানুষ ক্ষমা করবে না। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী রসিকলাল রায়।

শ্রী রসিকলাল রায় (সোনামুড়া) : — মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, বিরোধী বেঞ্চের সদস্য শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় আজকে হাউসে একটি আলোচনা উৎথাপন করেছেন যে ল্যাণ্ড এলটমেন্ট কমিটিগুলিতে উপজাতি জনগণের যথার্থ প্রতিনিধি নাই। আসল কথা হচ্ছে এই বামফ্রন্ট একবার যাদের উপর নজর দিয়েছে তাদেরই সর্বনাশ হয়ে গেছে। শুধু উপজাতিদের উপরেই নয়, সংখ্যা লঘুদের উপর, সিডুয়েল কাস্টদের উপরও তারা নজর দিয়েছে। এই ভাবে ১৯৭৮ ইং সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে ৮০ ইং সালে তারা ত্রিপুরা রাজ্যে একেবারে রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল। উনারা ত্রিপুরার উন্নয়ন চান না। এই মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি ত্রিপুরা রাজ্যকে ধ্বংস করে দিতে চায়। এই কথাটা বামফ্রন্ট দলের অন্যান্য শরীকরা বুঝতে পারে নাই এখনও। আমি এই শরীক বাবুদের অনুরোধ করছি, আপনারা তাড়াতাড়ি সি. পি, আই (এম) থেকে আলাদা হওয়ার চেষ্টা করুন। তাহলে বাঁচবেন। আজকে বিরোধী বেঞ্চ থেকে ট্রাইবেল প্রতিনিধিত্ব নিয়ে যে দাবী উঠেছে সে সম্পর্কে মাননীয় সদস্য অঞ্জু মগ বলেছেন—বিগত দশ বৎসর আপনাদের ট্রাইবেল প্রতিনিধিত্ব কোথায় ছিল ? আজকে আপনারা দাবী করছেন বিভিন্ন সাবডিভিশানে ট্রাইবেল প্রতিনিধিত্ব নাই। আপনারা ল্যাণ্ড এলটমেন্ট-এর ব্যাপারে কোন প্রস্তাব উৎথাপন বা জনসাধারণের কাছে কোন রকম বিবৃতি বা কোন রকম দাবী করতে পারেন না। আপনারা ক্ষমতায় থাকাকালীন ১০ বৎসর ত্রিপুরার ট্রাইবেলদের উন্নতির জন্য কোন কাজেই করেন নি। করেছেন কাদের জন্য ? ঐ দশরথ বাবুর স্ত্রীর নামে জমি এলটমেন্ট করেছেন। উনি কি গরীব উপজাতি, উত্তর দেবেন কি ? ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণ আপনাদেরকে ক্ষমতায় এনেছিল কি এই আশা নিয়েই? শুধু তাই নয়, আপনারা গরীব উপজাতিদের অর্থও লুটপাঠ করেছেন। সেদিনও আমার একটি প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দিতে গিয়ে বলেছেন যে, বামফ্রট সরকারের আমলে ৪ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিটি ব্লকে হাহাকার ছিল, কোন অর্থ থাকে না। নির্বাচনের পূর্বে কয়েকটি ব্লক লক্ষ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল কিন্তু সে টাকার কোন হদিশ নেই। আপনারা গরীব মানুষের পয়সা দিয়ে ভোট কিনেছেন ১৯৮২ইং সনের নির্বাচনের মুখে যে অর্থ ব্যয় করছেন গ্রামে গঞ্জে জনসাধারণের নামে সেই অর্থের হিসাব আজ পর্য্যন্তও আপনারা দিতে পারেন নি। আপনাদের দাবীটা অমূলক। বদ উদ্দেশ্য নিয়ে হাউসে এটা আলোচনা করা ঠিক নয়। আমি বলতে চাই মাননীয় বিরোধী বেঞ্চের সদস্য মালাকার মহাশয় বলেছেন, ১১ মাসে কি করেছেন

আপনাদের সরকার, ১১ মাস হতে চলেছে কি করা হয়েছে। আমাদের অঞ্জু বাবু উত্তর দিয়েছেন, উত্তর পেয়েছেন যে ট্রাইবেল ট্রাইবেল করে আপনারা চিৎকার করেন। আমার সরকার ১১ মাসে এক লক্ষ্য ট্রাইবেল পরিবারকে সূতা দিয়েছেন। আপনারা দু বছরে দিতে পেরেছেন? দলবাজী তো বহু করেছেন, লোপাট তো বহু করেছেন, আপনাদের লজ্জা করলো না যা আজকে আমাদের স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে বুঝিয়ে দিয়েছেন আপনারা কারা কারা এই খুনের নায়ক, এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে সন্ত্রাস কি করে সৃষ্টি হয়েছে, কাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ছিল। বামফ্রন্ট আমলে কোন সরকারের আমলের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল কোন বিচার করেছিলেন? বিধায়ক থেকে হত্যা আরম্ভ করে এই ত্রিপুরা রাজ্যের নরনারীকেযে ভাবে হত্যা করেছেন দিবালোকে তার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষ আপনাদের চিনে নিয়েছে। কিন্তু পুনরায় আপনারা দাবী করেছেন। এটা সত্য বন্ধু, এটা অস্বীকার করতে পারবেন না। ৮৮ নির্বাচনে কংগ্রেস ক্ষমতায় এসেছেন। কি কংগ্রেস, কি সি. পি. এম সমর্থিত সবাই আজকে প্রাণে বেঁচে গেছেন। যদি বামফ্রন্ট আবার ক্ষমতায় আসতেন তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের হাজর হাজার মানুষের এই মাথাটা গলার উপর থাকত না এটা সত্য। কিন্তু আপনারা আজকে চিৎকার করেছেন এলটমেন্ট নিয়ে, ১১ মাসের হিসাব, চেয়েছেন। বন্ধু, আপনাদেরকে বলি আপনাদের যে আবর্জনা, আপনারা যে নরককুণ্ড সৃষ্টি করেছেন আমাদের সরকার এগিয়ে যাবে আপনাদের নরককুণ্ডের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ সেই সমস্ত সব কিছুর ব্যবস্থা করে নিয়ে তারপর ত্রিপুরা রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাবে সুষ্ঠ কাজে, জনসাধারণের সেবা-মূলক কাজ সেখানে চলবে। আপনারা যা সৃষ্টি করে গেছেন ধরা পড়বেন, আপনাদের ছেড়ে দেবেন না। আপনারা হয়তো বুঝতে পারছেন না, এই সরকার অত্যন্ত সরল সোজা, আপনাদের প্রতি অত্যন্ত সজাক। আপনারা যা করেছেন যা নথিপত্রে আছে তা থেকেও রেহাই পাবেন না কেউ রেহাই পাবেন না, আপনারা হুশিয়ার থাকুন। আমি অনুরোধ করব, সন্ত্রাস থেকে আপনারা দূরে থাকুন, সন্ত্রাসের প্ররোচনা দিয়ে মানুষকে আর হত্যার চেষ্টা করবেন না। আমি আশা রাখব এই ভাবে জাতিভেদ সৃষ্টি করবেন না। এই আশা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্র মন্ত্রী):— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার. বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে প্রস্তাব এখানে আনা হয়েছে তাতে আমরা দেখছি বিরোধী দলের প্রথম সারির নেতারা সবাই হাউস থেকে ওয়াক আউট করেছেন। সম্ভবতঃ তাদের দলের মধ্যে এটা নিয়ে বিভাজন হয়েছে এই প্রস্তাব জানাব ফলে তারা আরও জন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছেন সুতরাং এই কারণে যাচ্ছেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার:— অনারেবল মিনিষ্টার শ্রীকালি দাস দত্ত।

শ্রী কালি দাস দত্ত (রাষ্ট্র মন্ত্রী):— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহোদয়, সম্মানিত সদস্য শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া কর্তৃক যে সর্ট নোটিশ আজকে আনা হয়েছে তার জবাবে আমি বলতে চাই যে আমাদের এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর কিন্তু বাম শাসনে যে এলটমেন্ট কমিটি ছিল তা রাতারাতি ভেঙ্গে দেওয়া হয়নি। ভেঙ্গে দেওয়া হয়নি এই কারণে সাধারণ গরীব অংশের মানুষ যাতে ভূমি পায়, মানুষ যাতে গৃহহীন না হয় সেটাই আমাদের সরকারে লক্ষ্য ছিল। তার পর একে একে সমস্ত মহকুমা শহরগুলিতে আমরা যখন গেলাম পরিক্রমায় সাধারণ মানুষের কাছ থেকে আমরা অনেক অভিযোগ পেলাম। যারা প্রকৃত অর্থে গৃহহীন, ভূমিহীন, সেই সমস্ত মানুষ ল্যাণ্ড এলটমেন্ট পায় নি। বামফ্রন্ট সরকারের দশ বৎসরের শাসনে আমরা লক্ষ্য করলাম যে ধনিক শ্রেণীর কিছু অংশের জোতদার. জমিদার মানুষ, তার সঙ্গে সঙ্গে বিশিষ্ট বামমার্গী নেতা, শুধু তারাই নয়, তাদের আত্মীয় স্বজনই নয় তারা নিজেরা জমি আত্মসাৎ করার পর, এমন কি শালা শালীর নামেও জমি এলটমেন্ট দিয়েছেন। প্রকৃত অর্থে যারা ভূমিহীন, গৃহহীন. তারা জায়গা পায়নি। তার পর আমাদের এই সরকার সিদ্ধান্ত নিলেন যে পুরাতন অ্যালটমেন্ট কমিটি বাতিল করতে হবে। জনগনের কল্যাণের জন্য চিন্তা করে নতুন কমিটি করেছি। এইটা সত্যি কথা যে আমরা যে এলটমেন্ট কমিটি করেছিলাম সেই এলটমেন্ট কমিটিতে কতগুলি সুনির্দিষ্ট গাইড লাইনের ভিত্তিতেই অ্যালটমেন্ট কমিটি করা হয়েছিল। শহরাঞ্চলের ৮ কিলোমিটারের মধ্যে সাধারণ গরীব অংশের গৃহহীন মানুষকে জমি দেওয়া হবে। সাধারনতঃ ত্রিপুরার যে সমস্ত ১০টি মহকুমার মধ্যে যে সমস্ত

শহর আছে সেই শহরের ৮ কিলোমিটার ভিতরে উপজাতি অংশের মানুষ কম আছে। আগে যে এলটমেন্ট কমিটি করা হয়েছিল সেখানে সদরে মিঃ আর, কে, দেববর্মা এবং অমরপুর এ, ডি, সির সদস্য সুখদয়াল জমাতিয়া ব্যতীত অন্য কোন উপজাতি অংশের মানুষ ছিলনা পরবর্তীকালে কিছু দিনের মধ্যে আমাদের রাজস্ব দপ্তর থেকে সমস্ত কিছু পর্যালোচনা করি পর্যালোচনার ফলশ্রুতিতেই আমরা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে উপজাতি অংশের মানুষ কম থাকলেও প্রতিটি মহকুমাতে ১ জন করে উপজাতি এলটমেন্ট কমিটিতে নেব। মাননীয় সদস্য খগেন্দ্র জমাতিয়া যে কথা বলেছেন, আমি মনে করি এইটা সত্য নয়, অসত্য ভাষণ। আমরা প্রত্যেকটি মহকুমায় ১ জন উপজাতি অংশের মানুষ নিয়েছি। মাননীয় সদস্যের অবগতির জন্য আমি নামগুলি বলছি ধর্মনগর মহকুমায় উপজাতি প্রতিনিধি নেওয়া হয়েছে তেমিয় দেওয়ান, কৈলাশহরে ডি, সি. রাংখল এম, এল, এ, কমলপুরে মঙ্গল দেববর্মা, খোয়াইয়ে অমিয় দেববর্মা, সোনামুড়াতে শ্রীমতি অলিপ্রভা দেববর্মা উদয়পুরে প্রেমকুমার জমাতিয়া বিলোনীয়াতে গৌরী শংকর রিয়াং, সাব্রুমে মংসাজয় মগ চৌধুরী। সদরের এবং অমরপুরের কথা আমি আগেই বলছি। এখন আমি মাননীয় বিরোধী সদস্য-দের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, এইযে ল্যাণ্ড অ্যালটমেন্টের ব্যাপারে এইটা অত্যন্ত স্পর্শকাতর ব্যাপার। ল্যাণ্ড অ্যালটমেন্টের নামে বিগত দিনগুলিতে কি হয়েছে সেই সমস্ত ভুরি ভুরি অভিযোগ আমরা পাই। হাজার হাজার যারা প্রকৃত অর্থে গৃহহীন তারা জায়গা পায়নি। আমরা লক্ষ্য করেছি তৎকালীন ১০ বৎসরের শাসনে কিছু কিছু সদস্য এখানে উদ্ধৃতি দিয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রী উনার স্ত্রীর নামে ল্যাণ্ড অ্যালটমেন্ট করা হয়েছে প্রকৃত অর্থে ভূমিহীন নয়। আরও কিছু দৃষ্টান্ত আমি দিতে পারি। উদয়পুর নোটিফাইড এরিয়া অথরিটির সামনে একটা জায়গা ছিল, অত্যন্ত মূল্যবান জায়গা। আমরা যখন ক্ষমতায় আসি এসেই একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি সেই জায়গাটা মাত্র ১ টাকার বিনিময়ে সি. পি, এম, পার্টি অফিসকে দেওয়া হয়েছে। এইটা একটা লজ্জাজনক ব্যাপার। আমরা জানি মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির তাদের দলীয় ফাণ্ড প্রচণ্ড স্ফীত। কারন তারা ১০ বৎসরের শাসনে ক্ষমতায় থেকে তারা একটা লুটপাটের রাজত্ব কায়েম করেছিল। তাদের দলীয় তহবিল যথেষ্ট পরিমানে ছিল। মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্যরা বিশেষ করে কো-অর্ডিনেশান কমিটির বন্ধুরা যারা আছেন রাত্রিরবেলায় গিয়ে অভিযোগ করেছেন তাদের থেকে জোর করে চাঁদা আদায় করা হত। সুতরাং আমার এখানে একটা বক্তব্য মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির তহবিলে এত টাকা থাকা সত্বেও ১ টাকার বিনিময়ে উদয়পুর, কল্যানপুর,

খোয়াইএ পার্টি অফিস কি করে করেন ? এত বড় নির্লজ্জ ঘটনা ত্রিপুরাতে আর ঘটেনি। সুতরাং যারা আজকে এলটমেন্টের নাম করে উপজাতি অংশের মানুষের কথা বলেছেন তাদের জানা উচিৎ যে পার্টির অফিস ঘর তৈরী করার জন্য দলীয় তহবিল থেকে টাকা দিতে পারত, চাঁদা সংগ্রহ করতে পারত, যেভাবে তারা করত বিগত দিনগুলিতে তার জন্য একটা খাস ভূমিকে কিভাবে বন্দোবস্ত দেওয়া যায়, এইটা নেওয়া হল, এইটা নিশ্চয়ই তাদের স্মরন আছে। আর একজন মাননীয় সদস্য গোপাল দাস বলেছিলেন যে উপজাতি অংশের মানুষের প্রতিনিধি না থাকলে পরে এখানে সঠিকভাবে উপজাতি মানুষের কথা বলা হয়না।" আমরা যদি-ও সমস্ত উপজাতি অংশের থেকে একজন করে মানুষ নিয়েছি তবু তাকে স্মরন করিয়ে দিতে চাই যে, উপজাতি হলে পরেই যে শুধু উপজাতিদের কথা বলবে এই কথাটা সত্য নয়। তা হলে আজকে অউপজাতি বিধানসভায় দাঁড়িয়ে উনি উপজাতিদের সম্পর্কে যে কথাগুলি বললেন তা উনি তো একজন অউপ-জাতি। সুতরাং সেখানে মানসিকতার প্রশ্ন জড়িত আছে। যদিও সঠিক মানসিকতা থাকলে সে অউপজাতি হয়েও উপজাতিদের কথা ভাবতে পারে এইটার নজির ইতিহাসে অনেক দেখছি। সুতরাং এই ধরণের ধারনার ফলে আমাদের মধ্যে যে সম্প্রীতি আছে সেটা বিনষ্ট হতে পারে বলে আমি মনে করি। সুতরাং আজকে এই এলটমেন্ট-এর ব্যাপারে কোন ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ নাই। আমাদের সরকারের তরফ থেকে আমরা স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আগামী দিনে আমরা একটা উজ্জ্বল ত্রিপুরা গড়তে চাই, সেখানে সাধারন সর্বহারা মানুষ যারা আছেন গরীব মানুষ যারা আছেন, ভূমিহীন যারা আছেন সেই সমস্ত মানুষকে আমরা খাস জায়গা এলটমেন্ট দেব। এ ডি সিতে একটা রুলস তৈরী করেছে আমরা দেখেছি ভূমিহীনদের জায়গা দেওয়ার জন্য এটা একটা রাজনৈতিক চমক ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ আমাদের সরকার জুমিয়াদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে সংকল্পবদ্ধ। আমরা বিশ্বাস করি যে সমস্ত উপজাতি অংশের ভাইরা এখনও বাসস্থানের ব্যবস্থা হয়নি সেই সব উপজাতি অংশের মানুষদের যাতে বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া যায় সেই মত আমাদের সরকার সচেষ্ট আছে। সুতরাং বিরোধী সদস্য খগেন্দ্র বাবু বলেছেন যে এই ভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন প্রস্তাব আনবেন না, এর ফলে ত্রিপুরার শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে। তাই এই আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

SHORT DISCUSSION ON MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

মিঃ স্পীকার :- দ্বিতীয় নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীফইজুর রহমান মহোদয়। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— "রাজ্যের ওয়াকফ বোর্ডটিকে সাম্প্রতিক নিষ্ক্রিয় করে রাখার ফলে রাজ্যের সংখ্যালঘু জনজীবনে গভীর অর্থনৈতিক সংকট সম্পর্কে।" আমি এখন মাননীয় বিধায়ক শ্রীফইজুর রহমান মহোদয়কে অনুরোধ করছি আলোচনা আরম্ভ করতে। মাননীয় বিধায়ক যিনি নোটিশটি দিয়েছেন তিনি প্রথমে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়ও সংক্ষিপ্ত উত্তর দেবেন। অন্যান্য বিধায়কগণও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে পারবেন। আলোচনার সময় এক ঘণ্টা। এই এক ঘণ্টার মধ্যে রুলিং পার্টির ৩৫ মিনিট এবং ২৫ মিনিট অপোজিশনের জন্য ধার্য্য করা হয়েছে। মাননীয় বিধায়ক শ্রীফইজুর রহমান।

শ্রীফইজুর রহমান (কৃতি) : -- মিঃ স্পীকার স্যার, রাজ্যের ওয়াকফ্ বোর্ডটিকে সাম্প্রতিক নিষ্ক্রিয় করে রাখার ফলে সংখ্যালঘু জনজীবনে গভীর অর্থনৈতিক সংকট সম্পর্কে আমি আলোচনা শুরু করছি। স্যার এই জোট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর আজকে সংখ্যালঘু যারা মুসলিম, এই রাজ্যে শতকরা সাত জন রাজ্যের প্রতিটি মহকুমা মিলিয়ে। আমরা লক্ষ্য করছি তাদের জান ও মানের কোন নিরাপত্তা নাই, তার যে গণতান্ত্রিক অধিকার সেটাও আজকে জোট সরকার তাদের বুকে ছুরি মেরে কেড়ে নিয়েছেন। মানুষের সাংবিধানিক অধিকার এই জোট সরকার কেড়ে নিয়েছেন। মুসলমানদের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলো যে ওয়াকফ বোর্ড সেটাকে আজকে সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছেন। বামফ্রন্ট সরকার যখন ত্রিপুরা রাজ্যে ক্ষমতায় ছিল তখন এই ওয়াকফ বোর্ডের মাধ্যমে সারা রাজ্যে একটা কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছিল কিন্তু আজকে সেটা বন্ধ। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে একটা সাড়া জাগিয়েছিল বামফ্রন্ট সরকারের কাজকর্ম। আগরতলা শহরের মধ্যে একটা টঙঘর পর্যান্ত মুসলমানদের নাই। আগরতলা শহরে যদি কোন মুসলমান আসে তাহলে সে কোথায় থাকবে? বামফ্রন্ট সরকার তাই আগরতলা শিবনগরে তাদের জন্য হোষ্টেল করার ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। সে রকম উদয়পুরে রেষ্ট হাউজ-কাম-ছাত্রাবাস করেছেন, কৈলাসহরেও রেষ্ট হাউজ-কাম-ছাত্রাবাস করেছেন। আজকে এরকম সমস্ত কাজ অচল। মুসলমানদের সমস্ত স্বার্থ ও কল্যাণমূলক কাজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আজকে মুসলমানদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। তাদের ওয়াকফ বোর্ড ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। সে ওয়াকফ বোর্ড আজ পর্যান্ত আবার গঠিত হচ্ছে না। এমনকি যেদিন এই জোট সরকার শপথ নিচ্ছিলেন সেদিন ধর্মনগর শহরের ১২টি মুসলমান পরিবার শহর ছেড়ে গ্রামে আশ্রয় নিয়েছেন। মাখন মিয়া নামে একজন রিক্সা শ্রমিককে যেভাবে শাসকদলের লোকেরা মারধোর

করেছে আজ পর্য্যন্ত সে শয্যাগত। বজিন মিয়া নামে একজন লোক খুন হয়েছে। আব্দুস সামিন নামে একজনকে খুন করা হয়েছে। গত ডিসেম্বরে বামফ্রন্ট সরকার থাকার সময় একজন প্রতিবন্ধী মেয়েকে বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষা দপ্তরে চাকুরি দিয়েছিল যেহেতু সে তার মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিল কিন্তু গত ১৪ই ডিসেম্বর সে হাসপাতালে মারা গেল। গত ১৬ই ডিসেম্বর ফুলগাঁও নাম একটি গাঁওসভাতে পবিত্র নাথ চৌধুরী থানার দারোগা বাবুকে নিয়ে হামলা করেছে, মুসলমান মা বোনদের উপর নির্যাতন করার চেষ্টা করেছে এবং যে বাড়ীতে হামলা করেছে সে বাড়ীর ছেলেকে থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে যেভাবে অমানুষিক নির্যাতন করেছে তারজন্য কি এই মন্ত্রীসভা দায়ী নয়? আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চাই যে ত্রিপুরা রাজ্যে মুসলমানদের থাকার অধিকার থাকবে কি থাকবেনা? তাঁত শিল্পী, বাঁশ-বেত শিল্পী যারা রয়েছেন তাদের এই ওয়াকফ কমিটি আর্থিক সাহায্য দিয়েছেন। আছে নাকি ভারতবর্ষের কোথাও এমন নজীর যে, এখানকার ওয়াকফের মত আর কোন ওয়াকফ মুসলিমদের এই ধরনের সাহায্য দেবার ব্যবস্থা করেছিল? তাছাড়া কোন দুঃস্থ লোক রোগাক্রান্ত হলে এবং ডাক্তারের সার্টিফিকেট নিয়ে এলে তাদের জন্য রক্তের বা অন্যান্য সকল প্রকার সাহায্য দিত এই ওয়াকফ বোর্ড। কিন্তু আজকে এই সমস্ত বন্ধ। আজকে সমস্ত সংখ্যালঘু মুসলিমরা আজকে সকল দিক দিয়ে বঞ্চিত। আমাদের রাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয় বিল্লাল মিঞা যখন ধর্ম্মনগর যান তখন উনার সঙ্গে কয়েকজন মুসলিম যাদের আপনি নাম বললে চিনতে পারবেন, কারণ তারা আপনার এলাকার। তারা যখন উনার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন তখন তিনি তাদের বললেন যে, ঠিক আছে, আপনারা এখানে পোষ্টার লাগান, যে আমাকে যেন পূর্ণমন্ত্রী করা হয়। যদি আমি পূর্ণমন্ত্রী হতে পারি তাহলে আপনারা লালে লাল হয়ে যাবেন। আপনাদের কোন অভাব আর হবে না।

শ্রীবিল্লাল মিঞা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :- পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য বলেছেন আমি কয়েকজনকে বলেছি যে, আমাকে পূর্ণমন্ত্রী করার জন্যে পোষ্টার লাগান সেটা সম্পূর্ণ অসত্য। মাননীয় সদস্য এই বক্তব্যের প্রমাণ দিন নতুবা তাঁর বক্তব্য প্রত্যাহার করুন।

শ্রীফয়জুর রহমান :- মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার কাছে প্রমাণ রয়েছে— এই ধর্মনগরের যুবরাজনগর, কদমতলা, এই সমস্ত এলাকায় বিল্লাল মিঞাকে পূর্ণমন্ত্রী করার দাবী দিয়ে পোষ্টার পড়েছে। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, এই জোট সরকারের নিকট আমি জানতে চাই যে মুসলিমদের তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, তাদের চাকুরীর, তাদের সম্পত্তির নিরাপত্তা, জীবন জীবিকার নিরাপত্তার ব্যবস্থা এই সরকার নেবেন কি না? আর উনারা যদি বলেন যে, না এই সংখ্যালঘু মুসলিমদের নিরাপত্তার

পেন ব্যবস্থা আমরা নিতে পারব না সেটা তারা এই হাউসেই ডিক্লেয়ার করুন। কাজেই এই সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষার জন্য এই জোট সরকার যাতে ব্যবস্থা নেন সেই আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক।

শ্রী অমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীফয়জুর রহমান যে আলোচনা এনেছেন ওয়াকফ বোর্ডকে নিষ্ক্রিয় করা সম্পর্কে এই ব্যাপারে একটা জিনিষ লক্ষ্য করছি যে, এরা আগেও একটা জিনিস আলোচনা করা হয়েছিল, সেটাও অ্যালটমেন্টের ব্যাপারে। সেই জায়গায় আমরা দেখছি বার বার একটা জিনিষের উপর সুড়সুড়ি দেওয়া হয়েছে, উপজাতি অংশের মানুষকে নিয়ে সাম্প্রদায়িক সুড় সুড়ি। এবারও দেখছি ওয়াকফ বোর্ডের আলোচনায় না থেকে একটা জিনিস বলা হচ্ছে জান মালের গ্যারান্টি দিতে হবে। শুধু এখনই নয়, ১৯৮০ সালের দাঙ্গার পরেও আমরা দেখলাম ১৯৮১ '৮২তেও বর্তমান বিরোধী দলের নেতা নৃপেন চক্রবর্তী বিভিন্ন জায়গায় মুসলমানদের নিয়ে মিটিং করতে আরম্ভ করলেন যে মুসলমানদের ধর্ম রক্ষিত হচ্ছে না, কোথাও বলা হয়েছে মস্‌জিদ ভেঙ্গে দিয়েছে, শূকর-এর মাথা টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়েছে। উদয়পুর টাউন হলে নৃপেনবাবু বক্তৃতা দিচ্ছিলেন সে সময়ে কিছু যুবক উঠে বলেছিলেন যে আমরা মুসলমান, হিন্দু, খৃষ্টান বা বৌদ্ধ নয়, আমরা ত্রিপুরাবাসী দেখা যায় একটা মুসলমান মস্‌জিদকে রক্ষার জন্য কমিটিতে হিন্দুকেও রাখা হয়েছে, আবার হিন্দু মন্দিরকে রক্ষার জন্য মুসলমানকেও কমিটিতে রাখা হয়েছে। আমরা সরকারে আসার পর যে সমস্ত অভিযোগ তুলেছেন মসলমানদের সাহায্য দেওয়া হচ্ছে না এটা ঠিক নয়। স্থানীয় ভাবে তানজুমানকে রক্ষার জন্য চেষ্টা করছেন। সেখানে ফয়জুর রহমান মুসলমানদের সুরক্ষার ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। মাননীয় সদস্য ফয়জুর রহমান থাকেন ধর্মনগরে তিনি বলেছেন বাধারনগরের আলম ও খাতুনকে খুন করেছে কংগ্রেসীরা। কে করেছে উনাদের সহযোগী সদস্য নকুলবাবু জানেন। কার্ত্তিক দাস উনাদের সহযোগী। মুসলমানদের কারা খুন করছে? আপনারা ওয়াকফ বোর্ডের নামে কি করেছেন? বিলোনীয়া মস্‌জিদের পুরো জায়গা দখল করে নিয়েছেন উনাদের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী গোপাল সেন। মস্‌জিদের নামে যে জমি আছে সেই জমির এক পয়সার আয় দেখাতে পারেন নি। সমস্ত টাকা শুধু মিছিল আর মিটিংএ নিয়ে গেছে। মাদ্রাসার নাম দিয়ে বাংলা দেশ থেকে কতগুলি মুসলমান এনেছে, টাকা দেওয়া হয়েছে এবং মাঝে মাঝে গুণ্ডামি করেছে। বাংলা দেশীদের দিয়ে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। আজকে সেটা করতে পারছেন না এটা উনাদের ব্যথা। মাননীয় সদস্য গোপাল দাস বলে

দিলেন এষ্টিমেট কমিটিতে কেন বিরোধী সদস্যদের রাখা হয়নি। আবার বলছেন ধর্মনগর থেকে এবং বিলোনীয়া থেকে মুসলমানরা এলে কোথায় থাকবেন। একটা হোস্টেল আছে। কোথায় থাকবে? হিন্দুদের বাড়ীতে থাকবে। তারা আমাদের ভাই। তারা ভারতবাসী। কাজেই তাদের বলতে চাই এই সমস্ত চিন্তা ভাবনা ছেড়ে দিয়ে গরীব মানুষের কথা চিন্তা করুন। গরীব মুসলমান থাকলে তাদের আমরা সাহায্য করব। উদাহরণ আছে কি যে মুসলমানেরা সাহায্য পান না? মহরম এর সময় তারা টাকা পান নি? কাজেই এইরকম সাম্প্রদায়িকতার ভাবনা ছেড়ে দিন। এই বক্তব্য রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস।

শ্রীনকুল দাস (রাজনগর) :- মিঃ স্পীকার স্যার মাননীয় সদস্য ফয়জুর রহমান মহোদয় যে আলোচনা এখানে উত্থাপন করেছেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আমার মনে হয় এই রাজ্যের মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত যারা আছেন, তারা ভারতের প্রথম শ্রেণীর নাগরিক নন। এই অবস্থার জন্যই আজকে আমাদের অনেক কিছু দিতে হয়েছে। অন্য দিকে এই মানুষগুলোর জন্য আমরা যদি বিন্দুমাত্রও সুযোগ সেই শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং আর্থিক দিক দিয়ে দিতে পারতাম তাহলে এই ভারতবর্ষকে আমরা আরও সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারতাম। যার ফলস্বরূপ ভারতবর্ষে আজকে বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারত না। তাদের উন্নয়নের জন্য যদি আমাদের কিছু কাজ করতে হয়, সেটা একমাত্র ওয়াকফ বোর্ডের মাধ্যমেই সম্ভব। এই ত্রিপুরা রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মুসলমানগণ বসবাস করে আসছে। কিন্তু তা সত্বেও তাদের অবস্থাটা এই রাজ্যে কি দাঁড়ালো? না, ১৯৬২ সালে তাদের বাংলাদেশে ঠেলে পাঠানো হল, আবার ১৯৬৩ সালেও ঠেলে পাঠানো হল। (এ ভয়েস ফ্রম ট্রেজারি বেঞ্চ—ওতো বিনিময় সূত্রে ওরা চলে গিয়েছে)। তাদের সেই সম্পত্তিগুলির দখল কারা নিল? এই তো সেই সব ভদ্রলোকেরা, তাদের ফেলে যাওয়া সম্পত্তিগুলি দখল করে নিলেন। আর তাদের ওয়াকফ প্রপার্টি, সেগুলিতে লুঠের রাজত্ব কায়েম হল। সেগুলি রক্ষার জন্য কোন আইন ছিল না, কোন নিয়মনীতি ছিল না। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর, আমরা এই ওয়াকফ বোর্ডের মাধ্যমে এই মুসলমান ভাইদের স্বার্থ রক্ষার জন্য নানা রকম চেষ্টা করে এসেছি, যেগুলির কথা এখন বললে ওদের খারাপ লাগবে। ঐ তো মাননীয় সদস্য অমলবাবু বিলোনীয়ার কালাছড়ার কথা বললেন, সেখানকার লোকগুলি তাদের নিজেদের জায়গায় থাকতে পারছেন না, তাদের সেখান থেকে উচ্ছেদ করার জন্য নানা রকমের ষড়যন্ত্র চলছে। আমরা কিন্তু সেখানেও ওয়াকফ বোর্ড করেছিলাম এবং

তাদের নতুন করে তাদের সমস্ত কিছু ঠিকঠাক করে দিলাম। এখন সেখানে যে মসজিদ ছিল. যেখানে নাকি মুসলমান ভাইরা তাদের ধর্মীয় ব্যাপারে একত্রিত হবেন সেটাকেও আমরা পুনর্নির্মাণ করে দিয়েছিলাম। এছাড়া যেসব মুসলমান পরিবার যাদের বাস্তুভিটা বলে কিছু ছিল না, সেই রকম ৫০০ পরিবারকে ১০০০ টাকার আর্থিক সাহায্য দেওয়ার যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল এবং বামফ্রন্টের আমলে যেটার মঞ্জুরীও দেওয়া হয়ে গিয়েছিল, নতুন জোট সরকার এসে সেটাকে একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হল। সেই মঞ্জুরীকৃত অর্থের একটি পয়সাও তাদের দেওয়া হল না। অথচ সেই সব যা কিছু করা হয়েছিল, তা সবই ওয়াকফ বোর্ডের রিকমেণ্ডেশান অনুসারেই করা হয়েছিল। আমরা আজকে দেখলাম সেই সব কাজগুলিও হচ্ছে না। রাজ্যের যেখানে যেখানে ওয়াকফ বোর্ড আছে, তার সবগুলিকেই নিষ্ক্রিয় করে রাখা হল, ফলে এই মুসলমান সমাজের কোন উন্নয়ন মূলক কাজই হচ্ছে না। বরং গত ১০ বছরে বামফ্রন্ট সরকার এই অংশের গরীব মানুষগুলির জন্য বাম গণতান্ত্রিক শক্তি হিসাবে গড়ে তোলার যে আসল রাস্তা সেই রাস্তা হচ্ছে লক্ষ লক্ষ মেহনতি মানুষের রাস্তা। আমরা তাদের সঙ্গে লড়াই করছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি সংখ্যালঘুদের বাড়ীতে গিয়ে— ঐ জয়নগরে, বিবির বাজারে খুন করা হচ্ছে। যিনি এই প্রস্তাব এনেছেন আমাদের মাননীয় সদস্য ফয়জুর রহমান— তিনি বলেছেন সেজন্য মুসলিম সম্প্রদায়ের লোক এই রাজ্য ছেড়ে চলে যাচ্ছে। বিশেষ করে আমরা দেখছি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে আইন পাশ করেছেন তাতে মুসলিম মহিলাদের খোরপোষের অধিকারটুকুও কেড়ে নেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হচ্ছে যে ওয়াকফ বোর্ড তাদের সাহায্য করবে। আর এদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই রাজ্য ওয়াকফ বোর্ড ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। তারপরও বলা হচ্ছে ওয়াকফ বোর্ডের উপর নির্ভর করতে হবে। এই অবস্থা হলে দেশের ঐক্য সংহতি কি ভাবে রক্ষা পাবে? এক দিকে বড় বড় কথা বলা হবে আর কাজের বেলায় কিছুই করা হবে না। শুধু বক্তৃতা দিয়ে কিছু হয় না। আজকে স্বাধীনতার ৪১ বছর পর যদি সরকার থেকে দেশের সমস্ত অংশের মানুষের জন্য সঠিক পরিকল্পনা নেওয়া হত তাহলে আজকে দেশের এই অবস্থা হত না। স্বাধীনতার পর সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষার জন্য অনেক কমিশন বসান হয়েছিল একটি কমিশনের রিপোর্ট কার্য্যকরী করা হয়েছে কি? দেশের এই অবস্থায় কংগ্রেস রাজত্বে সেটা হতে পারে না। আমরা দেখতে পাচ্ছি বাবরি মসজিদ এবং রাম জন্মভূমি নিয়ে ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িক উস্কানি দেওয়া হচ্ছে। এবং এর ফলে এ রাজ্যেও আমরা দেখতে পাচ্ছি মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখতে পাচ্ছি বিলাল মিঞাকে [illegible]মন্ত্রী করার জন্য হাজার পোষ্টার পরছে। সেখানে বলা হচ্ছে বিল্লাল মিঞাকে যদি পূর্ণমন্ত্রী না করা হয় তাহলে আমরা বিদ্রোহ করব। এটা কি শুভ লক্ষণ? আবার অন্য দিকে বলা হচ্ছে হিন্দু হচ্ছে রাষ্ট্র শক্তি সুতরাং হিন্দুর

শাসন কায়েম করতে হবে। সেজন্য আর এস এস থেকে অমুক বাবা তমুক বাবার নাম করে নানাভাবে উস্‌কানি দেওয়া হচ্ছে। আর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয় যে ভাবে ধর্মীয় গোড়ামিকে উস্‌কানি দিচ্ছেন ঠিক সেই ভাবে রাজনীতির নামে গোড়ামিকে উস্‌কানি দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা শুধু ভোটের বাক্সের দিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করতে গিয়ে দেশের অর্থনীতিকে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। কাজেই সেই জন্য আমি এই সরকারের কাছে অনুরোধ রাখব যেন অনতি বিলম্বে রাজ্যে ওয়াকফবোর্ড গঠন করা হউক সামাজিক ন্যায় বিচারের দিকে লক্ষ্য রেখে। আশা করি তারা এই ব্যাপারে সচেতন হবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীজওহর সাহা।

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য ফয়জুর রহমান সাহেব এই রাজ্য ওয়াকফ বোর্ড গঠন না করার জন্য অভিযোগ করেছেন এবং এটাকে অনুসরন করে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যবৃন্দ এমন কিছু কথাবার্তা বলেছেন যাতে আমরা এবং ত্রিপুরার গণতন্ত্র প্রিয় মানুষের মনে একটা সংশয় বোধ জাগছে। একটা সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার এবং বিভিন্ন জাতি এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে যেটা আজকের দিনে বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিস সেই ঐক্য এবং সম্প্রীতি সেটাকে বিনষ্ট করার জন্য একটা অপকৌশল তারা করছেন। আরেকজন বিরোধী সদস্য একটু আগে ল্যাণ্ড অ্যালটমেণ্ট কমিটির গঠন সম্পর্কে বলতে গিয়ে এমন সব কথা বলেছেন। ভাবতে সত্যিই অবাক লাগে এটা বোধ হয় তাদের উত্তর সুরি মার্কসবাদী রাজনৈতিক রণ কৌশলও হতে পারে যে, এই রাজ্যে আবার একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানোর জন্য এটা তাদের চেষ্টা হতে পারে। অথবা কেরালাতে তাদের যে সম্মেলন হয়ে গেল সেই সম্মেলনে এরকম কোন সিদ্ধান্ত তারা নিয়েছেন কি না কে জানে? ভারতবর্ষ একটা বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ এবং সারা পৃথিবীতে তার একটা ভূমিকা আছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়, জাতি এবং উপজাতিদের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বের মিলন ক্ষেত্র এই ভারতবর্ষ। এই আদর্শ পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এবং তাঁর উত্তরসুরি শ্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী এবং ভারতবর্ষের প্রান প্রিয়া শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং আজকের ভারতবর্ষের তরুন যুব নেতা প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীও সেই নীতি এবং পথ অনুসরণ করে চলছেন। এই গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে জাতি ও উপজাতি, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে সৌভ্রাতৃত্বের বলবৎ সেটাকে ছিন্ন করার জন্য এক শ্রেণীর লোক চেষ্টা করছে। সেটা ভাবতে অবাক লাগে।

এই জাতি এবং উপজাতি, হিন্দু এবং মুসলমানের সম্প্রীতি বিনষ্ট করার যে প্রচেষ্টা নিয়েছেন এতে আমরা শঙ্কিত হয়ে যাই। আমি এখানে পরিষ্কার ভাবে বলতে চাই ২৪ লক্ষ মানুষের ভালবাসা এবং শুভেচ্ছা নিয়ে যে জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে-কোন মূল্য দিয়ে এই সরকার তা রক্ষা করবে। কোন অবস্থাতেই রাজ্যের মধ্যে দাঙ্গার সৃষ্টি করার কোন সুযোগ দেওয়া হবে না। আমি হুঁশিয়ার করে দিতে চাই, যারা এখন আগুন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে চাইছেন, তাঁদের স্মরণ রাখতে হবে, এটা ১৯৮০ সাল নয়, এটা ১৯৮৯ সাল। গত ৮ বছরে বিশেষ করে ত্রিপুরার মানুষ দেখেছে, কি ভয়াবহ অবস্থা বাম জমানায় সৃষ্টি হয়েছিল। ঐ সব দিনের হানাহানির কথা মানুষ কোন দিন ভুলতে পারবে না। মাননীয় স্পীকার স্যার আমি আপনার মাধ্যমে তাঁদের হুঁশিয়ার করে দিতে চাই, যারা দাঙ্গা সৃষ্টির পরিকল্পনা নেবে তাদেরকে আমরা সর্ব শক্তি দিয়ে রুখব। এবং এটাই আমাদের জোট সরকারের আদর্শ। আমরা চাই, এ রাজ্যের সম্প্রীতি, সৌভ্রাতৃত্ব মজবুত হউক। এ জন্য আমরা সবার সহযোগিতা চাই। আজকে বিরোধী দল থেকে যে অভিযোগ এসেছে আমাদের ওয়াকফ বোর্ড নিয়ে সে সম্পর্কে আমি বলতে চাই, ওরা পাকিস্থানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের বংশধর, সৈয়দ সাহাবুদ্দিন, এম. পি. এর বংশধরদের নিয়ে দাঙ্গা সৃষ্টি করতে চাইছেন। আমরা দেখেছি, ভারতবর্ষের বিভিন্ন দিকে দাঙ্গা সৃষ্টি করতে চাইছে ঐ লালঝাণ্ডা এবং সৈয়দ সাহাবুদ্দিনের লোকেরা। কিন্তু মনে রাখা দরকার, ত্রিপুরার মানুষ রাজনৈতিক সচেতন। ত্রিপুরার মানুষ গত ১০ বছরে অনেক হারিয়েছে। তারা আর নতুন করে কিছু হারাতে চায় না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলতে চাই, গত ১০ বছরে বামফ্রন্ট সরকার কোন ওয়াকফ বোর্ডের কত সম্পত্তি আছে তার খতিয়ান দেন নি কোন মাদ্রাসা, মসজিদ, ওয়াকফ বোর্ড কত দখল করে রেখেছে। আমার অমরপুরই বলুন উদয়পুর বলুন, বিলোনীয়াই বলুন কোন্ মসজিদ, কোন ওয়াকফ বোর্ড, কোন্ মাদ্রাসার কত সম্পত্তি ওদের পেটোয়া কমরেডরা আত্মসাৎ করেছে তার হিসাব নেই। গত ১০ বছর উনারা কি করেছেন? মসজিদ, মাদ্রাসা ওয়াকফ বোর্ডের মেরামতির নাম করে হাজার হাজার টাকা লুট-পাট করে গিয়েছে ওদের দলের লোকেরা। অমরপুরের মসজিদ ঠিক করার নামে ১৫ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয় ফয়জুর রহমানের বংশধর সুলতান মিঞা, কমিটির সভাপতি, ঐ ১৫ হাজার টাকা খেয়ে ফেলছেন। উনি শুধু কমরেডই নন, বড় নেতাও তিনি ঐ টাকা আত্মসাৎ করেছেন আমি বিরোধী দলের সদস্য থাকা কালীন অবস্থায় এই ঘটনার কথা জানিয়ে তদন্তের দাবী করেছিলাম কিন্তু কোন কিছুই করা হয়নি। শুধু মাত্র অমরপুরেই নয়। বিলোনীয়ার কথা ত অমল বাবুই বলেছেন। কিন্তু সোনামুড়া, ধর্মনগর, কৈলাসহর অর্থাৎ যেখানে যেখানে মুসলমানের সংখ্যা বেশী আছে সেখানে লুটপাট করা হয়েছে মেরামতির নাম করে। যে ফয়জুর রহমান এই প্রস্তাব এনেছেন, আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই তিনি কি নামাজ পড়েন? অমরপুরের

এই বোর্ডের চেয়ারম্যান একজন বিরাট নেতা। কিন্তু তিনি কোন দিন নামাজ পড়েন নি। অথচ এই সম্প্রদায়দের নাম করে অনেক কথা বলছেন। যারা ধর্মই বিশ্বাস করে না, তাঁদের আবার মুসলমানদের জন্য এত উতালা হবার দরকার কি? মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে তাঁদের বলে দিতে চাই, কংগ্রেস টি, ইউ, এস. জোট সরকার নাস্তিক নয়। তাঁরা ধর্মকে বিশ্বাস করে।

শ্রীবিমল সিন্‌হা (কমলপুর) :- পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, একজন মানুষ সে বিধায়ক হউক কিংবা না হউক, তাঁর ব্যক্তিগত রিলিজিয়াস ফেইথ কি হবে তা কোয়েশ্চান্যাবল কিনা?

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, আসল কথা হচ্ছে বিমল বাবুর আঁতে ঘা লেগেছে। আমি উনাদেরকে আক্রমন করি নি। সত্য ঘটনা প্রকাশিত হওয়ায় উনারা নিজেরা বিব্রত বোধ করছেন। আজকে কংগ্রেস (আই) এবং টি, ইউ. জে. এস সরকার মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্পত্তি তাদের ধর্ম রক্ষার জন্য ওয়াকফ বোর্ডের হাতে তুলে দিতে চায়। কারন মুসলমান ধর্মের প্রতি আমাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। স্যার, কিছুদিন আগেও তারা শ্লোগান দিয়েছিলেন রাজীব গান্ধীর বিরুদ্ধে। মুসলিম মহিলা বিবাহ বিল কারা এনেছিলেন লোকসভায়? বেকায়দায় পড়ে শেষ পর্যন্ত তারা নিরপেক্ষ ছিলেন। ভেবেছিলেন, যে দিকে পাল্লা ভারী সেই দিকেই ঝুলে পরবেন। স্যার, আমরা মুসলিম নরনারীদের পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। কিন্তু ওরা কি করছে। লাশমতি খাতুনকে ওরা খুন করেছে। শুধু খুনই করে নি, খুনের আগে তার উপর বলাৎকারও হয়েছে। সেখানে বিধায়ক নকুলবাবুর দক্ষিন হস্ত বলে পরিচিত মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির এক নেতা জঘন্যতম কাজটি করেছে। আমি সেখানে গিয়েছি, সেখানকার গ্রামবাসীদের কথা শুনেছি। তারপরও কি উনারা বলবেন যে উনারা মুসলমান দরদী? স্যার, বিগত দিনে তাঁরা সে নামুড়া, বিশালগড, মেলাঘর এমনকি অমরপুরের মুসলমানদের উপর আক্রমন করেছে, তাদের খুনের চেষ্টা করেছে। আজকে আমরা মুসলমান সম্পত্তিকে রক্ষার জন্য ওয়াকফ বোর্ডকে শক্তিশালী করতে চাই। স্যার আমি আর বেশী কিছু বলতে চাই না শুধু এইটুকু বলতে চাই আজকে হিসাব করা হোক বিগত ১০ বৎসর ধরে ওয়াকফ বোর্ডের নামে বিভিন্ন জায়গাতে যে টাকা দেওয়া হয়েছিল, তার কত টাকা ওরা আত্মসাৎ করেছিলেন। তাহলেই মুসলমানদের প্রতি প্রকৃত দরদী কে, কারা মুসলমান সম্পত্তি আত্মসাৎ করেছে সে সত্য বেড়িয়ে যাবে। মুসলমান ধর্মের প্রতি আমাদের অগাধ শ্রদ্ধা আছে। তার জন্যই গত ঈদের সময় আমরা প্রত্যেক মুসলমান পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দিয়েছি। বামফ্রন্ট সরকারও এই আর্থিক সাহায্য করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা করেছিলেন বিগত দিনে যারা যারা তাদের মিছিলে আসত তাদেরকেই। ধর্ম নিয়ে রাজনীতি হতে পারে না। তাই আমরা দলমত নির্বিশেষে সবাইকে আর্থিক সাহায্য করেছি। মুসলমান ধর্মের প্রতি আমদের আকুণ্ঠ শ্রদ্ধা আছে বলেই আমরা এই কাজ করেছি। মাননীয় সদস্য নকুল দাস মহোদয় ৬২ ইং সালে মুসলমান বিতাড়ন নিয়ে

কথা বলেছেন। কিন্তু তখনতো উনি কংগ্রেসে ছিলেন এবং কংগ্রেসের হয়ে কাজ করতেন এবং এ রাজ্য থেকে মুসলমান বিতাড়নের নায়কও ছিলেন তিনি। আজকে উনি অন্য দলে ভীরে গিয়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গালাগালি দেবেন এটা স্বভাবিক, নূতন কিছু ব্যাপার নয়। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হিন্দু-মুসলমান ঐক্যে ফাটল ধরানোর জন্য তাঁরা চেষ্টা করছেন, কিন্তু তাঁদের এই অশুভ প্রচেষ্টা সফল হবে না।

এই রাজ্যের মধ্যে হিন্দু মুসলিমের ঐক্য সম্প্রীতিতে ফাটল ধরানোর জন্য তাদের একটা অপ-কৌশল। আমি আশা করব তাঁরা এই ধরনের চক্রান্ত থেকে বিরত থেকে বরং রাজ্যের হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, জাতি এবং উপজাতিদের ঐক্য এবং সম্প্রীতিকে সুদৃঢ় করার জন্য আমাদের কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এস, সরকার যেভাবে কাজ করে চলেছেন তাদের সহযোগিতার আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :– অনারাবল মেম্বার শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস (সুরমা) :— মাননীয় সদস্য ফয়জুর রহমান সাহেব রাজ্যের ওয়াকফ বোর্ডকে সম্প্রতি নিষ্ক্রিয় করে রাখার ফলে রাজ্যের সংখ্যালঘু জনজীবনে গভীর অর্থনৈতিক সংকট সম্পর্কে যে সংক্ষিপ্ত আলোচনার সূত্রপাত করেছেন আমি মনে করি এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্যার, আমরা দেখছি এই ওয়াকফ বোর্ডের মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যের ১০টি মহকুমায় যেখানে যেখানে মুসলিম আছেন সবখানে মহকুমা ভিত্তিক ওয়াকফ কমিটি করা হয়েছিল সেই ওয়াকফ কমিটিতে মুসলিম সংখ্যালঘু জনসাধারণকে সেখানে অধিকাংশ জনসাধারন তাদেরকে সেখানে কমিটিতে রাখা হয়েছিল। এই কমিটির মাধ্যমে ওয়াকফের সম্পত্তি যেখানে হস্তান্তরিত হয়েছিল বা বেআইনী ভাবে দখল করা হয়েছিল মসজিদের সম্পত্তি, মাদ্রাসার সম্পত্তি সেগুলি উদ্ধার করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছিল এবং অনেক ক্ষেত্রে করা হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি এই ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেখানে যারা ওয়াকফ বোর্ডের সম্পত্তি দখল করে রেখেছিলেন তাঁরা সেই তথাকথিত কংগ্রেরই নেতা, জাতীয় কংগ্রেসই হোক, ইন্দিরা কংগ্রেসই হোক বা যুব কংগ্রেসর হোক। গরীব অংশের মুসলিম যারা গৃহহীন, বাস্তুভিটা যাদের নেই, ঘর বাড়ী তৈরী করার সামর্থ যাদের নেই তাদের ঘর বাড়ী করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই ভাবে সেখানে মুসলিম সংখ্যালঘু জনসাধারনের প্রতি বামফ্রন্ট সরকার এই ১০ বছর ত্রিপুরা রাজ্যে থাকাকালীন সময়ে সম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে জোরদার করার লক্ষ্য নিয়ে এই কাজগুলি করা হয়েছিল কিন্তু এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ইদানিং কালে যেভাবে মুসলিম জনসাধারণ সংখ্যালঘু লোকদের উপর যে ভাবে আক্রমন শুরু হয়েছে মাননীয় সদস্য ফয়জুর রহমান

সেখানে অনেকগুলি ঘটনার উল্লেখ করেছেন এবং সেই ঘটনা শুধু বিলোনীয়া এবং সদরে নয়, ধর্মনগরে নয় এই ঘটনা কমলপুরেও ঘটেছে গত ডিসেম্বর মাসের প্রথমার্ধে কমলপুর কলেজের ছাত্র নেতা সৈকত আলি সেখানে সকাল বেলা যখন কলেজে গিয়েছে তখন সেখানে কংগ্রেস (আই)-এর বা যুব কংগ্রেস বা এন. এস. ইউ. আই. নামে যারা ছাত্র নয় সেই দিলীপ দাস. নিখিল দাস তারা সেখানে দল বেঁধে সৈকত আলির উপর আক্রমন করেছে, রামদা, ডেগার ইত্যাদি নিয়ে সেখানে আক্রমন করেছে। আমার যতটুকু মনে হয় মাননীয় মন্ত্রী বিল্লাল মিঞা সাহেবও কমলপুরে গিয়েছিলেন এবং তিনি কমলপুরেই হাবিব মিয়ার বাড়ীতে দুপুরে খাওয়া দাওয়া করেছিলেন। এই ঘটনার পর কমলপুর থানাতে ছাত্ররা গিয়েছে, আমরাও মহকুমা শাসকের ওখানে গিয়েছি, এস, ডি, ও, পির এখানে গিয়েছি। এই সৈকত আলিকে গুরুতর আহত করে সে যাতে বাড়ীতে আসতে না পারে তার জন্য কংগ্রেসীরা কমলপুরে শহরে মিছিল করেছিল এবং ফুলছড়ি কলেজ যেখানে অবস্থিত সেখানে তারা দল বেঁধে বসে রইল কিন্তু আমি জানি মাননীয় মন্ত্রী সেখানে গিয়েছিলেন নিশ্চই উনার কাছ থেকে সেই খবর গিয়েছে কিন্তু তিনি গিয়ে সৈকত আলির কাছে গিয়ে বা তাকে খবর করে নিয়ে তার কাছ থেকে ঘটনা জানা বা জেনেছেন. কমলপুরে পৌঁছে তিনি দেখেছেন কিনা. আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে থানাতেও দেখেছেন কিনা। গত ১৭ই ডিসেম্বর কমলপুরের মানিক ভাণ্ডার থেকে এক কিলোমিটার দক্ষিণে সন্ধ্যার সামান্য পরে কমলপুর থেকে দুটি মেয়ে যাদের বাড়ী হালাহালি অঞ্চল। একটা মেয়ে ট্রাইবেল এবং আর একটা মেয়ে তফসিলী এই মেয়েটির নাম ছায়া দাশ. ট্রাইবেল মেয়েটির নাম ভুলে গেছি। এই দুটি মেয়ে যখন মানিক ভাণ্ডার থেকে হালাহালি যাচ্ছিল তখন এন. এস. ইউ আই বা যুব কংগ্রেসের নেতা হিসাবে পরিচিত দিলীপ চক্রবর্ত্তী এই জোট সরকার আসার পর অন্ততঃ ১৫ থেকে ২০টি ঘটনা করেছে সেই দিলীপ চক্রবর্ত্তী এবং উদয়শংকর চক্রবর্ত্তী তারা এই দুটি মেয়েকে ছিনতাই করে নিয়ে যেতে চায়। সেই দুটি মেয়ে গিয়েছিল রিক্সা শ্রমিক ওসমান মিয়ার বাড়ী এবং সেখানে কান্নাকাটি করেছে। কিন্তু সেই ছেলেরা রিক্সা শ্রমিকের বুকে ডেগার দেখিয়ে ভয় দেখায় যাতে সে মেয়েদের সাহায্য না করে।

পরবর্ত্তী সময়ে সে যখন ঐ মেয়েগুলিকে ফেলে রিক্সা নিয়ে কোনরকম ভাবে আত্মরক্ষা করে। বাজারে আসার কিছুক্ষন পর লোকজন সেখানে গেল, যাওয়ার পর কয়েকটা গাড়ী সেখানে উপস্থিত ছিল, গুণ্ডারা সেখান থেকে চলে যায়। ওসমান মিয়া মানিক ভাণ্ডার বাজারে আসার পর তাকে সেখানে বেধড়ক মারধোর করে। তাকে বাঁচানোর জন্য কয়েকজন যুবক সেখানে গিয়েছিল। তাদের উপর রামদা, লাঠি, বল্লম এইসব দিয়ে আক্রমণ করে। আবার তাদেরই বিরুদ্ধে সাজানো কেইস দিয়ে জেল হাজতে পুরে। সেই জায়গায় মাননীয় মন্ত্রী জওহরবাবু সেখানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বক্তৃতা করেছেন। ত্রিপুরা রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করার জন্য উনারা উদ্যোগ নিয়েছেন, এইটাই কি

SHORT DISCUSSION ON MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করার লক্ষ্য ? তিনি বলেছেন এই ধরণের আলোচনা নাকি দাঙ্গাকে উস্কানি দেওয়া। উনারা দাঙ্গা চান না। সারা ভারতবর্ষের অবস্থাটা কি ? বামফ্রন্ট যেখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রশ্ন আনে সেখানেই নাকি দাঙ্গার উস্কানী দেওয়া হয়। সারা ভারতবর্ষের অবস্থাটা কি ? মীরাটে কি হয়েছিল, সেই পুরানো দিল্লীর চাঁদনীচকে কি হয়েছিল, রাজীব গান্ধীর হেড কোয়ার্টার সেখানে কি হয়েছিল ? দাঙ্গা যারা লাগিয়েছিল, সেই দাঙ্গা অবসানের জন্য পুলিশ পাঠিয়েছিল, পুলিশ সেই দাঙ্গায় অংশ গ্রহণ করেছিল, সেখানে হাজার হাজার মুসলমানকে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারাইত সাম্প্রদায়িক উস্কানী দিচ্ছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতৃত্বে আর, এস, এস, মহারাষ্ট্রের শিবসেনা, বি, জে, পি, তারা হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কানী দিচ্ছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতৃত্বে দক্ষিণ ভারত থেকে পুরী থেকে গঙ্গার জল উত্তর ভারতে চলে যাবে। তাদের শ্লোগান কি ? ইরাক, ইরান, সৌদি আরব, মিশর এইগুলি যদি মুসলিম রাষ্ট্র হতে পারে তাহলে ভারতবর্ষে শতকরা ৯০ জন হিন্দু, ভারতবর্ষ কেন হিন্দু রাষ্ট্র হবে না ? ভারতবর্ষকে হিন্দু রাষ্ট্র করতে হবে। সংকীর্ণ রাজনীতির স্বার্থে এই রাজীব বাবুরা সেখানে শিবসেনার সঙ্গে আঁতাত করেছেন, সাম্প্রদায়িক শক্তির সংগে আঁতাত করছেন। ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য রাজীব সরকার সাম্প্রদায়িক শক্তির সংগে আঁতাত করছেন, সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলিকে উস্কানী দিচ্ছে। রাজীব বাবু হলেন সারা ভারতের কংগ্রেসের সভাপতি, সারা ভারতবর্ষের কংগ্রেসের নেতা, এইখানে রাজীব বাবুর শিষ্যরা সুধীর বাবুর দল সরকারে আছেন। তাদের আমলে ওয়াকফ বোর্ড নিষ্ক্রিয় থাকবে এইটা অবাক হওয়ার কিছু নাই। আমি সরকারের কাছে অনুরোধ করব ওয়াকফ বোর্ডের মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থে যেটুকু কাজ বামফ্রন্ট করেছেন অন্ততঃ এইটুকু রক্ষা করুন, আপনারা বেশী কাজ করলে ভালই, বামফ্রন্ট যেটা করেছে এইটুকু যাতে রক্ষা করতে পারেন এই অনুরোধ রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ।

শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) : মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য আজকে বিধানসভায় ২ জন সদস্যই যে দুইটি প্রস্তাব এনেছেন এগুলি উস্কানীমূলক প্রস্তাব। আজকে মাননীয় সদস্য শ্রী ফৈজুর রহমান যে প্রস্তাবটি এনেছেন সেটি হল রাজ্যের ওয়াকফ বোর্ডটিকে সাম্প্রতিক নিষ্ক্রিয় করে রাখার ফলে রাজ্যের সংখ্যালঘু জনজীবনে অর্থনৈতিক সংকট সম্পর্কে। চমৎকার, ভাবতে অবাক লাগে। আমি বলতে পারি বিগত দিনের হিসাব নিকাশ আজকে পেশ করতে পারবেন কিনা।

এই কমিটির মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছিল। আমরা সেই দিন স্যার, এই বিধানসভায় চিৎকার করেছিলাম। আজকে এই দুইটা প্রস্তাব মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি থেকে বলছেন যে এই রাজ্যে তারা দশ বছর গণতন্ত্র সৃষ্টি করেছিলেন এবং গণতন্ত্রের সরিক হিসাবে এই বিধানসভায় আজকে তারা প্রস্তাব এনেছেন দুটা। একটা হচ্ছে বর্তমানে আবার সংখ্যালঘুদের দিয়ে একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করানো, এইটাই হচ্ছে তাদের চক্রান্ত স্যার। ওনারা পূর্ব পরিকল্পিত ভাবে এইটা করছেন, আমরা দেখেছি তারা সব সময় উস্কানী মূলক বক্তব্য রাখেন এবং এই রাজ্যে আজকে কংগ্রেস টি ইউ ইউ জে এস সরকারের প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আজকে যেভাবে শান্তির বাতাবরন সৃষ্টি হয়েছে তাকে বিঘ্ন করার জন্য এই প্রস্তাবগুলি এনেছেন, আগে কোন প্রস্তাব ছিল না স্যার। তারা যে ৮০-র জুনের দাঙ্গা সৃষ্টি করেছিল, আজকে এই ৮৮ র নির্বাচনে কংগ্রেস-টি ইউ জে এস সরকার এসে এই রাজ্যে নূতন ত্রিপুরা গড়ার ক্ষেত্রে যে চিন্তা ভাবনা নিয়েছেন, অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে শক্তিশালী করার জন্য যে চিন্তা ভাবনা নিয়েছেন, এতে তাদের মাথা ব্যথা হয়েছে। কারণ তাদের রাজনৈতিক মুনাফা লুটের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার কোটি কোটি টাকা দিয়েছিলেন এবং দশ বছর ধরে এই টাকা তারা লুটপাট ও আত্মসাৎ করেছেন, সেই গোপন তথ্য আজকে আমি স্যার, আপনার মাধ্যমে বলেছি চাই যে টাকা আত্মসাৎ করেছেন তাতে আপনাদের রেহাই নাই, তদন্ত কমিশন বসানো হবে, এতে সংখ্যালঘুদের নাম করে যে টাকা আপনারা আত্মসাৎ করেছেন তার বিচার হবে। আমরা দেখেছি বিগত দিনে আপনারা কিভাবে কি করেছেন। তার পরে ও আজকে আবার এই রাজ্যের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির পরিকল্পনা নিয়েছেন, স্যার মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি গনতন্ত্রকে বিশ্বাস করে না। তারা স্যার, বদ উদ্দেশ্যে নিয়ে আজকে এই সব চক্রান্ত চালাচ্ছেন, তা যত কৌশলই ওনারা রচনা করেন না কেন ত্রিপুরা ২৪ লক্ষ জনগণ আপনাদের রায় দিয়েছেন ৮৮র নির্বাচনে। আবার যে ভাবে দাঙ্গা আরম্ভ করেছেন আগামী নির্বাচনে মনে হয় একজনও আর এই বিধানসভায় প্রবেশ করতে পারবেন না এই কথা মনে রেখে আপনারা দাঙ্গার পথ ত্যাগ করুন, খুনের পথ ত্যাগ করুন, চুরির পথ ত্যাগ করুন এবং আমাদের এই সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করুন, এই সরকারের উন্নয়ন-মূলক কাজের যে গতিবেগ তাকে সাহায্য করুন। আপনার এই চক্রান্ত ছেড়ে দিয়ে সামাজিক পরিবেশে প্রবেশ করুন।

স্যার, আমি এই সরকারের পক্ষ থেকে একজন সদস্য হিসাবে বলতে পারি যে এই সরকার ১১ মাসের মধ্যে যে কাজ করেছে বিগত ১০ বছরেও সে কাজ হয়নি বরং ১১ মাসে তার দ্বিগুন কাজ হয়েছে। আজকে ওনারা আবার এখানে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন তুলেছেন। মান্দাইতে তো মাননীয় সদস্য রসিরাম দেববর্মা তার ছেলেকে দিয়ে খুন করিয়েছেন এবং তারা ত তাদেরই দলের লোক। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন বিরোধী দলের পক্ষ থেকে সেটা জন স্বার্থের পক্ষে নয়। কাজেই এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

SHORT DISCUSSION ON MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রী রসিক লাল রায়।

শ্রী রসিকলাল রায় (সোনামুড়া) ঃ- মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য ফয়জুর রহমান সাহেব যে প্রস্তাব এনেছেন এবং যে আলোচনা উৎথাপন করেছে সে সম্পর্কে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। ফয়জুর রহমান সাহেব ত নিজেই এই ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন কাজেই এই ওয়াকফ কমিটির দুর্বলতা ও সবলতা ও উনি সম্পূর্ণভাবে জানেন আমার মনে হয় ওনার পার্টি থেকে ওনাকে চাপ দিয়েছেন যে এই প্রশ্ন আন। আমি ওনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, আমাদের সরকার গঠিত হওয়ার পর যেহেতু মাননীয় সদস্য এই ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন সেহেতু তিনি এখন পর্যান্ত এই ওয়াকফ বোর্ডের হিসাব নিকাস দিয়েছেন কি ? আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে ওনাকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে কিন্তু তবুও কি উনি ওনার হিসাব এখন পর্যান্ত দিয়েছেন ? ওনার সময় ত ওয়াকফ বোর্ড লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন মুসলমানদের স্বার্থে, মুসলমানদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে শক্তিশালী করার জন্য কিন্তু কয়টি মাদ্রাসা, কয়টি মুসলমান জন সাধারণকে তারা সাহায্য করেছেন ? যেমন আমাদের সোনামুড়ায় যখন নির্বাচনের পূর্বে গিয়েছিলেন প্রচার করতে তখন ঐ মাদ্রাসায় এবং মসজিদে যখন তিনি মিটিং করতে গেলেন তখন তো ওনাকে সেখানকার জনসাধারণ তাড়িয়েছিল সেটা ঠিক কিনা উনি বলুন তো। আমার সোনামুড়া বিভাগের ওয়াকফ কমিটির অর্থ কোথায় গেল সে হিসেব তারা আজ পর্যান্ত দিতে পারেন নি। সেখানকার যে প্রাক্তন বিধায়ক ছিলেন তিনি ছিলেন সে ওয়াকফ কমিটির চেয়ারম্যান। সেখানে ওয়াকফ কমিটি করা হয়েছে কিন্তু কোন মুসলিমকে সেখানে ঐ কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়নি। আর প্রাক্তন বিধায়ক তিনি তখন বলেছিলেন যে তিনি নাকি মুসলিম হয়ে গেছেন। আর আজকে আমার গ্রামে কি হচ্ছে সেখানে এই ওয়াকফ কমিটির নাম করে মুসলিমদের মধ্যে সুড়সুড়ি দিয়ে আজকে সেখানে মারামারি কাটাকাটির সৃষ্টি করছেন এই ছিল তাদের ওয়াকফ এর ইতিহাস। আর এই জায়গায় তারা এখানে বলছেন যে, এই নতুন সরকার এই ওয়াকফ কমিটিকে দুর্বল করে রেখে দিয়েছেন। কিন্তু আমি উনাকে জিজ্ঞাস করতে চাই যে এই ওয়াকফ কমিটির যে লক্ষ লক্ষ টাকা তারা নয়ছয় করেছিলেন তার কোন হিসেব আজ পর্য্যন্ত তিনি দিতে পারেননি। এই ব্যাপারে উনাকে অনেক নোটিশ দেওয়া হয়েছে কিন্তু কোন ফল হয়নি। আর এখানে মাননীয় সদস্য ফয়জুর রহমান বলেছেন যে, এই নতুন জোট সরকার নাকি সংখ্যালঘু মুসলিমদের জন্য কোন কাজই করছে না। তার এই বক্তব্য সম্পূর্ণ অসত্য। আমার মাননীয় চিফ মিনিষ্টার এবং এই নতুন জোট সরকার মুসলিম ছাত্রছাত্রীদের, মুসলিম ছেলেমেয়েদের নানাভাবে সাহায্য করছেন। এ সম্পর্কে আমাদের মাননীয় রেভিনিউ মিনিষ্টার বিস্তৃতভাবে বলবেন। আপনাদের কোন কিছুরই ঠিক নেই. এই কিছুক্ষণ আগে আপনারা ছিলেন

ট্রাইবেল দরদী, আর এক ঘণ্টা যেতে না যেতেই আপনারা হয়ে গেলেন মুসলিম দরদী। আমি আপনাদের বলব, আপনারা এইভাবে তাদের দিকে নজর দিবেন না। কারন আপনাদের এই ধরনের নজর দেবার ফলে তাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। আপনাদের এই নজর যার দিকে পড়েছে তারই সর্বনাশ হয়েছে। কাজেই এইভাবে আপনারা তাদের দিকে নজর দেবেন না। আমাদের নব গঠিত এই সরকারকে তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে কাজ করতে দিন। কি মুসলিম, কি জাতি, কি উপজাতি সবারই জন্যে এই সরকার কাজ করে যাবেন। আপনাদের আগের চরিত্র আপনারা পাল্টান। স্যার, এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এখানে দু একটি কথা বলতে চাই। বামফ্রন্ট তথা সি পি (এম)-এর নৃপেনবাবুরা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশ করছেন এবং বিভিন্ন জায়গায় জনগণের কাছে গিয়ে বলেছেন যে, অবিলম্বে বিধানসভা ডেকে টি, এন, ভি এবং বীরচন্দ্রমনু সম্পর্কে আলোচনা করার ব্যবস্থা করা হোক। আমরা তারপর নিজেদের উদ্যোগ নিয়ে বিধানসভা ডাকলাম, এবং এই সব ঘটনার উপর আলাপ আলোচনা করার জন্যে ব্যবস্থাও করে দিলাম কিন্তু তারা তখন আর থাকেন না। মাননীয় বিধায়ক নকুলবাবু ঝড় তোলেছিলেন যে, ১৯৬২ সালে নাকি কংগ্রেস মুসলিমদের এখানে থেকে তাড়াবার জন্য চেষ্টা করেছিল এবং তখন তিনি কংগ্রেসে ছিলেন। আর এখন তাই তিনি ওয়াকফের মুসলিমদের জন্য বড় দরদী হয়ে উঠেছেন কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে এই ওয়াকফের যে লক্ষ লক্ষ টাকা তারা গায়েব করেছেন তার তো কোন হিসেব তারা দিচ্ছেননা। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, জনগণের স্বার্থকে রক্ষা করার জন্য এখানে একটা বিহিত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। আমরা চাই বামফ্রন্টের এই ধরনের জঘন্য চক্রান্ত ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণ জানুন এবং তারজন্যে গ্রামেগঞ্জে গিয়ে সাধারন মানুষকে সেটা জানাবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :- মাননীয়া রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহারানী বিভু কুমারী দেবী।

মহারানী বিভু কুমারী দেবী (রাজস্ব মন্ত্রী) :- মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আজ খুব লক্ষ্য করে আমার বিরোধী ভাইদের বক্তব্য শোনেছি।

The function of the Wakf Board is to supervise, control and administer the Wakf properties in the state and to see that the property is utilised for the purpose for which the devoted Muslims have donated for their Musalman brothers. Please note that.

SHORT DISCUSSION ON MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

কিন্তু তা না করে এটাকে ইউটিলাইজ করা হয়েছে আজ পলিটিকেল প্ল্যাটফর্ম। যারা মুতা বল্লী আছে, এরা কি করে? অনেক দিন তারা দেখছেন, কাজ করছেন। তারপর বলে এটা আমার সম্পত্তি। যেমন ত্রিপুরা সুন্দরীর ক্ষেত্রে হয়েছে। আর আপনারা বলছেন এরা গরীব মানুষ। বসতে দিয়ে দিন। আইন আইনই। গরীব হোক বা ধনী হোক। ত্রিপুরা সুন্দরীর একটা বিরাট সম্পত্তি। সেটাকে যদি ভাল করে দেখাশুনা করতে পারা যেত মাতার বাড়ীতে যেমনটি হয়েছে, সেখানে গরীবেরা রোজ খেতে পাচ্ছে। মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আজকে খুব মনোযোগ দিয়ে আমার বিরোধী দলের ভাইদের বক্তব্য শুনেছি। আমার আজকে মনে হচ্ছে মহাত্মা গান্ধীর একটা বই, একসপারিমেন্ট উইথ ট্রুথ। সত্যের সঙ্গে একটা একসপারিমেন্ট এটা মনে হয় সি পি এম, পার্টি কোনদিন পড়েন নি, জানেনও না। আমার চেষ্টা সব সময়েই হচ্ছে, যারা আজকে আমাকে ২০ বছর ধরে ত্রিপুরার রাজনীতির মঞ্চে দেখে আসছে, মাঠেই হোক বা হাউসেই হোক, তারা দেখেছে যে সব সময়ই সত্য এবং মানবতাকে তুলে ধরাই হচ্ছে আমার চেষ্টা তারপর ফয়জুর রহমান সাহেব বলেছেন যে, "আপনারা ডিকলারেশান দিয়ে দিন যে, উই ডোনট ওয়ানট মুসলিমস ইন ত্রিপুরা।" ভেরী ইরিস্পনসিবল ষ্টেটমেনট ফ্রম এ্যা সিটিজেন অব ইনডিয়া, ফ্রম এ্যা সিটিজেন অব দিস ষ্টেট। প্রথম মসজিদ এখানে মহারাজা বিজয় মানিক্যের সময়ে হয়েছিল। শাহ সুজা প্রথমে এখানেই এসেছেন। ইট ইজ নট দি কোয়েষচান অব কংগ্রেস। শক্ত ভিতের উপর যদি ঘর বানানো হয় তা হলে ঘর থাকবে। ভিত কমজোর হলে ঘর থাকবে না আপনারা ১৯৬২ সনের কথা বলছেন যে হিন্দুরা এখান থেকে মুসলমানকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। সেই নীতি নিয়েই তো কমিউনালিজমের কারণে এখানে প্রবলেম এসেছে এবং পাকিস্তান হয়েছে। ভারতে কমিউনিষ্ট পার্টিকে দোষী বলছি না। এই যে ভারত বিভাগ হলো, বাংলাদেশ থেকে রিফিউজীরা এল সেকশান ট্রাইবেল প্রাবলেম হল। আজকে আমি বলতে পারি তাদের বিরুদ্ধে আমার মনের মধ্যে ধারণা নেই আপনারা বাবরী মসজিদের কথা বলেছেন। ১৯৩৭ সনে বাবরী মসজিদ সমস্যা এসেছেন বৃটিশের আমলে, কংগ্রেসের আমলে নয়। কংগ্রেস চেষ্টা করে বাবরী মসজিদ সমস্যার সমাধান করতে। কিন্তু মসজিদ তো শুধু দালান ঘরের মধ্যেই নেই, আপনারা যেখানে নামাজ পড়েন সেখানেই তো মসজিদ হয়ে যায়। সুতরাং শুধু বাবরি মসজিদকে নিয়ে কেন কথা হচ্ছে? সেটা ও ঠিক করবেন কংগ্রেস গভর্ণমেন্ট। সাহাবুদ্দিন সাহেবের মত লোককেও আজকে ইমাম বুখারি বের করে দিচ্ছেন। সব সময়েই সমস্যা থাকবে। আপনারা ইনডিয়ান সিটিজেন। ভারতবাসী হয়ে আপনার একটা দায়িত্ব আছে কি ভাবে সমস্যা আমরা সমাধান করতে পারি। আপনারা উসকানি দেবেন না। ত্রিপুরা সুন্দরীর বিরাট সম্পত্তি, সেটা ভাল করে যদি আমরা করতে পারতাম সেটাকে নিয়ে যদি পলিটিক্স না খেলতাম, তাহলে মাতার বাড়ীতে একটা ইউনিভার্সিটি হতে পারত, যেমন তিরুপতিতে হয়েছে,

সেখানে শিক্ষার কাজ চলছে, গরীবেরা রোজ খেতে পারছে। সেই প্রপার্টির যদি বেষ্ট ইউটিলাইজেশান না করে ভেষ্টেড ইন্টারেষ্টেড লোকদের হাতে দিয়ে দেন, তাহলে তারা কিছু টাকা পয়সা রোজগার করবে। আর এটার ব্যাপারেও সেই রকমই হচ্ছে। নাউ উই কাম টু দি অ্যানাদার থিঙ্গ, কারণ আপনারা বলেছেন ওয়াক্ফ বোর্ডের কোন কাজ হচ্ছে না, আমি একটা ল'এর কথা বলছি—গভঃ অব ত্রিপুরার 'The Administrator of the Wakf Body is empowered fully to perform the the duties of the Board in the absence of regular Wakf Board according to the rules.'' অর্থাৎ রুল মোতাবেক ওয়াক্ফ বোর্ডের কাছে যে অধিকার ছিল, সেটা যাতে এ্যাডমিনিষ্ট্রেটার পারফম করতে পারে দ্যাট অর্ডার হ্যাভ অলরেডী বীন পাস্ড এবং আমরা অলরেডী সেটা গেজেট নোটিফিকেশানে দিয়ে দিয়েছি। আর কিছু কিছু স্কীম সম্পর্কে আপনারা যেটা বললেন যে নিম্নমানের কাজ হচ্ছে, এখন সেটা যদি ইমপ্লিমেণ্টেশান করতে হয়, তার জন্য ইনফ্রাষ্ট্রাক্চারের দরকার সেটা তো আপনারাও গত ১০ বছরের মধ্যে তৈরী করেন নি, যেটাকে চেনালাইজ করে সেগুলি করা যেত। তারপর বলেছেন মাদ্রাসা এডুকেশান সম্পর্কে, সেটা নাকি রেভিনিউ ডিপার্টমেণ্ট করছে। কিন্তু আসলে তা নয়, Madrasas are being controlled by the Education Deptt. and not by Revenue Department. Therefore, Madrasha education already exists under the Education Department of which Shri Billal Mia is the Vice-Chairman. Now, it is the duty of the Education Department to look after the problems of the minority students those who are going to take education from school level to college level and it is being looked after by the Education Department and not by the Wakf Board. The previous Government অর্থাৎ আমাদের আগে যে গভর্ণমেণ্ট ছিল তখন আপনারা এডুকেশান ডিপার্টমেণ্টের মাধ্যমে যে হারে ষ্টাইপেণ্ড দিতেন আমরাও সেই হারেই ষ্টাইপেণ্ড দিচ্ছি। And we have also arranged for giving aid on the "Id" fastival to the poor people we have put up a proposal to the Finance Minister—our Chief Minister. "Id" র অর্থ হল আপনারা যেমন পূজার সময় কাপড় দেওয়া হয় সেরকম ঈদের সময় ঈদ দেওয়া হয় এবং সেজন্য আমরা প্রস্তাব এনেছি। We are also trying to give housing loans in the normal course and for this we have already increased the amount এবং আপনারা যে মার্ডারের কথা বললেন, আই হ্যাভ জাষ্ট গত সাম ইনফর্মেশান মাখন মিঞা, ধর্মনগরের উকে কংগ্রেসের লোকেরা বিট আ করেছিল। কিন্তু মাখন মিঞা ছিল সি. পি আই (এম) পার্টি মেম্বার। হি ওয়াজ বিটেন বাই

C. P. I. (M) workers under the leadership of Swapan Chanda he was a deputy front leader or something like this. And he was not at all bitten up by the Congress (I) workers. আপনাদের আমলেও মার্ডার হয়েছে- এই সব পুরানো জিনিষ তুলে হিন্দুরা মার্ডার করেছে এই সব কথা বললে ঠিক হবে না। আমি মনে করি প্রীতি ভাবনা নিয়ে যদি কাজ করা যায় আন্তরিক ভাবে যদি কাজ করা হয় তাহলে আপনাদেরও উন্নতি হবে। আপনারা ভারতবর্ষের সিটিজেন এবং সিটিজেন হিসাবে আপনাদের সমস্ত অধিকার আছে ক্রোধ প্রকট করার অধিকার আছে। ত্রিপুরা সরকার যদি কাজ না করে তার বিরুদ্ধে কথা বলার অধিকার আপনাদের আছে। কিন্তু সেটা সুন্দর ভাবে বলতে পারতেন। এই রকম ভাবে ১৯৬২ সালে কাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে কাকে কি করা হয়েছে এই রকম ইরেস্পনসিবল ষ্টেটমেন্ট যদি আমার কলিগ মাননীয় নকুলবাবু করেন তবে দিস ত্রিংসদি কোয়েশ্চান অব বাংলাদেশ থেকে কে এসেছিল এখান থেকে কে গিয়েছিল এই সব তো সুন্দর হয় না। এই বলে আমি আবার বক্তব্য শেষ করছি থ্যাংক ইউ।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে গত ৪.১.১৯৮৯ইং মাননীয় সদস্য শ্রীসুশীল চাকমার নিকট হইতে একটা শর্ট ডিসকাশানের নোটিশ পেয়েছি। শ্রী চাকমা কর্তৃক আনীত নিম্নলিখিত বিষয় বস্তুর উপর আগামী ৬.১.৯৮৯ ইং আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। বিষয় বস্তুটি হল ত্রিপুরা চাকমা লেংগুয়েজ ডেভেলাপমেন্ট কমিটি সরকারী স্বীকৃতি প্রদানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে।"
এই সভা আগামী ৫ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টা পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল

ANNEXURE—"A"

ADMITTED STARRED QUESTION NO : 8

NAME OF M. L A. SHRI BADAL CHOUDHURY.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Hea'th and Family Welfare Department be pleased to state :—

(১) রাজ্যের কোন্ কোন মহকুমা হাসপাতালে বর্তমানে এক্সে মেশিন চালু আছে,

(২) যদি কোন মহকুমা হাসপাতালে তাহা চালু না থাকে তবে সরকার সেই ব্যাপারে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, এবং

(৩) মহকুমা হাসপাতালগুলি ৭৫ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে গড়ে তোলার কোন পরিকল্পনা আছে কি না ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE OF THE HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NAME OF THE MINISTER : SHRI KASHIRHM REANG.

(১) ৭টি মহকুমা হাসপাতালের মধ্যে ৩টি মহকুমা হাসপাতালের এক্স-রে মেশিন চালু অবস্থায় আছে। যথা-ধর্মনগর, অমরপুর এবং সাব্রুম।

(২) কমলপুর, খোয়াই, মেলাঘর এবং বিলোনিয়া হাসপাতালের এক্স-রে মেশিন মেরামত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ আছে। কমলপুর, খোয়াই ও মেলাঘর হাসপাতালে নূতন এক্স-রে মেশিন দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এবং বিলোনিয়া হাসপাতালের এক্স-রে মেশিনটি মেরামতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

(৩) নাই।

Admitted Question No : 11 (STARRED)
Name of member : Shri Badal Choudhury,
Will the Hon'ble Minister-in-Charge
of the Industries Deparment be pleased to state.

১) গত আর্থিক বছরে (১৯৮৭—৮৮) সেলফ এমপ্লয়মেন্ট স্কীম এবং টি, আই ডি, সি থেকে কতজন আর্থিক ঋণ পেয়েছেন,

২) ঐ সমস্ত স্কীমে কোন কোন জাতীয়কৃত ব্যাঙ্ক থেকে কতজন আর্থিক ঋণ পেয়েছেন,

৩) সারা রাজ্যে কতজন ঋণের জন্য আবেদন করেছিলেন এবং তারমধ্যে কতটি আবেদন উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছিল,

৪) উক্ত ঋণ প্রাপকদের মধ্যে কতজন তফসিলী উপজাতি এবং কতজন তফসিলী সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন ?

ANSWER

১) সেলফ্ এমপ্লয়মেন্ট স্কীমে জেলা শিল্প কেন্দ্রের মাধ্যমে ১৯৮৭—৮৮ই আর্থিক বৎসরে কেন্দ্রীয় প্রকল্পে ২২৯ জন এবং রাজ্য প্রকল্পে ২১৬ জনকে ঋণ দেয়া হয়েছিল। টি, আই, ডি, থেকে কাউকে ঋণ দেয়া হয়নি।

২) স্বনির্ভর কর্মসূচীতে কেন্দ্রীয় প্রকল্পে ব্যাঙ্ক ভিত্তিক ঋণ প্রদানের হিসাব নিম্নরূপ :

ক) ইউ, বি, আই	৮৭ জন
খ) এস, বি, আই	৮৬ ”
গ) ইউকো ব্যাঙ্ক	২২ ”
ঘ) আই, ডি, বি, আই	৯ ”
ঙ) সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক	৩ ”
চ) এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক	৪ ”
ছ) ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক	৩ ”
জ) ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক	৫ ”
ঝ) পাঞ্জাব এণ্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক	”
ঞ) বিজয়া ব্যাঙ্ক	১০ ”
মোট	২২৯ জন

রাজ্য প্রকল্পে ব্যাঙ্ক ভিত্তিক ঋণ প্রদানের হিসাব নিম্ন ঃ—

ক) এস, বি, আই	৫০ জন
খ) ইউ, বি, আই	৭০ ”
গ) ইউকো ব্যাঙ্কে	২৩ ”
ঘ) ত্রিপুরা গ্রামীন ব্যাঙ্ক	৭৩ ”
মোট	২১৬ জন

৩) ঋণের জন্য আবেদনকারীর সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ

কেন্দ্রীয় প্রকল্পে	১, ৬১১ জন
রাজ্য প্রকল্পে	৩,৫৩৬ ”
মোট	৫,১৪৭

ঋণের জন্য আবেদন পত্র বিবেচিতের সংখ্যা

কেন্দ্রীয় প্রকল্পে	৪২০ জন
রাজ্য প্রকল্পে	৫৪৬ ”
মোট	৯৬৬

৪) স্বনির্ভর কর্মসূচীতে ঋণ প্রাপকেদের মধ্যে কতজন তফসিলী উপজাতি ও কতজন তফসিলী সম্প্রদায়ভূক্ত তার হিসেব নিম্নরূপ ঃ

কেন্দ্রীয় প্রকল্পে

তফসিলী উপজাতি	১ জন
তফসিলী সাম্প্রদায়ভূক্ত	৬ ”

রাজ্য প্রকল্পে

তফসিলী উপজাতি	নাই,
তফসিলী সম্প্র দায়ভূক্ত	৬ জন,

ADMITTED STARRED QUESTION NO : 12
NAME OF MEMBER : BADAL CHOUDHURY

প্রশ্ন —	উত্তর
১। ১৯৮০ সালে দাঙ্গায় ক্ষতি গ্রস্ত লোকদের নতুন করে আর্থিক সাহায্য বা পুনর্বাসন দেওয়ার কোন সরকারী পরিকল্পনা আছে কি ?	নুতন করে পুনর্বাসন দেওয়ার কোন পরিকল্পনা নাই। তাহাদের আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ও বিশেষ কোন পরিকল্পনা নাই।

২। যদি থাকে তাহলে সরকার এ ব্যাপারে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন ? — প্রশ্ন উঠে না।

৩। কবে নাগাদ এই সমস্ত পরিকল্পনা কার্যাকরী করা হবে ? — প্রশ্ন উঠে না।

Admitted question No : 13 (STARRED)

Name of Member : Shri Bidya Ch. Deb Barma,

Will the Hon' ble Minister-in-Charge of the Industries Department be pleased to state :—

প্রশ্ন :

১। ইহা কি সত্য বেহালাবাড়ী অম্বর চরকা কেন্দ্রের কাজ অদ্যাবধি রীতিমত চালু হয় নাই ?

২। সত্য হইলে ইহার কারণ কি ?

৩। ইহাও কি সত্য যে বর্তমানে ঐ কেন্দ্র যাহারা শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে তাহারা রীতিমত ষ্টাইপেণ্ড পাইতেছে না।

৪। যদি সত্য হয় তবে অদ্যাবধি কত মাসের ষ্টাইপেণ্ড তাহাদের পাওয়া আছে।

উত্তর :

১। সত্য নহে.

২। এ প্রশ্ন ওঠে না.

৩। সত্য নহে.

৪। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO : 33

NAME OF M. L. A. : GOURI SANKAR REANG.

Will the Hon' ble Minister-in-charge of the Health and Family welfare Department be pleased to state :—

১। রাজ্যে বর্তমানে মোট কয়টি Health Sub.centre আছে,

২। বর্তমান আর্থিক বছরে রাজ্যে আর কয়টি Health Sub centre খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে,

৩। বিলোনীয়া মহকুমার দেবীপুরে অনুরূপ Sub-centre খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না,

৪। থাকিলে কবে নাগাদ তা কার্যকরী হবে বলে আশা করা যায় এবং না থাকিলে তার কারন ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE OF THE HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NAME OF THE MINISTER : SHRI KASHIRAM REANG.

১। ২২-১২-৮৮ ইং তারিখ পর্যন্ত রাজ্যে মোট ৩৫৬টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র (Sub-centre) আছে।

২। ৭৩টি

৩। আছে।

৪। বর্তমান আর্থিক বছরে খোলা হইবে বলে আশা করা যায়।

ADMITTED STARRED QUESTION No 35
NAME OF M.L.A. : SHRI GOURI SANKAR REANG.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family welfare Department be pleased to state :--

১) ত্রিপুরা রাজ্যের হাসপাতাল চিকিৎসালয়গুলির অভ্যন্তরে ধূমপান নিষিদ্ধ করার কোনরূপ পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না,

২) যদি থাকে তবে কবে নাগাদ তা কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৩) না থাকিলে তার কারণ ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE OF THE HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT
NAME OF THE MINISTER : SHRI KASHIRAM REANG.

১) আপাতত নাই ।

২) প্রশ্ন উঠে না ।

৩) এ ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করিতেছেন। সিদ্ধান্ত এখনো নেওয়া হয় নাই।

Admitted Starred Question No. 61 asked by Shri Sobodh Das,

QUESTIONS

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে ধর্মনগর বিভাগের রাজুনছড়া রেশন দোকানের মাধ্যমে মে, ১৯৮৮ইং হইতে চিনি বণ্টন করা হচ্ছে না.

২। সত্য হয়ে থাকলে তার কারন কি, এবং

৩। ঐ রেশন দোকানের মাধ্যমে নিয়মিত চিনি বণ্টনের ব্যবস্থা করা হবে কিনা ?

ANSWERS

Replied by the Minister-in-Charge of Food & Civil Supplies Department.

১। সত্য নহে ।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না ।

৩। বণ্টন করা হচ্ছে ।

ADMITTED STARRED QUESTION—No 77

NAME OF M.L.A. SHRI NAKUL DAS.

Will the Hon'ble Minister-in Charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১। ত্রিপুরার বাহিরে বিভিন্ন রাজ্যে ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রীদের মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তির ব্যাপারে জোট সরকার কি নিয়মনীতি অনুসরন করেন তার বিবরন,

২। বর্তমান আর্থিক বছরে রাজ্যের জন্য মোট কতগুলি মেডিকেল সীট বরাদ্দ করা হয়েছে এবং তার মধ্যে কয়টি সীট বণ্টন করা হয়েছে,

৩। বণ্টনের ক্ষেত্রে কোন দুর্নীতির অভিযোগ এসেছে কি না, এসে থাকলে তার বিবরন ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE OF THE HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NAME OF THE MINISTER : KASHIRAM REANG.

১। মেডিকেল কলেজে ছাত্র ভর্ত্তির ব্যাপারে প্রার্থী মনোনয়নের জন্য সরকারের একটি Joint Selection কমিটি আছে। যার চেয়ারম্যান হচ্ছেন শিক্ষা দপ্তরের সচিব। সেই Joint Selection কমিটি প্রার্থী মনোনয়ন মেধা ভিত্তিতেই করে থাকেন।

২। বর্তমান আর্থিক বছরে রাজ্যের জন্য মোট ৪৩টি সীট বরাদ্দ হয়েছে এবং তা'র সবগুলিই বণ্টন করা হয়েছে।

৩। না।

Admitted Starred Question No. 124 asked by Amal Mallik, M.L.A

QUESTIONS

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Food & Civil Supplies Depert-ment be please to state :-

১। বর্তমানে রাজ্যে সরকারী ন্যায্য মূল্যের দোকানগুলিতে কি কি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করা হয় এবং

২। রাজ্যের সবগুলিতে ন্যায্য মূল্যের দোকানে জনগণের নিত্য দিনের অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী সরবরাহের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না, এবং

৩। দূরদূরান্ত গ্রামগুলিকে জনগণের সুবিধার্থে ভ্রাম্যমান ন্যায্যমূল্যের সরবরাহ কেন্দ্র স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

ANSWERS

Replied by the Minister-in-Charge of Food & Civil Supplies Department.

১। নিম্ন লিখিত দ্রব্য সমূহ সরকারী ন্যায্য মূল্যের দোকান মারফত সরবরাহ করা হয় —

চাল, গম, লবণ, লেভি চিনি, ভোজ্য তেল এবং কেরোসিন তেল।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরে বর্নিত দ্রব্য ব্যতীত অন্যান্য জিনিষ ন্যায্য মূল্যের দোকান মারফত সরবরাহের পরিকল্পনা আপাততঃ নাই ।

৩। আপাততঃ নাই ।

Admitted Starred Question No. 130 asked by Shri Amal Mallik, MLA.

QUESTIONS

Will the Hon ble Minister-inCharge of Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

১। বর্তমান বৎসরে রাজ্যের কৃষকগনের নিকট হইতে ধান ক্রয় করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২। থাকলে কবে থেকে উক্ত কাজ আরম্ভ হইবে বলে আশা করা যায় ? এবং

৩। ঐ ধানের নির্দ্ধারিত মূল্য কত ধার্য্য করা হয়েছে ?

ANSWERS

Replied by the Minister-in-Charge of Food & Civil Supplies Department

১। এমন কোন পরিকল্পনা নাই ।

২। প্রশ্ন উঠে না ।

৩। প্রশ্ন উঠে না ।

Admitted question No: 135 (STARRED)

Name of member : Shri Sushil Kumar Chakma,

Will the Hon ble Minister-in-Charge of the Industries Department be pleased to state :—

১) মাছ মারাতে চা বাগানের উন্নয়নের কাজ কোন সন হইতে আরম্ভ করা হইয়াছে এবং ১৯৮৮ইং সনে জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত কত টাকা খরচ করা হইয়াছে, এবং

২) উক্ত টাকায় ১৯৮৭ ইং পর্য্যন্ত মোট কত একর জমিতে চা বাগানে করা সম্ভব হইয়াছিল

উত্তর

১) (ক) ১৯৮১-৮২ইং সন হইতে মাছমারা চা বাগানে উন্নয়নের কাজ আরম্ভ করা হয়েছে,

(খ) টাঃ ৫১.০৫. ৯৮৮ (একান্ন লক্ষ পাঁচ হাজার নয়শত আষ্টাশি টাকা) ।

২) ১৩৫ একর ।

Admitted Starred Question No. 219 asked by Shri Samar Choudhury, M.L A

QUESTION

Will the Hon' ble Minister in Charge of Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

১ । মজুত দারী ও অধিক মুনাফা প্রতিরোধে জোট সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ।

২ । ১৯৮৮ ইং সনের এপ্রিল থেকে অকটোবর পর্যান্ত কজজন অতিমুনাফাকারী ব্যবসায়ী ও মজুতদারকে অপরাধী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে. এবং

৩ । অপরাধী হিসাবে চিহ্নিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?

ANSWERS

Replied by the Minister-in-Charge of Food& Civil Supplies Department

তথ্য সংগ্রহাধীন

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

Admitted Starred Question No. 221 asked by
Shri Samar Chewdhury — M.L.A.
and Gopal Ch. Day

QUESTION

Will the Hon'ble Ministe1-in-chargeof &Givil Supplies Department be pleased to state :—

১। ১৯৮৮ ইং সনের জানুযারী শেষে রাজ্য সরকারের খাদ্য গুদামে কত পরিমান চাল মজুদ ছিল এবং এফ. সি. আই থেকে কত পরিমান পাওনা ছিল ।

২। ১৯৮৮ ইং সনের ফেব্রোয়ারী থেকে নভেম্বর পর্যান্ত কোন মাসে কত পরিমান চাল রাজ্য সরকার এফ, সি. আই থেকে নিয়েছেন এবং তার মধ্যে কত পরিমান চাল মানুষের খাদ্যের অনুপযোগী ছিল ।

ANSWER

R·plied by Minist·r-in-Charge of Food & Civil Supplies Department.

১। ১৯৮৮ ইং সনের জানুয়ারীর শেষে সরকারী খাদ্য গুদামে ৮৪৪৪ মে· টন চাল মজুদ ছিল এবং ঐ মাসে ১৪৯০০ মে. টন বরাদ্দের মধ্যে F,C.I, থেকে ৮৩০৫ মে, টন, পাওনা ছিল ।

২। ১৯৮৮ ইং সনের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত F,C,I, থেকে প্রাপ্ত চাউলের পরিমান এই রূপ ----

ফেব্রুয়ারী	—	১০,৯৭০	মে, টন
মার্চ	—	১২,৪৬৯	,, ,,
এপ্রিল	—	১১,০৬৫	,, ,,
মে	—	১২ ৪০৪	,, ,,
জুন	—	১০,৪৫৯	,, ,,
জুলাই	—	১১,৯১১	,, ,,
আগষ্ট	—	১১,৪১০	,, ,,
সেপ্টেম্বর	—	১১,২৩৮	,, ,,
অক্টোবর	—	৯,৭৮৫	,, ,,
নভেম্বর	—	১১,৮৩১	,, ,,

এর মধ্যে ৩১৮ মে, টন চাউল উচ্চ চাপে সিদ্ধ লাল চাউল। যদিও নির্ধারিত মান অনুযায়ী ঐ চাল মনুষ্য খাদ্যের সমান উপযোগী, কিন্তু উহা এতদঞ্চলের ভোক্তাদের পছন্দ সই নহে।

Admitted question No : 223 (STARRED)

Name of Member : Shri Gopal Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য রাজ্যের প্রাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে মিথানল উৎপাদন করার জন্য বে-সরকারী পর্য্যায়ে উদ্যোগের আয়োজন চলছে ?

২। সত্য হলে এ ব্যাপারে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

উত্তর

১। সত্য নহে (যৌথ পর্য্যায়ে উদ্যোগ চলছে)

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted question No : 235 (STARRED)

Name of member : Shri Gopal Chandra Das,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Industries Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য রাজ্যের একমাত্র জুটমিলটি প্রতি বৎসরই লোকসানে চলছে ?

২। সত্য হলে তার কারন কি ?

৩। এই অসুবিধা দূর করার জন্য সরকার কি কি উদ্যোগ নিয়েছেন ?

৪। ইহা ও কি সত্য এই জুটমিলের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার আর্থিক সহায়তা দিতে রাজী হয়েছেন ?

৫। সত্য হলে কেন্দ্রীয় সরকার অনুদান হিসাবে কত টাকা অনুমোদন করেছেন এবং তা কিভাবে খরচ করা হবে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ,

২। ক) প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহের অভাব।

খ) প্রয়োজনীয় দক্ষ শ্রমিকের অভাব।

গ) শ্রমিকের অতি মাত্রায় অনুপস্থিতিজনিত কারন।

ঘ) প্রয়োজনীয় সংখ্যক যন্ত্রপাতি ও স্পেয়ার পার্টস্ এর অভাব।

ঙ) নিম্নমানের বেতন কাঠামো।

৩। লোকসানের অসুবিধা দূরীকরনের জন্য সরকার কর্তৃক নিম্নলিখিত উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ক) সমস্ত প্রয়োজনীয় সংখ্যক যন্ত্রপাতি ও স্পেয়ার পার্টস ক্রয় করিয়া সমস্ত মেশিন চালু করা।

খ) শ্রমিকদের অধিকতর দক্ষ করিয়া তোলা এবং দক্ষ শ্রমিক সরবরাহ করা।

গ) অন্ততপক্ষে ৩ টন পাটের সুতলি দৈনিক উৎপাদন করা এবং স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করা।

ঘ) বিদ্যুৎ সরবরাহ অক্ষুন্ন রাখা।

ঙ) শ্রমিকদের অনুপস্থিতি হ্রাস করা।

জুটমিলটি সরকারী সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত একমাত্র মাঝারী শিল্প প্রতিষ্ঠান। বেকার সমস্যা দূরীকরণ তথা রাজ্যের উৎপাদিত পাট বিক্রীর সুবিধার জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানকে সক্রিয় করার জন্য সরকার পদক্ষেপ নিয়েছেন। প্রতি বছর যোজনা খাতে এজন্য অর্থ বরাদ্দ থাকে। গত বছরগুলিতে জুট মিলকে নিম্ন পরিমান টাকা দেয়া হয়েছে।

	শেয়ার ক্যাপিটাল	অনুদান
১৯৮৫-৮৬	৮৭ লক্ষ	
১৯৮৬ ৮৭	৪০ ,,	১৫০ লক্ষ
১৯৮৭ ৮৮	৯৫ ,,	৮ ,,
১৯৮৮ ৮৯	১১০ ,,	৬ ,,

জুট মিলের ব্যাঙ্ক থেকে নেয়া ঋণ পরিশোধ করার জন্য তথা মিলের আধুনিকী করনের জন্য ১৯৮৯-৯০ যোজনা প্রকল্পে ১৩ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। এই প্রস্তাব যোজনা কমিশনের সঙ্গে ৫-ই জানুয়ারী আলোচনা করা হবে।

Question No—251

Name of M.L.A : Sri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Appointment and Serviecs. Depertment be please to state :—

১। নয়া মন্ত্রীসভা রাজ্যের বেকারদের চাকুরী দেয়ার ক্ষেত্রে কি কোন নয়া নিয়োগনীতি গৃহীত হয়েছে ?

২। যদি হয়ে থাকে তা কি ? এবং

৩। এই নিয়োগনীতি মন্ত্রীসভার কত তারিখের বৈঠকে গৃহীত হয়েছে ?

৪। ইহা কি সত্য যে মুখ্যমন্ত্রীর অ্যাপয়েন্ট মেন্ট এবং সার্ভিসেস দপ্তর থেকে এই নিয়োগনীতি সংশোধন করে একটি বিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়েছে ?

৫। যদি সত্য হয় তবে সেই সংশোধনী প্রস্তাবটি কি ?

ANSWER

Minister-in-Chargeof the Apptt & Services Depertment — Sri S. R. Majumder, Chief Minister

১। হ্যাঁ।

২। খালি পদের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ পূরণ করা হবে প্রার্থীগণের মেধা অনুসারে এবং বাকী পঞ্চাশ ভাগ পদ পূরণ করা হবে দরিদ্রতার ভিত্তিতে যেমন, : –

ক) যাদের পারিবারিক আয় বৎসরে ৬,০০০ টাকার মধ্যে এবং যাদের পরিবারে সরকারী বা বেসকারী সংস্থায় চাকুরীরত কোন লোক নাই।

অথবা

খ) অতীতে যোগ্যতা থাকা সত্বেও যাদের সম্বন্ধে কোন বিবেচনা করা হয় নাই তাদের বিষয়গুলি কমিটির মাধ্যমে নির্ধারন করা হইবে।

অথবা

গ) যাদের নিকট আত্মীয় কর্মরত অবস্থায় মারা গিয়েছে।

২। উক্ত নিয়োগনীতি মন্ত্রীসভার ১৯৮৮ ইং সনের ১৬ই মে তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রনয়ন করা হইয়াছে।

৩। না। উক্ত নিয়োনীতির বিধি অনুসারে প্রত্যেক দপ্তরের সমাক খালি পদের শতকরা ২০ ভাগ পদ Victimisation Committee কর্তৃক নির্ব্বাচিত প্রার্থিদের জন্য সাময়িক ভাবে খালি রাখতে বলা হয়েছে।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted question No : 253 (STARRED).

Name of Member : Shri Nakul Das,

১। অধিকৃত রুগ্ন চা বাগানগুলো পরিচালনার জন্য জোট সরকার শাসন ক্ষমতায় আসার পর হইতে ১৫ই নভেম্বর পর্য্যন্ত মোট কত টাকা অনুদান দিয়েছেন তার হিসাব, এবং

২। এই সকল বাগান পরিচালনার ক্ষেত্রে জোট সরকার চা উৎপাদনের জন্য নতুন কোন ফ্যাক্টরী স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিনা ?

৩। নিয়ে থাকলে তার কারন ?

উত্তর

১। টাঃ ৭৯. ৭৭. ০০০ ০০ (উনআশী লক্ষ সত্তর হাজার) টাকা।

২। এ পর্য্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়নি।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION—No 263

NAME OF M.L.A. SHRI DIBA CH. RANGKHWAL

Will the Hon'ble Minister-in Charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১। রাজ্যে স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীন কতজন মেডিকেল অফিসারের পদ শূন্য রয়েছে, এবং এদের মধ্যে উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত পদের সংখ্যা কত ?

২। এই পদগুলো পূরনের জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে কিনা.

৩। যদি হয়ে থাকে কবে নাগাদ এই পদগুলো পূরন করা সম্ভব হবে ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE OF THE HEALTH AND FAMILY WELLFARE DEPARTMENT

NAME OF THE MINISTER : KASHIRAM REANG.

১। স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীন বর্তমানে গ্রেড ৫ মেডিকেল অফিসার এবং Medical Officer (Ex cader) এর ১০৪ টি শূন্য পদ আছে। তারমধ্যে উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত পদের সংখ্যা ৫৫টি।

২। উক্তপদ গুলি পূরন করার জন্য Tripura Public Service Commission কে অনুরোধ করা হয়েছে।

৩। Tripura Public Servicc Commission প্রার্থী বাছাই করিয়া পাঠানোর পর পদগুলো পূরন করা হইবে।

Admitted question No: 300 (STARRED)

Name of member : Shri Ratanlal Ghosh

Will the Hon ble Minister-in-Charge of the Industries Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। হস্ত তাঁতে তৈরী জনতা শাড়ীর রেইট বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। ইহা কি সত্য যে বাজারে সুতার দাম বেড়ে যাওয়ায় জনতা শাড়ী ও ধুতী তৈরীতে তাঁতীদের কোন লাভ হয় না এবং এ অবস্থায় বহু তাঁতী কাপড় বোনা ছেড়ে দিয়ে অন্য জীবিকা গ্রহন করেছেন ?

৩। সত্য হলে তাঁতীদের বস্ত্র তৈরীতে উৎসাহিত করতে সরকার কি কি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ,

২। ইহা সত্য নহে।

৩। সুতার দামের সাথে সঙ্গতি রেখে বর্দ্ধিত দরে তাঁতীদের নিকট হইতে কাপড় ক্রয় করা হইতেছে। ভারত সরকারের সংস্থা ন্যাশনাল হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপর্মেন্ট করপোরেশন হইতে জনতা কাপড় বয়নের সূতা করপোরেশন ক্রয় করে. এর দাম কখনও চলতি বাজার মূল্য থেকে কম হয়. কখন ও বেশী হয়। বর্ত্তমানে প্রচলিত নক্সার নমুনা অনুযায়ী কাপড় তৈরী করিতে তাঁতীদের উৎসাহিত করা হইতেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বস্ত্রবয়ন সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে তাদেরকে উন্নত মানের কাপড় তৈরী করার শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। আধুনিকীকরন পরিকল্পনার মাধ্যমে তাঁতীদেরকে ডবি ও জ্যাকার্ড ব্যবহারে রাজ্য শিল্পদপ্তর ও কেন্দ্রীয় সরকারের বস্ত্রবয়ন সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ইহা ছাড়া তাঁতীদেরকে যুস্টার কাপড় তৈরী করার জন্যও উৎসাহিত করা হইতেছে।

Admitted Starred Question No. 314 asked by Shri Ratan Lal Ghosh. MLA.

QUESTIONS

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

১। চলতি আর্থিক বৎসরের ত্রিপুরা রাজ্যে স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় ভর্তুকীতে মোট কত মাস চাউল জন সাধারণকে দেওয়া হয়েছে ?

২। এই ভর্তুকী দিতে গিয়ে সরকারের মোট কত টাকা খরচ হয়েছে ?

ANSWERS

Replied by the Minister-in-Charge of Food & Civil Supplies Department

১। এপ্রিল ১৯৮৮ ইং হইতে এ পর্যন্ত ৯ মাস।

২। এপ্রিল ১৯৮৮ ইং হইতে নভেম্বর ১৯৮৮ ইং পর্যন্ত মোট ৪,৬৮, ২৮, ৭৫০ টাকা।

ADMITTED STARRED QUESTION No 327

NAME OF M.L.A. : SHRI DHIRENDRA CH. DEB NATH.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family welfare Department be pleased to state :—

১। বর্তমান ৮৮-৮৯ ইং সনে ত্রিপুরা রাজ্যে কোন পি, এইচ, সি কে Rural Hospital এ রূপান্তরিত করিবার কোন পরিকল্পনা আছে কি.

২। যদি থাকে কোন্ কোন্ পি, এইচ, সি কে Rural Hospital এ উন্নিত করা হবে

৩। মোহনপুর পি, এইচ, সি কে Rural Hospital এ উন্নিত করা হবে কি,

৪। যদি করা হয় তবে কবে নাগাদ করা হবে, এবং

৫। যদি না করা হয় তবে তাহার কারন কি ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE OF THE HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NAME OF THE MINISTER : SHRI KASHIRAM REANG.

১। নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। না।

৪। ও ৫। পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদন না থাকায় নুতনভাবে কোন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে বর্তমান বর্ষে গ্রামীন হাসপাতাল (Rural Hospital) উন্নীত করার কথা বিবেচনায় নেওয়া হয় নি।

ANNEXURE – "B"

Admitted Un Starred Question No. 6
Name of M.L.A. : Shri Gouri Sankar Reang

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Appointment and Services Department be pleased to state :—

১। রাজ্যে বর্তমানে বিভিন্ন দপ্তরের চাকুরী ক্ষেত্রে উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত শূন্য পদের সংখ্যা কত ? (দপ্তর ও শ্রেণী ভিত্তিক হিসাব)

২। উক্তপদ সমূহ কতদিন যাবৎ শূন্য পড়ে আছে, এবং

৩। এই শূন্য পদগুলো পূরনের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার কোন রূপ পদক্ষেপ নিয়েছেন কি না ?

৪। নিয়ে থাকিলে কবে নাগাদ তা কার্য্যকর করা হবে বলে আশা করা যায়। এবং

৫। না নিয়ে থাকলে তার কারন ?

ANSWERS

Minister-in-Charge of Appt. & Services Depptt. — Sri S.R. Majumder, Chief Minister

১। রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরে চাকুরীক্ষেত্রে উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত শূন্য পদের সংখ্যা (দপ্তর ভিত্তিক ও শ্রেণী ভিত্তিক হিসাব সম্বলিত) তালিকায় দেওয়া হইল।

২। ঐ সকল শূন্য পদগুলি বিভিন্ন সময় থেকে উপযুক্ত প্রার্থীর অভাবে শূন্য পড়ে আছে।

৩। উক্ত শূন্য পদ পূরনের জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে।

৪। উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া গেলে শূন্য পদগুলি পূরন করা হইবে।

৫। প্রশ্ন উঠে না।

Sl. No.	Name of Department	No. of vacant post reserved for Sch. Tribes				Date from which the posts are lying vacant	Remarks
		Class I	Class II	Class III	Class IV		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Director General of Fire Service.	—	1	67	12	(1) Class-II from 1979 (2) Class-III from May, 1987 (3) Class-IV from May, 1987.	
2.	Planning & Co-ordination Deptt.	—	—	3		One post since 1986. Two posts from Sept. '88.	
3.	D. M. & Collector, West Tripura.	—	—	57	20	Since 1980 to 1987.	
4.	Animal Husbandry Department.	—	41	272	33	All Posts are lying vacant from different dates between the year 1982 to 1988.	
5.	Dist. Registrar, (West)	—	—	2		Since January, 1988	
6.	Directorate of Planning.	—	4	3	1	Class-II-One from 1978 One from 1983, Two from 1986. Class-III-One from 1979 Two from June, 1988. Class-IV-from Octo. '88	
7.	Directorate of Civil Defence.	—	—	1	—		
8.	Director of Research.	— —	— —	1 3	— —	Since 1978.	

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Law Department	—	—	3	—	One Class-III post from 1. 1. 1988 & two Class-III posts are lying vacant from 1. 6. 1988.	
10.	Commissioner of Taxes.	—	—	5	1	Foure Class-III post lying Vaeant from 13. 11. 85 & 19. 2. 87. one Class-IV post lying vac3nt from 10. 2. 1687.	
11.	Dist. Reagistrar (South).	—	--	—	9		
12.	Collector of Excise (North).	—	—	1	—	Vacant since 1982.	
13.	D. R. D. A. (South).	—	—	2	—	Two posts are lying vacant from December, 1987.	
13.	Tribal Welfare Depertment.	—	--	10	—	These ten posts lying vacant for last one year.	
15.	Rural Eagineering Division (West).	—	--	—	1	Class-IV post lying vacant from 20. 1. 1983.	
16.	Factories & Boilers Orgm.	1	—	5	4	Class-I post from 4.11.85 two Class-III posts lying vacant from 4 11.1985 & three from 16.11.88, three Class IV posts from 4 11.1985 & one posts from 16.11 88	

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	Fisheries Depertment.	—	3	55	5	Class-II Vacant from 31. 12. 1987. Class-III and IV posts are vacant from 31. 12. 1987	
18.	Town and Country Planning Organisation		1	2	1	All posts are lying vacant since 1981.	
19.	Agricultu e Department.	3	20	149	5	All posts fell vacant in different times and dates.	
20.	Tribal Rehabilitation and plantation and P.G.P	—	—	11	4	These posts are lying Vacant for tow years.	
21.	Labour Directorate,	—	1	123	3	These posts are lying vacant in different times and dates.	
22.	Science Tech. & Environment	—	1	16	6	—do—	
23.	D.M. and Collector (North)		—	24	7		
24.	Dte. of Higher Education.	1	23	12	16	Class-I and II are lying vacant since 1987. Class-III and IV post lying vacant from 30. 10 1987.	
25.	Printing and Stationery Department.	—	2	26	13	Between 2-5 years.	

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	District and Session Judge West.	—	—	9	5	Class one III one post from 1986 five posts from 1987 and three posts from 1988, Class-IV three posts from 1987 and two posts from 1988. are lying vacant.	
27.	Social Education	—	8	32	7	All posts are lying vacant from 1987 to 1988.	
28.	Forest Department	—	4	34	9	All these posts are lying vacant from various dates and times.	
29.	Chief Electoral Officer	—	1	5	—	Class-II posts since July, 1986, Class-III since November, 1988	
30.	T. P. S. C.		—	4	—	Since April, 1988	
31.	Controller of Weight and Measures	—	1	8	1	Since Sept., 1988	
32.	Relief and Rehabilitation Department	—	—	3	1	Since January, 1988	
33.	Small Savings and Group Insurance and I. F.	—	—	4	1	Since May, 1988.	

1	2	3	4	5	6	7	8
34.	Registrar, Cop. Society.	—	1	42	11	Class-II Since Octo. '88 Class-III and IV post since June, 1987.	
35.	Food and Civil Suppliers Deptt.	—	—	51	30	Class-III and IV post from 18.11 87 and one Class-III post from 6 10 86 and other from 1, 3. 87.	
36.	Date. Information of Cultural, Affairs & Tourism.	—	5	51	19	Class-II since June 87 Class III four posts since 1986 and fortyseven posts scince 1987 Four Class-IV since 1986 & fifteen posts since 1987	
37.	Land Records & Settlement.	—	—	22	69	Class-III and IV post vacent since March, 1987.	
38.	Employment Services & Manpower plan	—	—	6	—	Four Class-III posts lying vacant for two years. & two posts lying vacant for six month.	
39.	D.M. & Collector (South).	—	—	33	10		
40.	S.A. Department.	—	—	100	14	Since 1985.	

1	2	3	4	5	6	7	8
41.	Prison Directorate.	—	1	13	21	Class-II post from 1987 Class-III post from May, 83 Class-IV post from Jun, 1988.	
42,	Chief Engineer (IFC)	—	—	218	173		
43.	Panchayat Raj.	—	—	61	1	Class-III and IV post vacant science 1987.	
44.	Director General of Police.	—	39	804	159	All posts are lying vacant since 1985.	
45.	Directorate of Statistics	—	4	14	—	All posts are lying vacant from different dates and times	
46.	Chief Engineer (Elect.)	1	8	320	56		
47.	Dte. of Health Services.	—	55	474	75		
48.	Dte. of School Education	—	135	1455	205		
49.	Transport Department	—	1	4	2		
50.	Directorate of Relief & Rehabilitation.	—	—	—	—		
51.	Directorate of Industries	—	8	114	28		
52.	Chif Engi eer, (P.W.D).	2	24	93	48		
53.	Appointment and Services Department.	4	18	81	—		
		12	410	4758	1086		

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions and Answers)

Admitted Un-starred Question No. 18
Name of Member : Shri Gouri Sankar Reang.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Manpower and Employment Department be please to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮ সন এর পর ১৯৮৭ সন পর্য্যন্ত মোট কতজন বেকারকে কোন্ কোন্ দপ্তরে সরকারী চাকুরী দেওয়া হয়েছে।

২। এদের মধ্যে এস. টি. / এস সি / Phy Handicapped / Ex-Serviceman বেকারের সংখ্যা কত ? (পৃথক পৃথক হিসাব)

Minister-in Charge of the
Manpower and Employment Department :- Shri Arun Kar

উত্তর

১। ১৯৭৮ সন এর থেকে ১৯৮৭ সন পর্য্যন্ত মোট ৪৩,১১৪ জন বেকারকে সরকারী চাকুরী দেওয়া হয়েছে। এদের দপ্তর ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

১।	Directorate of Land Records and Settlement	১০১৩ জন
২।	Deptt. of Science, Technology and Environment	৩৪ জন
৩।	Commissioner of Taxes	৯৭ জন
৪।	Tripura Board of Secondary Education	৪৬ জন
৫।	Tripura Jute Mills Ltd.	২৭৭৫ জন
৬।	Directorate of Fire Services	৪০৯ জন
৭।	Minor Irrigation and Flood Control	৮৮৩ জন
৮।	Commissioner of Enquiring Authority	১৪ জন
৯।	Tripura Public Sevices Commission	২৯ জন
১০।	District Registrar (West)	১ জন
১১।	District Registrar (South)	৫ জন

১২। Director of Horticulture — শূন্য
১৩। Handloom and Handicraft Deptt. — ১৫৯ জন
১৪। Wakf Board — শূন্য
১৫। Tripura State Social Advisory Board — ১২৭ জন
১৬। Industrial Dev. Corporation — ১৮ জন
১৭। Sch. Caste / Sch. Tribe Development Corporation — ৫ জন
১৮। Tripura Tea Dev. Corporation — শূন্য
১৯। Secretariat Administration — ৩৮৬ জন
২০। Directorate of Employment Services and Manpower Planning — ৬২ জন
২১। Tripura Small Industries Corporation — ১৭৬ জন
২২। Director of Tribal Welfare — ৩০০ জন
২৩। Chief Engineer, PWD — ২৫১২ জন
২৪। Director of School Education — ১৩,১১৩ জন
২৫। Director of Food & Civil Supplies — ২৯১ জন
২৬। Director of Social Welfare — ১১২০ জন
২৭। Director of Higher Education — ৪৫৭ জন
২৮। Director of Agriculture — ২৩০২ জন
২৯। D. M. & Collector (West) — ৫৮৩ জন
৩০। Registrar of Co-operative — ২৯০ জন
৩১। Director of Civil Defence — ১১ জন
৩২। District & Session Judge — ২৮০ জন
৩৩। Deptt of Election — ২৬ জন
৩৪। Inspetor General of Police — ৪,২০৬ জন
৩৫। State Planning Machinery — ১১ জন
৩৬। Deptt. of Small Savings & Institutional Finance — ২৫ জন
৩৭। Chief Engineer (Electrical) — ১৯৯৪ জন
৩৮। Director of Statistics — ২৫ জন
৩৯। Deptt. of Weight & Measure — ৩৩ জন
৪০। Director of Panchayat — ১৬২০ জন

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

৪১।	Labour Commissioner	১০৭ জন
৪২।	Agartala Municipality	৪২১ জন
৪৩।	Town and Country Planner	৮ জন
৪৪।	Director of Health Services	২৯৩৯ জন
৪৫।	Governor Secretariat	৫ জন
৪৬।	Chief Inspector of Factory	১৬ জন
৪৭।	Tripura Rch & Plantation Corporation	৫১ জন
৪৮।	D. M. & Collector (North)	তথ্য পাওয়া যায় নাই
৪৯।	D M & Collector (South)	ঐ
৫০।	T R. T. C.	২১২ জন
৫১।	Directorate of Research	১৫ জন
৫২।	Tripura Forest Dev. Plantation Corporation	১৯০ জন
৫৩।	Director of Industries	৩৫২ জন
৫৪।	Chief Conservator of Forest	৮০৫ জন
৫৫।	Director of Information, Cultural Affair and Tourism	৩৫৯ জন
৫৬।	Director of Fisheries	৫১৬ জন
৫৭।	Director of Animal Husbandry	৮১৯ জন
৫৮।	Printing and Stationery	২৮৯ জন
৫৯।	Tr pura Reh. Plantation & Primitive Group Programme	১১১ জন
৬০।	Autonomus Dirtrict Council	শূন্য
৬১।	Director of Evaluation	১৪ জন
৬২।	Tripura Housing Board	শূন্য
৬৩।	Inspector General of Prisons	১০২ জন
৬৪।	Khadi and Village Industry Board	৬৯ জন
৬৫।	Rajya Sainik Board	১০ জন
৬৬।	Director of Relief and Rehabilitation	৩ জন

২। এদের মধ্যে এস. টি/এস, সি/Phy. Handicapped, Ex Service Man বেকারের সংখ্যা পৃথক পৃথক হিসাব নিম্নরূপ :—

এস. টি—	৫, ৭৯৩ জন
এস. সি—	৪, ০৯০ জন
Physically HandiCapped—	২৫১ জন
Ex Service man—	১৬৪ জন

Admitted Un Starred Question No. 19.

Name of MLA :— Sri Badal Choudhury.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Appointment and Service Department be pleased to state :—

১। রাজ্যে গত ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ থেকে ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কোন দপ্তরে কতজন স্থায়ী অস্থায়ী ক্যাজুয়েল, ডেইলিরেটেড্ হিসাবে অফিসার কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়েছে তার দপ্তর ভিত্তিক হিসাব ?

২। তার মধ্যে তপশিলী উপজাতি এবং তপশিলী জাতির সংখ্যা কত এবং

৩। এই সময়ের মধ্যে কতজন হোমগার্ড নিযুক্ত হয়েছেন এবং তাদের মধ্যে তপশিলী উপজাতি এবং তপশিলী জাতির সংখ্যা ?

ANSWER

Minister in-Charge of the Apptt. & Services Depart. (Sri. S. R. Majumdar) Chief Minister

১। রাজ্য সরকার গত ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ ইং থেকে ১৫ই সেপ্টম্বর ১৯৮৮ ইং পর্যান্ত বিভিন্ন দপ্তরে কতজন স্থায়ী অস্থায়ী ক্যাজুয়েল ও ডেইলি রেটেড কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন তার হিসাব সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হইল।

২। ইহার মধ্যে তপশিলী জাতি ভূক্ত ১০৯ জন এবং তপশিলী উপজাতি ভূক্ত ২৩৫ জন।

৩। এই সময়ের মধ্যে কোন হোমগার্ড নিযুক্ত করা হয় নাই।

No. of persons appoined for the period from 5-2-88 to 15-9-88

Sl. No.	Name of Department	Parmanent				Temporary				Casual				D.R.W.				Remarks
		ST	SC	Genl	Total	ST	SC	Genl	Total	ST	SC	Genl	Total	ST	SC	Genl	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Jail Department.	—	—	/	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—		
2.	Factories and Boilers Organisation					—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—		
3.	Dte. of Research.					—	—	1	/	-	-	—	—	—	—	—		
4.	Commr. of Taxes.					1	—	3	4	—	—	—	—	—	—	—		
5.	Labour Directorate					—	—	1	1									
6.	Science and Technology					—	—	—	—	1	1	4	6					
7.	Dist. Registrar (S)-					—	—	1	1									
8.	Dist. Session Judge-					3	—	3	6	—	—	—	—	—	—	—		
9.	Directorate of Higher End					—	1	3	4	—	1	2	3	—	—	—		
10.	Law Depatment					—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—		
11.	Tribal Welfar Department					23	—	2	25									
12.	D M and Collector, West					1	—	5	6									
13.	R.D. Department.					—	—	2	2									
14.	Det. of Small Savings G, I &I. F					—	—	1	1									
15.	Printing and Staionary Department					—	1	6	7	—	—	12	12	—	—	1	1	
16	Principal Chief Conservator of Forests					3	3	—	6									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
17.	T. P. S. C.			1	—	—	1	—		—	—	—	—	—		—	—	
18.	Dist. & Session Judge, North			3	—	12	15	—										
19.	Controller, Whights and Measures			3	—	2	5											
10.	Directorate of Information, Cultural Affairs and Tourism			2	2	3	7											
21.	Dte. of Food and Civil Supplies			—	—	4	4											
22.	Animal Husbandry			18	—	4	22											
23.	T.R P. and P.G.P.			—	—	7	7											
24.	Rigistrar of Co-operative			3	2	7	12											
25.	Fire Service			—	—	1	1	1		—	1		2					
26.	District and Session Judge (South)			5	3	8	16	1		—	—		1					
27.	Land Records			—	—	1	1							1	1	5	7	
28.	D. M. and Collector (North)			—	—	3	3											
29.	Social Welfare and Social Edn.			2	1	14	17	—		—	—		—	—	1	—	1	

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions and Answers)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
30.	D. M and Collector (South)			1	--	2	3											
31.	Secretariat Administration			2	1	20	23	12	15	21	48	1	—	9	10			
32.	Dte. of Industries			—	—	8	8					—	—	2	2			
33.	Irrigatoin and Flood Controll			2	4	45	51	27	1	189	217							
34.	Dircetorate of Panchayat			3	—	1	5	10	20	20	50							
35.	Directorat of Small Savings,			—	–	1	1											
36.	Director General of Police			24	13	102	139	—	—	1	1	—	—	1	1			
37.	Chief Engineer (Electrical)			30	6	33	69	—	—	7	7	9	3	21	33			
38.	Chief Engin er (P.W.D)			10	9	59	78	—	—	131	131							
39.	Agriculture,			4	1	12	17	23	6	14	43							
40.	Statistics,			—	—	1	1	—	—	—	—							
41.	Dte. of School Education			5	6	98	109											
42	Apointment & Services Department			—	6	130	136											
	TOTAL =			14	60	610	8I9	75	44	402	521	I1	5	39	55			

Admitted unstarred question No—23

Name of Members :— 1 Sri Fayzur Rahaman, M.L.A.
2. Sri Samar Choudhury, M.L.A.
3. Sri Gouri Sankar Reang, M.L.A.
4. Sri Gopal Ch Das, M.L.A.
5. Sri Badal Choudhury, M.L.A.
6. Sri Diba Chandra Hrangkhal, M.L.A
7. Sri Matilal Sarkar, M.L.A
8. Sri Dhirendra Ch Debnath, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Manpower and Employment Department. be please to state :—

প্রশ্ন

১। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর মোট কতজনকে চাকুরী দিয়েছেন ? (দপ্তর ভিত্তিক হিসাব)

২। যারা চাকুরী পেয়েছেন তাদের মধ্যে এস, সি. এস, টি, মুস্লিম, মনিপুরী সম্প্রদায়ের কতজনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে, আলাদা বিভাগ ভিত্তিক হিসাব ?

Minister-in-Charge of the
Manpower and Employment Department : – Sri Arun kar

উত্তর

১। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর মোট ২,৪১৯ জনকে চাকুরী দিয়াছেন।

দপ্তর ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :

১।	Tripura Public Sevices Commission	৩ জন
২।	Director of Tribal Welfare	২৬ জন
৩।	Director of Higher Education	২৫ জন
৪।	Director of Food & Civil Supplies	৫ জন
৫।	Directorate of Sch. Caste Welfare	১ জন
৬।	Directorate of Fire Services	৪ জন
৭।	Tripura Forest Dev, Plantation Corporation	শূন্য
৮।	Director of Fisheries	৫ জন
৯।	Tripura Khadi and Village Industry Board	২৪ জন
১০।	Tripura Jute Mills Ltd.	৭৯ জন

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions and Answers)

১১।	Deptt. of Election	শূন্য
১২।	Director of Social Welfare and School Education	৫০ জন
১৩।	Deptt. of Small Savings & Institutional Finance	২ জন
১৪।	Director of Animal Husbandry	৬০ জন
১৫।	D. M. & Collector (South)	২ জন
১৬।	Commissioner of Enquiring Authority	শূন্য
১৭।	D. M. & Collector (West)	১০ জন
১৮।	Inspector General of Prisons	১ জন
১৯।	Town and Country Planner	শূন্য
২০।	District Registrar (West)	শূন্য
২১।	Chief Conservator of Forest	৬ জন
২২।	Director of State Planning Machinery	৫ জন
২৩।	Rajya Sainik Board	শূন্য
২৪।	Director of Civil Defence	শূন্য
২৫।	Labour Commissioner	১ জন
২৬।	Director of Statistics	১ জন
২৭।	Directorate of Research	শূন্য
২৮।	Tripura Reh Plantation & Primitive Group Programme	১৮ জন
২৯।	Registrar of Co-operative	১২ জন
৩০।	Director of Information, Cultural Affair and Tourism	১০ জন
৩১।	D. M. & Collector (South)	৭ জন
৩২।	Directorate of Land Records and Settlement	৮১ জন
৩৩।	Secretariat Administration	১২১ জন
৩৪।	Chief Inspector of Factory	শূন্য
৩৫।	Governor Secretariat	২ জন
৩৬।	T. R. T. C.	৯ জন
৩৭।	Printing and Stationery	২৪ জন
৩৮।	Agartala Municipality	২০৬ জন
৩৯।	Director of Panchayat Raj	৫ জন
৪০।	Director General of Police	১৫৯ জন

৪১। Deptt. of Weight & Measure ৮ জন
৪২। District & Session Judge ৩৭ জন
৪৩। Tripura Small Industries Corporation ১৩ জন
৪৪। Tripura Rch & Plantation Corporation ২৭ জন
৪৫। Dircctorate of Planning and Cord. ৬ জন
৪৬। Tripura Housing Board শূন্য
৪৭। Wakf Board শূন্য
৫। Sch. Caste / Sch. Tribe Development Corporation ১ জন
৪৯। Director of Industries ১৯ জন
৫০। Director of Agriculture ৯৫ জন
৫১। Director of Horticulture ১২ জন
৫২। Tripura Board of Secondary Education ৩ জন
৫৪। Tripura State Social Advisory Board ৫ জন
৫৫। Chief Engineer (Electrical) ৬৯ জন
৫৬। Science, Technology ৮ জন
৫৭। Director of Statistics ১ জন
৫৮। Chief Engineer, PWD ৮১ জন
৫৯। Director of Health Services ৪৮৩ জন
৬০। Commissioner of Taxes ৮ জন
৬১। Minor Irrigation and Flood Control ২৬৭ জন
৬২। Director of School Education ২৮০ জন
৬৩। Tripura Tea Dev. Corporation শূন্য
৬৪। Directorate of Employment Services and Manpower Planning ১ জন
৬৫। D. M. and Collector (North) ১০ জন

২। যারা চাকুরী পেয়েছেন তাদের মধ্যে এস, সি, এস, টি মুস্লিম, মণিপুরীর সংখ্যা আলাদা আলাদা হিসাব নিম্নরূপ :—

এস, সি — ৩৭১ জন,

এস, টি — ৩৪১ জন,

মুস্লিম — ৩৭ জন,

মণিপুরী — ২৫ জন,

Admitted Uu-Starred Question No. 27 asked by Shri **Khagendra Jamatia,** M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department to pleased to state :-

QUESTIONS

১। রাজ্যে এ বছর মোট খাদ্য ঘাটতির পরিমান কত হবে বলে সরকার হিসাব করেছেন এবং এই ঘাটতি গত বছরের তুলনায় কম না বেশী ?

২। এই ঘাটতি পূরনের জন্য রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে স্থির করেছেন ?

৩। আগরতলা শহরের বাইরে কোন সরকারী খাদ্য গুদামে কত মজুত খাদ্য রয়েছে (১৫ ই নভেম্বর পর্যন্ত) তার হিসাব ?

৪। ইহা কি সত্য যে দুর্গম অঞ্চলে মজুত খাদ্য না থাকার জন্য রেশনিং বিপর্যস্ত হয়েছে ?

ANSWER

Replied by the Minster-in-Charge of Food & Civil Supplies Department.

১। রাজ্যে এবছরের খাদ্য ঘাটতির পরিমান অনুমান ১ লক্ষ ৮০ হাজার মেট্রিক টন। এই ঘাটতি গত বছরের প্রায় অনুরূপ।

২। রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় মজুত ভাণ্ডার হইতে খাদ্য আমদানী করিয়া ঘাটতি পূরন করার ব্যবস্থা করিতেছেন।

৩। ১৫-১১-৮৮ ইং তারিখে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন গুদামে খাদ্যের পরিমান এই রূপ :—

	গুদামের নাম	মজুতের পরিমান
১।	ধর্মনগর —	১,৪৪৪ মে. টন,
২।	চন্দ্রপুর —	১০'২৫ ” ”
৩।	কাঞ্চনপুর —	৯২ ” ”
৪।	দামছড়া —	৪৭ ” ”
৫।	খেদাছড়া —	৪ ” ”
৬।	ঘুরপাই —	১১ ” ”
৭।	গৌবনগর (কৈলা)—	৪৪ ” ”
৮।	কুমারঘাট —	৩৬৭ ” ”

৯।	মনুক্রসিং	—	৭৪	”	”
১০।	ছামনু	—	১০	”	”
১১।	মাল ছড়া	—	১	”	”
১২।	কমল পুর	—	১৫৬	”	”
১৩।	হালাহালি	—	৯৬	”	”
১৪।	আমবাসা	—	৭৬	”	”
১৫।	গঙ্গানগর	—	২৬	”	”
১৬।	বগাফা	—	১৩৭	”	”
১৭।	রাজনগর	—	৩	”	”
১৮।	বিলোনিয়া	—	৭৩	”	”
১৯।	ঋষ্যমুখ	—	১৬	”	”
২০।	সাব্রুম	—	৭১	”	”
২১।	শিলাছড়ি	—	৩৬	”	”
২২।	মনুবাজার	—	১০	”	”
২৩।	উদয়পুর	—	২০৮	”	”
২৪।	অমরপুর	—	২৪৩	”	”
২৫।	যতনবাড়ী	—	৬২	”	”
২৬।	অম্পি	—	২৫	”	”
২৭।	গণ্ডাছড়া	—	৬১	”	”
২৮।	রইস্যাবাড়ী	—	৪১	”	”
২৯।	মেলাঘর	—	২০	”	”
৩০।	বক্সনগর	—	২১	”	”
৩১।	কাঠালিয়া	—	৩৭	”	”
৩২।	তেলিয়ামুড়া	—	১৪৯	”	”
৩৩।	খোয়াই	—	২০৮	”	”
৩৪।	মোহনপুর	—	৬৬	”	”
৩৫।	বিশালগড়	—	৯৪	”	”
৩৬।	গকুলনগর	—	৭৭	”	”

৩৭। জম্পুইজলা — ৪৭ ,, ,,

৩৮। সেন্ট্রাল স্টোর্স—
অরুনধতিনগর— ১০২২ ,, ,,

মোট— ৫,৪০৮,২

৪। বিপর্যস্ত হয় নাই।

Admitted Unstarred Question No 28 asked by Shri **Fayzur Rahaman.** M. L. A.

Will the Hon'ble Minister -in Charge of food & Civil Supplies Department be pleased to state—

QUESTIONS

১। রাজ্যের নতুন মন্ত্রী সভা গঠনের পর থেকে ১৫ নভেম্বর পর্যান্ত মোট কতজন রেশন সপের ডিলার পাল্টানো হয়েছে : (তাদের নামে তালিকা) :

২। মোট কটি সমবায় সমিতি পঞ্চায়েতের ডিলারশীপ বাতিল করা হয়েছে, তাদের নাম;

৩। ইহা কি সত্য যে, নিম্নমানের চাল সরবরাহের জন্য রাজ্যের ভোক্তাদের মধ্য থেকে প্রচণ্ড প্রতিবাদ এসেছে; এবং

৪। যদি সত্য হয়ে থাকে তা হলে নিম্নমানের চাল রেশন সপের মাধ্যমে বণ্টন করা বন্ধ করতে সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

ANSWER

Replied by the Minister in-Charge of Food & Civil supplies Department

তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Unstarred Question No. 29 asked by Shri **Fayzur Rahaman,** M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in Charge of Food & Civil Supplies Department be pleased to state :

QUESTIONS

১। এ বছরে খাদ্যের মজুত সেমিনার জন্য (ডিক্লারেশন অব ষ্টক) রাজ্য সরকার (ক) চাল কলের মালিক খ) চালের বড় বড় ফঁড়িয়া ও ব্যবসায়ীদের উপর কোন আদেশ জারী করেছেন কি ?

২। মজুত খাদ্য উদ্ধারের জন্য রাজ্য সরকারের কি কি ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

ANSWERS

Replied by the Minister-in-Charge of Food & Civil Supplies Department.

১। না,

২। নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী আইন ১৯৫৫ অনুসারে নিম্ন বর্নিত আদেশ বলবৎ রয়েছে,

(ক) ত্রিপুরা খাদ্য শষ্য ঘোষণা আদেশ ১৯৭৯ এবং ত্রিপুরা খাদ্য শষ্য ঘোষণা সংশোধন আদেশ ১৯৮৩ ইং এবং ।

(খ) ত্রিপুরা ধান এবং চালের (মজুতের রিকুইজিশন) আদেশ ১৯৭৫ ইং

Admitted Unstarred Question No. 38.

Name of M. L. A. 1) Sri Keshab Majumder.
2) Sri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in Charge of the Appointment and Services Department be pleased to state—

QUESTIONS

১। রাজ্যের জোট সরকার কর্মচারীদের বদলী সম্পর্কে কোন নীতি গ্রহন করেছেন কিনা

২। যদি করে থাকেন তার সংক্ষিপ্ত—বিবরণ;

৩। জোট সরকার মন্ত্রীসভায় আসার পর থেকে ১৫ই নভেম্বর ৮৮ পর্য্যন্ত কোন দপ্তরে কতজন (ক) গেজেটেড অফিসার —(খ) তৃতীয় শ্রেণীর কর্মী (গ) চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী (ঘ) স্কুল মাদার —বদলী—হয়েছে ত র দপ্তর—ভিত্তিক হিসাব, এবং

৪। যারা ১৯৮৮ সালে দুইবার —বদলী হয়েছেন তাদের সংখ্যা,

৫। এই বদলীবাবৎ রাজ্য সরকারের আনুমানিক মোট কত টাকা খরচ হয়েছে ?

Answer

Minister in Charge of the Apptt. & Services Department. — Sri S. R. Majumder, Chief Minister

১। হঁ্যা ।

২। বর্ত্তমান সরকার প্রনীত বদলীনীতি অনুযায়ী সরকারী কর্মচারীদের বদলী জনস্বার্থে এবং প্রশাসনিক প্রয়োজনানুসারে করা হইয়া থাকে ।

৩।
৪। তথ্য—সংগ্রহাধীন আছে ।
৫।

Admitted Un-starred Question No. 43 asked by Shri Samar Choudhury M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

Questions

১। ১৯৮৮ ইং সনের এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত সময়ে রাজ্যে কয়টি ন্যায্য মূল্যের দোকানের মাধ্যমে কোন্ কোন্ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য কত পরিমাণ বিক্রয় হয়েছে ;

২। সমগ্র রাজ্যে Essential Commoditica Card কত পরিবারের আছে ; এবং

৩। কোন্ কোন্ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য কত পরিমানে সরবরাহের জন্য অনুমিত হয়েছিল ?

ANSWER

Replied by the Minister in-Charge of Food & Civil supplies Department

১। ১৯৮৮ইং সনের এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ১১০৭টি ন্যায্যমূল্যের দোকান মারফত বিক্রয় হয়

২। চাল, গম, লবণ, লেভিচিনি, ভোজ্য-তেল এবং কেরোসিন তেল ।

এবং বিক্রিত দ্রব্য সমূহের পরিমাণ এইরূপঃ—

দ্রব্যসমূহ	পরিমাণ	
চাল—	৮০.৪০৫	মেঃ টঃ
গম—	৭,৬১৯	„
লবণ—	৭·৪৬৩	„
লেভিচিনি—	৭.৭২০	„
ভোজ্য-তেল (রেপসিড)	৪২২	„
কেরোসিন—	১৬·৩৩৬	কিঃ লিঃ

২। রাজ্যে মোট ফেমিলি রেশন কার্ডের সংখ্যা ৪·৫২·৪১৫টি ।

৩। নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলী ন্যায্য-মূল্যের দোকান মারফত নিম্নবর্ণিত হারে বণ্টনের ব্যবস্থা—রয়েছে ।

দ্রব্যসমূহ	শহরাঞ্চলে	গ্রামাঞ্চলে
(১) চাল—	প্রতি সপ্তাহে প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য ১ কেঃ জিঃ ২৫০ গ্রাঃ এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য তার অর্ধেক দেওয়া হয় ।	প্রতি সপ্তাহে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ১ কেঃ জিঃ এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য ৫০০ গ্রাঃ দেওয়া হয় ।

(২) গম—	প্রতি সপ্তাহে প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য ১ কে: জি: ২৫০ গ্রা: এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কের জন্য তার অর্ধেক দেওয়া হয়।	প্রতি সপ্তাহে প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য ১ কে: জি: ৫০০ গ্রা: এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য ৭৫০ গ্রা: দেওয়া হয়।
(৩) লেভিচিনি—	প্রতি সপ্তাহে মাথা পিছু ২৫০ গ্রা: দেওয়া হয়।	প্রতি সপ্তাহে মথো পিছু ১২৫ গ্রা: দেওয়া হয়।
(৪) লবণ —	প্রতি মাসে মাথা— পিছু ৭৫০ গ্রা:	প্রতি মাসে মাথা— পিছু ৭৫০ গ্রা:
(৫) ভোজ্যতেল —	সরবরাহের জন্য কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ ঠিক করা হয় নাই।	
(৬) কেরোসিন —	প্রতি সপ্তাহে প্রতিকার্ডে ৬ লিটার এবং চলতি শীত মরশুমের জন্য আগরতলায় ৮ লিটার।	প্রতি সপ্তাহে প্রতিকার্ডে ৪ লিটার দেওয়া হয়।

Admitted Un-starred Question No. 46

Name of member : Shri **Nakul Das**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries Department be pleased to state :—

Questions

১) রাজ্যে চা শ্রমিকদের সমবায় সমিতি পরিচালিত বাগানের সংখ্যা কত ?

২) জোট সরকারের আমলে এ সকল বাগান কত অনুদান পেয়েছে, তার বাগান ভিত্তিক হিসাব,

৩) যদি কোন সমবায় চা বাগান অনুদা না পেয়ে থাকে তাহলে তাহার কারণ ?

উত্তর

১) রাজ্যে চা শ্রমিক সমবায় সমিতি পরিচালিত চা বাগানের সংখ্যা—১০ (দশ) টি।

২) (ক) ডিমাতলী টী প্ল্যানটেশন টা ২৫.০০০ কোঅপারেটিভ সোস্যাইটিলিঃ

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answer)

(খ) খোয়াই চা বাগান শ্রমিক...টা ২৫,০০০ সমবায় সমিতি লিঃ

গ) কল্যাণপুর প্রোগ্রেসিভ টী ওয়াকার্স—টা ৩,৮০০, কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

৩) যে সমস্ত বাগানগুলিকে অনুদান দেওয়া হয়নি সে সমস্ত বাগানগুলিকে অনুদান দেবার বিষয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

Admitted Uu-Starred Question No. 48 Shri Dhirendra Ch. Debnath M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Manpower planning and Employment Department be pleased to state :–

—:প্রশ্ন:—

ক) রাজ্যে বয়সসীমা অতিক্রান্ত শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কত ?

খ) বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে এই পর্যন্ত বয়সসীমা অতিক্রান্ত কতজন বেকারকে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ করা হয়েছে (দপ্তর ভিত্তিক হিসাব)

গ) আরও কতজন বয়সসীমা অতিক্রান্ত বেকার সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, কি ভাবে তাদের নিয়োগ করা হবে;

ঘ) যদি ঐ রূপ কোন বেকার যুবককে এখনও নিয়োগ না করা হয়ে থাকে তবে তাহার কারণ ?

Minister-in-Charge
Employment and Manpower Departtment: –SHRI ARUN KAR,

—:উত্তর:—

তথ্য সংগ্রহাধীন।

—o—

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Thursday, the 5th January, 1989.

The House met in the Assembly House, Agartala, at 11 A.M. on Thursday, the 5th January, 1989.

PRESENT

Shri Jyotirmay Nath, Speaker, in the Chair, the Deputy Speaker, the Cheif Minister, 7 (Seven) Ministers, 9 (Nine) Ministers of State and 37 Members.

QUESTIONS & ANSWERS.

মিঃ স্পীকার ঃ— আজকের কার্যাসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে তিনি তার পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় জবাব প্রদান করবেন। মাননীয় সদস্য শ্রী বুদ্ধ দেববর্মা।

শ্রী বুদ্ধ দেববর্মা (গোলাঘাটি) ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৪, অ্যানিমেল হাসবেনড্রি ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীবিমলাল মিঞা (রাষ্ট্র মন্ত্রী) ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৪।

প্রশ্ন	উত্তর
১) বিশালগড় ব্লকাধীন নবশান্তিগঞ্জ বাজারে একটি পশু হাসপাতাল করার পরিকল্পনা রাজ্য সরকার গ্রহণ করবেন কি না ?	১) নবশান্তিগঞ্জ বাজারে পশু চিকিৎসালয় স্থাপনের কোন পরিকল্পনা চলতি আর্থিক বৎসরে নেই।
২) যদি করেন তবে কবে নাগাদ উক্ত হাসপাতাল স্থাপন করিবেন ?	২) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীগৌড়ি শংকর রিয়াং (শান্তির বাজার) :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, বিভিন্ন পশু হাসপাতালে প্রয়োজন মত ঔষধ না থাকায় চিকিৎসার অসুবিধা হচ্ছে এবং সেই জন্য সেটাকে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন কি না ?

শ্রীবিল্লাল মিঞা (রাষ্ট্র মন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া যাবে।

শ্রীরতনলাল ঘোষ (খয়েরপুর) :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যে সুষম খাদ্য পশু হাসপাতালগুলিতে দেওয়া হতো সেটা নিয়ে তারা বহু রাজনীতি করেছেন এবং বর্তমানে সেই খাদ্য ঠিকভাবে কৃষকদের হাতে পৌঁছে কি না সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না ?

শ্রীবিল্লাল মিঞা (রাষ্ট্র মন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এই সুষম খাদ্য নিয়ে যে দুর্নীতি হয়েছিল এগুলি এখন তদন্ত করা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীগৌড়ি শংকর রিয়াং।

শ্রীগৌড়ি শংকর রিয়াং :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৮৩, কালচারেল অ্যাফেয়ার্স এণ্ড টৌরিজম ডিপার্টমেন্ট।

মিঃ স্পীকার :—অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৮৩।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ (মন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং-৮৩।

প্রশ্ন

১। বিগত বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় থাকা কালীন বৎসর পূর্তি উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষে ঐ সময়ে মোট কত টাকা ব্যয় হয়েছিল, (বছর ভিত্তি হিসাব);

২। বর্তমান কংগ্রেস (আই) ও টি. ইউ. জে. এস, সরকারও কি অনুরূপভাবে বর্ষপূর্তি উৎসব পালনের চিন্তা ভাবনা করছেন ?

উত্তর

১। বর্ষপূর্তি উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষে ব্যায়িত বছর-ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

(ক) ৭ম বর্ষ উপলক্ষে ১ লক্ষ ৮৩ হাজার ২৬ টাকা মাত্র, (খ) ৮ম বর্ষ উপলক্ষে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার ৫৯ টাকা ৫০ পয়সা মাত্র এবং (গ) ৯ম বর্ষ উপলক্ষে ২ লক্ষ ৬১ হাজার ৬ শত ৪ টাকা ৯৪ পয়সা মাত্র।

২। এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নি।

শ্রী গৌরী শঙ্কর রিয়াং :—স্যার, আমি আমার প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাই নি। আমি সবগুলি বৎসরেই খরচ চেয়েছিলাম। অর্থাৎ প্রথম বর্ষ থেকে ১০ম বর্ষ পর্যন্ত। কিন্তু উত্তর পেলাম শুধু, ৭ম, ৮ম এবং ৯ম বর্ষের। বাকী বৎসরগুলিতে কি কি খরচ হয়েছে তা তার কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি ?

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্ম্মন (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ৭ম, ৮ম এবং ৯ম বর্ষের খরচের কাগজ-পত্র অফিসে পাওয়া গেছে, বাকী কাগজপত্র পাওয়া যায় নি; হাফিজ করা হয়েছে কিনা জানি না, তবে অফিসে খোঁজ করা হচ্ছে।

শ্রী গৌরী শঙ্কর রিয়াং :—স্যার, এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সুস্পষ্ট তদন্ত করে কোন্ বছর কত টাকা খরচ করা হয়েছে, এবং এই টাকা কোন্ প্ল্যান খাত' থেকে নিয়ে অন্যায় ভাবে খরচ করা হয়েছে,

তা তদন্ত করে দেখবেন কিনা এবং তদন্ত করে সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট উত্তর এই বিধানসভায় দেবেন কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ৭ম, ৮ম এবং ৯ম বর্ষের কাগজ ছাড়া বাকী বর্ষের কাগজ-পত্র খুঁজে বের করার জন্য।

শ্রী নকুল দাস (রাজনগর) :— স্যার, ন্যাশন্যাল ইন্টিগ্রিটির উপর একটি গভর্ণমেন্ট যখন কাজ করে তখন ১০ লক্ষ টাকা খরচ করাটা খুব বেশী খরচ নয়। সারা ভারতবর্ষে নেহেরু সেন্টেনারী নাম করে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে। আমি জানতে চাই, ত্রিপুরায় কত টাকা খরচ করে কয়টি প্রোগ্রাম করা হয়েছে ?

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শুধু ১০ লক্ষ টাকা নয়। একমাত্র ৯ম বৎসরেই ৮,৬৩,৬০৪,৯৫ পয়সা খরচ করা হয়েছে। ন্যাশন্যাল ইন্টিগ্রিটির জন্য এই টাকা খরচ করা হয় নি। আমি বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছি। কাগজ-পত্র পাওয়া গেলে প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র আমি হাউসে পেশ করব

শ্রী গৌরী শংকর রিয়াং :— স্যার, মাননীয় সদস্য যে কথা বললেন, তার উত্তরে আমি বলতে চাই, ঐ টাকা ন্যাশন্যাল ইন্টিগ্রিটির জন্য খরচ করা হয় নি। খরচ হয়েছে, দলের ব্যানার, ফাষ্টুন, পোষ্টার তৈরী করার জন্য। আমার কাছে এখনও সেই সব কাগজ আছে। আমি তখন অফিসার ছিলাম, আমাকেও বাধ্য করা হয়েছে টাকা খরচ করতে ?

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কাছে এমন প্রমান আছে, অনেক অফিসারকে বাধ্য করা হয়েছে বামফ্রণ্টের পোষ্টার, ব্যানার, লিফলেট ছাপানোর জন্য। পাবলিসিটির অফিসারকে দিয়ে পাবলিসিটি দপ্তরের টাকায় গভর্ণমেন্ট প্রেসে সেই সব কাগজ-পত্র ছাপান হয়েছে এমন প্রমান আমার কাছে আছে ?

শ্রী নকুল দাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি অনুরোধ করব আগে তদন্ত করে বের করুন। নয়ত কিসের ভিত্তিতে এখানে সম্পূর্ণ অসত্য বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছেন এই হাউসে ?

মিঃ স্পীকার :— শ্রী গৌরী শংকর রিয়াং এবং শ্রী মাখনলাল চক্রবর্ত্তী।

শ্রী মাখনলাল চক্রবর্তী (কল্যানপুর) :—কোয়েশ্চান নং ৩৯ স্যার।

শ্রী বিমল সিংহ (রাষ্ট্র মন্ত্রী) :—কোয়েশ্চান নং ৩৯ স্যার।

প্রশ্ন

১) রাজ্যে রেগুলেটেড মার্কেটের সংখ্যা কত (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব) ;

২) বর্তমান আর্থিক বৎসরে আরও কয়টি বাজারকে এর আওতায় আনা হবে বলে আশা করা যায় ?

৩) উক্ত নিয়ন্ত্রিত বাজারগুলির উন্নতি সাধনে সরকার কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন,

৪) খোয়াই বিভাগের কল্যানপুর রেগুলেটেড মার্কেট কমিটির প্রস্তাবিত বাজারশেড ১টি ও স্টল দুইটির নির্মাণের সিদ্ধান্ত বর্তমান আর্থিক বৎসরে কার্যকর হবে কি ?

উত্তর

১) রাজ্যে এই পর্যন্ত মোট ২১টি নিয়ন্ত্রিত বাজার আছে। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব এই রূপ।

নিয়ন্ত্রিত বাজারের নাম	মহকুমার নাম
১) দশদা ২) পানি সাগর	ধর্মনগর
৩) পাবিয়াছড়া ৪) ছামনু	কৈলাশহর
৫) কুলাই	কমলপুর

৬) তেলিয়ামুড়া ৭) কল্যানপুর ৮) রাচাইবাড়ী	খোয়াই
৯) চম্পকনগর ১০) মোহনপুর ১১) জম্পুইজলা ১২) বিশালগড়	সদর
১৩) সোনামুড়া ১৪) মেলা র	সোনামুড়া
১৫) গর্জি	উদয়পুর
১৬ গণ্ডাছড়া ১৭) নুতন বাজার	অমরপুর
১৮) শিলাছড়ি	সাব্রুম
১৯) কলসী ২০) বড় পাথরী ২১) শান্তির বাজার	বিলোনীয়া

২। বর্তমান আর্থিক বৎসরে আপাততঃ কোন পরিকল্পনা নাই।

৩। এই বাজারগুলির উন্নতি সাধনে সরকার নিম্নোক্ত পরিকল্পনা/পদক্ষেপ নিয়েছেন :—

ক) মার্কেট শেড ও সেলষ্টল তৈরী করণ।

খ) রাস্তাঘাট নির্মান ও ইট বিছানোর ব্যবস্থা করণ।

গ) পয়ঃ প্রনালী ও শৌচাগার নির্মান করণ।

ঘ) বৈদ্যুতিক করণ ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করণ।

ঙ) প্রয়োজন-ভিত্তিক বাজার উন্নয়নের জন্য জমি ক্রয়ের ব্যবস্থা করণ।

চ) গুদাম ঘর ও মার্কেট কমিটির অফিস ঘর নির্মানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৪। এই বাজারটির জন্য প্রেরিত প্রজেক্ট রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন থাকায় এখনই বলা সম্ভব নহে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই বাজার কমিটিগুলির যে কাজকর্ম চলছিল ফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই রেগুলেটেড কমিটিগুলিকে অকেজো করে রাখার ফলে বাজার উন্নয়নের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ব্যাহত হচ্ছে এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে এই বৎসর বাজার কমিটি করার কোন পরিকল্পনা নাই। সুতরাং ৫ লক্ষ নিয়ে এই জনসাধারণের, কৃষকদের স্বার্থ নিয়ে মার্কেট উন্নয়ন কমিটিগুলি করা হয়েছিল সেগুলি ব্যাহত হয়ে চলেছে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্য মন্ত্রী) :— স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি বলছি, যে-সমস্ত বাজার কমিটিগুলি করা হয়েছিল সেই গুলির মেয়াদ পার হয়ে গেছে এবং এই সরকার নতুন কমিটি করার উদ্যোগ নিচ্ছেন এবং এর জন্য হাউসে এমেণ্ডমেণ্ট বিল এসেছে এবং বিল পাশ হওয়ার পরে কমিটি গঠণ করে বাজার উন্নয়নের বাস্তব উদ্যোগ নেওয়া হবে।

শ্রীরতনলাল ঘোষ :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, খয়েরপুর বাজারের জন্য ১৯৮৭ ইং সালে প্রায় ৭ লক্ষ টাকা খরচ করে বেশ কিছু জায়গা কিনে ফেলে রাখা হয়েছে এবং আমার কাছে তথ্য রয়েছে যে, অনেক কম দামের জায়গা অনেক বেশী দাম দিয়ে কেনা হয়েছে এবং সেখানে দুই নম্বরী কারবার পর্য্যন্ত ছিল। যে জায়গাটা কিনে রাখা হয়েছে সেখানে রেগুলেটেড মার্কেট করার যে পরিকল্পনা ছিল সে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন

করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্য মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য যে তথ্য দিয়েছেন তার তদন্ত করে দেখব। আর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে রেগুলেটেড মার্কেট মাননীয় মিনিষ্টার অব্ ষ্টেট্ উত্তর দিয়েছেন যে এই বছর তার কোন পরিকল্পনা নেই তবে আগামী দিনে চিন্তা করা হবে।

শ্রীজাগল মল্লিক (বিলোনীয়া) :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কৃষি-পণ্য বিক্রির জন্য কৃষি দপ্তর থেকে যে মার্কেট করা হয়েছে সেই মার্কেট কলসীতে তদানিন্তন বামফ্রন্ট প্রধানের একটা জায়গা সেটা একদম নদীর কিনারে নদীর চড়ের উপরে খরিদ করে সরকারী দপ্তর থেকে কিছু টাকা দেওয়া হয়েছে, সেটা তদন্ত করে দেখবেন কিনা কি কারণে সেটা করা হয়েছিল এবং সেই টাকা পার্টি অফিসের কাজে খরচ করা হয়েছে কিনা এবং সেটা তদন্ত করার ব্যবস্থা করবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, এই ধরণের বহু অভিযোগ সরকারের কাছে আছে এবং সরকার সেগুলি তদন্ত করে ভিজিল্যান্সে কেইস করবে।

শ্রীতরণী দেববর্মা (টাকারজলা) :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে টাকারজলা বাজার সম্প্রসারণ করার জন্য ১৯৮৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার থাকাকালীন সময়ে এই বাজারকে বড় করার জন্য কিছু জায়গা কেনা হয়েছিল প্রায় এক কানির মত জায়গা। বর্তমানে সেই জায়গা পুলিন বিহারী সাহা জবর দখল করে বসে আছেন এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে তথ্য আছে কিনা ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, এই ধরণের কোন তথ্য আমাদের কাছে নেই।

মিঃ স্পিকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস। (মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত)

মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস, শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস।

শ্রীনকুল দাস (রাজনগর) :—মিঃ স্পিকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮১।

শ্রীবিমল সিনহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—মিঃ স্পিকার স্যার এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮১।

১। (প্রশ্ন) সম্প্রতি রাজ্যের মাছ রোগাক্রান্ত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে মাছ খাওয়ার উপর সরকারী নিষেধাজ্ঞা জারীর ফলে মাছ বিক্রি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় রাজ্যে মোট কতজন মৎস্যজীবি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল?

(উত্তর) মৎস্য তত্ত্বাবধায়করা সমীক্ষা করে মোট ১৫০০ জন গরীব মৎস্যজীবিকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

২। (প্রশ্ন) ঐ সব ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যজীবিদের আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্য সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন?

(উত্তর) প্রতি ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যজীবিকে ২০০ টাকা হারে আর্থিক সাহায্য দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৩। (প্রশ্ন) আজ পর্যান্ত কতজনকে সাহায্য দেওয়া হয়েছে?

(উত্তর) এখনও পর্য্যন্ত কাহাকেও সাহায্য দেওয়া হয় নাই।

৪। (প্রশ্ন) সাহায্য না দেওয়া হয়ে থাকলে তার কারণ কি?

(উত্তর) আর্থিক সংস্থান না থাকায়।

শ্রীনকুল দাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাছ রোগাক্রান্ত হওয়ার ফলে রাজ্যে মৎস্যজীবি যারা তারা ভীষণ দুর্ভোগের মধ্যে আছে তাদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে বলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটা মিটিং-এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ঐ মিটিং-এ বলা হয়েছিল তাঁদেরকে ৩০০ টাকা করে দেওয়া হবে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেই টাকা দেওয়া হলনা। এইটা দিতে আর কতদিন লাগবে? তারা যাতে বাঁচতে পারে সেইরকম সাহায্য করবেন কিনা আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে জানতে চাই।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি বলছি, ত্রিপুরা রাজ্যে মাছ রোগাক্রান্ত হয়েছে এইটা সারা ত্রিপুরায় ছড়িয়ে পড়ার ফলে মানুষেরা মাছ খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। এটা একটা ফিচার। তার ফলে মাছের ব্যবসায়ী যারা, যারা সম্পূর্ণভাবে মাছ বিক্রি করে জীবিকা

নির্বাহ করে তাদের পক্ষ থেকে একটা ডেপুটেশান দেওয়া হয়েছিল কিভাবে কি করা যায়। স্যার, সরকারের কাছে এমন কোন সংগতি নেই যা দিয়ে তাদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ মেটানো যায়। তবে মানুষ দুঃখ দুর্দশায় পড়লে পরে তার দুঃখের সংগে সরকার সহানুভূতি প্রকাশ করে। এইকথা সত্যি মৎস্যজীবিদের পক্ষ থেকে ৩০০ টাকা করে চেয়েছিল, কিন্তু এরকম কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় নাই ৩০০ টাকা করে দেওয়া হবে। বলা হয়েছে সরকারের আর্থিক সংগতি অনুযায়ী সেটা বিবেচনা করা হবে। সেই ধরণের কোন প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয় নাই, সেই ধরনের কোন প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নাই। এইটা একটা আনফোরসিন ঘটনা। বাজেটের মধ্যে এর প্রভিশান করা হয়নি। আমি এই নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে যোগাযোগ করেছি। কিন্তু সেখান থেকে এখনও কোন অর্থ বরাদ্দ আসেনি। তবুও আমাদের যে বাজেট এই অবস্থায় কিছু দেওয়ার জন্য বাজেট থেকে প্রভিশান করা হয়েছে। তার ফলে ক্ষতিগ্রস্থ ৫ হাজার ৫০০ লোককে যদি ২০০ টাকা করে দেওয়া হয় অন্তত ১১ লক্ষ টাকার দরকার। বিভিন্ন সোর্স থেকে, বিভিন্ন দপ্তর থেকে সেই টাকা সংগ্রহ করা হয়েছে।

শ্রীনকুল দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বাছো মৎস্যজীবির সংখ্যা কত এর কোন পরিসংখ্যান করেছেন কিনা? এর মধ্যে ৫ হাজার ৫০০ ক্ষতিগ্রস্থ কিনা? আমি যেটুকু জানি সরকারী ভাবে কোন লিষ্ট তৈরী করা হয় নাই, সম্পূর্ণ দলীয়ভাবে লিষ্ট তৈরী করে ২০০ টাকা করে দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তাতে এইটা সম্পূর্ণ দলবাজি করা হবে সঠিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ লোকদের দেওয়া হবেনা। এই জিনিসটা তদন্ত করে সঠিক ক্ষতিগ্রস্থ যারা তাদের কথা বিবেচনা করা হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি?

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, আমি আগেই বলেছি হয় উনি মনোযোগ দেননি, না হয় উনার শ্রবনশক্তি কম। উনার চিকিৎসা করা দরকার। এই তথ্য দেওয়া হয়েছে। মাৎসজীবি তত্ত্বাবধায়ক-এর রিপোর্ট। ফিসারী সুপারিনটেনডেণ্টের তাদের সমীক্ষার রিপোর্ট। দলীয় রিপোর্ট নয়।

শ্রী দীপক নাগ (মজলিসপুর) :—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, বিভিন্ন জায়গায় এই মৎস্য রোগ ব্যাপক ভাবে বিস্তার লাভ করেছে সেই ব্যাপারে সরকারের কাছে কোন তথ্য আছে কিনা এবং থেকে থাকলে এই ব্যাপারে সরকার কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছেন কি না?

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—হ্যাঁ, গত বর্ষা কালে "Ulcerative Fish Disease Syndrome" নামে বিশেষ ভাবে পশ্চিম ত্রিপুরা ও দক্ষিণ ত্রিপুরায় এই মাছের রোগ দেখা যায়।

১) বাংলাদেশে এই রোগ দেখা যায়, বন্যার জলের সাথে এই রোগের বীজ ত্রিপুরায় প্রবেশ করে। এই রোগ বিশেষতঃ Snake headed fishes যথা ল্যাটি, শোল, গজার, জিওল মাছ যথা শিং, মাগুর পুঁটি মাছ এবং পাঁকে থাকে যে সব মাছ যথা বাইন মাছে আক্রান্ত হয়।

৩) মেজর কার্পস যথা কাতলা রুই মৃগেল কালিবোস ইত্যাদি মাছ সহজে আক্রান্ত হয় না। খুব নগন্য (Very strey) কাতলা কালিবোস ও সাইপ্রিনাস কার্পিও মাছে দেখা গেছে।

৪) খালি চোখে এই রোগে আক্রান্ত মাছ সহজে চেনা যায় :— ক) ল্যাজের দিকে মাছের গোল গোল (½ থেকে ১½ ইঞ্চি) লালচে সাদা দাগ দেখা যায়,

খ) বেশী আক্রান্ত হলে ঐ জায়গাগুলি ক্ষত হয়ে যাবে এবং মাংস পঁচে হাড় দেখা যাবে,

গ) এমন কি পচে পচে ল্যাজ খসে যেতে পারে এবং মাছের পাখনাও খসে পরে যাবে,

ঘ) এইরূপ ক্ষত মাছের মাথায়ও দেখা দিতে পারে।

৫) এই রোগে বিশেষ ভাবে উন্মুক্ত (open water area) জলাশয়ের ঐ সমস্ত মাছে দেখা গিয়েছিল যে-সমস্ত পুকুরে বন্যার জল যে কোন ভাবে ঢোকার ফলে সেই সব পুকুরে বিশেষতঃ ল্যাটিশোল গজার আইর পুঁটি মাছে এই রোগ দেখা যায়। পোনা মাছে প্রায়ই দেখা যায় নাই বলা চলে।

৬) রিপোর্ট-ভিত্তিক দেখা যায় উন্মুক্ত জলাশয়ে ঐ সমস্ত মাছ বিশেষ ভাবে আক্রান্ত হয় এবং বেশী আক্রান্ত মাছগুলি মারা যায়।

৭) উন্মুক্ত জলাশয়ে ট্রিটমেন্ট করা সম্ভব নয়। বদ্ধ জলাশয়ের যথা পুকুর ও অন্যান্য ছোট বদ্ধ জলাশয়ের মাছে যদি আক্রান্ত হয় তাহলে মাধ্যমে রেডিও দৈনিক পত্রিকা ও পঞ্চায়েত লেবেলে গ্রুপ সিটিং করে কি কি করিতে হবে তাহা প্রচার করা হয়েছে :—

ক) লবন ২০০-৩০০ কেজি প্রতি কানি জলাশয়ে ২-৩ বারে ১-৩ সাপ্তাহ অন্তর দিতে হবে,

খ) আর যদি জলে মাছ মরে দূষিত হয়ে যায় তাহলে চুন কানি প্রতি ৮০ কেজি থেকে ১৩৫ কেজি জলে ছিটাইয়া দিতে হবে।

৮) রোগাক্রান্ত মাছ মানুষের ক্ষতিকারক নয়। ঠিক মত সিদ্ধ হলে ঐ রোগের জীবানু নষ্ট হয়ে যায়, কাঁচা বা আধাসিদ্ধ খেলে পেটের রোগ হতে পারে।

৯) সাবধানতার জন্য রেডিও পত্রিকা গ্রুপ মিটিং এর মারফং সকলের অগোচরে আনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এখনও পর্যন্ত কোন রিপোর্ট নাই যে এই রোগাক্রান্ত মাছ খেয়ে কোন অঘটন ঘটেছে।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস (শালগড়া) :—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে তথ্য দিয়েছেন তাতে সেটা আছে যে প্রথমত তিনি বলেছেন আজকে, এই মৎসা রোগ হয়েছে প্রায় ছয় মাস হয়ে গেছে তারপর মন্ত্রী মহোদয় যে তথ্য দিয়েছেন যে ক্ষতিগ্রস্তদের ১০০ টাকা করে সাহায্য দেবেন। এখন পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। এই মৎসা রোগের কারণে বহু মৎসা ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তা আজকে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তারা ছয় মাস আগে থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং এখন পর্যন্ত তারা কোন সাহায্য পায় নি।

২নং হচ্ছে এই যে ক্ষতিগ্রস্ত ৫ হাজার ৫ শত জনকে সাহায্য দেওয়া হয়েছে কোন সাবডিভিশনে কত জন ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন। এবং এই যে সাহায্য দেওয়া হয়েছে তা কিসের ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে এই তথ্যগুলি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে জানতে চাইছি।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মি, স্পীকার স্যার, প্রথম প্রশ্নটা অবান্তর, অতএব আমি ২য় প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি। সদর সাব-ডিভিশনে ১ হাজার ক্ষতিগ্রস্ত হয়ত আরও অনেক বেশী হতে পারে কিন্তু আমাদের পক্ষে তাদের, সবাইকে সাহায্য দেওয়া সম্ভব না। তবে যারা মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করেন এবং যার ফলে তাদের এই অবস্থা হয়েছে তাদেরকে এই সাহায্য দেওয়া হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের সংখ্যাটা আলাদা প্রশ্ন করলে দেওয়া যাবে। সদর-১ হাজার, সোনামূড়া-৮০০, উদয়পুর-৮০০, বিলোনিয়া-৫০০, খোয়াই-৫০০, কমলপুর-৩০০, কৈলাসহর-৪০০, ধর্মনগর-৩০০, সাব্রুম-৩০০ ও অমরপুর-৭০০।

শ্রী দশরথ দেব (রামচন্দ্রঘাট) :—সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মশাই সাফারারদের যে লিস্টটা এখানে বললেন সে লিস্টটা কিভাবে তৈরী করা হয়েছে?

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এই প্রশ্নের উত্তর আমি আগেই দিয়েছি।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক।

শ্রী অমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১২৯।

মিঃ স্পীকার :—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার – ১২৯।

শ্রী বিল্লাল মিঞা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১২৯।

প্রশ্ন

১। গত ৫ বৎসরে দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলায় কয়টা বাজার শেড নিমাণ করা হয়েছে,

২। এর জন্য সরকার কত টাকা মঞ্জুর করিয়াছিল?

৩। যে সকল বাজারে শেড নির্মানের কাজ আরম্ভ করা হয়েছিল সেগুলি নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছিল কিনা,

৪। যদি শেষ না হয়ে থাকে তার কারণ কি?

৫। উক্ত শেডগুলির নির্মানের কাজ শেষ করার জন্য বর্তমানে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন?

উত্তর

১। দক্ষিন ত্রিপুরা জেলায় গত ৫ বছরে ১০১টি বাজার শেড নির্মানের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে ৫০টি বাজার শেড নির্মানের কাজ শেষ হয়েছে।

২। সরকার এর জন্য মোট ১,৯০,৭৭,৪৪৯ টাকা মঞ্জুর করেছিলেন।

৩। সব শেডের নির্মানের কাজ এখন ও শেষ হয়নি।

৪। নির্মানের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাব প্রধানতঃ সিমেন্টের অভাবের জন্যই কাজ এখনো শেষ হয়নি।
৫। শেডগুলির নির্মানের কাজ শেষ করার জন্য অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সিমেন্ট ইত্যাদি সংগ্রহ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

শ্রী কমল মল্লিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, এই যে বাজার শেড নির্মানের কাজ করতে গিয়ে রতনপুর বাজারের শেড নির্মানের সময় দেখা গেল যে, সেখানে পুরো কাজ শেষ না করেই কনট্রাকটারদের বিল মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবং গজারিয়া বাজারে একটা শেড নির্মান হবার সঙ্গে সঙ্গে সেটা ভেঙ্গে পড়েছে। এই রকম কতটা বাজারে বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে শেড নির্মান করার সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলি ভেঙ্গে পড়েছে এবং কাজ শেষ না হবার আগেই ঠিকাদারদের বিল মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার হিসেব মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে বলতে চাই যে, শুধু এই বাজারে শেড নির্মানের কাজে নয় বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যে-সমস্ত কাজই করা হয়েছে সব কাজেই এই ধরণের তথ্য রয়েছে। এই সব তদন্ত করা হচ্ছে। তদন্ত রিপোর্ট পেলে একটা নির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মিঃ স্পিকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস।

শ্রীনকুল দাস (রাজনগর) :- মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-১৩৯।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-১৩৯।

প্রশ্ন— [১] : গত ২৮শে আগস্ট ১৯৮৮ ইং ত্রিপুরা চর্মশিল্পী সমিতির খোয়াই বিভাগীয় অফিসটি একদল দুস্কৃতকারী কর্তৃক বলপূর্বক জবরদখল করার ঘটনা সরকার অবগত আছেন কিনা ?

উত্তর :— ঘটনাটি সত্য নহে।

প্রশ্ন—[২] : যদি অবগত থাকেন তবে ঐ অফিসটি চর্মশিল্পী সমিতিকে ফিরিয়ে দেওয়ার কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কি না ?

উত্তর :— প্রশ্ন উঠে না।

প্রশ্ন -[৩] : যদি উদ্যোগ নেওয়া হয়ে থাকে তাহলে বর্তমানে অফিসটি কার দখলে আছে এবং বর্তমানে কি অবস্থায় আছে ?

উত্তর :— প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী নকুল দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গত ২৮শে আগষ্ট, ৮৮ইং খোয়াই চর্মশিল্পীরা তাদের দীর্ঘদিন ধরে এই অফিসটি তাদের রয়েছে এবং নেতৃত্বে এ, এম, ইউ আই,—এর দুষ্কৃতকারীরা জোর করে এইটাকে দখল করে নেয়। পরে খোয়াইর এস, ডি, ও, কে জানান তিনি এলেন কিন্তু কোন ব্যবস্থা নিতে সংকোচবোধ করেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী কর বাবুকে জানানো হলে তিনি এস, ডি, ও, কে ব্যবস্থা নিতে বলেন। উনার কথায় এস, ডি, ও, সাহেব সেই ঘরটি দখলমুক্ত করার পর তিনি যখন চলে আসেন তখন এই দুষ্কৃতকারীরা আবার সে আফিসঘরটি দখল করে নেয়। এবং এখনো সেটি তাদের দখলে রয়েছে। কাজেই এই আফিসঘরটি মুক্ত করে সেখানকার চর্মশিল্পিদের হাতে পুণরায় ফিরিয়ে দেবার কোন ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, সেখানে চর্মশিল্পী সমিতির নামে একটি অফিস ছিল। কিন্তু সেখানকার সকল চর্মশিল্পীরা গত অগাস্ট মাসে তাদের একজিকিউটিভ কমিটির মিটিংএ একটি রেজোলিউশান নিয়ে তারা সকলেই কংগ্রেস (আই) দলে যোগ দেন। তার কারণ হলো সি, পি, এম,—এর ভাওতাবাজী রাজনীতি। তাই তারা সবাই কংগ্রেস (আই) দলে যোগ দেন। তারপর বাবুল দাস নামে সি, পি, এমের একজন টাউট খোয়াই থানায় একটি কেস করে। কেস নাম্বার 889 এবং 82[illegible], যেটার mistake of Act-এর জন্য final হয়নি। তারপর এস, ডি, ও, খোয়াই-এর কাছে কেসটা উঠে, কেসটি এখনো পেণ্ডিং আছে।

শ্রী নকুল দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে তথ্য দিয়েছেন সেটা অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর। আমরা দেখেছি প্রায়ই পুলিশ রিপোর্ট বা প্রশাসনিক রিপোর্ট হাউসে না দিয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তাঁর

ব্যক্তিগত বক্তব্য হাউসে পেশ করেন। এইভাবে হাউসকে বিভ্রান্তি করা হচ্ছে। তাই আমি আপনার মাধ্যমে প্রশ্ন করতে চাই যে, এইটা তদন্ত করে সেখানকার চর্মশিল্পীদের এই অফিসটি দেওয়া হবে কি না, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেখবেন কি ?

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কেস নাম্বার-২৪'৮৮ আন্ডার সেকসান-448 এবং 8'9 নাম্বার এ পলিশ কেস হয়েছে। এবং Mistake of Act এর জন্য final হয়নি আর এখন আমরা সরটি কাকে দেব মাননীয় সদস্য নকুল বাবুকে দিতে হবে ? কারণ যারা আগে সি, পি, এম করত তাদের সকলেই এখন কংগ্রেস (আই)-এ যোগ দিয়েছেন। এইভাবে ত্রিপুরায় হাজার হাজার লোক সি, পি, এম, ছেড়ে কংগ্রেস (আই)-এ যোগ দিচ্ছেন।

শ্রী নকুল দাস :— স্যার, আমরা জানি এই পরিবারের একজন কংগ্রেসে যোগ দেয় নি। কাজেই আমি জানতে চাই এই ঘরটা তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে কিনা ?

(নো রিপ্লাই)

মিঃ স্পীকার (পেচারথল) —ঃ শ্রীসুশীল চাকমা।

শ্রীসুশীল কুমার চাকমা :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৯।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৯।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য গত ২৭/৮/৮৮ ইং তারিখে কাঞ্চনপুর থানার অধীনে উত্তর ধনীছড়া ফরেষ্ট বাগানে রাত্রি ১২ ঘটিকার সময় পুলিশের আক্রমনে গুলিবিদ্ধ হইয়া কুমারী জন্মুজা চাকমা মারা গিয়াছে;

২। সত্য হইয়া থাকিলে কি কারণে কুমারী জন্মুজা চাকমাকে পুলিশ আক্রমণ করেছে এবং গুলিবিদ্ধ করিয়া মারা হয়েছে তাহার বিবরণ ?

উত্তর

১। সত্য নহে। ১৭/৮/৮৮ ইং তারিখে এইরকম কোন ঘটনা ঘটে নাই।

১। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী সুশীল কুমার চাকমা :— গত ২৭/৮/৮৮ ইং তারিখে কুমারী তনুজা চাকমা,— আমাদের চাকমা রীতি অনুসারে ছেলে মেয়ে প্রণয়ে আবদ্ধ হয়ে অনেক সময় পালিয়ে যায়। সেই পালিয়ে যাওয়া অবস্থায় পেচারথল থানার একজন মাননীয় পুলিশ অফিসার চারবেলা খবর পেলেন এবং আমাদের গ্রামে এসে আমাদের গ্রামের পঞ্চায়েতকে সাক্ষী রেখে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে পরের দিন পঞ্চায়েতে তাকে বের করে দেবে বলে দায়িত্ব নিয়েছে! কিন্তু রাত্রি ১২টার সময়ে অতর্কিতে এসে বার বার ফায়ার করে সেই তনুজা চাকমাকে নিহত করা হয়। এটা সত্য কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ২৭. ৮. ৮৮ ইং তারিখে তনুজা চাকমাকে নিয়ে কোন ঘটনাই ঘটে নি। ঘটনা ঘটেছে ২৬ ৮/৮৮ ইং তারিখে। বাদী দেবেন্দ্র চাকমা সাং- ধনীছাড়া ২৭ তারিখে এসে পেচারথল পুলিশ আউটপোষ্ট একটা এফ, আই, আর, করে যে তার মেয়ে কুমারী তনুজাকে বিনয় চাকমা, রূপা চাকমা, শশী চাকমা, মলিন চাকমা, বুধি চাকমা এবং মহাজন চাকমা কিডন্যাপ করে আননোন্ ডেস্টিনেশনের দিকে নিয়ে গেছে। এই খবর পাওয়ার পুলিশ ১১,৮,৮৮ কেস নাম্বার- কিডন্যাপ কেস পুলিশ রেজিষ্টি করে এবং তদন্ত সুরু করে। এর মধ্যে পেচা- রথল আউটপোষ্ট থেকে খবর পায় যে তনুজাকে নিয়ে তারা জঙ্গলে যাচ্ছে। তখন পেচারথল আউট পোষ্টের যিনি চার্জে ছিলেন, তিনি ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের কিছু গার্ড এবং পুলিশকে নিয়ে তনুজাকে উদ্ধারের জন্য দারহাড় ফরেষ্ট প্ল্যানটেশনের ভিতর ঢুকে। কিছু দূরে যাওয়ার পর পুলিশ এবং ফরেষ্ট গার্ড কর্তৃপক্ষ ওদের কথা শুনতে পায় এবং পুলিশ চার দিকে কর্ডন করে বিনয় চাকমাকে স্পট এরেষ্ট করে এবং অন্যান্য আসামীরা দৌড়ে পালিয়ে যায়।

ঐ সময়ে হরিদুলাল দাস নামে একজন কনষ্টেবল ফরেষ্ট দিয়ে যখন যাচ্ছে, সেই ফরেষ্টের লতার মধ্যে তার পা জড়িয়ে গিয়ে পড়ে যাওয়ায় তার বন্দুক থেকে একটা মিস-ফায়ার হয় এবং মিস-ফায়ারটা গিয়ে তনুজার বুকে লাগে। তারপর তনুজাকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং মেডিকেল রিপোর্ট অনুযায়ী তার গায়ে একটি গুলি লাগে। তনুজা হাসপাতালে মারা যায়। এই ঘটনার সংগে সংগে পুলিশ ঐ কনেষ্ট বলের বিরুদ্ধে ১১(৮)৮৮ কেইস নং আণ্ডার সেকশান ৩৩৮ আই, পি, সি ধারায় একটা কেইস পেচারথল থানায় রেজিস্টি করে এবং সেই কেইসের তদন্ত চলছে।

শ্রী বিমল সিংহা (কমলপুর) :— তনুজা চাকমা সম্পর্কে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী যে বিবৃতি দিলেন যে

লতায় জড়িয়ে পড়ার জন্য কনেষ্টবল হরিভূষাল দাসের বন্দুক থেকে মিসফাইয়ার হয়। কিন্তু অন্য দিকে মাননীয় সদস্য শ্রী সুশীল চাক্‌মা বলেছেন যে, পর পর বয়েক রাউণ্ড গুল্লির আওয়াজ হয়েছে। এর কোনটা কারেক্ট মাননীর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :– মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সস্তায় পপুলারিটি নেওয়ার জন্য এই ধরণের প্রশ্ন করা উচিত নয়, কারণ প্রশ্ন কর্তা আমার উত্তরে সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং মেডিকেল রিপোর্টেও একটা বুলেটের কথা বলা হয়েছে।

শ্রী দীপক কুমার রায় (বড়জলা) :– মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই তমুজা চাক্‌মার পরিবারের কাউকে সরকারী আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কোন ব্যবস্থা হবে কিনা জানবেন কি?

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :– সেই রকম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবশ্যই নেওয়া হবে এবং সে জন্য ডি. এম, নর্থকে মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয় অলরেডি নির্দেশ দিয়েছেন যে তমুজার পরিবারের কেউ এলে সরকারে নিয়ম-নীতি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যেন গ্রহণ করা হয়।

শ্রী দশরথ দেব :—স্যার, এখানে প্রশ্ন কর্তা বলেছেন যে পর পর তিন রাউণ্ড ফায়ার করা হয়েছে তমুজাকে লক্ষ্য করে, আর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জবাব দিয়েছেন যে, মেডিকেল রিপোর্টে একটি মাত্র বুলেটের কথা বলা আছে। তাই আমি জানতে চাই, ঐ পুলিশের কাছে কতটা বুলেট ছিল, তার মধ্যে কয়টা বুলেট হাতে রয়েছে আর কয়টা খোয়া গিয়েছে, কারণ তিন বার ফায়ার করলে যে সব কয়টা বুলেটই গায়ে লাগবে, তার কোন মানে নেই, লক্ষ ভ্রষ্টও হতে পারে। তিন বার যে ফায়ার করা হয়েছে, এটা তদন্ত করা হয়েছে কিনা এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এখন সেই তথ্য না থাকলে তদন্ত করে পরে সেটা এই হাউসকে জনানো হবে কিনা, আমি সেটা জানতে চাইছি?

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার মনে হয় মাননীয় বিরোধী দলের উপনেতা আমার উত্তরটা মনঃসংযোগ দিয়ে শুনেন নি। এখানে ফায়ার করার কোন প্রশ্নই উঠে না, আমি বলেছি লতায় জড়িয়ে রাইফেল নিয়ে পড়ে যাওয়ায় একটা মিস ফায়ার হয়েছে এবং তার থেকে একটা গুল্লি বেরিয়ে গেছে, আর এটা তদন্ত করে দেখা হয়েছে যে ঐ কনেষ্টবলের কাছে যে গুল্লি ছিল, তার একটা ছাড়া আর সব কয়টাই ইনটেক্ট রয়ে গেছে এবং মেডিকেল রিপোর্টেও তার শরীরে একটা গুল্লি পাওয়া গেছে। তবে প্রশ্ন কর্তার প্রশ্নে ছিল ৩টা গুল্লি, আমি বলছি ৩টা নয়, ১টা গুল্লি। আর সেটা কাউকে ফায়ার করা হয় নি, এক্সিডেন্টাল মিস ফায়ার হয়ে একটা গুল্লি বেরিয়ে গেছে, তার সেই গুল্লিটাই তার শরীরে

পাওয়া গেছে। এর থেকে প্রমান হয় যে বুলেটের হিসাব ঠিকই আছে।

শ্রী বিমল সিন্‌হা :—মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে তনুজা চাকমার শরীরের কোন্‌ জায়গায় গুলিটা লেগেছে ?

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্ম্মণ (মন্ত্রী) :—One round went off his rifle accidently, resulting grievous bullet injury on the chin of Kumari Tanuja Chamka. She was brought to Pecharthal Hospital from where she was referred to Kailashahar District Hospital. Kanchanpur P.S. Case No. 11(8)88 u.s. 338 I.P.C. was registered on the complaint of O/C Pecharthal O.P. against the constable Haridulal Das.

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে, পুলিশের রাইফেল থেকে গুলি গিয়ে তাকে আঘাত করেছে। আমরা জানি যে, রাইফেলে একটি সেফটি ক্যাচ থাকে এবং রাইফেল থেকে গুলি ছড়ার আগে সেই ক্যাচটি খোলে তার গুলি ছুড়তে হয়। সেই ক্ষেত্রে বনের লতায় পা আটকে আছাড় খেয়ে কি ভাবে রাইফেলের সেফটি ক্যাচ খোলে গিয়ে গুলি ছুটতে পারে ? স্যার, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়— সেখানে কি ভাবে রাইফেল থেকে গুলি হল এই সমস্ত তথ্য হাউসের সামনে উপস্থিত করা হবে কি না ?

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্ম্মণ (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, পুলিশ কিভাবে রাইফেল ব্যবহার করবে সেটা তারা খুব ভাল ভাবেই জানেন।

মিঃ স্পীকার :—ইট ইজ দি ওপিনিয়ন অব দি এপার্ট—মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী এবং শ্রী সুকুমার বর্মন।

শ্রী সুকুমার বর্মন (নলছড়) :—কোয়েশ্চান নং ১০৪

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :—কোয়েশ্চান নং ১০৪

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য যে গত ১৯৮৮ ইং সনের ১৩ই	

সেপ্টেম্বর তারিখে রাত্রি অনুমান ৮-৩০ মিঃ হইতে ৯টার মধ্যে মেলাঘর আউট পোষ্টের ইনচার্জ (এ./সি.) শ্রী সুরঞ্জন গুপ্ত মেলাঘর হাসপাতাল প্রাঙ্গনে একদল দুর্বৃত্ত বা গুণ্ডা দ্বারা আক্রান্ত হন এবং গুরুতর ভাবে আহত হওয়ার ফলে আগরতলায় পুলিশ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয় ?

২। সত্য হলে উক্ত ঘটনার সঙ্গে জড়িত কতজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে (নাম ও ঠিকানা সহ তাদের হিসাব) ? ২। এখন পর্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা যায় নাই।

শ্রী সুকুমার বর্মন :- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ইহা কি ঠিক যে ধনপুর কেন্দ্রের পরাজিত প্রার্থী শ্রী প্রবীর কুমার পাল এবং সরকারী শিক্ষক ইদ্রীস মিঞার নেতৃত্বে মেলাঘর হাসপাতাল প্রাঙ্গনে আক্রমন করা হয় ?

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মেলাঘর থানার ইনচার্জ শ্রী সুরঞ্জন গুপ্ত এফ, আই, আর.-এ এই ধরণের নাম বলেন নাই। উনি দুর্বৃত্ত দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন এই কথাই বলেছেন। তিনি শ্রী প্রবীর কুমার পাল এবং ইদ্রিস মিঞাকে ভাল ভাবেই চেনেন, যদি-তারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকত তাহলে তিনি নিশ্চয় তাদের নাম এফ, আই, আর-এ উল্লেখ করতেন।

শ্রী মতিলাল সরকার (কমলাসাগর) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানিয়েছেন যে কাউকে গ্রেপ্তার করা হয় নাই—কি কারণে কাউকে গ্রেপ্তার করা হয় নাই ?

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, যেহেতু থানার যিনি দারোগা তিনি যদি কাউকে চিনতেন বা কাউকে সন্দেহ করতেন তাহলে নাম বলতেন, তিনি কারও নাম উল্লেখ করেন নাই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী সুকুমার বর্মন।

শ্রী সুকুমার বর্মন (নলছড়) :— কোয়েশ্চান নং ১৪৪

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৪৪।

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকার কর্তৃক আত্মসমর্পণকারী টি, এন, ভি, সদস্যদের কি কি সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে তার বিবরণ।

উত্তর

১) টি.এন.ভি.র সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার টি.এন.ভি. সদস্যদের নিম্ন-বর্ণিত সাহায্য দেওয়া হচ্ছে :—

১) স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা টি এন. ভি. অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গ সরকারী চাকুরী বা স্বনির্ভর কর্ম-সংস্থান প্রকল্প যাহাই গ্রহণ করুন না কেন, নিম্ন-বর্ণিত আর্থিক সহায়তা পাবেন—

(ক) শিবিরে-থাকার সময়ে প্রাথমিক অনুদান হিসাবে ৪০০০ (চার হাজার) টাকা সাহায্য।

(খ) স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা সকল টি.এন.ভি. সদস্যই বাড়ী তৈরীর জন্য সাহায্য বাবত ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা পাবেন। এই টাকা দুই কিস্তিতে তাদের দেওয়া হবে। যখন ক্যাম্প ছেড়ে গেছেন তখন প্রথম কিস্তিতে ২,৫০০ (আড়াই হাজার) টাকা দেওয়া হয়েছে। বাকী ২,৫০০ (আড়াই হাজার) টাকা এস.ডি.ও.র মাধ্যমে বাড়ী তৈরী করার কাজের অগ্রগতি দেখে দেওয়া হবে।

(২) যারা চাকুরীর জন্য বিবেচিত হতে আগ্রহী তাদের জন্য আসাম রাইফেলস্, আধা সামরিক সংস্থা, অসামরিক বিভাগ ইত্যাদিতে তাদের উপযুক্ততা, পছন্দ এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী চাকুরী দেওয়া হচ্ছে।

(ক) যারা স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্পের মাধ্যমে পুণর্বাসন পেতে আগ্রহী তাদেরকে পুণর্বাসন অনুদান হিসাবে ২০,০০০ (কুড়ি হাজার) টাকা দেওয়া হবে।

স্বনির্ভর কর্মসংস্থানের সুযোগ

(খ) কৃষি, ফলচাষ, পশুপালন, মৎস্যচাষ, রাবার বাগান ইত্যাদির মাধ্যমে ২০,০০০ (কুড়ি হাজার) টাকা

অনুদান দিয়ে বা ধাপে ধাপে দেওয়া হবে, পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। ছোট আকারের শিল্প স্থাপন বা মিনিবাস, অটোরিক্সা চালানোর মত উদ্যোগ বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। এসব প্রকল্পের ক্ষেত্রে পুনর্বাসন অনুদান ২০,০০০ (কুড়ি হাজার) টাকার অতিরিক্ত ঋণ পাওয়া যেতে পারে ব্যাঙ্ক সমূহ থেকে। সরকার তাদেরকে ঋণ পেতে সাহায্য করবেন, তাছাড়া প্রকল্প তৈরী করা থেকে তা চালু করা পর্যন্ত সরকার তাদেরকে প্রয়োজনীয় কারিগরী উপদেশ দেবেন। যে-সব প্রকল্প চালু করতে কারিগরী জ্ঞানের প্রয়োজন রয়েছে সে-সব ক্ষেত্রে সরকারী খরচে প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করা হবে। নিম্ন বর্ণিত স্বনির্ভর কর্ম-সংস্থান প্রকল্প সমূহের সুযোগ গ্রহণ করা যেতে পারে :—

১) ফলোদ্যান। কৃষি তথা পশুপালনের যৌগিক প্রকল্প।

১) ফলোদ্যান। কৃষি তথা মৎস্য চাষ।

৩) শুকর পালন, ৪) হাঁস মুরগী পালন, ৫) মৎস্য চাষ, ৬) হস্ত শিল্প, তাঁত শিল্প, ৭) মোটর ওয়ার্কশপ ৮) চালের মিল, ৯) মুদির দোকান, ১০) দরজির দোকান, ১১) তেলের মিল, ১২) মিনিবাস, অটোরিক্সা ক্রয় করে স্বনির্ভর কর্মসংস্থানের সুযোগ নেয়া (ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেয়া যেতে পারে)। গাড়ী চালনার প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(গ) সমবায় উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হবে। যে-কোন নতুন উপযুক্ত প্রকল্প পেশ করা হলে তা বিবেচনা করে দেখা হবে।

প্রশ্ন

১) টি. এন. ভি'র যে-সব সদস্য সহযোগী ধৃত হয়ে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে অথবা আসামী হয়ে বর্তমানে জেলে আছেন তাদের মুক্তি দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না?

উত্তর

১) টি. এন. ভি'র কোন সদস্য বা সহযোগী বর্তমানে ধৃত হয়ে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে অথবা আসামী হয়ে জেল হাজতে নাই। তবে যাহাদের বিরুদ্ধে মামলা বিচারাধীন আছে তাহাদের লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে মামলাগুলি তুলিয়া নেওয়ার বিষয় সরকার বিবেচনা করবেন যদি আইনগত কোন বাধা না থাকে।

মিঃ স্পীকার :—কোয়েশ্চান আওয়ার ইজ অভার। যে-সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি সেগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তর-পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়দের অনুরোধ করছি। (ANNEXURES "A "& "B")।

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :—এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ মহাশয়ের নিকট হইতে একটি নোটিশ পেয়েছি। সেই নোটিশের বিষয়টি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর নোটিশটি সভায় উত্থাপনের জন্য আমি অনুমতি দিয়েছি। আমি মাননীয় সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ মহোদয়কে তাঁর নোটিশের বিষয়বস্তু সভার সামনে উত্থাপন করার জন্য আহ্বান করছি।

শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) :—মিঃ স্পীকার, স্যার, আমার নোটিশের বিষয় বস্তু হলো :—"গত ৩/১/৮৯ ইং তারিখ সকাল ৮ ঘটিকার সময় কাম্বোক ছড়ায় কুমার দেববর্মাকে খুন করার ঘটনা সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত উল্লেখিত বিষয়টির উপর তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি তিনি এখন তাঁর বক্তব্য রাখতে অপারগ হন তবে সময় চেয়ে নিতে পারেন এবং কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন তা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এই বিষয়টির উপর আগামী ৬/১/৮৯ ইং তারিখে বক্তব্য রাখিব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আগামী ৬/১/৮৯ ইং বক্তব্য রাখবেন।

আমি আজ আর একটি রেফারেন্স নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রী মাখন লাল চক্রবর্তী মহোদয়ের নিকট থেকে। সেই নোটিশের বিষয়টি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর নোটিশটি সভায় উত্থাপনের জন্য আমি অনুমতি দিয়েছি। আমি মাননীয় সদস্য শ্রী মাখন লাল চক্রবর্তী মহোদয়কে তাঁর নোটিশের বিষয়-বস্তু সভায় উত্থাপন করার জন্য আহ্বান করছি।

শ্রী মাখনলাল চক্রবর্তী (কল্যানপুর) :—মিঃ স্পীকার, স্যার, আমার নোটিশের বিষয় বস্তু হলো :—

"গত ১৪ই সেপ্টেম্বর" ১৯৮৮ ইং খোয়াই বিভাগের তেলিয়ামুড়ার বিধায়ক শ্রী জিতেন্দ্র সরকারকে একদল দুষ্কৃতকারী কর্তৃক হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমন করে গুরুতর আহত করা সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :—আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে মাননীয় সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত বিষয়টির উপর তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি তিনি এখন তাঁর বক্তব্য রাখতে অপারগ হন তবে সময় চেয়ে নিতে পারেন এবং কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন তা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :- মিঃ স্পীকার স্যার, এই বিষয়টির উপর আগামী ৬.১.৮৯ ইং বক্তব্য রাখব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আগামী ৬.১.৮৯ ইং তাঁর বক্তব্য রাখবেন।

আমি আজ আর একটি রেফারেন্সের নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রী সুনীল চৌধুরী মহোদয়ের নিকট থেকে। সেই নোটিশের বিষয়টি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর নোটিশটি সভায় উত্থাপনের জন্য আমি অনুমতি দিয়েছি। আমি মাননীয় সদস্য শ্রী সুনীল চৌধুরী মহোদয়কে তাঁর নোটিশের বিষয়বস্তু সভায় উত্থাপনের জন্য আহ্বান করছি।

শ্রী সুনীল কুমার চৌধুরী (সাব্রুম) :— মিঃ স্পীকার, স্যার, আমার নোটিশের বিষয়বস্তু হলো :—
'গত ১৬ই নভেম্বর ১৯৮৮ ইং সোনামুড়া বিভাগ-এর ব্যাক্সাওলি গ্রামে নিজ বাড়ীর কাছে বিধায়ক শ্রী সুকুমার বর্মণকে একদল দুষ্কৃতকারী কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে গুরুতর আহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।'

মিঃ স্পীকার :—আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত উল্লেখিত বিষয়টির উপর তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি তিনি তাঁর বক্তব্য রাখতে অপারগ হন তবে সময় চেয়ে নিতে এবং কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন তা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মণ (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :- মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি এই বিষয়টির উপর আগামী ৬-১-৮৯ ইং বক্তব্য রাখব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আগামী ৬-১-৮৯ ইং বক্তব্য রাখবেন।

আজকের কার্যসূচীতে ৩টি (তিনটি) উল্লেখ্য বিষয়ের উপর (রেফারেন্স পিরিয়ড) সংশ্লিষ্ট বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের বিবৃতি প্রদানের কথা অন্তর্ভুক্ত আছে। উল্লেখ্য বিষয়গুলোর প্রথমটি গত ২-১-৮৯ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুর উপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো :-'গত ৭-১২-৮৮ ইং রাত্রে বিলোনীয়ার সি. পি, এম অফিসের কাছে সঙ্গীৎ বনিকের স্ত্রী আরতি বনিককে ধর্ষণ করার চেষ্টা করার সময় এস, এফ, আই. কর্মীপ্রবীর সাহা ধরা পড়া সম্পর্কে'।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :—স্যার আমি মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক আনীত রেফারেন্সটির উপর বিবৃতি দিচ্ছি।

গত ৭/১২/৮৮ ইং তারিখ রাত অনুমান ৮টা ৫ মি: এর সময় বিলোনীয়া শহরের শ্রীসঙ্গীত বনিকের স্ত্রী শ্রী মতি আরতি বনিক বিলোনীয়া থানায় এই মর্মে এক অভিযোগ দায়ের করেন যে, ঐ দিনই সন্ধ্যা ৭টার সময় বিলোনীয়া মহকুমার মিজাপুর নিবাসী শ্রী ক্ষিতিশ সাহার পুত্র শ্রী প্রদীপ সাহা তাহার বাড়ীতে তাহার স্বামীর অনুপস্থিতে তাহার শ্লীলতা হানি করে।

উপরোক্ত অভিযোগটি বিলোনীয়া থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৪ ধারায় ৬ (১১) ৮৮ নং মোকদ্দমা নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত-কার্য্য শুরু করে।

তদন্তকালে পুলিশ প্রদীপ সাহাকে গত ৭/১২/৮৮ ইং তারিখ গ্রেপ্তার করে এবং মাননীয় আদালতে প্রেরণ করেন। মাননীয় আদালত হইতে তাহাকে গত ১৬/১২/৮৮ ইং তারিখ জামিনে মুক্তি দেয়া হয়।

ঘটনাটির তদন্ত-কার্য্য সম্পূর্ণ করে পুলিশ অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রদীপ সাহার বিরুদ্ধে মাননীয় আদালতে বিচারের জন্য অভিযোগ-পত্র দাখিল করা হইয়াছে।

তদন্তকালে ইহাও প্রকাশ পায় যে শ্রী মতি আরতি বণিক কংগ্রেস (আই) দলের সমর্থক এবং অভিযুক্ত ব্যাক্তি প্রদীপ সাহা এস. এফ, আই-এর সমর্থক।

বর্তমানে মামলাটি বিচারধীন আছে।

শ্রী অমর মল্লিক (বিলোনীয়া) :—পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশন স্যার, উদয়ন মণ্ডলের যে ঘটনা, সে ঘটনা ত্রিপুরার মানুষ না নেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এই জনপ্রিয় সরকারকে বেকায়দায় ফেলার জন্য চারিদিকে

ধর্ষণের ঘটনা ঘটানো হচ্ছে। ২/৭/৮৮ ইং তারিখে বিলোনীয়া দিবস পালন করার পর বিধায়ক শ্রী নকুল দাস এবং এম. পি. শ্রী নারায়ন কর, সবাই মিলে আলাপ আলোচনা করে ঠিক করেন এই ভাবে বিভিন্ন জায়গাতে এই সমস্ত ঘটনাগুলি ঘটানো হবে। যার জন্য প্রদীপ সাহা, বিলোনীয়া এস.এফ-আই-ইউনিট কমিটি সেক্রেটারী এই কাজটি সংঘটিত করে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ?

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :—স্যার, প্রদীপ সাহা এস.এফ.আই-এর সক্রিয় কর্মী এটা আগেই আমার উত্তরে বলেছি। আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি খারাপের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিরোধী দল চক্রান্ত করছে এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর একশান ফিগারে এটাই প্রমান হয় যে অধিকাংশ খুন, ডাকাতি, ধর্ষণের সঙ্গে অধিকাংশ সি.পি,আই (এস) পার্টির সমর্থক, এমনকি কোন ঘটনার সঙ্গে বর্ত্তমান বিধায়ক এবং প্রাক্তন বিধায়করাও জড়িত আছেন।

শ্রী নকুল দাস (রাজনগর) :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিলোনীয়া বিভাগে খুন সন্ত্রাশের রাজত্ব কায়েম করা হয়েছে, মিথ্যা মামলায় হাজার হাজার সি.পি.আই (এম) কর্মীকে জড়ানো হয়েছে, সি.পি.আই-(এস)-এর অনেক অফিস পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, অনেক অফিস দখল করে রাখা হয়েছে, অনেক সি.পি.আই(এম) কর্মী বাড়ীতে থাকতে পারছে না। এই প্রদীপ সাহা পার্টি অফিসে থাকে। তার নামে মিথ্যা কেইস করা হয়েছে। বিধায়ক অমল মল্লিকের নেতৃত্বে বিলোনীয়াতে এই সমস্ত কুকর্মগুলি করা হচ্ছে। কাজেই এটা কোন ঘটনাই নয়। সবই হচ্ছে পরিকল্পিত, মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবং বিধায়ক অমল মল্লিকের হেম আপ করা। এই সমস্ত কুকাজ আপনারা বন্ধ করবেন কিনা আমি জানতে চাই।

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :—স্যার, একজন স্ত্রী সে গরীবই হোক আর ধনীই হোক, সি.পি. আই(এম)-এর সমর্থকই হোক আর কংগ্রেসের সমর্থকই হোক ঘর থেকে বেড় হয়ে এসে কারো নামে ধর্ষণের মিথ্যা অভিযোগ আনতে পারে এই সব উদ্ভট পরিকল্পনা নকুল বাবুদের পার্টিতে থাকতে পারে। এই এস এফ.আই, সদস্য প্রদীপ সাহাকে মেডিক্যাল এ্যাগজামিন করা হয়েছে, শ্রীমতি আরতী বনিককেও মেডিক্যাল এ্যাগজামিন করা হয়েছে। এবং ধর্ষণের প্রমাণ পাওয়া গেছে। পুলিশ চার্জসীট দিয়েছে, আদালতে বিচার হবে, যদি প্রদীপ সাহা দোষী না হয় পরবর্ত্তীকালে আইন মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিংবা উনাদের দল সেটা নিতে পারবেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় খুনিকে যেমন ওরা আড়াল করেন, ধর্ষণকারী দলকেও আড়াল করার চেষ্টা করছেন। মা বোনদের ধর্ষণ করবে আবার তাদের প্রটেকশ্যান দেবে দলের নামে সেটা এই সরকার সহ্য করবে না, আমরা যে-ভাবেই হোক সেটার মোকাবিলা করবো।

শ্রী দশরথ দেব (রামচন্দ্রঘাট) :— মি ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাদের পার্টি কখনও কোন ধর্ষণকে আমরা সমর্থন করি না এবং কেউ সমর্থন করে না। ধর্ষণকারী হিসাবেই তার বিচার হোক, এখানে পার্টির কোন ব্যাপার নেই এবং এখানে অনল মল্লিকের যে বক্তব্য উজান ময়দানের ঘটনা এটা ঘটনা নয়, এটা রটনা মাত্র, এটা আমরা সমর্থন করি না, তার তদন্ত হওয়া দরকার।

(গণ্ডগোল)

শ্রী অমল মল্লিক :— পয়েন্ট অব সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী যেটা বলেছেন যেটা উনাদের গায়ে লাগছে এবং যিনি আলোচনা করছেন উনারা প্রত্যক্ষ ভাবে তার মদত দিয়েছেন তার বিভিন্ন প্রমাণ বিভিন্ন এলাকায়, বিভিন্ন থানায়, বিশেষ করে নকুল বাবুর এলাকায়, আমি বলছি ১.৭.৮৮ ইং তারিখে লালমতি খাতুন যেখানে বার বার আলোচনা করা হয়েছে সেই লালমতি খাতুনকে ধর্ষণ করা হয়েছিল, ২৭.৭.৮৮ ইং তারিখে ধর্ষিতা হয় অমিয় মগ। ১০.১১.৮৮ ইং তারিখে লক্ষীছড়ার ছাত্রী রত্নবতি রিয়াংকে ধর্ষণ করা হয় খুন সন্ত্রাসগ্রুপের নেতা সাবন সরকারের দলের হাতে। ৬.১১.৮৮ ইং তারিখে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয় নকুল বাবুর মদতে যেখানে খুন সংগঠিত হয়েছিল সেই রাধানগরে, বাড়ী ঢুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে ঘরের মধ্যে তার আসামীও সি.পি.এমের লোক কৃষ্ণ দেবনাথ। ৭.১২.৮৮ ইং রাত্রে বিলোনীয়ার ধর্ষনের চেষ্টা করা হয় আরতি বনিককে। ৮.১২.৮৮ ইং তারিখে রাত্রে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয় বাইখোরার লক্ষ্মী দেবনাথকে। উনার স্বামী বাড়িতে ছিলেন না উনাকেও ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়, সেও সি.পি.এমের আসামী পঞ্চিত পাল। ৫.১২.৮৮ ইং সনের দিনের বেলায় ধর্ষিতা হয় কালাছড়ার কন্যা দেবনাথ ১১ বছর যার বয়স। সেও সি.পি.এমের আসামী নিরঞ্জন চক্রবর্তী। যাকে পাঠিয়েছেন কমলপুর থেকে বিধায়ক বিমল সিনহা। এই ভাবে চারিদিকে তারা একটা চক্রান্ত চালাচ্ছেন, এটা ঘটনা, সমস্ত ঘটনার তথ্য থানায় দেওয়া আছে এবং বাইরে এলাকার মধ্যেও প্রকাশিত আছে। আমি এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আছে কিনা জানতে চাই এবং আগামী দিনে তারা আরও ব্যাপক ভাবে স্কুলের ছাত্রী থেকে আরম্ভ করে মা বোন, ঘরের স্ত্রী সহ নানা জনের উপর নানা ভাবে এই রকম ধর্ষণের ঘটনা ঘটাতে পারে তাদের প্রত্যক্ষ মদতে, সেটার ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সরকার ক্ষমতায় আসার পরে যেসমস্ত ধর্ষণ, ডাকাতি, খুন, অগ্নিসংযোগ হয়েছে তার মধ্যে শতকরা ৯০টা ক্ষেত্রে সি, পি, এম, দলের সদস্য, সি. পি, এম, দলের নেতৃবৃন্দ, সি, পি, এম, দলের বিধায়করা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। আমরা স্টেপ নিয়েছি বিমল বাবুর বিরুদ্ধে, খুনের মোকদ্দমা আমরা দায়ের করেছি, অ্যারেষ্ট হয়েছে, জামিনে এসেছেন জীতেন সরকার আপনাদের বিধায়ক আইন অমান্য করার জন্য অ্যারেষ্ট হয়েছেন। যেমন সিমনাতে

আপনাদের গুণ্ডারা ডাকাতি করে পুলিশের চাপে পড়ে ব্রহ্মকুণ্ডে এসে আমার কাছে এসে অস্ত্রশস্ত্র সহ আত্মসমর্পন করে। মাননীয় আদালতের কাছে তারা বলেছে তারা সি, পি, এম, কর্মী। সারা ত্রিপুরায় ডাকাতি করার জন্য ওদেরকে ট্রেনিং দিয়াছে। তারা বলেছে যদি তোমরা আইনশৃংখলার মধ্যে বিঘ্ন ঘটাতে পার তাহলে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন হবে, এই মন্ত্রীসভা চলে যাবে, আমরা ক্ষমতায় আসব। মাননীয় আদালতের কাছে হলপ করে এই বিবৃতি দিয়াছে। আমি আজকে মাননীয় স্পীকারের সামনে সময়মত এই রিপোর্ট দেব। আমরা দেখেছি উদয়পুরে বিষ্ণু দত্তের কাছে এস, বি, এল, মেইড ইন চাইনীজ পিস্তল পাওয়া যায় সেটা সীল করা হয়েছে। এ, ডি, সির সদস্য শ্রীদাম পাল দীপক দেবনাথকে হত্যা করে। তার আগে আরও হত্যার সঙ্গে জড়িত ছিল। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শ্রীদাম পাল জনরোষে বলি হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সি, পি, এম, যদি খুন, রাহাজানি, ডাকাতি, এই সব ভবিষ্যতে পরিত্যাগ না করতে পারে তাহলে ভবিষ্যতে জনরোষের কাছে আরও বলি হবে। জনরোষের কাছে সরকারও টিকতে পারে না।

শ্রী বিমল সিনহা :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যে বিবৃতি দিলেন চমৎকার। আমার একটা প্রশ্ন মাননীয় বিধায়ক অমল বাবু যে কলিং এটেনশান এনেছেন আরতি বণিককে ধর্ষণের ঘটনা সম্পর্কে, ঐদিন তার আগের দিন মেডিকেল রিপোর্ট সরকারী ডাক্তার অমল বাবু, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সমীর বর্মন এবং আরও ২-১ জন কংগ্রেস নেতা প্রথম আগরতলায় একটি গোপন মিটিং করে, পরে বিলোনীয়াতে একটি মিটিং করে তারা ঠিক করে। এই ঘটনা সত্য কিনা ? মোহনবাড়ীতে যে ডাকাতি হয়েছে সেটার আগের দিন অমলবাবু এইখান থেকে গিয়ে ডাকাতদের নিয়ে একটা গোপন মিটিং করে এবং তথাকথিত একটা স্টেইজ সাবাওার করার জন্য আগে থেকে পরিকল্পনা করেছেন। সেইগুলির বিরুদ্ধে যারা যাবে, তাদের বিরুদ্ধে জনরোষ হবে ইত্যাদি কথা বলে আর একটা মার্ডারের পথ খুঁজছেন, এইটা হাউসের কাছ পরিবেশন করিবেন কিনা ?

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জানিনা মাননীয় বিধায়ক বাদল চৌধুরীর ভাই আমার চেলা না উনার চেলা। উনিই রিপোর্ট দিয়েছেন যে প্রদীপ সাহা এই ভদ্র মহিলাটিকে রেপ করেছে।

শ্রী বিমল সিনহা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিধায়ক বাদল চৌধুরীর ভাই সেখানে ডাক্তারী করেনা, এইখানে ডাক্তারী করে।

মিঃ স্পীকার ঃ— উল্লেখ্য বিষয়ের দ্বিতীয়টি গত ২-১-৮৯ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সরকার মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুর উপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো ঃ— "১৪ই নভেম্বর, ১৯৮৮ ইং বিশালগড় থানাধীন গকুলনগর নিবাসী ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের নেতা সুভাষ সাহা কতিপয় দুষ্কৃতকারী কর্তৃক নিজ গ্রামে গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে নিহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়," ১৪ই নভেম্বর, ১৯৮৮ ইং বিশালগড় থানাধীন গকুলনগর নিবাসী ক্ষেত মজদুর ইউনিয়নের নেতা সুভাস সাহা কতিপয় দুস্কৃতকারী কর্তৃক নিজ-গ্রামে গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে নিহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে "

উত্তরঃ ক্ষেতমজদুর ইউনিয়েনের নেতা সুভাষ সাহা বলে এই ধরণের কোন লোক বিশালগড় থানাধীন গকুলনগরে নাই। তবে গত ১৪/১১/৮৮ ইং তারিখ রাত ৮ ঘটিকার সময় বিশালগড় থানাধীন গকুলনগর সুকান্ত কলোনীর নিবাসী শ্রী সুভাষ সাহার স্ত্রী শ্রীমতি দিপালী সাহা বিশালগড় থানায় এসে এই মর্মে অভিযোগ দায়ের করেন যে, ঐ দিনেই সন্ধ্যা অনুমান ৭ ঘটিকার সময় তাহার স্বামী সুভাষ সাহা এবং তাহার দুই জন সঙ্গী যথা শ্রী গোপাল সাহা ও শ্রী রাখাল দাস কোনাবন চৌধুহনী থেকে তাদের বাড়ীর উদ্দেশ্যে ফিরতেছিলেন তখন পথের মধ্যে বিশালগড় থানাধীন গকুলনগর সুকান্ত কলোনী নিবাসী শ্রী ভুবন সিংহ-রায়ের পুত্র শ্রী দুলাল সিংহ রায় একটি কাঠের টুকরা দ্বারা তাহার স্বামী সুভাষ সাহাকে মারতে থাকে, ফলে, সে মারাত্মক রক্তাক্ত জখম প্রাপ্ত হয়। সুভাষ সাহার সঙ্গীদের ডাক চিৎকারে আশে পাশের লোকজন ঘটনা স্থলে পৌঁছলে উক্ত দুলাল সিংহ রায় পালিয়ে যায়। সঙ্গীদের সাহায্যে আহত ও অচেতন তাহার স্বামীকে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় এবং সেখান থেকে তাহাকে আগরতলা জি বি হাস-পাতালে প্রেরন করা হয়, উপরোক্ত অভিযোগটি বিশালগড় থানায় ভারতীয় দন্ডবিধির ৩২৫ ধারায় মোকদ্দমা নং ১২ (১১) ৮৮ নথিভুক্ত করে তদন্ত কার্য্য শুরু করা হয়। গত ১৫,১১,৮৮ ইং তারিখ রাত ১টার সময় সুভাষ সাহা জি বি হাসপাতালে মারা যান।

পুলিশ উক্ত মোকদ্দমায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা যোগ করার জন্য মাননীয় আদালতে আবে-দন করেন।

তদন্তকালে পুলিশ সুভাষ সাহার মৃতদেহ ময়না তদন্তের ব্যবস্থা করেন ও স্বাক্ষীগনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

গত ২১.১.৮৮ ইং তারিখে উক্ত মোকদ্দমায় এফ, আই, আর-এ বর্নিত প্রধান আসামী শ্রী দুলাল সিংহ রায়কে পুলিশ গ্রেপ্তার করে গত ৩১,২,৮৮ ইং তারিখে মাননীয় আদালতে প্রেরন করেন। বর্তমানে সে জেল হাজতে আছে।

পুলিশ উক্ত মোকদ্দমার তদন্ত কার্য্য শেষ করে আসামী দুলাল সিংহ রায়ের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০১ ধারায় বিশালগড় থানায় ১৪০ নং অভিযোগ-পত্র দায়ের করেন। বর্তমানে মামলাটি বিচারাধীন আছে।

শ্রীমতিলাল সরকার (কমলাসাগর) :– পয়েন্ট অফ্ ক্লারিফিকেশান স্যার, ঐ দিনের খুনের কিছু আগে খুনী দুলাল সিংহ রায় সহ কিছু সমাজ-বিরোধী কোনাবন চৌমুহনীতে একটা দোকানে বসে মদের আসর জমিয়েছিল এবং সেখানে এলাকার কংগ্রেস (ই) র সভাপতি রাখাল দাস ও সেখানে ছিলেন এবং সেখান থেকে চক্রান্তটা হয়, খুনের প্রত্যক্ষ দর্শী হলেন সুভাষ সাহার স্ত্রী. তিনি সঙ্গে সঙ্গে এফ, আই, আর, করেন এবং আমিও তার পরের দিন থানায় পুলিশকে এই এলাকার নিরাপত্তার জন্য এবং স্বামীর নিরাপত্তার জন্য ব্যবস্থা নিতে এবং আসামীকে গ্রেপ্তার করতে থানার ও, সিকে জানাই। কিন্তু দীর্ঘ দিন পুলিশ সেই খুনিকে ধরবার জন্য কোন চেষ্টা করেন নাই। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি, এই দুলাল সিংহ রায় কয়েক মাস আগে টি, এস, আর-এর একজন জোয়ানকে কিরিস দিয়ে আক্রমন করে এবং টি, এস, আর তাকে ধরে নিয়ে থানায় দেয় কিন্তু সেখান থেকে থানার পুলিশ তাকে ছেড়ে দেয়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আরও জানেন কি যে, ১২ই সেপ্টেম্বর সুকান্ত কলোনী থেকে সেখানকার জনগণ বিপুল সংখ্যায় কৃষক সত্যাগ্রহে যায় এবং কৃষক সত্যাগ্রহের পরে দেখা যায় আক্রোশ-মূলকভাবে ১৩ই সেপ্টেম্বর সুকান্ত কলোনীতে আক্রমন করা হয় এবং সেখানে একটা বাড়ী পোড়ানো হয়, এই দুলাল সিংহ রায় ও সমাজ-বিরোধী যারা কংগ্রেস (ই,-র কর্মী সেই এলাকার, তারাই এই সব কাণ্ড করেন। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার সুভাষ সাহাকে বাঁচানোর জন্য স্বপন দে নামে যিনি রক্ত দিয়েছিলেন তাকেও যাতে এলাকাছাড়া করা যায় তার জন্য তার দোকানে আক্রমন করা

হয় এবং দোকানটা লুট করা হয়, অথচ বার বার পুলিশকে জানানো সত্ত্বেও এই এলাকার মধ্যে শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখার জন্য এবং এই সব সমাজ-বিরোধীদেরকে ধরার জন্য শাস্তি দেওয়ার জন্য সেখানে পুলিশ কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর এমন কোন নির্দেশ আছে কিনা যে এদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যতদূর জানি পুলিশ সূত্রে তাতে দেখা যায় দুলাল সিংহ রায় হল ক্ষেত মজদুর ইউনিয়নের একজন সদস্য। যাহউক ক্রিমিন্যাল আমার কাছে ক্রিমিন্যাল এবং সে হিসাবে আমি চিনি, সে ক্ষেত মজদুর হউক বা কংগ্রেস হউক সেটা কোন কথা নয়। কাজেই একটা জিনিষ আপনার মাধ্যমে আমি বিরোধী সদস্যদের জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, ঘটনা হয়েছে ১৪-১১-৮৮ইং তারিখে এবং ১ মাস অতিক্রান্ত হওয়ার আগে পুলিশ এই মোকদ্দমার চার্জশিট আদালতে পেশ করেছে। ৩০২ ধারার মোকদ্দমা আমরা যদি বাদ দিই তাহলেও ৩১৪, ৩২৬ ধারার এমন কোন একটা মোকদ্দমা তারা দেখাতে পারবেন কিনা যে তারা বিগত ১০ বছরে চার্জশিট দিয়েছে ? স্যার, দুলাল সিংহ রায়কে ঐ এলাকার যিনি বিধায়ক তিনি আশ্রয় দিয়ে রেখেছেন। তাকে এরেষ্ট করা যাচ্ছেনা। এখন সে আসামী, পুলিশ হাজতে আছে।

মিঃ স্পীকার :—নো নো দেয়ার আর মেনি বিজনেস টুডে।

আজকে আরেকটি বিষয়ের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী একটি বিবৃতি দেবেন বলে স্বীকৃত হয়েছেন। নোটিশটির বিষয় বস্তু হচ্ছে — "গত ২৫-৭-৮৮ ইং রাত্রে রাধানগর (বিলোনীয়া) বাজারে এন. এস. ইউ. আই, কর্মী রঞ্জিৎ দেবনাথ পরিকল্পিত আক্রমণে আহত হয়ে পরে জি. বি. হাসপাতালে মারা যাওয়া সম্পর্কে"।

আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উক্ত নোটিশটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় গত ২৫-৭-৮৮ ইং আনুমানিক রাত্রি

১১-১৫ মিঃ বিলোনিয়া বিভাগের রাধানগর সাকিনের শ্রীনিরঞ্জন দেবনাথ পুরাণ রাজবাড়ী থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন যে ঐ দিনই সন্ধ্যা আনুমানিক ৭ ঘটিকার সময় শ্রী নিরঞ্জন দেবনাথ সহ কিছু সংখ্যক কংগ্রেস-(আই) সমর্থক "ডেইলি দেশের কথা" পত্রিকায় লালমতি বিবি ও সাধন দেবনাথের খুনের ব্যাপারে অসত্য সংবাদ পরিবেশন করার প্রতিবাদে একটি প্রতিবাদ মিছিল বাহির করিয়াছিল। হঠাৎ সি.পি.আই, (এম) কর্মীরা শ্রী বীরেন্দ্র দেবনাথ ও শ্রী সমীর দেবনাথের নেতৃত্বে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত হইয়া ঐ মিছিলের উপর আক্রমন করে। ফলে শ্রী রনজিৎ দেবনাথ, শ্রী সুধীর বিশ্বাস, শ্রী ইন্দ্রজিৎ বিশ্বাস এবং শ্রী ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ ও কয়েকজন গুরুতর জখম প্রাপ্ত হন। জখম প্রাপ্তদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। আহত রনজিৎ দেবনাথের আঘাত গুরুতর বিধায় তাহাকে আগরতলা জি.বি. হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। গত ২৮-৭-৮৮ ইং তারিখ তথায় তিনি মারা যায়।

উপরোক্ত ঘটনার ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮। ১৪৯/৩২৪/৩৪১/৩২৫ ধারায় পুলিশ পুরাণবাড়ী থানায় মামলা নং ১৭ (৭) ৮৮ নথিভুক্ত করিয়া তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করেন। পরবর্তী সময়ে আহত রনজিৎ দেবনাথ মারা যাওয়ায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা যোগ করা হয়। তদন্তকালে পুলিশ নিম্ন-লিখিত ব্যাক্তিগণকে গ্রেপ্তার করিয়া মাননীয় আদালতে প্রেরণ করেন। বর্তমানে তাহারা সকলেই জামিনে মুক্ত আছেন।

গ্রেপ্তারিকৃত ব্যক্তিদের নাম ঃ-- (১) শ্রী শ্রীদাম বিশ্বাস, (২) শ্রী কমল বিশ্বাস, (৩) শ্রী মনীন্দ্র সরকার, (৪) শ্রী নিরঞ্জন বিল, (৫) শ্রী নৃপেন্দ্র সরকার, (৬) শ্রী মনীন্দ্র দেবনাথ, (৭) শ্রী যোগেন্দ্র বিশ্বাস, (৮) শ্রী যতীন্দ্র দেবনাথ, (৯) শ্রী দীপক পাল।

গ্রেপ্তারকৃত সকলেই রাধানগর সাকীনের বাসীন্দা এবং সি, পি, আই(এম) দলের সমর্থক। ইহাও প্রকাশ থাকে যে, রাধানগর সাকিনের শ্রী রাম চন্দ্র মাননীয় আদালতে ২৫.১০.৮৮ ইং তারিখে আত্মসমর্থন করেন। বর্তমানে তিনি জামিনে মুক্ত আছে।

মোকদ্দমাটির তদন্ত চলিতেছে।

শ্রী অমল মল্লিক :—পয়েণ্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য রয়েছে

কি না যে, গত ৭ই জুলাই থেকে পর পর দুটি ঘটনায় সাধন দেবনাথ এবং রঞ্জিত দেবনাথ পরিকল্পিতভাবে খুন হবার পর এই জুলাই মাসেই মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাসের সভাপতিত্বে বিলোনীয়া বাজারে সি. পি, এমের একটি মিটিং হয় এবং এই মিটিং-এর মূল আলোচ্য সূচী ছিল কি করে রাজ্যে ব্যাপকভাবে খুন ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করা যায় সে রকম কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে রয়েছে কি না ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে, এই ধরণের প্রত্যেকটি খুন ডাকাতি এবং নারী ধর্ষণের ঘটনায় সি, পি; এমের সদস্যরা এবং তাদের নেতৃবর্গ জড়িত রয়েছেন।

শ্রী নকুল দাস :—পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার,

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি বসুন, আই হ্যাড নো টাইম, আমার হাতে আরো অনেক বিজনেস বাকী রয়ে গেছে।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী (প্রমোদনগর) :—পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, এইভাবে আমাদের দলের সম্পর্কে তারা নানা ধরনের কুৎসা ছড়াবেন আর আমরা তার প্রতিবাদ করতে পারব না ? আপনি এই ব্যাপারে আমাদের ক্ল্যারিফিকেশান চাইবার সময় দিতে হবে। এইভাবে সারা রাজ্যে আমাদের উপর আক্রমন হবে, হবে, আমাদের কর্মীরা খুন হবে, আমাদের উদয়পুরের অফিসে তারা আক্রমন করেছে ! আর আমরা এর বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারবনা। আমাদের সময় দিতে হবে।

মিঃ স্পিকার :—আই হ্যাভ নো টাইম, আমার হাতে আরো অনেক বিজনেস বাকি রয়ে গেছে।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :—আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস মহাশয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮ ইং কমলপুর মহকুমার আমবাসা থানাধীন কুলাইতে কতিপয় দুষ্কৃতকারী কর্তৃক অমরেন্দ্র দে-কে ধারালো অস্ত্র দিয়ে গুরুতর আঘাত করা এবং পরে জি, বি হাসপাতালে মৃত্যু হওয়া সম্পর্কে।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী রুদ্রেশ্বার দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষনী প্রস্তাবটি উৎথাপনের সম্পতি দিয়েছি। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্যে আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্ম্মণ (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগামী ৬/১/৮৯ ইং তারিখে এই বিষয়ের উপর একটি বিবৃতি দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় আগামী ৬/১/৮৯ ইং তারিখে এই নোটিশের উপর একটি বিবৃতি দেবেন।

আমি আজ আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস মহোদয়ের নিকট থেকে। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—"গত ২৮শে জুলাই, ১৯৮৮ ইং বিলোনীয়ার চিত্তামারা গ্রামের সুবীর পালকে প্রকাশ্য দিবালোকে ট্রাক গাড়ীতে তোলে নিয়ে গিয়ে হত্যা করার ঘটনা সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষনী প্রস্তাবটি উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্যে আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমার পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্ম্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার; আমি আগামী ৬/১/৮৯ ইং তারিখে

এই নোটিশের উপর একটি বিবৃতি দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আগামী ৬/১/৮৯ ইং তারিখে একটি বিবৃতি দেবেন।

আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

'গত ২০-১২-৮৮ ইং রাতে বণকর বাজার থেকে বাড়ী ফিরবার পথে নেতাজী পল্লীতে যুব কংগ্রেস কর্মী মাণিক দেবনাথকে পরিকল্পিত ভাবে খুন করার চেষ্টা সম্পর্কে" ।

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ২০-১২-৮৮ ইং তারিখ রাত অনুমান ৭ ঘটিকার সময় বিলোনীয়া বিভাগের নেতাজী পল্লী নিবাসী মৃত রাধামোহন দেবনাথের পুত্র মাণিক দেবনাথ বনকর বাজার হইতে বাড়ী ফিরিবার পথে ঐ গ্রামেরই শ্রীরিঞ্জন চক্রবর্তী ও অপর দুইজন ব্যক্তি দ্বারা আক্রান্ত হন। আক্রমন কালে শ্রী মাণিক দেবনাথকে চাদর দিয়ে মুখ ও দড়ি দিয়ে হাত পা বেঁধে মারতে থাকে এবং বুকেও আঘাত করে। ফলে শ্রী দেবনাথ গুরুতর জখম প্রাপ্ত হয়। দুষ্কৃতকারীরা শ্রী মাণিক দেবনাথকে শ্বাস রোধ করে মারতে চেষ্টা করে। ঘটনার ঠিক সেই সময়েই এ জন স্ত্রী লোক ঘটনাটি দেখে চীৎকার করিয়া উঠিলে দুষ্কৃতকারীরা শ্রীদেবনাথকে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যায়।

এই ঘটনাটি ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩১৫/৩০৭/৩৪ ধারায় বিলোনীয়া থানায় মোকদ্দমা নং ১৩ (১২)৮৮ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য্য শুরু করে। আহত শ্রী মাণিক দেবনাথকে প্রথমে বিলোনীয়া হাসপাতালে ও পরে সুচিকিৎসার জন্য আগরতলা জি. বি হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। তিনি বর্তমানে চিকিৎসাধীন আছেন।

তদন্তকালে পুলিশ গত ২০-১২-৮৮ইং তারিখ জড়িত সন্দেহে শ্রী সজল শর্মা ও শ্রী বিশ্বজিৎ দাসকে গ্রেপ্তার করে মাননীয় আদালতে প্রেরণ করেন এবং বর্তমানে তাহারা জেল হাজতে আছে।

তদন্তকালে আরও প্রকাশ পায় যে আহত শ্রীমাণিক দেবনাথ কংগ্রেস (আই) এর সমর্থক এবং ধৃত ব্যক্তিদ্বয় সি. পি. আই, (এম) দলের সমর্থক। ঘটনাটির তদন্ত ভার বর্তমানে সি, , আই ডি, বিভাগের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। ঘটনাটির তদন্ত চলিতেছে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে সম্পূর্ণ নতুন কায়দায় নতুনভাবে বিলোনীয়াতে ৪২ জন ছেলেকে মিজির খিল মদন দাসের বাড়ীতে আগরতলা থেকে এক্সপার্ট নিয়ে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে যে দা, লাঠি, বল্লম, বোমা ছোড়া নয়, হাত দিয়ে আমরা যেমন আগের দিনে শুনতাম ঠগি প্রথায় ফাঁস এটে মানুষকে মারার যে প্রথা, যেমন আমরা দেখেছি গত ১১/১২/৮৮ ইং তারিখে মতিলাল ভট্টাচার্য্যকে যেমন ভাবে মারা হইয়েছে, সেই কায়দায় মাণিক দেবনাথকে খুন করার চক্রান্ত হয়েছিল. এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :—(স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, নতুন টেকনিক যেটা তৈরী করেছে সেটার সবটাই সরকারের জানা আছে যে তারা তাদের দলীয় ক্যাডারদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছে। সি, পি, এম, দল একটা নতুন টেকনিক বের করেছে, পেছন দিক থেকে হঠাৎ মাথার উপর চাপ দিয়ে মুখে রুমাল ভরে দিয় হত্যা করবে। ওদের হত্যার-রাজনীতি আজকের নয়, ১৯৪৮, ৪৯, ৫০ সাল থেকে চলে আসছে মাননীয় বিরোধী দলের নেতা নৃপেনবাবু যেদিন কাকদ্বীপ থেকে এসেছেন সেদিন থেকেই এটা চলে আসছে। শুধু টেকনিকটা মাঝে মাঝে পাল্টানো হয়। যখন ধর্ষণের দরকার হয় তখন ধর্ষণ করার জন্য ওদের ক্যাডারদের বলে দেওয়া হয় ধর্ষণ করে যাও, যখন ডাকাতির দরকার হয় তখন বলা হয় ডাকাতি করে যাও, যখন খুনের দরকার হয় তখন বলা হয় খুন করে যাও। এই নির্দেশ তাদের পার্টি থেকে দেওয়া হয়। কাজেই আপনারা মনোযোগ দিয়ে এটা শ্রবণ করুন। সময় থাকতে আপনারা সাবধান হন. না হলে আমাদের কর্মিদের তাদের নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য নির্দেশ দিতে হবে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য জানা আছে কিনা যে, তাদের পার্টি অফিসে বিগত দিনের লটারীর কেলেঙ্কারীর টাকা এবং বিভিন্ন ডেভেলাপমেন্ট স্কীমের টাকা সরিয়ে এনে প্রায় এক শ' টাকার মত গাড়ী কিনেছে, যেমন আমরা দেখছি বিলোনিয়াতে বাদলবাবু টি, আর, এ, ২২২৯ এবং টি, আর, টি ১১০১ ব্যবহার করছেন এবং অনেক সময় রাত্রে ১২টা ১টার সময় দেখা যায় সেই গাড়ীগুলিতে কোন সময় বাদলবাবু, কোনসময় নকুলবাবু, বা ব্রজমোহন ত্রিপুরা ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং এর কিছু পরেই দেখা যায় কোন একটা সময়ে কোন কংগ্রেস বাড়ীতে গিয়ে রাত্রি ১০টার পর বা ১২টার পর দরজার উপর আঘাত হানছে। এইরকম যে একটা ভীতির সৃষ্টি হয়েছে সে সম্পর্কে সরকার কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছেন কিনা মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই জন্য গ্রামে গঞ্জে ওদের দলকে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি না বলে বলা হয় কমিউনিষ্ট পার্টি মারিং। গত দশ বছরে তারা সরকারী কোষাগারকে ফাঁক করে দিয়েছে এবং যে সমস্ত নেতারা আগে রাস্তায় বিড়ি কুড়িয়ে খেত এখন ফাইভ ফিফটি ফাইভ খায়। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আগরতলার বিশু সাহা, বিশালগড়ের ষষ্ঠী চক্রবর্তী, জিরানিয়ার মানিক দেব। এইরকম শত শত উদাহরণ দেওয়া যাবে। কাজেই এটা নতুন কথা নয়। এটা ত্রিপুরার সবাই জানেন এবং জানেন বলেই গত নির্বাচনে তাদের তারা আস্তা কুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। নির্বাচনে কারচুপি করেও জয়ী হতে পারেনি, খুন সন্ত্রাস করেও তারা জয়ী হতে পারেনি, কোটি কোটি টাকা খরচ করেও জয়ী হতে পারে নি।

তারা দলীয় ক্যাডার বাহিনী লাগিয়ে জয়ী হতে পারেননি, গণনায় কারচুপি করেও তারা জয়ী হতে পারেননি, ত্রিপুরার মানুষ গত নির্বাচনে তাদেরকে আস্তা কুড়ে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে।

শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার জিজ্ঞাস্য হল আমরা যারা মন্ত্রী আছি, আমাদের একটা গাড়ী নিতেই অনেক পিটাপিটি করতে হয়, কিন্তু মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট দলের সদস্যরা কি করে দুইটি গাড়ী ব্যবহার করেন ?

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :— এই সম্পর্কে আপনারা জানতে চাইলে, তাও তদন্ত করে দেখা হবে।

মিঃ স্পীকার :— আজ, মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী গৌরী শংকর রিয়াং কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল —। 'গত ১১-১২-৮৮ইং সকাল প্রায় ৯ টায় শান্তিরবাজারে বিধায়ক বাদল চৌধুরীর পার্সোন্যাল সিকিউরিটি কৌশিক বৈদ্য কর্তৃক আই, এন, টি, ইউ, সির স্থানীয় কর্মী গোপাল সাহাকে পিস্তল দ্বারা গুলী করতে উদ্যত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে'।

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মণ (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১১-১২-৮৮ইং তারিখ সকাল অনুমান ৯টা থেকে ৯-১০মিঃ-এর সময় ত্রিপুরা বিধানসভার সি, পি, এম, দলের বিধায়ক শ্রী বাদল চৌধুরী টি,

আর-এ-২২২৯ গাড়ীটি নিয়ে শান্তির বাজারে যান। তিনি সেখানে সি, পি, আই (এম) পার্টি অফিসে বসে উক্ত গাড়ীর চালক শ্রী গোপাল মজুমদারকে শান্তির বাজার মোটরস্ট্যাণ্ড থেকে আর একটি গাড়ী ভাড়া করে নিয়ে আসার জন্য পাঠান। চালক শ্রী গোপাল মজুমদারের সংগে বিধায়ক শ্রী বাদল চৌধুরীর ব্যক্তিগত দেহরক্ষী কনেষ্টবল শ্রী কৌশিক বৈদ্যও যায় শান্তির বাজার মোটরস্ট্যাণ্ডে পৌঁছে চালক শ্রী গোপাল মজুমদার, শ্রী চন্দন দাস নামে অন্য একজন গাড়ী চালকের সংগে হাসি মস্করা করতে থাকলে কনেষ্টবল শ্রী কৌশিক বৈদ্য তাদের এরূপ করতে নিষেধ করেন। চালক শ্রী চন্দন দাস শ্রী কৌশিক বৈদ্যের পরিচয় জানত না। দুই চালকে হাসি মস্করা করা চলাকালীন কনেষ্টবল শ্রীকৌশিক বৈদ্য বাধা দেওয়াতে শ্রীচন্দন দাস তাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করলে উভয়ের মধ্যে তর্কাতর্কি হয়। তাদের মধ্যে এই তর্ক বিতর্ক চলাকালীন সেখানে বেশ কিছু লোকের সমাগম হয়, ফলে শ্রী কৌশিক বৈদ্য তার কোন বিপদ হওয়ার আশংকায় ভয় দেখাবার জন্য রিভলবারটি বের করে এবং সি, পি, আই (এম) পার্টি অফিসে গিয়ে আশ্রয় নেয়। শান্তির বাজার পুলিশ আউট পোষ্টে এই খবর পৌঁচার সংগে সংগে কর্তব্যরত পুলিশ এসে উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করে এবং কনেষ্টবল কৌশিক বৈদ্যকে শান্তির বাজার পুলিশ আউট পোষ্টে নিয়ে যায়।

শ্রী গৌরী শঙ্কর রিয়াং (শান্তির বাজার) ঃ--মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ব্যক্তিগত দেহরক্ষী তাদেরই দেওয়া হয়—বিধায়ক কিংবা ঐ রকম সম্মানিত ব্যক্তিদের রক্ষা করার জন্য। ঐ দিন ওখানে মাননীয় বিধায়ক বাদল বাবু ছিলেন না। তিনি ছিলেন ডাকবাংলোয়। কৌশিক বৈদ্যের উপর এমন কি আক্রমন হয়েছিল যে কারণে তিনি পিস্তল উচিয়ে গুলি করতে উদ্যত হয়েছিলেন ? এই ব্যাপারে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না ?

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, এই ব্যাপার নিয়ে আমি চিন্তা ভাবনা করছি। এতদিন আমরা বিরোধী দলনেতার পছন্দ অনুযায়ী ব্যক্তিগত সিকিউরিটি দিয়ে আসতাম। উনারা চাইলে এখনও দিচ্ছি এবং ভবিষ্যতেও দেব। কিন্তু এখন থেকে আমরা সরকারের পছন্দ অনুযায়ী সিকিউরিটি দেব। কারণ মনুতে শ্রীদাম পালের দেহ রক্ষী যে ঘটনা করেছে কিম্বা বাদল বাবুর সিকিউরিটি যে-সব ঘটনা করেছে এবং আরও ২/১টি ঘটনা আছে যেগুলি আমরা দেখছি। এবং সেই ব্যাপারে আমরা চিন্তা ভাবনা করছি—উনাদের সিকিউরিটির ব্যাপারে স্বরাষ্ট্র দপ্তর সেটা দেখবে। কিন্তু এখন থেকে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের পছন্দ মত লোক আমরা দেব। এই বিধানসভা শেষ হওয়ার পরে সেই ব্যাপারে আমি ব্যবস্থা নেব কারণ পি.আর.বি অনুযায়ী বামফ্রণ্ট এখানো যেটা ফলো করতেন সেটা আমরা ফলো করছি কিন্তু পি.আর.বি. কিম্বা সি.আর.পি.সি.র কোথাও এই কথা উল্লেখ নাই যে বিরোধী দলের সদস্যদের পছন্দ মত সিকিউরিটি দিতে হবে। বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যদের নিরাপত্তা যাতে বিঘ্নিত না হয় সেই দায়িত্ব স্বরাষ্ট্র দপ্তরের তথা সরকারের। কাজেই মাননীয় বিরোধী দলনেতা নৃপেন বাবুর বা তাঁর

দলের অন্যান্য মাননীয় সদস্যদের সিকিউরিটি দেওয়ার দায়িত্ব কংগ্রেস টি.ইউ.জে.এস সরকারের। সেখানে উনাদের পছন্দ মত সিকিউরিটি আমরা দেব না এই কথা আমি এই হাউসের মাধ্যমে উনাদের জানিয়ে দিচ্ছি।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় যে বিবৃতি দিলেন সেটা কোন বিরোধী দলের পক্ষে বিপজ্জনক নয় কিন্তু সিকিউরিটির পক্ষে বিপজ্জনক। কারণ ইতিমধ্যে কয়েকজন সিকিউরিটি আক্রান্ত হয়েছে, দুই জন সিকিউরিটি খুন হয়েছে। যারা খুন হয়েছে তাদের আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি—কারণ তারা কর্তব্যরত অবস্থায় খুন হয়েছে। কোন পুলিশ অফিসার যদি কর্তব্যরত অবস্থায় খুন হয় তাহলে আমরা তাদের শহীদের সম্মান দিয়ে থাকি। বর্তমানে কোন পুলিশ অফিসার আমাদের সিকিউরিটি হতে চাইছে না।কারণ তারা তাদের জীবন বিপন্ন করে আমাদের জন্য সিকিরিউটির কাজ করছে হচ্ছে : ফটিকরায়ে তারা আক্রান্ত হয়েছে সাব্রুমে।

মিঃ স্পীকার :—Hon'ble Members. it is the duty of the Home Ministry (intu-rreption) if yon feel insecureo then you can write.

শ্রী অমল মল্লিক :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, শ্রী গোপাল সাহা শান্তিরবাজার বিভাগীয় মোটর কর্মী সমিতির সক্রিয় কর্মী সে দিনের ঘটনা শ্রমিকদের উপর একটা ষড়যন্ত্র ছিল। বীরচন্দ্র মনুতে যে ঘটনা করা হয়েছিল সিকিউরিটি দিয়ে গুলী করিয়ে ঠিক এই ধরণের ঘটনা সৃষ্টি করার জন্য—কারণ আজকে বামফ্রন্ট মোটর শ্রমিকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে বামফ্রন্টের মোটর শ্রমিকেরা দলে দলে আমাদের আই.এন.টি.ইউ-সি-র পতাকা তলে সামিল হচ্ছে। সেজন্য সিকিউরিটির মাধ্যমে গুলি করিয়ে গোলমাল সৃষ্টি করে রাজনৈতিক ফায়দা আদায় করার জন্য এই ধরনের ঘটনা করতে চেয়েছিল এটা জানা আছে কি না ?

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি একটু আগে বলেছি যে বিরোধী দলনেতা এবং উনার দলের সদস্যরা যেভাবে সিকিউরিটি পুলিশ এবং অফিসারদেরকে নিয়ে রাজনৈতিক খেলা শুরু করে দিয়েছেন সেটা হতে আমরা দেব না। আমরা চাই বিরোধী দল নেতা বেঁচে থাকুন সুষ্ঠুভাবে গণতান্ত্রিক চিন্তাভাবনার মধ্যে থেকে রাজ্যের বিভিন্ন কারখানায় জনসভা করুন। রাজ্যের ভোটাররা ওদেরকে আসতাকুড়ে ফেলে দিয়েছেন। খগেন দাস এবং অন্যান্য যে-সমস্ত সদস্য আছেন তাদেরকে আমরা সিকিউরিটি গার্ড দিয়েছি। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যখন বিরোধী দল নেতা ছিলেন তখন তিনি গার্ড পান নি। সেই সিকিউরিটি গার্ড পাওয়ার জন্য তাকে অনেক দরবার করতে হয়েছে। আমরা শুধু এম.এল.এ.নয় এমন কি এ.ডি.সির মেম্বারদেরকেও সিকিউরিটি দেওয়া হয়েছে তাদের বাড়ী গার্ড দেওয়ার জন্য। কাজেই

আমরা পুলিশ গার্ডদেরকে নিয়ে রাজনৈতিক খেলা খেলতে দেব না।

মিঃ স্পীকার :—আমি আবেকটি দৃষ্টি আর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য রতন লাল ঘোষ মহোদয়ের কাছ থেকে পেয়েছিলাম এবং মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আজ বিবৃতি দিতে স্বকৃত হয়েছিলেন। নোটিশটি বিষয় বস্তু হলো :—গত ২৭-৭-৮৮ ইং সকালে বিলোনীয়া বিভাগের মধ্যপিলাক (দেবদারু) এলাকার অমিয় মগ ধর্ষিতা হওয়া সম্পর্কে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ২৭.৭.৮৮ ইং সকাল অনুমানিক ৭ ঘটিকার সময় মধ্যপিলাকের বাসিন্দা কুমারী অমিয় মগ তাহার কাকার জন্য খাবার লইয়া জঙ্গল পথে ধান ক্ষেতের ভিতর দিয়ে দেবদারু গ্রামে যাইবার সময় দেবদারু গ্রামের শ্রীদীন বন্ধু শীলের পুত্র হারাধন শীল কুমারী অমিয় মগকে জোড় পূর্বক পথিমধ্যে আটকায় এবং তাহার উপর বলাৎকার করিয়া পালাইয়া যায়। উপরোক্ত ঘটনার ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৫ ধারায় বাইখোরা থানায় মামলা নং ৯(৭)৮৮ নথিভুক্ত করিয়া পুলিশ তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করেন। তদন্ত কালে পুলিশ অভিযুক্ত হারাধন শীলকে ধরার সর্ব প্রকার চেষ্টা চালায়। কিন্তু সে পলাতক বিধায় অদ্যাবধি তাহাকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই। তদন্ত শেষে পুলিশ আসামী হারাধন শীল-এর বিরুদ্ধে তাহাকে ফেরারী দেখাইয়া অভিযোগ পত্র দাখিল করিয়াছেন। আসামী হারাধন শীল সি.পি.আই (এম) সদস্য বলে প্রকাশ।

শ্রী রতনলাল ঘোষ (খয়েরপুর) :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, গত ২৭.৭.৮৮ ইং তারিখে যে ধর্ষণের ঘটনা ঘটে তার আগের দিন ২৬ ৭.৮৮ ইং তারিখে এম.পি. নারায়ণ করের বাড়ীতে সি,পি.আই (এম) সদস্য নকুল দাস ও আরও কয়েকজনকে নিয়ে মিটিং করে। এর মধ্যে স্থানীয় কিছু দুস্কৃতকারীও আছে। রাজ্যে গোলযোগ সৃষ্টি করার জন্য এখন কি তারা ধর্ষণকে হাতিয়ার হিসাবে বেছে নিয়েছে কি না সেই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না ?

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মণ (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ওরা রাজ্যে পাহাড়ী ও বাঙ্গালীদের মধ্যে আবার দাঙ্গা বাঁধাবার জন্য প্রয়াস নিচ্ছে কিন্তু সরকার তা ব্যর্থ করতে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা নিয়েছেন।

শ্রীগৌরী শঙ্কর রিয়াং :—প্রবাদ আছে, 'নেই কাজ ত খৈ ভাজ'। আজ উনাদের কর্ম্মীদের কাজ দিতে পারছেন না বলে এই সব ঘটনায় ওরা লিপ্ত হচ্ছে। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে প্রকৃত তথ্য সভায় পেশ করবেন কিনা তা আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই।

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :—স্যার, আমি তদন্ত করে প্রকৃত তথ্য হাউসে দেব।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—পয়েন্ট অব ক্লিয়ারিফিকেশান, এখানে যে তথ্য মাননীয় মন্ত্রী দিলেন সে সম্পর্কে আমি জানতে চাই, এটা ছেলে না মেয়ে ? তার বাবার নাম কি, স্বামীর নাম কি, স্ত্রীর নাম কি এখানে তা বলতে হবে ত ? এমন কি হাসপাতালে গেছে কিনা তাও নেই ? যা খুশী বানানো খবর পরিবেশন করার সুযোগ আপনি দেবেন ?

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্ম্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জানতাম, বীরোধী দলের নেতা এক সময় আইন মন্ত্রীও ছিলেন। যদিও অ ইনের "অ"-ও উনি জানেন না। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীও ছিলেন। কিন্তু এতটুকুও কি সাধারণ জ্ঞান নেই ? মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার সাথে সাথে সেটাও কি চলে গেছে ? মেডিক্যালের এ.বি.সি.ডি. থেকে বলতে হবে এটা আমার জানা ছিল না। উনি লিঙ্গ জানতে চেয়েছেন। এ বয়সেও উনার সেটা চাই। স্ত্রী লিঙ্গই। পুংলিঙ্গ হলে ধর্ষণ করা যায় না।

PRESENTATION OF PETITION

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আমি একটি পিটিশন পেয়েছি যাহা পিটিশান কমিটির অন্তর্ভুক্ত, মেটারস্ অব্ পাবলিক ইম্পর্টেন্স-এর উপর। পিটিশানটি দিয়েছেন শ্রী দীনেশ চন্দ্র সাহা বাবং গং ২১ জন। পিটিশনটির বিষয় বস্তু হলো :—

For construction a Dam (Bandh) from Gakulpur to Hadra Sluice Gate for protection of Flood.

পিটিশনটি ফরোয়ার্ড এবং কাউন্টার-সাইনড্ করেছেন মাননীয় বিধায়ক শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস মহোদয়।

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস মহোদয়কে অনুরোধ করছি পিটিশনটি এই সভায় রিপোর্ট করার জন্য।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়; শ্রী দীনেশ চন্দ্র সাহা এবং ২১ জন স্বাক্ষরকারীর পিটিশনটি আমি সভার সামনে রিপোর্ট করছি। পিটিশনটির বিষয়বস্তু হলো :—

"For construction a Dam (Bandh) from Gakulpur to Hadra Sluice Gate 'for protection of Flood."

PRESENTATOIN OF COMMITTEE REPORTS

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :—কমিটি অন্ পাব্লিক আণ্ডারটেকিংস-এর ষোড়শতম প্রতিবেদন (সিক্সটিন্থ রিপোর্ট) সভার সামনে উপস্থাপন।"

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ মহোদয়কে (চেয়ারম্যান অব্ দি কমিটি অন্ পাব্লিক আণ্ডারটেকিংস্) অনুরোধ করছি প্রতিবেদনটি (রিপোর্টটি) সভার সামনে পেশ করার জন্য।

শ্রী ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পাব্লিক আণ্ডারটেকিংস্ কমিটির ষোড়শতম প্রতিবেদন সিক্সটিন্থ রিপোর্ট) সভার সামনে পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :—কমিটি অন্ পাব্লিক এ্যাকাউন্টস-এর সাতচল্লিশতম প্রতিবেদন (ফরটি সেভেন্থ রিপোর্ট) সভার সামনে উপস্থাপন।"

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী দশরথ দেব মহোদয়কে (চেয়ারম্যান অব্ দি কমিটি অন্ পাব্লিক এ্যাকাউন্টস্) অনুরোধ করছি। প্রতিবেদনটি (রিপোর্টটি) সভার সামনে পেশ করার জন্য।

শ্রী দশরথ দেব :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পাব্লিক এ্যাকাউন্টস্ কমিটির সাতচল্লিশতম প্রতিবেদন (ফরটি সেভেনথ্ রিপোর্ট) সভার সামনে পেশ করছি।

মিঃ স্পীকারঃ— মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আজকের সভায় পেশ করা কমিটি রিপোর্টের প্রতিলিপি 'নোটিশ অফিস' থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

MOTION FOR SUSPENSION OF BUSINESS OF THE HOUSE

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :— "Motion for Suspension of Business of the House of today the 5th January, 1989 from 2 P.M."

এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি মোশানটি মুভ করার জন্য। মোশানটি হলো :—

"That all the Business as Schedualed to be transacted in the House today the 5th January, 1989 from 2 P.M be suspended" for discussion on the Moti on of No confidence against the council of Ministers headed by Shri Sudhir Ranjan Majumder moved by Shri Nripen Chakraborty, Leader of the opposition.

However, the Consideration of Govt. Bill "The Tripura Agricultural Produce Markets (Second Amendment) Bill, 1988 (Tripura Bill No. 7 of 1988)" be scheduled to be considered and Passed on 6th January, 1988 at the appropriate place of list of Business of 6. 1. 1989.

Shri Sudhir Ranjan Majumder (Chief Minister) :—Mr. speaker. Sir, I beg to move that all the Business as scheduled to be transacted in the House today, the 5th January, 1989 from 2 P.M. be suspended for discussion of the Motion of No-Confidence moved by Shri Nripen Chakraborty. Leader of the Opposition.

However, the consideration of Govt. Bill "The Tripura Agricultural Produce Market (Second Amendmen) Bill, 1989 (Tripura Bill No. 7 of 1989." be scheduled to be considered and passed on 6th January, 1989 at the appropriate place of List of Business of 6. 1. 1989".

Mr. Speaker :— এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত মোশনটি ভোটে দিচ্ছি মোশনটি হলো :—

"That all the Business as Scheduled to be transacted in the House today the 5th January, 1989 from 2. P. M. be suspended for discussion on

the motion of No-confidence against the Council of Ministers, headed by Shri Sudhir Ranjan Majumder moved by Sri Nripen Chakraborty, Leader of the oppositon "

However, the consideration of Govt. Bill „The Tripura Agricultural produce the Markets (Second Amendment) Bill, 1989 (Tripura Bill No. 7 of 1988)" be scheduled to be considered and passed on 6th January, 1989 at the appropriate place of List of Business of 6.1.1989"

(সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে মোশানটি সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার :— এই সভা বেলা ২ ঘটিকা পর্যন্ত মূলতুবী রইল।

AFTER RECESS AT 2-00 P.M.

DISCUSSION ON NO-CONFIDENCE MOTION

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো"—ত্রিপুরার বর্ত্তমান মন্ত্রী সভার প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন প্রস্তাবের উপর আলোচনা ও ভোট গ্রহন।" গতকল্য ৪.১.৮৯ ইং তারিখে বিরোধী দলনেতা মাননীয় সদস্য শ্রী নৃপেন. চক্রবর্ত্তী মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত অনাস্থা জ্ঞাপক প্রস্তাবটি উৎথাপনের জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশানমুভ করা হয়েছিল এবং সভার প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য এই অনাস্থা জ্ঞাপক প্রস্তাবটি সভায় উৎথাপনের জন্য সমর্থক করেছিলেন। আমি এখন বিরোধী দলনেতা মাননীয় সদস্য শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উৎথাপিত মন্ত্রী সভার প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপক প্রস্তাবটির উপর আলোচনা আরম্ভ করার জন্য।

আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি উভয় দলের চীফ্ হুইপদের কাছে অনুরোধ রাখব আজকের এই আলোচনায় তাঁদের দলের যে সকল সদস্য অংশ গ্রহন করবেন তাঁদের নামের একটি তালিকা আমায় দেবার জন্য। সময় ৩ ঘণ্টা, রুলিং পার্টি ১০০ মিনিট এবং অপোজিশান পার্টি ৮০ মিনিট।

Snri Nripen Chakraborty (Pramodenagar) :—Mr. Speaker Sir, entire oppo-

sition puts the Con (I) & TUJS Council of Ministers led by Sri Sudhir Ranjan Majumder, on the dock, expresses its no-trust against its tenure of 11 months, on the following grounds :

1. It has murdered the Constitution through semifecist terror, through mass political killings, dastardly, cruel at human killings of CPI(M) and ieft front cadres and supporters.

2. It is a Govt. run with the help of Army, para military forces, Congress (I) anti—socials hated rapists, through a policy of worst torture in potice lock-up, through third deree method.

3. It is a Govt. which had destroyed ail fundamental rights of the Constitution, falsified elections at Fatikroy constituency, taken away rights of the parliamentary opposition to run party offices CITU and other offices, raise party flag etc.

4. It has arrested warrented hundreds of inrocent people, supporters of the CPI (M) and left front in framed-up cases calling them TNV. At Santirbazar, Gabordi, Brahmachara, Gokulpur etc. Hundreds of left front and CPI(M) supporters had to leave their houses.

5. The leader of the Opposition, Dy. leader of the Opposition. elected MLAS, ADC members, Ex-Ministers-Sri Badal Chowdhury in particular were attacked, some beaten up and hospitalised.

6. A part of the Judiciary was seriously interfered with. Example N. G. Das, District & Session Judge, South Tripura, SDMO—Belonia etc. Contempt notice was served on the Home Minister by Gouhati High Court.

7. The party organ 'Daily Desher Katha' has been tartetted, economically crippled. agents beaten up, papers burnt.

8. Opposition Parliamentary group could not visit Radhanagar, Belonia. They were threatened dire conseqences by the Congress(I) anti-socials in presence of armed police.

9. Gangrape at Ujan Maidan was not condemned, inquired tnto. Rape cases in Belonia and other parts had taken place. No action was taken.

10. Elected Democratic bodies were totally demolished and replaced by Agents of the vested interests and worst bureaucrats.

11. Corruption, wasteful expenditure, unscrupulous expenditure which has not unparalleled in the country.

স্যার, আমি এই ১১টি যে অভিযোগ তার সম্পর্কে কিছু বিস্তৃত তথ্য হাউসের সামনে দিচ্ছি। প্রথম অভিযোগটা হলো গত ১২ই অকটোবর বীরচন্দ্র মনুতে ১৩ জন সি. পি, এমের কর্মী, উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের নেতা এবং কর্মী এবং সিকিউরিটির তুজন তারা নৃশংস ভাবে নিহত হয়েছে। এই হত্যাকাণ্ড পূর্ব পরিকল্পিত, এর আগে আগরতলা শহরের বুকে আমাদের মাকর্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা এবং কর্মীরা কংগ্রেসের সমাজ বিরোধীদের দ্বারা আক্রান্ত হন। তাদের ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে থাকতে হয় সে অবস্থাতে সেই ঘরে আগুন লাগাবার ৪ বার চেষ্টা করা হয় এবং ৬টা থেকে ১০টা পর্য্যন্ত রাত্রে শহরের বুকে রাইফেল সহ সি, আর, পি, বি, এস, এফ, টি, এস, এফ থাকা সত্বেও কোন পুলিশের কাছ থেকে, পুলিশ অফিসাসের কাছ থেকে, মন্ত্রীদের কাছ থেকে কোন সাহায্য পাওয়া যায় না, এখানে ওরা ব্যর্থ হয়েছেন। বীরচন্দ্র মনুতে নিখুঁত পরিকল্পনা করা হয়। সেই পরিকল্পনা আগরতলার আই, জি, পি রমেন দাসের নেতৃত্বে আর. এস পাঙ্গা যিনি কংগ্রেস (আই -এর পক্ষ থেকে পুলিশের মধ্যে সংগঠণ তৈরী করার জন্য ভার প্রাপ্ত তার প্রত্যক্ষ পরিচালনায় এবং ঐ এলাকায় বিলোনীয়ার সুশান্ত চক্রবর্ত্তী, এস, ডি, পি, ও. তার নেতৃত্বে মিঃ মালাকার তাকে এই কাজের একটা গুটি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। স্যার, এই সম্পর্কে এইটুকু শুধু আমি বলতে চাই যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী যে বিবৃতি দিয়েছেন সেটা একটা গণরোষ, তুই

দলের মধ্যে সংঘর্ষ বাস্তবের সঙ্গে তার কোন সঙ্গতি নেই। একজনও সি, পি, এম, কর্মী আহত হয় নি, হাসপাতালে নেই। ঠিক করে দেওয়া হয়েছে যে খুন করতে হবে, সেই ভাবে খুন করা হয়েছে। শুধু এম, এল, এ ব্রজমোহন জামাতিয়াকে খুন করা যায় নি, তার সিকিউরিটি থাকার জন্য সম্ভবতঃ তাকে খুন করতে পারে নি। আর একজন বাদল চৌধুরীর নামও ছিল। বাদল চৌধুরী সেদিন ছিল না, কিন্তু যেহেতু নাম ছিল ওরা ধরে নিয়েছে সেও নিহত হয়েছে। আগরতলার পত্রিকা অফিসে খবর দিয়ে দিল বাদল চৌধুরীর নাম দিয়ে দেবে, বেরিয়ে গেল। তার কনষ্টিটিউন্সিতে কংগ্রেস্ (আই)-এর সমাজ বিরোধীদের উৎসব। রটিয়ে দেওয়া হলো কি যে আমাদের কংগ্রেস (আই) খুন হয়েছে আর আক্রমন করা হলো, আমাদের অফিস আক্রান্ত হল, ভাঙচুর করা হলো এবং এই কথা প্রচার হল যে কংগ্রেসের অফিস আক্রান্ত হয়েছে।

তারপর কি হয়েছে ? ডেড বডি আত্মীয়স্বজনকে দেওয়া হলনা। এমনকি এ, ডি, সির মেম্বার খুন হলেন এ, ডি, সির অফিসে জানানো হল না। তার স্ত্রী পুলিশ অফিসারের পায়ে পড়লেন তার স্বামীকে দেখবার জন্য, কিন্তু ডেড বডি দেখতে দেওয়া হল না। এইটা অস্বাভাবিক নয় কি যেখানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এখানে বলেন যে, শ্রীদাস পাল একজন ক্রিমিন্যাল এলাকার মধ্যে ? কোর্ট থেকে যারা নিরপরাধ বলে ঘোষিত হয়েছে, ওদের দৃষ্টিতে যদি ক্রিমিন্যাল হয়, তাহলে খুন করতে কোন বাধা নেই। এইটাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য। এই আইন অনুযায়ী তাদের খুন করা হয়েছে ? খুন করার পর তদন্ত হয়েছে ? দিনের বেলায় ঘটনা হল, এফ, আই, আর, করলেন ব্রজমোহন জমাতিয়া। কোন একজন তদন্তকারী অফিসার পার্টিকে দেওয়া হল। ওদের মনমত আর একজন তদন্তকারী অফিসার করা হল। তদন্ত শুরু হয়েছে, আমাদের কোর্টে যেতে হয়েছে। একটা জুডিশিয়েল অ্যানকোয়ারী অর্ডার করা হয়েছে। কাকে নিয়ে ? সেই ভদ্রলোক নকশালের সঙ্গে কনফারেন্স করেছে আগরতলা শহরে। সেই কনফারেন্সে টি, ইউ, জে, এস, নেতা তার নাম ছিল, কংগ্রেসের জাঁদরেল জাঁদরেল লোকের নাম ছিল। জুডিশিয়েল অ্যানকোয়ারীর দায়িত্ব তাকে দেওয়া হইয়াছে। তার সঙ্গে কেউ সংযোগিতা করবে ? এইযে ঘটনা ঘটেছে ১৩ই জুন খুন হলেন তার পরের দিন আমরা 'বনধ' ডাকলাম। একটা কংগ্রেস-(আই) কর্মীর বাড়িতে আক্রমন হলনা, একজন কংগ্রেস (আই) কর্মীর উপর কিছু হলনা। তুলনা, করে দেখুন। বিজয়ওয়ালাদের কি হয়েছে ? একটা কংগ্রেস (আই) কর্মী খুন হওয়ার পর আজকে পর্য্যন্ত সেখানে দাঙ্গা থামেনি। কংগ্রেস (আই) প্রধান প্রত্যক্ষভাবে ঘোষণা করেছিল সিভিল ওয়ার। ওরা গণতন্ত্রকে ধ্বংস করছে। এই দাঙ্গা তার প্রমান। যে পুলিশ অফিসার। এই ঘটনার রূপরেখা করেছেন, ঘটনাকে সার্থক করেছেন সেই অফিসার শ্রীরমেন দাস, ওরা আই, পি, এস, হওয়ার জন্য রিকমেণ্ড করেছে। আই, পি, এস, হওয়ার জন্য আজকে ৫৫ জন্য মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি, বামফ্রণ্ট কর্মীকে প্রাণ দিতে হয়েছে এই রমেন দাসকে আই, পি, এস করার জন্য। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার এখানে একটা চিঠি আছে। সম্ভবতঃ

অরোরা সাহেবের। আণ্ডার সেক্রেটারী গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া।

I am directed to refer the State Government's letter No.F.2 (9)-CA/88 dated 1-10-88 on the above subject and say that proposal of the State Government has been considered but it has not been found possible to accept the same.

খুনীকে রাজীব গান্ধী কেন পুরস্কৃত করতে চান, কি হয়েছিল ? পুলিশের পারমিশান নিয়ে দিনের বেলা নিজেদের পাটি আফিসে নিজেদের পতাকা তুলছে আর্মি পুলিশ দেখছে তারপর যখন আমাদের কর্মীরা ঘরের মধ্যে তালাবদ্ধ, ঘরের মধ্যে আগুন দেওয়ার চেষ্টা করছে কংগ্রেস (ই) র সন্ত্রাসবাদীরা, তাদের তুলে দেওয়া হল না, কত দূর সি. আর. পি৷ ক্যাম্প ? ৫ মিনিটও লাগে না যেতে, আড়াই থেকে তিন ঘণ্টার পথ নয়তো, এইটা কতবড় জঘন্যতম ঘটনা। ৪১ বছরের ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই রকম রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড হয়নি। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হয়েছে, পাহাড়ী বাঙালী দাঙ্গা হয়েছে, একটা রাজনৈতিক দল এখনও তো বে-আইনী হয়নি, এখনও আমরা পার্লামেণ্টের মধ্যে সব চেয়ে বিরোধী দলের বড় গ্রুপ আর সেই পাটিকে এখানে তালিকা করে খুন করা হবে। স্যার, এর চেয়ে বেশী সন্ত্রাস আর কি হতে পারে। স্যার, লকআপ-এর কেইস বলা যাবে না ৩০টা কেইস হয়েছে শুধু বিলোনীয়াতে, সূর্য্য ত্রিপুরা জোলাইবাড়ীতে গ্রেপ্তার হল মারপিট করা হল, হাসপাতালে পাঠা না হলনা. কোর্ট থেকে অডার এনে হাসপাতালে নিতে হল। মনময় দাসকে আমি গ্রেপ্তার করল, তোমার বাড়ীতে ২৫টা বন্দুক আছে, একটাও বন্দুক ছিল না তারপর তাকে উপরের দিকে পা দিয়ে নীচের দিকে মাথা দিয়ে আগের দিন ৮ ঘন্টা পরের দিন ৮ ঘণ্টা রাখা হয়। তাকে কোর্টে যেতে হয়েছে আর্মি আফিসারের বিরুদ্ধে, সে কে ? সে একথও আছে উদয়পুরে, তপন দেবন থ, বিলোনীয়ার তুমি টি, এন, ভি, মানিক মজুমদার টি, এন, ভি, তাদের গ্রেপ্তার করা হল। শুধু বিলোনীয়ার লকাপে না আগরতলার এস বি লকাপে, কি জঘন্য অত্যাচার। সেই বৃটিশ আমলের থারড ডিগ্রী, মেথড যা আমার উপর চালিয়েছিল ৭ দিন, আমিতো জানি থারড ডিগ্রী মেথড কি ? বৃটিশ আমল পার হয়েছে ৪২ বছরে পা দিয়েছে, সেটা এখানে চালু করা হচ্ছে। স্যার, উজান ময়দানে তাদের উপর সব চেয়ে বেশী পুলিশ টরচার হয়েছে, হাজতের মধ্যে তার মধ্যে। আছেন মির্জার বিষ্ণু দত্ত, প্রচণ্ডভাবে মারপিট করা হয়েছে, তিনি এখন চিকিৎসার জন্য কলকাতায় গেছেন।

তারমধ্যে আছে তুহুমিয়া তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ডাবল কেইসের আসামী হিসাবে। কোর্ট তাকে এণ্টিসিপেটেড বেইল গ্র্যাণ্ট করেছে কিন্তু টাকারজলা থানা থেকে বাড়ীতে আসার পথে সেখানকার প্রাক্তন কংগ্রেস-(ই) প্রধান তাকে আটকিয়ে বেদম মেরেছে। তারপরে পুলিশের সাহায্য নিয়ে টাকারজলা থেকে জি.বি. হাসপাতালে ভর্ত্তি করান হয়েছে। এখানে এখন কোন আইন আছে ? জামিন নিয়ে চলতে পারবেনা, থাকতে পারবেনা, জীবনের কোন দাম থাকবেনা তাহলে এটাকে জঙ্গলের রাজত্ব বলবনা ত কি বলব,

আইনের শাসন আছে বলব ? এখানে আইনের কোন শাসন নাই। ওনারা যদি প্রমান করতে পারেন আইনের শাসন আছে, প্রমাণ করুন। উদ্যান ময়দানে একটা গ্যাং রেপ হল, একটু নিন্দা করলেন না বরং ধমক দিলেন, তোমরা আর্মির বিরুদ্ধে, আসাম রাইফেলের বিরুদ্ধে কথা বলছ, মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ধমক দিলেন তোমরা 'নাসায়' গ্রেপ্তার হবে। মা-বোনদের ইজ্জত নষ্ট বরং অথচ তার সমালোচনা করতে পারবনা, নিন্দা করতে পারবনা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতি মন্ত্রী মিঃ সন্তোষ মোহন দেব আমকে এক খানা চিঠি লিখেছেন যে, এটা গ্যাংগ রেপ না, রেপ ভাবনের কথা, সেই মেয়েদের এখন সুপ্রিম কোর্টে যেতে হয়েছে। সুপ্রীম কোর্ট তাদের মামলা গ্রহণ করেছে; সেই মামলা করেছে নারী সমিতি। নারী সমিতির পক্ষ থেকে করা হয়েছে। এখানে স্যার বিচারের কোন সুযোগ নেই। নারীদের প্রতি ওদের কোন মর্যাদাবোধ আছে ? ওদের মনুষত্ব বলে কিছু আছে ? স্যার, মাছুয়াখিল বলে একটা জায়গা আছে বিলোনিয়াতে। সেখানে অর্জুন নাগের বাড়ীতে রাত্রিতে সমাজ-বিরোধীরা ঢুকে তাদের সমস্ত কিছু লুটপাট করেছে এবং তাদেরকে মারপিট করেছে। এমনকি তাদের বুড়ো মাকে পর্য্যন্ত মারধোর করেছে। তারপরেও ২টা মেয়েকে ধরে নিয়ে যায়, তারপরে চিৎকার করে খোঁজ করা হয় যে মেয়ে ২টি গেল কোথায়। আমরা যখন গেছি তখন আমাদেরকে বলল যে, এই পাড়ার লোকই প্রধান আসামী। তাহলে চিন্তা করতে পারেন যে, তাদের আমলে কোন আইন আছে ? কোথায় আমরা আছি স্যার ? গত বিধানসভায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেছেন যে বাংলাদেশে চলে গেছে কিন্তু আমরা দেখেছি যে ঐ বাড়ীতেই এখনও আছে। স্যার, বিলোনিয়াতে ২ লক্ষ লোকের বাস।

এই দুই লক্ষ লোকের মধ্যে মেয়েদের উপর বলাৎকার, অশ্লীল ব্যাবহার, ধর্ষণ এই সমস্ত কেসগুলি এই বইতে 'বিলোনীয়া ব্লিডিং' রয়েছে। কেউ যদি দেখতে চান এই বই পাঠিয়ে দিতে পারি। স্যার, আপনি যদি দেখতে চান তাহলে একটা পাঠিয়ে দিতে পারি। আপনি এইটা পড়ে পরীক্ষা করে দেখুন। এ অন্দাজের কথা নয়। সমস্ত কিছু লেখা রয়েছে বিস্তৃত ভাবে এই বইতে।

স্যার, টরচারিং ইন পুলিশ কাসটোডি—২৬টি, এট্রোসিটিস অন-স্টুডেন্টস-১৮টি, এটাক অন্ টিচারস্ এণ্ড গভার্ণমেন্ট এমপ্লয়িজ-২৫টি, কিডনাপ কেইস ৭৪টি। এটাক অন-হাউসেস-১০০টি, সি, পি, এমের উপর মারপিট করা হয়েছে-১১টি, এম, এল, এ, এম, পি,স, এবং গভার্ণরের কাছে আমরা এই লিস্ট পাঠিয়েছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, যদি চান তাহলে এই লিস্টটা এখানে সাবমিট করতে পারি।

সমগ্র ত্রিপুরাতে নির্বাচনের পর থেকে এখন পর্য্যন্ত ১৪৫ জন লোক খুন হয়েছেন তাদের হাতে। এই লিস্টটাও আমরা বুটা সিং-এর কাছে পাঠিয়েছি, এখানেও এই লিস্ট রয়েছে আপনি স্যার, চাইলে আমি দিতে পারি। এইটা বানানো ঘটনা নয়। একেবারে এদের নাম ঠিকানা-সহ দেওয়া হয়েছে। যারা

এম; এল, এ, আক্রান্ত হয়েছেন তাদের লিস্টও আমরা দিয়েছি। তার মধ্যে বিরোধী দলের নেতা, বিরোধী দলের উপ-নেতা এবং অন্যান্য মেমবারও রয়েছেন। আমি শুধু তাদের নামগুলি পড়ে শোনাচ্ছি স্যার, বিস্তৃত বিবরণ এইখানে রয়েছে, আপনি যদি চান দিতে পারি।

১) শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী—	২ বার আক্রান্ত হয়েছেন,
২) শ্রী দশরথ দেব—	১ বার আক্রান্ত হয়েছেন,
৩) শ্রী সুনীলকুমার চৌধুরী—	৩ বার আক্রান্ত হয়েছেন,
৪) শ্রী অনিল সরকার—	আমবাসাতে আক্রান্ত হয়েছেন।
৫) শ্রী নকুল দাস—	৩ বার আক্রান্ত হয়েছেন।
৬) শ্রী বিমল সিংহ—	তাঁর মাথা ফাঁটিয়েছে।
৭) শ্রী বিদ্যা দেববর্মা—	তাকেও আক্রমন করা হয়েছে,
৮) শ্রী বিধু ভূষন মালাকার	আক্রান্ত রাতাছড়াতে,
৯) ফয়জুর রহমান—	আক্রান্ত ফটিকরায় ইলেকসনের সময়।

(নেপথ্যে ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে মন্তব্য ঃ—সেই ফটিকরায়ে গুলিটা কে ছুড়েছিল ?)

স্যার, একজন মাননীয় সদস্য জানতে চাচ্ছেন যে, ফটিকরায়ে গুলিটা কে ছুড়েছিল ? সেই ব্যাঙ্কের কর্মচারী রাত্রি প্রায় ১২টার সময় ব্যাঙ্কের কাজে সেখানে গিয়েছিলেন। সুনীল চৌধুরীকে আক্রমন করা তার ব্যাঙ্কের কাজ। আর গুলি খেয়ে যিনি হাসপাতালে ভর্ত্তি হন-তাকে গ্রেপ্তার করা হলো, কেন তুমি রাত্রিতে গিয়েছিলে আক্রমন করতে ? কে কে তোমার কাছে ছিল কি কাজে তুমি সেখানে গিয়েছিলে ? জানতে চান - তারপর স্যার,

১০) শ্রী রনজিৎ দেবনাথ	আক্রান্ত হয়েছে,
১১) শ্রী গজেন্দ্র ত্রিপুরা—	তাঁর ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

স্যার, এই আমাদের এম এল, এ, এম, পি তাদের তো এই সরকারের সেক্রেটারিয়েটের বিল্ডিং এ যাওয়া নিষিদ্ধ। বিবৃতি দেওয়া হয়েছে যে তাদের সেখানে ঢুকতে দেওয়া হবে না। এইটা চিন্তা করতে হবে, একটা মেটাল বক্স বসানো হয়েছে, পত্রিকাতে দেখছি- সি, পি, এমের লোকেরা এর ভেতর দিয়ে ঢুকতে হবে। কি চায় ওরা ? একটা দল শাসন করবে বিরোধী দলের কোন ভূমিকা থাকবে না ? শুধুমাত্র একটা দল শাসন করবে ?

স্যার, এই ব্যাপারে অনেক চিঠি লিখেছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে, একটি একনোলেজমেণ্ট নাই, বা কোন প্রাপ্তি স্বীকৃতিও নাই।

বিরোধী দলের নেতা চিঠি দিলে প্রাপ্তি স্বীকার করেন না ভারতবর্ষের মধ্যে এই রকম নাই। এক মাত্র একটাই সেট। স্যার, ওরা বলেছেন ওরা টি, এন, ভিকে সারেণ্ডার করিয়ে আমাদের শাস্তি দিয়েছেন। সারেণ্ডারটা কোন চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে হয়েছে? এখন সময় নেই, নতুবা মিঃ লালথানওয়ালা, মিজোরামের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেস (আই)-এর এবং বিজয় রাংখলের মধ্যে পত্র বিনিময়টা কখন হয়েছে? ইলেকশানের চার মাস আগে। রাংখল লিখলেন, 'আমি সারেণ্ডার করতে চাই। লালথানওয়ালা লিখলেন, মুখে বললে হবে না। লিখিত দিতে হবে। তারপর রাজীব গান্ধীর কাছে চিঠি গেল। তারপর বলে দেওয়া হলো, এখন তো কিছু করতে পারব না। ইলেকশনের পরে আমরা এটা দেখব। প্রধান মন্ত্রী কি জানেন না, এটা রাজ্যের ব্যাপার? আমরা রাজনৈতিক সমাধান চাই। এরপর ১০ দিনের মধ্যে ১০০ জন খুন হলো। আপনারা অস্বীকার করুন। এখানে হাউসের কাছে মুখ্যমন্ত্রী অস্বীকার করতে পেরেছেন? একটা কথা বলেছেন? একটা কথা বলেন নি। স্যার, যারা এখানকার ট্রাইবেল নন-ট্রাইবেলের ঐক্যের আন্দোলনের কোনঠাসা হয়ে গেছে তারা বাংলাদেশে গিয়ে আত্মসমর্পন করেছে তাদের বেল আউট করা হলো কোন সর্তে? তোমরা বাঙালীদের খুন কর। আমরা অফিসে আসব, অফিসে এলেই তোমাদের পুরস্কার দেওয়া হবে। অনেক রক্তের বিনিময়ে তারা পুরস্কৃত হয়েছে।

স্যার, যত বড় ব্যানারই করুন না কেন, পৃথিবীতে অ্যানটি-কমিউনিস্ট ব্যানার আজকে বড় ব্যানার নয়। প্রধান মন্ত্রীকেও আজকে যেতে হচ্ছে ৩৪ বছর বাদে চীনে। এটা আসল কথা নয়, আসল কথা হচ্ছে কোন রকমে যাতে এরা রাজ্যে না থাকে। শতকরা ৫২ জন লোক বামফ্রন্টকে ভোট দিয়েছে। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে ভোটের বাক্স তা বলে না। যদি সেভাবে হত তা হলে এখানে আপনারা বসতেন না, আমরা বসতাম। (এ ভয়েস তা হলে পশ্চিম বঙ্গকে বসত বলুন না)। হ্যাঁ, পশ্চিম বঙ্গে কংগ্রেস (আই) বসত।

একটা আইন মন্ত্রী যে নাকি কথাই বলতে পারেন না যত সব অশালিন কথা বলে। গৌহাটি হাই কোর্টের নোটিশ তার সম্পর্কে কোর্ট অব কন্টেম্পট। বুরোক্রেসী, জুডিসিয়ারী, কংগ্রেস (আই), টি, ইউ, জে, এস, মিনিষ্টারেরা মিলে সমস্ত গণতান্ত্রিক সংগঠণগুলি ভেঙ্গে দিয়েছেন যাতে তাদের অবাধ লুঠপাঠের রাজত্ব কায়েম করা যায়। স্যার, আমি আপনার বেশী সময় নেব না, তবে যে কয়টা কথা বলা দরকার, সেগুলি তো বলতে হবে। ফিনান্স সম্পর্কে যদি বলি, তাহলে বলতে হয় যে এই জোট সরকার এখন পর্যন্ত ১০ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার ওভার ড্রাফট নিয়েছেন। কিন্তু আমরা যখন যাই, তখন কি রেখে

গিয়ে ছিলাম—৬ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা, যেটা নাকি ওপেনিং ব্যালেন্স। এখন সেটা তো শেষ করে-ছেনই, তার উপর আরও ১০ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার ওভার ড্রাপ্ট নিয়েছেন। আর এই ওভার ড্রাফ্টের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নোটিশ দিযে বলেছে যে, তোমরা আগামী ১০ দিনের ভিতরে তোমাদের নেওয়া ওভার ড্রাফ্টের টাকা যদি ফেরত না দাও, তাহলে আমরা তোমাদের টাকা দেওয়া একেবারেই বন্ধ করে দেব। স্যার, এটা আমার কথা নয়, এটা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের-কথা, তারা বলেছে Reserve Bank of India has cautioned the State Government repeatedly during the last 15 days that all payments of the Tripura Government sould be stopped, if the mounting over draft of the State is not cleared within the 7 working days. এখন দেখছি আওয়াজটা কিছুটা কমে আসছে। তারপর চীফ সেক্রেটারী নোটিশ দিয়েছেন, তিনি একজন ভি, আই, পি, এ্যাণ্ড সিনিয়ার অফিসার, স্যার, আই, পি, গুপ্তা যে সার্কুলারটা দিয়েছেন, সেটাতে উনি বলেছেন যে এই সব অবাস্তর খরচ-পত্র কমাতে হবে। তারপর, আরও একটি সার্কুলার দিয়েছেন, উনি হলেন দপ্তরের পিন্সিপাল সেক্রেটারী ইন-চার্জ ফিনান্স—তাতে আছে, কোন নতুন পোষ্ট ক্রিয়েট করতে পারবে না, এমন কি একটা কন্টিনজেন্টও আমাদের জিজ্ঞাসা না করে নিতে পারবে না, সমস্ত ভেকাণ্ট পোস্টস খালি রাখতে হবে, কোন গাড়ী, নতুন গাড়ী কিনতে পারবে না, কোন ফার্নিচার পার্সেজ করতে পারবে না, হায়ারিং অব ভিহিক্যাল্স করতে পারবে না, এমন কি প্রাইভেট পার্পাসেও কোন ভিহিক্যালস ইউজ করতে পারবে না, তিনি এই সব নির্দেশ দিলেন স্যার, আরও অনেক নির্দেশ তিনি দিয়েছেন এবং বলেছেন যে বামফ্রন্ট সরকার ১৯৮৫ সালে এই নির্দেশগুলি দিয়ে গিয়েছেন। সেই ২০শে জানুয়ারী, ১৯৮৫ সাল বামফ্রন্টের দ্বিতীয় সরকার গঠণের পর। তিনি বলেছেন যে, তোমাদের যদি বাঁচতে হয়, তাহলে ঐ নির্দেশ তোমাদের পালন করতে হবে। আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের যে ফিনান্স ডিসিপ্লিন—সেই ১০ বছরের মধ্যে একটি কথাও কি কেন্দ্রীয় সরকার, কি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া আমাদেরকে বলতে পারে নি, কারণ আমরা কোন জায়গা থেকে ওভার ড্রাফট নেয় নি।

কানে ধরেছে। এমন কি চাকরী দেওয়ার যে অধিকার ছিল সেই অধিকারও কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এই সার্কুলারের মধ্য দিয়ে মন্ত্রীদের ঠোটো জগন্নাথ করে রাখা হয়েছে। উদের দুইটা মুখ আছে, একটা মুখ হচ্ছে জনসাধারণের জন্য—চাকরী দেব টাকা দেব অমুক দেব তমুক দেব – আর একটা মুখ হচ্ছে, এডমিনিস্ট্রেশানের জন্য একটা পয়সাও খরচা করতে পারবে না। আমাদের ৫ তলায় থাকতে হবে ১০ তলায় থাকতে হবে—আর তোমরা অন্ধদের টাকা দিতে পারবে না, বিধবাদের টাকা দিতে পারবে না। আমরা ২৫ হাজার লোককে ভাতা দিয়েছি আর উবা ১টা লোককে ভাতা দিয়েছে? একটা লোককেও দিতে পারেন নি। কারণ মুখ্যমন্ত্রী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেছেন, আমাদের অধিকার আছে ১০টা গাড়ী রাখার, অধিকার আছে ৫ তলা দালানে থাকার, আমরা কি কম? আর এখানে বলা হচ্ছে তোমরা সিকিউরিটি নিয়ে যেতে পারবে না। আর উরা ১০ জন ১৬ জন-এর দল নিয়ে, স্বামী, স্ত্রী নিয়ে দেশ বিদেশ ঘুরে

আসছে। আর এদিকে সমস্ত বন্ধ করে দিয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, সর্বশেষে আমি এই যে প্রস্তাব—যারা কনস্টিটিউশান মানেন তাঁরা এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেবেন তিনি যে দলেরই হউক না কেন। কারণ সবাই নিজেদের বিক্রি করে দেন নাই, এই কথা আমি আমার ৬০ বছরের অভিজ্ঞতায় বলতে পারি। সবাই বিক্রী করে দিলে ভি.পি.সিংহ আসতেন না কংগ্রেস ছেড়ে। আমি ১৯৫৪ সালে কংগ্রেস ছেড়েছি (ইন্টারাপশান) এই জিনিষটা আমি বলতে চাই যে, সাংঘাতিক দিন আসছে আগামীতে। একটা কাজ উরা করতে পারেন নাই। যারা দুর্নিতীর বিরুদ্ধে যারা গণতন্ত্রের পক্ষে যারা সংবিধান মানেন মানুষের জীবনের মূল্যবোধ যাদের আছে. যারা নারী নির্যাতনের বিপক্ষে তাঁরা এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী দিবা চন্দ্র রাঙ্খল।

শ্রী দিবাচন্দ্র রাঙ্খল (কুলাই):— মিঃ স্পীকার স্যার, গতকাল এখানে মাননীয় বিরোধী দল নেতা বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে যে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন তার বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, উনি কি করে এই অনাস্থা প্রস্তাব আনলেন সেটা আমি বুঝতে পারছিনা। কারন উনি দুই দিন আগে নোটিশ দিলেন 'যে এই বিধানসভা আরও দুই দিন বাড়ানো হউক। আবার হটাৎ করে উনি গতকাল অনাস্থা প্রস্তাব আনলেন এটা ভাবতে লজ্জা হয়। উনি কি করে অপজিশান পার্টী চালাবেন? কারন উনি যে-সব অভিযোগ এনেছেন তার শতকরা ১০০ ভাগই বামফ্রন্ট সরকারের আমলের। উনার আরও লজ্জা হওয়া উচিত, কারন আমরা ক্ষমতায় এসেছি মাত্র ১১ মাস। এই ১১ মাসে উনি যে-সব কীর্তি কুকীর্তি করে গিয়েছেন তার কোনটা ফেলে কোনটা রাখবে সেটাই এই সরকারের কাছে সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেননা উনি ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরার অর্থ যেভাবে লুট করে গিয়েছেন তার হিসাব মেলাতে এই সরকারের সময় লাগছে। কারন ফাইল-পত্র কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না।

উনার আমলের ফাইল পত্র কিছু নাই! একটু আগে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী একটি ষ্টাটমেণ্ট দিয়েছেন। উনারা বলেছেন পুর্তি, কিসের পুর্তি? এখানে পুর্তির কথা বলা হচ্ছে। আমি তো উনার আমলের বিরোধী এম.এল.এ ছিলাম। আমি উনাদের কীর্তিকলাপ কিছু দেখেছি। উনি একটা বিরাট বক্তব্য রাখলেন! উনি মারধরের কথা বলেছেন। উনি যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন উনার হাতে স্বরাষ্ট্র দপ্তর, আইন দপ্তর, অর্থ দপ্তর আর অন্যান্যরা ছিল ঠুঁটো জগন্নাথ! তখন উনার কাছে দরখাস্ত গেলে লাল কালি কাল কালি দিয়ে দাগ দিতেন। উনার এই সমস্ত কার্যকলাপের জন্যই ত্রিপুরার মানুষ উনাকে বেঞ্চ থেকে সরিয়ে নিয়ে বিরোধী বেঞ্চে দিয়েছে। উনি এখন এই সরকারের বিরুদ্ধে নো-কনফিডেন্স

মোশান এনেছেন। এর অর্থ হল, আলোচনা করার সুযোগ পাচ্ছেন না, একটু সুযোগ করে নিয়েছেন। এই সরকারের বিরুদ্ধে তিনি কোন এফেকটিভ এলিগেশন আনতে পারেন নি। ,কোথা থেকে কি বললেন', সাতখণ্ড রামায়ণ পড়ে-সীতা কার বাপ প্রশ্ন করলেন। এই সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন। আসলে উনার বলার কিছুই নেই। তিনি খুন সন্ত্রাসের কথা বলেছেন। উনার আমলে ১৯৮০ সালের জুন মাসে ত্রিপুরাতে দাঙ্গা হলো। তেলিয়ামুড়া ও রাইপাশাতে দাঙ্গা হয়েছে। হাজার হাজার জাতী ও উপজাতীর লোক মারা গেছে খুন হয়েছে। ১৯৮০ সালে যখন দাঙ্গা হয় তখন তেলিয়ামুড়া খাসিয়া মঙ্গল থেকে একজন সোসিয়েল ওয়ার্কার মহিলা তাকে গ্রেফ্‌তার করে জেলের মধ্যে পাঠানো হয়। সেখানে তার একটা বাচ্চা হয়। এবং বাচ্চা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই নবজাত শিশুকে আলাদা করে রাখা হয় এবং পরে তাকে খুন করা হয়। এই আগরতলা সেন্ট্রাল জেলে।

আরও অনেক অভিযোগ আছে। জেলের ভিতরে মহিলা গর্ভবতী হয়। এরকম ইতিহাস কোন দেশে আছে যে জেলের ভিতরে মহিলা গর্ভবতী হয়? উনার শাসনে হয়েছে। জেলের মধ্যে মহিলাদের জন্য আলাদা রুম থাকে। উনার আমলে এই সমস্ত ঘটনা ঘটেছে। উনি বলেছেন যে, এই সরকার এনটি-সোসিয়েল। উনার আমলে তো আমরা দেখছি উনি অনেক সোসিয়েল করে গেছেন।

কিন্তু কি কি করে গেলেন সেটাই আমরা বুঝতে পারছি না উনি রাশিয়া ঘুরে এলেন, চীন ঘুরে এলেন। নিজেকে আবার ন্যাশন্যাল লীডার বলেও আখ্যায়িত করে থাকেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, উনি এখানে ফাণ্ডামেন্টাল রাইটের কথা বলেছেন। আমি উনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, ত্রিপুরা রাজ্যে উনার শাসন কালে ফাণ্ডামেন্টাল রাইট বলে কিছু ছিল কি? উনি এখানে র‍্যাপের কথা বলেছে। আমি উনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আমাদের রাজত্বে কারাগারে র‍্যাপ হতে দেখছেন কি? আপনাদের আমলে তো কারাগারে ও র‍্যাপ হয়েছে। তারপর আছে অহেতুক এ্যাকসপেণ্ডিচার। আমাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আজকে হাউসে বলেছেন, অনেক ফাইলের হিসাব নেই। এটা ঠিকই। আমিও জানি অনেক ফাইল গায়েব হয়ে যাওয়ার ঘটনা। এমন কি ক্ষমতাচ্যুত হবার সাথে সাথে অনেক ফাইল উধাও হয়ে গেছে। কর্পোরেশনের মেম্বাররা কোন হিসাব দিতে পারছেন না। নকুল বাবু গত কাল অভিযোগ করেছিলেন। কিন্তু আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, তিনি যে কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান ছিলেন তার হিসাব কি তিনি দিয়েছেন? আজকে এখানে নো-কন্‌ফিডেন্স মোশান আনার উদ্দেশ্য হলো, সুযোগ নেওয়া। কাজেই উনি সব কিছু জেনে শুনেই মিথ্যা রাজনৈতিক মুনাফা লুটার উদ্দেশ্য নিয়ে পবিত্র বিধানসভায় মিথ্যা অভিযোগ আনলেন। স্যার, এটা জনবিচ্ছিন রাজনীতি ছাড়া আর কিছুই নয়, মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি আর বিশেষ কিছু বলছি

না। আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক। সময় খুবই কম। মাত্র ৬ মিনিট।

শ্রী অমল মল্লিক (বিলোনীয়া):— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী দলের নেতা এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। এটা আজকে নতুন কিছুই নয়। এর আগেও বিধানসভার বাইরে নির্বাচনের পর এই সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার করেছিলেন তাঁরা। বলেছিলেন,এই সরকারের আয়ুস্কাল মাত্র ২ মাস। এরপর হয় ৪ মাস, এরপর ৬ মাস। উনারা সুপরিকল্পিত ভাবে ষড়যন্ত্রের জাল বুনছিলেন যার প্রকাশ আমরা দেখতে পাই ২রা জুলাই বিলোনীয়ার ঘটনা। রক্তাক্ত বিলোনীয়া বলে একটি বই বের করেছিলেন দেখতে পাই।

সেই বইয়ের মাধ্যমে উনারা দেখাতে চেয়েছিলেন যে, সি. পি. আই (এম) কর্মীরা বাড়ীতে থাকতে পারছেন না। আজকে গ্রামের অবস্থা কি? স্যার আমরা রামায়ণে দেখেছিলাম যে, রাম রাবনকে বধ করার পর সীতাকে নিয়ে যখন অযোধ্যায় আসে তখন, সেখানে একটা উল্লাসের জোয়ার, আনন্দের জোয়ার বইয়ে যায়। যে মন্থরা এত চক্রান্ত করেছিল, সে মন্থরাকেও রাম অযোধ্যায় ফিরে এসে ক্ষমা করে দেন। তেমনি এই কংগ্রেস এবং টি.ইউ.জে.এস. সরকার ক্ষমতায় আসার পর ত্রিপুরা রাজ্যে সর্বত্র একটা আনন্দের জোয়ার বইয়ে যায়। আমাদের সমস্ত ক্ষোভ, সমস্ত দুঃখ, সমস্ত বেদনা ভুলে গিয়ে দলমত নির্বিশেষে গ্রামের সমস্ত মানুষকে বন্ধু করে গ্রামোন্নয়নের কাজ আরম্ভ করি। গ্রামের উন্নয়ন করতে গিয়ে আমরা দেখলাম যে, বিগত ১০ বৎসরে যেখানে ১০০.টা আই.আর.ডি.পি, এস.টি এস.সি. করপোরেশন মিলিয়ে দেওয়া হত সেখানে এই সরকার ক্ষমতায় আসাব পর সেখানে ১৫০ থেকে ৩০০ টা এস.টি.এস.সি পরিবারকে করপোরেশন থেকে সাহায্য দেওয়া হয়েছে। যে গ্রামে দুইটি মাত্র টিউব ওয়েল দেওয়া হয়েছিল, সে গ্রামে এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর ৩ থেকে ৪ টি মার্কটু টিউব ওয়েল দেওয়া হয়েছে। যে ব্লকে বিগত দিনে ৭ থেকে ৮ লক্ষ টাকার এন.আর.ই.পি, এস.আর.ই.পির কাজ দেওয়া হতো, সেই ব্লকে এখন ৯ থেকে ১০ লক্ষ টাকার কাজ দেওয়া হচ্ছে। এই ভাবে একটা উন্নয়নের জোয়ার বইয়ে, দেওয়া হলো। বিরোধীরা যখন দেখল যে ত্রিপুরাতে এখন উন্নয়নের জোয়ার বইছে, সুতরাং এই সরকারকে তো আর ক্ষমতায় রাখা যায় না তাই এই সরকারের বিরুদ্ধে তাঁরা পরিকল্পিত ভাবে বিভিন্ন চক্রান্ত করে এই সরকারকে বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা কর-

ছেন স্যার একটা জিনিষ আমি লক্ষ করেছি যে, আগামী দিন তাঁরা বিধানসভা অভিযানের ডাক দিয়েছেন। উপরেহেড লাইন হলো-সুসংগঠিত ছাত্র-যুবকদের সংগঠিত করার লক্ষে। আসল কথা হচ্ছে উনাদের কর্মীদের এনার্জি টেবলেট দিচ্ছেন। সেই এনার্জি টেবলেটটি কি? উনাদের কাছে খবর আছে যে কিছু দিনের মধ্যে নয় জ্যোতি বাবু, না হয় ঐ আধা পাগল এন টি.রামারাও পার্লামেন্টের নির্বাচনে প্রধান মন্ত্রী হয়ে যাবেন তখন উনারা ঐ সুধীর বাবুকে সরিয়ে দিয়ে নৃপেন বাবুকে মুখ্যমন্ত্রী বানিয়ে দেবেন। আবার তারা রাম-দা নিয়ে রাম রাজত্ব শুরু করতে পারবেন। তাই তারা আজকে বিভিন্ন চক্রান্ত রচনা করছেন। স্যার,একদিকে খুন সন্ত্রাস, অন্য দিকে অগ্নিসংযোগ ধর্ষণের ঘটনা সংঘটিত করেচলেছেন। যে বিলোনীয়া মহকুমা শান্তছিল, ১রা জুলাই বিলোনীয়া দিবস পালন করার পর, 'রক্তাক্ত বিলোনীয়া' বই বের করার পর আজকে বিলোনীয়াতে অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে। ৭জন কংগ্রেস কর্মীকে খুন করা হলো। ১৫-৭-৮৮ইং তারিখে বাধনগরে রঞ্জিত দেবনাথ, রাজনগরে লালমতি খাতুন ৭-৭-৮৮ইং তারিখে, সেই ৭-৭-৮৮ইং তারিখে রাজনগরেরই সাধন দেবনাথকে, ১৫-৭-৮৮ইং তারিখে সুভাষ কলোনীতে ছায়া রাণী দাস, ১২-১০-৮৮ইং তারিখে বীরচন্দ্র মনুতে দুলাল দেবনাথ, বিল্লাল দাস, ১১-১২-৮৮ইং তারিখে মাইছড়ার মতিলাল ভট্টাচার্য্যকে খুন করা হয়েছে। এরকম আরও ১০-১৫টি খুনের ঘটনা আছে। তারপর, অফিস জ্বালানো, অফিস লুঠ করার ঘটনা অনেক আছে। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা তো একটা ধর্ষণের কাহিনী বললেন, কিন্তু তিনি যদি চান তাহলে আমি দিন, তারিখ দিয়ে অনেক ধর্ষণের কাহিনী বলতে পারি। আপনি যদি রাজী থাকেন তাহলে আমি বলছি, এই হাউস থেকে জয়েন্টলি বই বের করুন তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন এই ঘটনাগুলি কারা সংঘটিত করছে। আপনাদের এই সমস্ত জিনিসগুলি দেখার দরকার আছে স্যার, বিলোনীয়াতে অনেক অগ্নিসংযোগের ঘটনা আছে। ১১-১২-৮৮ইং তারিখে ভাতখলা বাজারটি রাত্রি দুই ঘটিকার সময় পুড়িয়ে দেওয়া হলো, লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষতি সেখানে হয়েছে। ১০-১১-৮৮ইং তারিখে চিত্তন মিলে বিধবা মহিলা নীহার বালা দেবনাথের বাড়ী পুড়িয়ে দেওয়া হলো, ৫-১১-৮৮ইং তারিখে রতনপুরে বাজারের কংগ্রেস কর্মী নেপাল মজুমদারের দোকান পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, ১৬-১২-৮৮ইং তারিখে রতনপুরে বিনোদ দেবনাথ এবং জনার্দন সাহার দোকান পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ২৯-১১-৮৮ইং তারিখে আবার চক্রান্ত করে উত্তর সমিতির বাজার পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ১০-১১-৮৮ইং তারিখে চোত্তাখলা বাজারটি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। একটা খুন সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করার জন্য, মানুষের মনে ভীতি সঞ্চার করার জন্য, এই জনপ্রিয় সরকারকে বেকায়দায় ফেলার জন্য এই সমস্ত চক্রান্ত তারা অনবরত করে চলেছেন। একটা লুঠের রাজত্ব কায়েম করেছেন। স্যার, বিলোনীয়াতে

৮টা মহিলা সমিতি আছে। মহিলা সোসিয়াল ওয়েলফেয়ার এব বোর্ড কেন্দ্র থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা দেয়।

১) বিলোনীয়া মহকুমা গনতান্ত্রিক নারী সমিতি, বড়পাথরি, ৫০,৬৬০ টাকা, (২) একিনপুর মহিলা সমিতি-৫০,৬৬০ টাকা, (৩) দক্ষিণ বিলোনীয়া মহিলা সমিতি-৫০,৬৬০ টাকা, (৪) পশ্চিম বিলোনীয়া মহিলা সমিতি-৫০,৬৬০ টাকা, (৫) রামকৃষ্ণ মহিলা সমিতি-৫০,৬৬০ টাকা, (৬) আইছি নগর মহিলা সমবায় সমিতি-৫০,৬৬০ টাকা, (৭) বল্লাভুজা মহিলা সমিতি-৫০৬৬০ টাকা, মোট ৪ লক্ষ ২ হাজার ২৮০ টাকা।

এমন অনেক সমিতি যখন স্যাংশ্যান হয়ে আসল তখন দেখা গেল কোন সমিতি রেজিষ্ট্রি নেই, নামও নেই। সমিতির সেক্রেটারীকে মহিলা সমিতির বাদল বাবুর পুস্য প্রিয় শিশ্য—এর স্ত্রী চিনু চক্রবর্ত্তী, গ্রামের মানুষ জানেন। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা উনি বই প্রকাশ করেছেন, লজ্জা থাকা উচিত। বুটা সিংহের কাছে লিখেছেন ১১শে অক্টোবর ১৯৮৮ইং উনার চিঠিতে সেই চিঠিতে উনি উল্লেখ করেছেন শচীন্দ্র ত্রিপুরাকে ৬.১২.৮৮ ইং খুন করা হয়েছে। ঐ এলাকার বিধায়ক নকুল বাবু ছিলেন বিধানসভার সদস্য, উনাকে জিজ্ঞাসা করছি কারা তাকে চাকুরী দিয়েছে, কারা তার পরিবারের লোকজনদের ভরন-পোষণ করেছে। উনি আমাদের কর্মীর নাম দিয়েছেন।

(রেড লাইট)

স্যার, আমাকে একটু সময় দিন। ১৫.৯.৮৮ ইং তারিখে মনীন্দ্র দেবনাথকে খুন করা হয়েছে তিনি এই হাউসে বলেছেন কিন্তু মনীন্দ্র দেবনাথ নিজে গলায় ফাঁসি দিয়ে মারা গেছেন। হাউসকে বিভ্রান্ত করার জন্য এই ভাবে বলা হচ্ছে। লালমতি বিবি ৭ই জুলাই বার বার হাউসে আমি আলোচনা করেছি, মাননীয় সদস্য কার এলাকার, উনি নিশ্চুপ থেকেছেন। কার্ত্তিক দাস কার লোক আমরা বার বার বলেছি গলা ফাটিয়ে মাইকে বলেছি, উনি নিলজ ভাবে উড়িয়ে দিয়েছেন, দিল্লীর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে বিভ্রান্ত করার জন্য। সেই ভাবে সাধন দেবনাথ ৭ই জুলাই উনার ৪৫ জনের লিষ্ট থেকে আমি বলেছি, আমাদের কর্মী মেরেছে বলেছেন। বীরেন্দ্র মারাক, তেজেন্দ্র মারাক ওরা কার সঙ্গী? ওরা কোথায় ছিল? আগরতলা এসে নকুল বাবুর বাড়ীতে। বীরচন্দ্র মনুর বিল্লাল দাসের শ্বশুর কি ষ্টেটমেন্ট, দিয়েছেন জানেন পত্রিকায়? আমার জামাই সি.পি.এমের হাতে খুন হয়েছে, এটা পত্রিকায় বেড়িয়েছে? এই রকম আর

ও ঘটনার দাবী উনারা করেছেন। এই রকম আর একটা দাবী উনারা তুলেছেন সেটা হচ্ছে উনাদের বিরোধীদের নেতারা এম.এল.এরা আক্রান্ত হয়েছে সেই চিঠিও বুটা সিংকে দিয়েছেন সেটা হচ্ছে ২১শে নভেম্বর, ১৯৮৮ইং সেখানে এমন কতগুলি কাহিনী দেওয়া হয়েছে যেটা চিন্তা করলে আমাদের অবাক লাগে। দায়িত্বশীল বিরোধী দলের নেতা উনার থেকে আমাদের শিক্ষার আছে। আমরা আগামী দিনে কি ভাবে জনসাধারণের সামনে যাব. কিভাবে আমরা বিধানসভার সদস্যদের কাহিনী জনসাধারণের সামনে তুলে ধরব সেটা ভাবতেও আমাদের অবাক লাগে। স্থনীল চৌধুরী আক্রান্ত হয়েছেন ফটিক রায় বাই ইলেকশ্যানে সেখানে বলা হচ্ছে গুলিতে আহত হয়েছে রতন লাল দে। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, রতন লাল কে, তার পরিচয় কি, সে কি কংগ্রেসের কর্মী না সি.পি.এমের কর্মী সেটা তিনি উল্লেখ করেন নি। আর এক জায়গায় তিনি বলেছেন স্থনীল চৌধুরী আক্রান্ত হয়েছেন মাধব নগরে! আজকে হয়তো আমাদের দলের মাননীয় সদস্যরা চেয়ারম্যান হয়েছেন উনারা গাড়ী চড়তে পারেন কিন্তু আজকে বিরোধী দলের প্রত্যেকটা এম.এল.এ গাড়ী দৌড়াচ্ছে। স্থনীল চৌধুরীও গাড়ী দৌড়াচ্ছেন, এই পয়সা গুলি দিচ্ছেন ?

বিরোধী দলের সবাই গাড়ী পান। স্থনীল চৌধুরী মহাশয় গাড়ী চড়ে যাচ্ছিলেন। মাধব নগরের এক কৃষকের হালের গরু চাপা দিয়েছে গাড়ী। এই হালের গরু কৃষকের সর্বস্ব। এই গরুটি চাপা দেওয়ার পর পাবলিক যখন আসতে থাকে, তখন স্থনীল চৌধুরীর দেহরক্ষী পিস্তল তুলে উঠল। এই হল পিস্তলের ঘটনা। আমাদের কয়জন বিধায়কের গুলিতে কয়জন সি, পি, এম, কর্মী মারা গেছেন. আর সি, পি. এম, বিধায়কদের গুলিতে কয়জন কংগ্রেস কর্মী খুন হয়েছেন উনারা হিসাব করে বলতে পারবেন। নৃপেন বাবু বার বার বাদল চৌধুরীর কথা বলেছেন। অন্য কারও কথা বলেন নি। কারণ বাদল চৌধুরী উনার প্রিয় জন। আমি মাননীয় বিরোধী দলের নেতাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই. ৪টা থেকে ৯টা পর্যন্ত যদি একটা লোককে ৪০০-৫০০ লোক আটক করে রাখে তাহলে সে ইনজিউরী হয় নাই কেন ? গ্রামের মানুষ জিজ্ঞাসা করেছে, আপনার গাড়ীতে যে ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ সে সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য কি ? উনি সরাসরি কি বলেছেন এইটা আমার দেখার বিষয় না। বিগত বিধান সভায় এইটা নিয়ে আলোচনা করেছি। গ্রামের পাবলিক দাঁড়িয়ে রয়েছে, কিছু করে নি। উনারা সরাসরি বিলোনীয়া থানায় গিয়ে খবর দিয়েছে, তারা এস, ডি, ওকে নিয়েছে. ও সিকে নিয়েছে। এদিকে বিধায়ক বাদল চৌধুরী থানায় গিয়ে এজাহার দিয়েছেন আমার পকেট থেকে কয়েক হাজার টাকা চুরি গিয়েছে। ৪টা থেকে ৯টা পর্যন্ত ৫ ঘণ্টা একটা লোককে যদি আটক করা হয়, উনার গায়ে কোন আঘাতের চিহ্ন নাই। এইরকম আরও

লিখেছেন নলুয়াতে, মতাইতে, সেটাও এইরকম। আর একটা লিখেছেন নারায়ণ করের। মাননীয় স্পীকার স্যার, এইভাবে উনারা অসত্য ভাষণ রেখে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে বেকুব বানিয়ে, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের মনে একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছেন। সেই চিত্তরঞ্জনার কৃষ্ণ দেববর্মা, উনার এখনও হাত ভাঙ্গা। মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে টাকা নিয়ে এখনও উনার চিকিৎসা করাচ্ছি। উনারা একটা বিল্ডিং বের করেছেন। আমার কাছে বইটা আছে। উনারা বলেছেন কৃষ্ণ দাসগুপ্ত তাদেরই লোক, ' 'মশা নাকি মেরেছি। কিন্তু কৃষ্ণ দাসগুপ্তকে আমরা চিকিৎসা করাচ্ছি। তাই আমার অনুরোধ আপনারা ম দিল্লীতে পাঠান, দিল্লীতে পাঠানোর আগে নিজে গিয়ে অন্তত করে দেখে আসুন, ত্রিপুরার মানুষের প্রতি সুবিচার করুন কাজেই আমাদের সরকারের যে উন্নয়ন মূলক কাজ, সেই কাজ করার জন্য আপনারা সাহায্য করুন, সরকার যেখানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ভিত দৃঢ় করতে চায় সেখানে আপনাদের হাত প্রসারিত করুন, এইটা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রী দশরথ দেব।

শ্রী দশরথ দেব (রামচন্দ্রঘাট) ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বিরোধী দলের নেতা বর্তমান কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এস জোট সরকারের বিরুদ্ধে যে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন আমি এইটাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে আমি বলব। গত ১১ মাস ধরে এই সরকারের যে পারফরমেন্স তার যে কার্যকলাপ তাতে আমরা দেখলাম, জনসাধারণের স্বার্থে যে কাজ তাকে উনারা অবহেলা করেছেন, নেগলেক্ট করেছেন। গণতন্ত্রকে ওরা সাবোট্যাবট করেছে, ধ্বংস করে দিচ্ছে, আর নির্বাচিত যেসব সংস্থাগুলি আছে সেগুলি ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে সেখানে তারা নিজেদের লোককে নির্বাচিত নয়, মনোনীত কমিটি করেছেন। কারণ তাদের গণতন্ত্রের উপর বিশ্বাস নেই, এর জন্য তারা নির্বাচিত কমিটি চান না মনোনীত কমিটি করেছেন। গণতন্ত্রের বাতাস এদের গায়ে সূচের মত বিধে। গণতন্ত্রকে ওরা সহ্য করতে পারে না। গণতন্ত্রকে ওরা হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে চায়। পঞ্চায়েত ভেঙ্গেছে, মিউন্যাসিপ্যালিটি ভেঙ্গেছে, কোপারেটিভ সোসাইটি ভেঙ্গেছে, ল্যামপ্‌স ভেঙ্গেছে, প্যাক্‌স ভেঙ্গেছে। কেন? তার ২টি কারণ আছে। একটি কারণ হল, নির্বাচিত সংস্থাগুলি যদি থাকে, পঞ্চায়েতগুলি যদি থাকে, তাহলে তাদের এক দলীয় শাসনের রথের চাকা তার উপরে ঘুরাতে পারবে না, জনগণ থেকে গণতান্ত্রিক প্রতিরোধ আসবে।

নির্বাচিত কমিটিগুলি থেকে। তাই দরকার সেইগুলি ভেঙ্গে দেওয়ার। আর নির্বাচিত কমিটিগুলি থেকে জনগণের প্রতিনিধি যারা যেখানে আছে সেখানে গ্রামের কায়েমী-স্বার্থ শোষক মহাজন, সুদখোর চোরা কারবারী, দুর্নিতী পরায়ন আমলাদের মা ধ্যমে অর্থের নয় ছয় করা যাবে না, করতে গেলেও অনেক কঠিন হবে। কাজেই গণ-নির্ব্বাচিত কমিটি গুলি ভেঙ্গে দিয়ে নিজেদের পছন্দমত কমিটিগুলি করেছেন, এবং সেগুলিকে আইনের নামে প্রশাসনের নামে লুটপাট করার জন্য অবাধ অধিকার তারা দিয়েছেন। তারা জনগণের সেবা চায় না, তারা চায় কায়েমী স্বার্থের সেবা এবং তারই জন্য এই নির্বাচিত সংস্থাগুলি তারা ভেঙ্গে দিয়েছে এইটা অত্যন্ত পরিস্কার। আজকে কি দেখা যায়? এই পঞ্চায়েত গুলি ভাঙ্গল, ল্যাম্প্স গুলি ভাঙ্গল, প্যাকস গুলি ভাঙ্গল, টাকা পয়সার রিলিফ, সরকারী অর্থের বিলি হল না, এতে কারা উপকৃত? উপকৃত যারা সুদখোর মহাজন, দাদনদার যারা, দাদন দিয়ে যারা টাকা পয়সা লুণ্ঠন করে কৃষকদের কাছ থেকে তাদের পোয়াবার। কৃষক আজকে বিপন্ন. তাদের টাকা নাই, আগে ল্যাম্প্স ও প্যাকসের টাকা পয়সা পেত, সরকার থেকে বিভিন্ন সোর্সে তারা টাকা পেত। নির্বাচিত কমিটি বা সংস্থাগুলির মাধ্যমে সমবায়ের মাধ্যমে টাকা আজকে বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে আজকে তারা মহাজনের কাছে হাত পাতছে। আমরা হিসাব করে দেখেছি একমাত্র গোলাঘাটি অঞ্চলে দুই লক্ষ টাকার উপরে দুইজন মহাজন দাদন দিয়েছে এবার। গত দশ বছরে দাদন সিষ্টেম ট্রাইবেল এলাকা থেকে উঠে গিয়েছিল। কাজেই এই লুণ্ঠনের সুযোগ দেওয়ার জন্য এই সব নির্বাচিত কমিটি ওরা ভেঙ্গে দিয়েছে এবং এই তিন মাসের মধ্যে এইগুলি সব শেষ হয়ে গেল, এখন মহাজনের লুণ্ঠন চলছে আরও চলবে। আর একটা কথা আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই যে, এই সরকার আসার পরে ত্রিপুরা রাজ্যের ট্রাইবেল মাইনরিটির যে রাইট তারা দিয়েছিলেন এ ডি সি, উপজাতি অউপজাতিদের গণতান্ত্রিক লড়াইয়ের ফসল হিসাবে, প্রথমে এই জোট সরকার এলেন, ইমপ্লিমেনটিং এজেন্সি, যে সরকারী এজেন্সির মাধ্যমে এ ডি সির সমস্ত কার্য্যসূচী রুপায়িত হত এই গুলি সব ভেঙ্গে দিয়েছে, পঞ্চায়েত, বি. ডি, সি ডিস্কাংক্ট করে রাখার ফলে এ ডি সির সব কাজ-কর্ম ব্লক হয়ে গেল, কোন কাজ করতে পারল না, লার্জ নাম্বার অফ্ ফিল্ড স্টাফ, কর্মচারী, যাদের মাধ্যমে কর্মসূচী কার্য্যকরী হত, উইদড্র করে নিয়ে আসলেন এডমিনিস্ট্রেশান, তার পরিবর্তে কিছু দেওয়া হল না। ইনস্ট্রাকশান দেওয়া হল, নট টু এপয়েন্ট এনি স্টাফ। কোন কর্মচারী নিয়োগ করবে না। এদিকে তুমি কাজ কর না। আবার মন্ত্রী বললেন এখানে কাগজে

যেভাবে দেখলাম আমরা যে চাকুরী বন্ধ করলাম তাতে অসুবিধা হয়েছে বলেতো আমরা জানি না। এদিকে আবার ইমপ্লিমেন্টিং অফিসার, যারা গভার্ণমেন্টের এডমিনিস্ট্রেশনে আছেন তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে আপনারা এ.ডি.সি.র স্কীমে মত কাজ করবেন না। দে হেভ গট এভরি রাইট ইন দ্যা সিক্সথ সিড্যুল টু এপয়েন্ট দেয়ার ওউন কমিটি ইন দেয়ার ওউন এরিয়া। তাদের কাজ এগজিকিউট করার জন্য ও রাঃকি কোন কমিটি করেছে? তা করলে সেঃহত। তাহলে এই নোমিনেটেড্ কমিটি অর্থাৎ লুটপাট কমিটি কি তাদের কথা শুনবে? কাজেই এই মাইনরিটির রাইট তারা স্ন্যাচ করে দিয়েছে। এ.ডি সি.র বিভিন্ন কাজ করার জন্য এ.ডি.সি. কিছু কমিটি করেছিল উইদিন দ্যা ফ্রেইম ওয়ার্ক অব্ দ্যা কনস্টিটিউশন, কিন্তু সে-সকল কাজ তাদেরকে করতে দেওয়া হয় নি। সেগুলিকে ইন-একটিভ করে রেখেছে। বোটল-নেক করে দিয়েছে। এই হচ্ছে তাদের চরিত্র। ইনকোয়ারি কমিশন গঠণ করল ওদের নিজেদের চয়েস লোক দিয়ে কিন্তু অবজেকটিভটা কি? অবজেকটিভটা হচ্ছে নির্বাচিত এ.ডি.সি.কে ভেঙ্গে দিয়ে ওদের নিজেদের লোক দিয়ে দিয়ে এ.ডি.সি. চালানো। সেখানে তারা থামেনি, এ. ডি সি.র সমস্ত ক্ষমতা কার্ভ করে দিয়ে, এ ডি.সি কে সরকারের ঠুটো জগন্নাথ হিসাবে ব্যবহার করার জন্য ওরা কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে সিক্সথ্ সিড্যুলকে অ্যামেণ্ডমেণ্ট করে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্র এবং গভার্ণরের মাধ্যমে ট্যাটগুলির হাতে তুলে দিয়েছে। নাও ইজ দেয়ার এনি অটনোমি? ব্রাউবাবুরা এখনও বুঝতে পারছেনা তবে একদিন বুঝবে। আগে সিকস্থ সিড্যুল মোতাবেক যে অটনোমি ছিল এখন আর সেটা থাকবে না। এটা একটা মিউনিসিপালিটির মত হয়ে যাবে। সুধীরবাবু মুখ্যমন্ত্রী, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে আছেন। ওনার সে চেতনা আছে কিনা জানিনা তবে থাকার কথা। এমন দায়িত্বপূর্ণ মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী দিল্লীতে গিয়ে বললেন যে, ৯০ টাকার কোটি তহবিল তছরূপ করেছে ইলেকটেড মেম্বার.অব্ দ্যা কাউন্সিল। গুরুতর অভিযোগ, আমি প্রশ্ন করি, এই তহবিল তছরূপের অভিযোগ এ.ডি.সি উপর যে তদন্ত কমিশন হয়েছে সেখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাঁর প্রামাণ্য দলিলপত্র নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন কি? যদি না হয়ে থাকেন তাহলে এমন দায়িত্বহীন অভিযোগের জন্য তাঁর পদত্যাগ করা উচিত। তারপরে ওদের অন্যান্য কথা বাদ দিলাম শুধু উপজান ময়দানের কথাই যদি বলি তাহলে কি দেখি? তাহলে আমরা দেখি যে, তারা কতগুলি আশালিন বক্তব্য রেখেছেন। আবার তাদের সঙ্গে সুর

তোলে উপজাতি যুব সমিতির মন্ত্রী এবং নেতারাও বললেন যে এই উজান ময়দানের ঘটনাটা ঘটনা, এটা ঘটনা না, বাস্তব না। স্যার আপনাদের ধর্মনগরে যে কবি গান হয় সে আর জমে খুব ভাল। এই কবি গানে যিনি গায়ক তিনি বাইন তোলেন আর তার সঙ্গের কিছু লোক সে বাইনে দোহায় তোলে হো হো করতে থাকেন। এখানেও ঠিক তাই হচ্ছে, এখানে কংগ্রেসী মাননীয় মন্ত্রীরা গানের বাইন তোলেন আর তাদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে উপজাতি যুব সমিতির নেতা এবং মন্ত্রীরা গানের সোদার তোলে দুহাত তোলে নৃত্য করতে থাকেন। এর দ্বারা কৃতার্থ করতে পারবেন কংগ্রেসী নেতাদের কিন্তু ত্রিপুরার জাতি-উপজাতি জনগণ এই বিশ্বাসঘাতকদের কিছুতেই বরদাস্ত করবেন না।

স্যার, আরেকটা জিনিস আমি এখানে তোলতে চাই, এটা, জনগণের সঙ্গে জনসার্থ না। জন গণের সঙ্গে গ্রামের জনগণের অভাব অভিযোগ, এস, আর, ই, পি, এবং এন আর, ই, পি, ওয়ার্ক ইত্যাদির সঙ্গে, কোন সম্পর্ক নাই- তাদের সম্পর্কে হচ্ছে- প্লেজার থু দিল্লী। এক জন সাংবাদিক মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনাদের মন্ত্রীরা দিল্লী এবং কলকাতায় ফাইভ স্টার হোটেলে থেকে ৬ লক্ষ টাকা বিল তোলেছেন, এটা সত্য কি না? মাননীয় সুধীর বাবু জবাব দিলেন, এইটা হতেই পারে। কিন্তু কিসের জন্য? আমরা গত ১০ বছর তো সরকারে ছিলাম, কই আমাদের তো কোথায় এ ধরণের বিল দিতে হয়নি? আমরা কখনো ফাইভ স্টার হোটেলে থাকিনি। একটা গাড়ীও ভাড়া করিনি। একজন ফার্স্ট ক্লাস গেজেটেড অফিসার দৈনিক যে ওয়েজ পান তার বাইরে গভার্ণমেণ্টের ফাণ্ড থেকে একটা নয়া পয়সাও দিল্লী বা কলকাতে কোথাতেও বামফ্রণ্টের মন্ত্রীদের জন্য নেওয়া হয়নি।

(নেপথ্যে ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে :—অনেক খরচ করেছেন)

প্রমান করুন, আপনাদের কাছেই তো এই সুধীরবাবু ফিনান্স মিনিস্টার উনার কাছেই তো হিসেব রয়েছে। প্লেজার এদের প্লেজার ট্রিপ। সারকুলার এর জন্যেই হচ্ছে। এইটা মাননীয় নৃপেনবাবু একটু আগেই বলেছেন যে ব্যয় সংকোচের জন্য সারকুলার দিতে তারা বাধ্য এই জন্যেই। তাদের সঙ্গে কম্পেয়ার করুন তো বামফ্রণ্ট মন্ত্রীদের অবস্থা।

আর শিক্ষার অবস্থা তো আরো ভয়ংকর, অতি ভয়ঙ্কর।

নট এ সিংগল প্রাইমারী স্কুল হেজ বিন স্টারটেড বাই দিস্ গভার্নমেন্ট। নট এ সিংগল আপগ্রেডেসন অব্ জুনিয়র হাইস্কুল আর সিনিয়র বেসিক স্কুল। একটাও হয়নি। তারপর হেডমাস্টার, শিক্ষকরা মার খাচ্ছে। আমি জানিনা, তারা কার সমর্থক। হরিলাল পোদ্দার একজন হেডমাস্টার,কাঠালিয়া স্কুলের। এক্টা লী বিটেন হসপিট্যালাইজড। প্রফেসর শংকর ভট্টাচর্য্য, খোয়াই কলেজ, প্রিন্সিপালের নিজের রুমে গিয়ে তাকে মেরেছে গুণ্ডারা। এফ, আই, আর, করা হয়েছে, হসপিট্যালাইজড। কাজেই প্রিন্সিপালেরও কোন প্রোটেকসান নেই। নো প্রোটেকসন ফ্রম দ্যা গভর্ণমেন্ট। মানিক দে-কে মারলো তার নিজের ড্রীতে সাব্রুমে নো প্রোটেকসন, হসপিটা লাইজড্। এমনকি কংগ্রেসের যারা সমর্থক, ফেডারেশন করছিল এই ঝড়ের আঘাতটা বুঝি তাদের ঘাড়েই যাবে শেষ পর্য্যন্ত। দেখলাম তাদের বড় লিডার, মানিক দেব-এর বাড়িতে বম্ব থ্রো করা হলো কাগজে দেখলাম। কাজেই এইভাবে যদি আপনারা 'আপনাদের গুণ্ডাদের মাথায় তোলেন এখন আপনাদের বিরোধী দলকে সাপ্রেস করার জন্য, দে উয়িল নট স্পেয়ার ইউ অলসো। এবং মানিক দেবের বাড়ীতে বোম্ব থ্রো আনফরচুনেট। এই ঘটনাই এটা দেখিয়েছে এবং এর পরে আরো যাবে তারপর কে যাবে স্কুলে মাস্টারী করতে? একজন আমাদের বলেছে যে, নাও এড়ুকেশন ইজ অন্ দ্যা ভার্জ অব্ কলপেস্। এখন এইটা কলাপ্সিং পজিসনে যাচ্ছে। আর এখানে এরা বলছেন যে, না স্কুল কলেজেস এণ্ড অর্ডার ইজ এগজিসটিং। ভেরী ফাইন ল এণ্ড অর্ডর।কাজেই এইগুলি হচ্ছে তাদের কাণ্ডকারখানা। জব ফর্মে কাজে দেবে বলছে, কাজ দিতে পারবে? কোন ক্ষমতা নেই তাদের। তারা বে-আইনী করতে পারে। ২৫ পারসেন্ট রিজার্ভেসন ফর দ্যা পলিটিক্যাল ভিকটিমস। কাজেই এই যে রিজারভেসন করেছেন সেটা সম্পূর্ণ ইললিগ্যাল, আনকনস্টিটিউশনাল ইরেগুলার, ইনপ্রপার, করাপ্ট প্র্যাকটিস। কোন অবস্থাতেই এইটা সহ্য করতে পারি না। দে আর ডিপ্রাইভিং দ্যা রাইটস অব্ এস, সি, এণ্ড এস, টি,। দে আর অলসো ডিপ্রাইভিং দ্যা রাইটস্ অব্ দোজ্ হো আর নন্ এস, সি, এণ্ড এস টি হো আর রেডলী ইন নীড অব্ জব। তাদেরও বাদ দেওয়া হচ্ছে এই ভিকটিমাইজের নামে, কারণ দলীয় লোকদের জন্যে। স্টপ দিজ্ পলিসি মাষ্ট গো, দিস গভার্নমেন্ট মাষ্ট গো। এইটা হতে পারে না।

তারপর অফার অব্ এপয়েন্ট ছাড়া হয়েছে হাজার হাজার। এই ১১ মাসের মধ্যে একটাও এপেয়ন্ট মেণ্ট দেওয়া হয়নি। তারা এদের জীবন নিয়ে খেলা করছেন। এই গভার্ণমেণ্টটকে কেউ টলারেট করতে পাবে না। এইটা আমার কথা নয়- এইটা জনগণের কথা। আমার পাটীর কথা কিছুই বলছি না।

তাদের রাজত্বে শুধ গ্যাংরেপ ঘটেছে, উজান ময়দানে ঘটেছে, বিলোনীয়াতে ঘটেছে এবং যারা অন্যায় করেছে, যারা কালপ্রিট, দে আর কেয়ারফুল্লী ডিফেণ্ডেড বাই দিস গভর্ণমেণ্ট। অদ্ভুত ব্যাপার যারা আক্রান্ত তারা প্রটেকশান পাবে না, যারা আক্রমনকারী তারাই প্রটেকশান পাবে। যদি একবার পুলিশ কাস্টডীতে যায় তবে তার কোন গ্যারান্টি নেই যে সে সশরীরে ফিরে আসবে। তাকে মারধোর করতেই হবে। কোন মহিলা যদি কোন কারণে পুলিশ কাস্টডীতে যায়, এর কোন নিশ্চয়তা নেই যে তিনি রেপনা হয়ে ফিরে আসবেন।

আজকে এরা হোয়াইট ইলিফেন্ট পুষছেন। কিরকম এই গভর্ণমেণ্ট হচ্ছে, গভর্ণমেণ্ট অব কর্পোরেশানস। যারা জনগণ থেকে নির্বাসিত হয়েছেন, পাশ করতে পারেন নি নির্বাচনে সবগুলিকে খুশি করার জন্য নাম্বার অব কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান করে তিন থেকে ৫ হাজার টাকা করে মাইনে দেওয়া হচ্ছে। এই-সব জিনিষগুলি ছিল না বামফ্রন্ট আমলে। আর কংগ্রেস মন্ত্রীরা দুই রকম কথা বলেন। গণিখান চৌধুরী এক সময় কংগ্রেসের মন্ত্রী ছিলেন, এখন তিনি পশ্চিম বংগে কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট। তিনি সমীর বর্মনের মত বলছেন স্টেন গান হাতে নেওয়ার জন্য তার লোকদের। আর এদিকে সমীরবাবু বলেছেন আত্মরক্ষার জন্য তাঁর লোকদের হাতিয়ার ধরার জন্য। অপর দিকে কে, সি, পন্থ বলেছেন, কংগ্রেসে হিংসার কোন স্থান নেই। আর উজান ময়দানের ঘটনা ঠাট্টা করে বলছেন ভ্রাউ কুমার রিয়াং। হলেও হতে পারে'। কাজেই গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য এই গভর্ণমেণ্টকে এখনই যাওয়া উচিত। কাজেই আপনারা ভোট দিয়ে এই গভর্ণমেন্টকে বিদায় করুন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরসিক লাল রায়।

NO-CONFIDENCE MOTION

শ্রীরসিক লাল রায় (সোনামুড়া)ঃ— মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় বিরোধী দলের নেতা শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী মহোদয় এই সরকারের বিরুদ্ধে যে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন, তার উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে ল এ্যাণ্ড অর্ডার সম্পর্কে বলছেন যে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটেছে। কিন্তু আমাদের অর্থ মন্ত্রী সম্পর্কে কারচুপির কথা অবশ্য কিছু বলেন নি, কারণ তারা নিজেরাই অর্থনৈতিক কারচুপির মধ্যে এই রাজ্যকে ভরাডুবি করে গিয়েছেন। তবে একথা বলেছেন যে, আমরা নাকি অতিরিক্ত টাকা খরচ করে ফেলেছি। মানুষের প্রয়োজনে যদি টাকা খরচ হয়ে থাকে, তবে সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাই তিনি চুরি অথবা কারচুপির এমন কোন কথা উত্থাপন করতে পারেন নি যেটা এই ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণ জ্ঞাত আছেন যে, বিগত দিনের বামফ্রন্ট সরকারের এই রাজ্যের জনগনের স্বার্থে যে বরাদ্দ ছিল, সেটা কাজে না লাগিয়ে নিজেদের দলের স্বার্থে ব্যবহার করেছেন। মিঃ স্পীকার স্যার, যেখানে বিরোধী নেতা আইন শৃঙ্খলার প্রশ্নে অভিযোগ করেছেন, সেখানে তিনি নিশ্চয় অবগত আছেন যে কয়েকদিন আগে এই হাউসের বিধায়ক সুকুমার বর্মনকে কে বা কারা বোমা মেরেছিল, তিনি অবশ্য জীবিত আছেন, ভাল আছেন, সুখের কথা, কিন্তু উনার সঙ্গে যে সঙ্গী ছিলেন, যার নামে এফ, আই, আর, করেছিলেন, তাকে ধরার জন্য সেই যেই হউক, আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিন্দুমাত্রও অবহেলা করেন নি। সঙ্গে সঙ্গেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সে থানা থেকে জামীন নিতে পারেন নি, তবে কোর্ট থেকে ১৪ দিন পর জামিন নিয়েছে। সেই যে প্রকৃত আসামী বা আসামী নয়, সেটা হচ্ছে পরবর্তী বিচারের কথা। এখানে মাননীয় বিরোধী নেতা যে প্রশ্ন এনেছেন এবং আমাদের দলের মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় এই হাউসে সেই সম্পর্কে যে তথ্য পরিবেশন করেছেন, তা কি মাননীয় বিরোধী দলনেতা অস্বীকার করতে পারবেন? নিশ্চয় তিনি সেগুলির একটিও অস্বীকার করতে পারবেন না। কারণ বিরোধী দলের উপনেতা এই হাউসে যে বক্তব্য রেখেছেন, তার কাউন্টার বক্তব্যই মাননীয় অমল বাবু রেখেছেন, আর এটাই স্বাভাবিক। আসলে কি এই হাউস অথবা ত্রিপুরার জনসাধারণ এটাই ধরে নিয়েছেন এবং সেটা দশরথ বাবু নিজেই স্বীকার করে নিয়েছেন, যেহেতু তিনি তার কোন কাউন্টার বক্তব্য রাখতে পারেন নি। তবে আমাদের মাননীয় প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অথবা মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষন করার জন্য আমি বলতে চাই যে, তিনিও এটা অস্বীকার করবেন কিনা! সেই রীতা চৌধুরী থেকে আরম্ভ করে, আমি বলছি না যে, এই রাজ্যের মধ্যে খুন হচ্ছে না, খুন যেটা হয়, সেটা এ্যাক্সিডেন্টালী, কিন্তু যে প্রকারে একটা মেয়েকে ক্রমে ক্রমে সিগারেটের আগুন লাগিয়ে তার উপর অত্যাচার করেছিল, আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই তখন কি আপনাদের পুলিশ প্রশাসন ছিল না? ছেড়ে দিলাম সেই রীতা চৌধুরীর কথা, শংকর জয়ন্তের কথা, এখন আসুন সেই ১৯৭৯ সালের ২৪শে মে কমলায় — সেখানে মৈনুল হক হত্যা, সেটা কি ভাবে করা হয়েছে, সেই সময়ও কি আপনাদের পুলিশ ছিল না? বক্সনগর বাজার থেকে থানাটাই বা কতদূর? সে একটা ছাত্র সভা করার জন্য সেখানে গিয়েছিল, আমাদের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী তখনকার বিরোধী নেতা সুধীর রঞ্জন মজুমদার সোনা

মুড়া থেকে আগরতলায় আসার পথে সেই ছেলেটিকে বক্সনগরে নামিয়ে দিয়ে এলো, সে তো এন, সি, আই, ইনষ্টিটিউশানের ছাত্র ছিল। আমার মনে হয় কংগ্রেসের নামে, ছাত্র সংগঠনের নামে দুই একটা কথা বলার জন্য সে বক্সনগর বাজারে নেমেছিল, সেই সুধীর বাবুর গাড়ী বোধ করি তখন আগরতলায় পৌঁছতে পারে নি, সে আপনাদের সি, পি, এমের দুষ্কৃতিকারীদের ডেগারের ঘাইয়ে সেই জায়গায় শেষ হয়ে গেল, তখনও কি আপনাদের পুলিশ ছিল না? বাজারের সঙ্গেই তো থানা ছিল, পুলিশ ছিল, কেউ তাকে সেই দিন সেল্টার দেয় নি। তারপর সঙ্গী আবদুল লতিফ মজুমদার সেই রাত্রি শেষে পায়ে হেঁটে ৩—৩০ টায় সোনামুড়ায় তার বড়দোয়াল গ্রামে এসে পৌঁছল, তাকে তো কেউ প্রটেকশ্যান দেয় নি। তারপর, ২৫শে মে তারিখে ফরিদ খাঁ, যাকে আপনিও চিনবেন, বয়সে তিনি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সুধীর বাবুরই সম বয়স্ক! ঐ ভদ্রলোক নৈতুল হকের শেষ কৃত্য সমাধা করে ফিরতে ছিল, কলমছড়া বাজারে প্রকাশ্য রাস্তায় আপনাদেরই শত শত মানুষ জমায়েত হয়ে ঐ বয়স্ক ভদ্রলোককে রক্তাক্ত করে ফেল্লো। এই বয়সের ভদ্রলোককে আপনার সি, পি আই (এম)র প্রাক্তন কেণ্ডিডেট যিনি বিধায়ক হওয়ার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন সেই কেণ্ডিডেট রাম দাও দিয়ে তাকে কোপাতে সুরু কর ৫০০ লোকের সামনে। এবং তাকে এক কোপে মারেনি ২ কোপে মারেনি ১০ কোপে মারেনি, তাক ৫০ কোপে মারেছ। সো ছিল" ল'এণ্ড অর্ডর। আপনি হাঁসছেন এই কথা শুনে? আপনার লজ্জা হওয়া উচিত। আপনি ভুলে গিয়েছেন সেই সব কথা। আপনি এই হাউসের মধ্যে এই নবগঠিত সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন আপনার লজ্জা হওয়া উচিত। আপনারা ত্রিপুরার মধ্যে রক্তের গঙ্গা বইয়ে দিয়েছিলেন আপনারা সেই রক্তের উপর দিয়ে ভেসেছিলেন। গোপাল বাবু হাঁসছেন এই কথা শুনে—আপনাদের সিকিউরিটি ছিল। আজ এখানে আপনারা আইন শৃঙ্খলার অবনতির কথা বলছেন। ত্রিপুরা রাজ্যে আইন শৃঙ্খলার অবনতির সৃষ্টি আপনারাই করেছিলেন। তার প্রমাণ আমি দিতে পারি। ঐ ১৯৮০ সালের দাঙ্গার পূর্ব থেকেই আপনারা সুরু করেছেন। সেটা সুরু হতে হতে '৮০র জুনের দাঙ্গার সৃষ্টি করেছেন। ঐ সোনামুড়াতে মইবুর কৈজুদ্দিন খাঁ, মকবুল হোসেন সবাইকে খুন করা হয়েছে—প্রকাশ্য দিবালোকে। শুধু তাই নয়, আপনারা বলছেন যে সি পি এম-কে কাজ দেওয়া হচ্ছে না, একদলীয় শাসন জানতে চায়। আমি জিজ্ঞাস করতে চাই, ঐ সোনামুড়াতে মইজুদ্দিন খাঁকে কারা হত্যা করেছিল? সেখানে কংগ্রেস অফিস ঘেরাও করা হয়েছিল। ভুলে গেলে চলবে না আপনাদের প্রাক্তন বিধায়ক সুবল রুদ্রের নেতৃত্বে একটা রক্তক্ষয়ী মিছিল এসে সেখানে কংগ্রেস অফিসের ভিতর প্রবেশ করেছিল পুলিশের পিস্তল দিয়ে গুলি করে মারার উদ্দেশ্য। সেদিন তাদের রক্ষা করা হয় নাই।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গিয়েছে।

শ্রী রসিক লাল রায় ঃ—স্যার আমাকে আর এক মিনিট সময় দিন। মিঃ স্পীকার

NO-CONFIDENCE MOPON

আর একা কথা আমি উদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। এত বড় একটা দাংগার পরও আমাদের একস চিফ মিনিষ্টার মুসলিমদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। ত্রিপুরার ট্রাইবেল বাংগালীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতাব সৃষ্টি করে ক্ষান্ত হন নি। উদয়পুরে রমেশ হাই স্কুলের ক্যাম্পাস হলে মুসলিমদের নিয়ে একটা সভা করেছিলেন সেখানে তিনি সাম্প্রদায়িক উসকানি মুলক কথা শুরু করেন। তখন আব্বাস মিঞা নামক একটি ছেলে সংগে সংগে নৃপেন বাবুর মুখের উপর জবাব দিলেন তারপর নৃপেনবাবু সেখনে থেকে পালিয়ে চলে আসেন। আপনাদের রাজত্বে অনেক লোককে পৃথিবী থেকে সরে যেতে হয়েছিল। স্যার, এখানে আমাদের মাননীয় সদস্য দশরথ বাবু বামফ্রন্টের আমলে স্কুলের অনেক উন্নতির কথা বলেছিলেন। কি সেই সমস্ত স্কুলকে আপগ্রেডেশানের নাম করে ষড়যন্ত্র করে আপনারা জংগলে নিয়ে গিয়েছেন। আজকে মিঃ স্পীকার স্যার, যে সমস্ত স্কুল আপগ্রেডেশনের করেছেন সেই সমস্ত স্কুলের কোন অস্তিত্বনাই আপগ্রেডেশনের নাম করে অধর্নিতিকে ট্রান্সপ্লান্ট করেগেছেন। কাজেই এই সরকার উন্নয়নমূলক যে সমস্ত পদক্ষেপ নিয়েছেন সেখানে অনস্থা নয়, সহযোগীতা করুন। এই ত্রিপুরা যে অর্থনীতিতে, শিক্ষায় পিছিয়ে গেছে,দুর্বল হয়ে গেছে আপনাদের দশ বছর শাসনে তাকে এগিয়ে আনার জন্য সহযোগিতা করুন এই সরকার এই আহ্বান রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকারঃ—মাননীয় সদস্য গোপাল চন্দ্র দাস।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস ঃ (শালগড়া) মাননীয় স্পীকার স্যার মাননীয় বিরোধী দলের নেতা এই যে মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। প্রথমে যে কথাটা বলতে চাই সেটা হল, আজকে এই মন্ত্রীসভা আসামীর কাঠ গড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। বিরোধী পক্ষ থেকে যে সমস্ত অভিযোগ আনা হয়েছে তার একটারও জবাব দিতে পারছে না। সমস্ত কিছু পাশ কেঁটে যাচ্ছে। বিগত নির্বাচনে এই সরকার যে ইস্তাহার দিয়েছিল এবং তাতে যে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে নি। তারা বলেছিল যে,ত্রিপুরা রাজ্যে আইনের শাসন কায়েম করবে। কিন্তু আজকে হাউসে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যে তথ্য পরিবেশন করেছেন তাতে বলেছেন যে,বিগত ১১ মাসে রাজ্যে ১১২ জন খুন হয়েছে এবং তার মধ্যে অর্ধাংশের হয়েছে বিরোধী দলের সদস্য। কিন্তু আমরা জানি বিগত ১১ মাসে ৬৭২ জন খুন হয়েছে, লুটপাট হয়েছে ১২৯ টি, আক্রান্ত হয়েছে ১৩ টি চুরি ডাকাতি হয়েছে ২৭৩ টি এবং নারী ধর্ষণ হয়েছে ৪৩ টি ঘটনায় আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই. ত্রিপুরাকে আজকে এই সরকার কোথায় নিয়েগেছে ? এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর উদয়পুরে কি ঘটনা ঘটেছে কি সন্ত্রাসের রাজত্ব চালিয়েছিল তাই বলছি। উদয়পুরের একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে আর, এস,পির অফিস তছনছ করেছে, সমস্ত কাগজপত্র ফাইল পুড়িয়েছে। মটরষ্ট্যান্ডে সি, পি. আই (এম)— এর অফিসছিল।

সেখানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘটনা সাজিয়ে বলেছেন যে. সি, পি , আই (এম) অফিস থেকে টি, এন, ভির পোষাক পড়ে এই ঘটনা ঘটিয়েছে। সেখানে না কি বুলেটও পাওয়া গেছে ‧ এই সমস্ত

রেডিও, টি, ভি মারফৎ প্রচার করা হল। বিধায়ক কেশব মজুমদারকে গ্রেপ্তার করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কম চেষ্টা করেন নি। হাইকোর্টের জামিনের জন্য সেটা তিনি করতে পারেন নি। উদয়পুরে ৪০টি বাড়ী দোকান লুট-পাট হয়েছে। জেলা শাসকের কাছে পুলিসের কাছে আমরা জানিয়েছি। কিন্তু কোন ব্যবস্থাই নেওয়া হয় নি। ক্ষতিগ্রস্তদের এক কাল পয়সা ও এই জোট সরকার দেয় নি। এই হচ্ছে জোট সরকারের চেহারা। সেখানে ১০ লক্ষ টাকার মত ক্ষতি হয়েছে। কোন সহানুভূতি আছে এই সরকারের? আজকে খুনীদের প্রটেকশন দেওয়া হচ্ছে। মন্ত্রীদের গাড়ী নিয়ে ঘুরছেন এই ত হচ্ছে সরকারের চেহারা। মাননীয় স্পীকার, স্যার, শালগড়ায় আমি আমাদের পার্টি অফিসে বসে কাজ করছিলাম। ২৬শে এপ্রিল আমাকে আক্রমন করে কংগ্রেস(আই) গুণ্ডারা। শুধু তাই নয় আমি যে বাড়ীতে থাকি সেই অনিল রায়ের বাড়ী গিয়ে কংগ্রেস (আই) গুণ্ডারা শাসিয়ে এসেছে, গোপাল দাসকে বাড়ী থেকে বের করে না দিলে তাদের বাড়ী ধুলি সাৎ করা হবে শুধু ২৬শে এপ্রিলই নয়, ২৬শে জুলাইও কংগ্রেস (আই) গুণ্ডারা আমাকে বাজারে এন সারকল করে মেরে ফেলার জন্য। ওরা বলে গোপাল দাসকে বাঁচতে দেওয়া হবে না। এই হচ্ছে, জোট সরকারের নজির। কাজেই আজকে ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষ এই জোট সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করেছে। স্যার, ১২ই সেপ্টেম্বর উদয়পুরেকৃষক আন্দোলনের সময় আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে পুলিশ বন্দুক ছুঁড়ে কাঁদান গ্যাস ছুড়ে শত শত লোককে হসপিট্যালাইজড করা হলো এই কি আইনের শাসন নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর তাঁরা আক্রমন করেছেন। শত শত কৃষক আহত হয়েছে, মা-বোন আহত হয়েছে। মা বোনের উপর নির্যাতন হয়েছে। আমাদের প্রাক্তন বিধায়ক নরেশ ঘোষের পা ভাঙ্গা হয়েছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা যখন ১২ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার প্রতিবাদে ১৪ই সেপ্টেম্বর বন্ধ করছিলাম শান্তিপুর্ণ ভাবে তখন গনেশ রায় নামে এক কর্মীর সেলুন ভেঙ্গে দেওয়া হল। প্রধানের বাড়ী আক্রমণ করা হল। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই হচ্ছে, আইনের শাসনের নমুনা। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ভাবে গত ১১ মাস ধরে জোট সরকার আইনের শাসনে নাম করে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। আর এর ফলেই আজকে ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষ অনাস্থা প্রস্তাব এনেছে। স্যার, ৯ই এপ্রিল কেন খেদা ছড়াতে খাদ্য গুদাম লুট হল? আজকে কাজ বন্ধ। মানুষের কাজ নেই, খাদ্য নেই। এস, আর, ই, পি, বন্ধ। এন, আর, ই, পি বন্ধ। সেই টাকা দিয়ে মন্ত্রীরা জৌলুস বরছেন। মন্ত্রীদের বাড়ী ঘর দালান পাক্‌কা করা হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা কার্পেট কেনার জন্য। এই টাকা কাদের? এই টাকা কি ত্রিপুরার জনসাধারনের নয়? আপনারা আজকে আসামীর কাঁঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন। লক্ষ লক্ষ টাকা কেন নিজেদের ফূর্তির জন্য ব্যায় করেছেন? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এমনি ভাবে আজকে এই জোট সরকার অরাজকতা রাজত্ব কায়েম করেছে। সার, আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই যে, এই সরকার ক্ষমতায় অসার পর চাকুরী দেবার কথা বলেছেন। ৫৩ হাজার বেকার জব ফর্ম ফিল-আপ করেছে, কিন্তু তাঁর একজনকে কি চাকুরী দিয়েছে? এই জব ফর্ম থেকে একজনকেও তারা চাকুরী দেয় নি। বামফ্রন্ট সরকার

আমলে ২৫,৭৮৬ জন বৃদ্ধ ভাতা পেতেন। রিক্সা শ্রমিকদের ভাতা দেওয়া হত। আজকে এই সরকার এর একজনকের এখনো ভাতা দিতে পারেন নি। এই হচ্ছে উনাদের কল্যাণ মুলক কাজের নমুনা। কাজেই বুঝতে হবে আজকের অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকে দৈনিক সংবাদ পত্রিকা খবর লিখছে এই রাজ্যে মন্ত্রীরা ১৪০০ টাকা বেতন পান. একজন ৪র্থশ্রেণীর চেয়েও কম বেতন। এত কম বেতনে তাঁদের পোষাবে কেন? তাই দিল্লীতে পাঁচ তাঁরা হোটেল, যার একদিনে সীট ভাড়া আড়াই হাজার টাকা, মন্ত্রীদের বাড়ীতে ৩টা করে গাড়ী, তাঁদের পি, এ, দের বাড়ীতেও গাড়ী. লক্ষ লক্ষ টাকার আসবাব পত্র কেনা হচ্ছে। যে দৈনিক সংবাদ পত্রিকা তাদেরকে ক্ষমতায় আনতে সাহায্য করেছে. সেই "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকা আজকে এই সমস্ত খবর লিখছে এবং লিখতে বাধা হচ্ছে। আজকে রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত দুর্বিসহ। দ্রব্যমূল্য আকাশ ছোঁয়া। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যেখানে মুসরী ডালের কে. জি. ছিল ৬-৭ টাকা, আজকে এই সরকার ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে ১১-১২ টাকা কে, জি, খোলাবাজারে চাউলের দাম ৬ টাকা কে, জি, কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারে আমলে ছিল ৪টাকা কে. জি, সর্ষের তৈলের দাম ছিল ১৮-১৯ টাকা লিটার, আজকে তার দাম ২৬-২৮টাকা লিটার। ডিম ৪টাকা ছিল,, আজকে ৭-৮টাকা হালি। এই ভাবে জিনিষপত্রের দাম দিন দিন আকাশছোঁয়া হয়ে যাচ্ছে। এই সমস্ত কারনে আজকে এই সরকারের নৈতিক কোন অধিকার নেই ক্ষমতায় অধিষ্টিত থাকার। অবিলম্বে এই সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে। ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষ তাঁদের বিরুদ্ধে এই অনাস্থা প্রস্তাব এনেছে। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকারঃ—মাননীয় মন্ত্রী শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা ঃ— (রাষ্ট্রমন্ত্রী) মিঃ স্পীপাকার স্যার, আজকে এই সভায় মাননীয় বিরোধী দলের নেতা যে নো- কনফিডেন্স মোশান এনেছেন আমি তার নিন্দা করে বক্তব্য রাখছি। স্যার একটু আগে মাননীয় সদস্য গোপাল দাস মহোদয় বলেছেন,, এটা ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষের দাবী। এটা ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষের দাবী উনার এই কথা আমি মেনে নিতে পারছি না। কারণ. আমরা যারা ট্রেজারী বেঞ্চে সদস্য আছি, তাঁরাও ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষের ভোট নিয়েই ক্ষমতায় এসেছেন। উনারাই কতিপয় জনবিচ্ছিন্ন, হতাশাগ্রস্ত সদস্য, সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আর কোন কিছু ইস্যু নেই, তাই কিছু এ্যাকাটিং করতে হবে, তার জন্যই নো কনফিডেন্স মোশান এনেছেন। মরণকালে কোন ঔষধ নেই। বামফ্রন্ট দলের মরণ কাল এসেছে, আমরা কিন্তু আপনাদের রক্ষা করতে পারব না। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে নিত্য অহরহ খুন, এখানে কয়েকটা লিষ্ট দিয়েছেন। আমি বিধান সভায় বিরোধী দলের সদস্য থাকাকালীন সময়ে বলেছিলাম এবং প্রকৃত তথ্য দিয়েছিলাম যে প্রতি ২৪ ঘণ্টায় একজন করে খুন হত এবং প্রতি সপ্তাহে একজন করে ধর্ষন হত। আর আজকে এখানে বলা হচ্ছে ২৫ জন নারী ধর্ষন হয়েছে এই ১১ মাসে। কমেছে না বেড়েছে? আমরা বলছি না যে

এই গভর্ণমেন্ট আসার পর ভগবানের মতো আমরা কিছু করে দিচ্ছি । কারণ উনারা বলেছেন, দীর্ঘ ৩০ বছরে কংগ্রেস করতে পারে নি সেটা আমরা এক বছরে করেছি। এই 'রকম আমরা বলব না আমরা এখন চেষ্টা করে যাচ্ছি সারা ত্রিপুরা রাজ্যে খুন সন্ত্রাস বন্ধ করতে পারা যায় কিনা। নারী ধর্ষন বন্ধ করতে পারা যায় কিনা, চুরি ডাকাতি বন্ধ করতে পারা যায় কিনা । আমাদের তো একটা সময় দেবেন । এক বছরে যদি কিছু কমে তাহলে দুবছরে কত কমবে তার হিসাব করুন পাঁচ ব কত কমবে হিসাব করুন। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা যে-সব বক্তব্য করেছেন এখানে ওটা দর্পনের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারাকে যে রকম ভাবে দেখা যায় ওটাও চেহারা দেখেই বলেছেন । উনি উদাহরণ দিয়েছেন আইন-শৃঙ্খলার কথা, সারা ত্রিপুরা রাজ্যে কতজন মারা গিয়েছে উনি হিসাব দিক, উনার কাছে সেই হিসেব আছে এই দশ বছরে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে কতজন মারা গেছে। উনি বলেছেন এই সরকারের আমলে ৩০০ জন গ্রেপ্তার করা হয়েছে। উদ্দেশ্য-প্রনোদিত ভাবে আপনারা ত্রিপুরা রাজ্যে দাঙ্গা লাগিয়ে কত জনকে গ্রেপ্তার করেছেন, ২৪,০০ উপজাতি জেলে পুরে রেখেছিল ৮০ সালে । আপনি এখানে উদাহরণ দিয়েছেন যে, আপনাদের একজন কর্মী তাকে উলটা টাঙ্গিয়ে রাখা হয়েছে, এটা আপনাদের বানানো, এই দিন চলে গেছে। কিন্তু আপনি আমাদের করেছেন তার উদাহরণ আমি বাইরের কাউকে দেব না, তার উদাহরণ আমি স্বয়ং, তার উদারহণ মিঃ ডেপুটি স্পীকার, উনার গায়ের কোর্ট খুলে দেখুন, উনার পিঠে রামক্রণ্টের পুলিশের দাগ এখনও লেগে আছে। তার উদাহরণ আমরা এই চশমা দিনের পর দিন ২৪ ঘন্টা এই জেলে পুরে ৫০০ পাওয়ারের লাইট দিয়ে আমার চোখটাকে শেষ করে দিয়েছিলেন, সেটা কারা করেছেন ? আর আজকে এখানে বলেছেন যে জেলে নাকি অত্যাচার করা হয়েছিল। আর এখানে উদাহরণ এই সব কথা বলতে গেলে তাকে আমার কণ্ঠ রোধ হয়ে যায় । আজকে এখানে বলেছেন দিবা বাবু, রুক্মিনী গর্ভবতী ছিল, উগ্রপন্থী হিসাবে গ্রেপ্তার করে আনা হয় জেল খানায় এবং জেলেই তার শিশু জন্ম সাত দিন পর শিশু মারা যায়, কি করে বাঁচবে ? কারন শিশুটাকে একখানে রাখা হয় এবং তার মাকে অন্যখানে রাখা রাখা হয় । সাত দিনের শিশু দুধ না খেয়ে মারা যায়। কি করে বাচে শিশু বিনা দুধে ? তাই সে মারা হায়। সে খৃষ্টান ছিল কবরে মাটি দেবে বলেছিল, অনুরোধ করেছিল, জেল সুপারিনটেনডেন্টরে পায়ে পড়ে কেঁদে চীৎকার করে বলেছিল আমার প্রথম সন্তানের উপর মাটি দেব, আমাকে একটু সময় দিন" তখন এটাই ছিল আইন। তার প্রত্যক্ষদর্শী আমি ছিলাম ! আর উনারা বলছেন, আজকে অত্যাচারের কথা । আজকে সাধু সেজে বসে এই সব কথা বললে জনসাধারণ গ্রহণ করবে না. কাধন জনসাধারণ আজকে একটা জিনিষ বুঝে নিয়েছে যে. না আমরা হঠাৎ করে কি সরকারকে আকাশে তুলে দিতে পারবো ? না । জনসাধারণ বুঝতে পেরেছে যে শান্তিতে আছি. রাজ্যের মধ্যে খুন সন্ত্রাস নেই, যারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে উগ্রপন্থী কখন এসে হঠাৎ করে মেরে দিয়ে যাবে, হঠাৎ করে রাস লুট,বা শত শত লোককে খুন করবে এখন সেই চিন্তা ধারা নেই । এইটা দূর হয়ে হাওয়ার জন্য উনাদের

অশান্তি। আপনাদের সময়ে আমরা যখন আগরতলা থেকে ধর্মনগর যাই কতবার ভগবানের নাম নিতে হয়। সেদিন আপনার টি, এন, ভির নাম করে চালিয়ে দিয়েছেন। শহরাঞ্চলে ত টি, এন, ভি ছিলনা। শিশির ভক্ত, দীপক নাগকে টি. এন. ভি দের সামনে আগরতলা শহরে প্রকাশ্য দিবালোকে মারা হয়েছিল। এখন এইসব নেই। এই জিনিস আর হতে দেওয়া হবেনা। এইট বন্ধ যারা করছেন তাদের বিরুদ্ধে নো-কনফিডেন্স মোশান এনেছেন হাউসকে বিভ্রান্ত করার জন্য। এইখানে আপনারা যারা এসেছেন, আগামীতে আপনারা কয়জনও আসতে পারবেননা যদি এই ধরনের কথা বলেন। দশরথ বাবু হলেন উপজাতিদের মুকুটবিহীন রাজা. উনি বলেছেন আমরা কার দোহাই দিচ্ছি। আমি বলি আপনি কার দোহার দিচ্ছেন ? আপনি ত নৃপেনবাবুর দোহার দিচ্ছেন। চিরকাল আপনি ঠকে আসছেন। মরার আগেও আপনি বুঝতে পারছেননা। আপনি আপনার উপজাতি এলাকায় বলে আসেন আমি এবার ভোটে পাশ হলে মুখ্যমন্ত্রী হব, আর এখানে এলে উপমুখ্যমন্ত্রী। বলা হয় অসুস্থ উনি মুখ্যমন্ত্রী হলে পারবেননা কাজ করতে। এখন নৃপেন বাবুর সব দায়িত্ব যাওয়ার পর সারা ত্রিপুরা রাজ্যের দায়িত্ব আপনার উপর। সুতরাং আপনি কার দোহার দিচ্ছেন ? নিজেই ঠকে যাচ্ছেন। আমরাও ঠকাচ্ছি, আপনিও ঠকছেন। আমরা মনে করেছিলাম এবার দশরথ বাবু পলিটব্যুরোর সদস্য হয়ে আসবেন। কিন্তু ফিরে আসলেন খালি হাতে। এইটা আমাদের উপজাতিদের দুর্ভাগ্য বলতে হবে। উনি বলেছেন, আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে উপজাতি এলাকায়, পাহাড় অঞ্চলে এন. আর, ই. পি, এস. আর ই, পির কাজ নেই। আমি বলছি, আমার এলাকায় বামফ্রন্ট সরকারের আমলে মাটি খেয়ে মানুষ মারা গেছে। অমরপুর হাসপাতালে পোষ্ট মর্টেম করা হয়েছিল সেদিন পেটে চার মাটি পাওয়া গেছে। এখন আর এইসব নাই। আপনারা বলার আগেই ১টাকা ২৫ পয়সা করে দিয়ে দিয়েছি আমি যখন অন্ধ্রপ্রদেশে যাই, তখন এই নিয়ে আলোচনা হয়। তারা অবাক হয়ে গেছে আমরা ১টাকা ২৫ পয়সা দাম ট্রাইবেল নন ট্রাইবেল সমস্ত ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলে ৭ মাস দিয়েছি। এর পরে যদি এমন পরিস্থিতি যদি হয় তাহলে আমরা দরকার হলে বিনামূল্যে দেব, তবু আমরা আন্দোলন করতে দেবনা। আমরা মানুষের সুখ দুঃখের পাশে আছি। আমরা জানি ওদের সুখ দুঃখ তারপর উনারা বলছেন যে এই সরকার কিছু করছেনা। আমরা ১ লক্ষ মহিলাকে সুতো দিয়েছি। আগে আমরা দেখতাম সুতো কত দিত ৩মুঠা, ৪মুঠা। ২মুঠারে ৩মুঠা, ৩ মুঠারে ৪ মুঠা করে দিত। আমরা এইভাবে দেইনা। আমরা সাত মুঠা করে দিয়েছি। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা ৭ মুঠা করে দিলাম, তখন ওরা বলল, ওদের দলের নাম লিখিলো, ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের আমরা ২১ মুঠা করে দেব। তা দিন, তাতে আমদের কোন আপত্তি নেই। ২৮ মুঠা হবে। আমরা সমর্থন করি। তবু আমরা দেওয়া বন্ধ করব না। তারপর এইখানে আই, আর, ডি, পির কথা বলা হয়েছে। আপনারা বামফ্রন্টের ১০ বৎসরের আমলে কত দিয়েছেন আর আমরা ১১ মাসে কত দিয়েছি ? আজকে ১টা ব্লকের কথাই যদি বলি, অমরপুরে ১০ বৎসরে যেখানে ৩ হাজার ৭০০ জনকে

দেওয়া হয়েছে, সেই জায়গায় আমরা ৭ হাজার ৫৫ জনকে এই বৎসরে দেওয়ার জন্য টার্গেট নিয়েছে। শুধু অমরপুর ব্লকের কথা বললাম। সারা ত্রিপুরা রাজ্যের কথাত আছেই। এর পর উনারা বলছেন এই সরকার কিছুই করছে না, তবে কিছুই হত না একটা নুতন বিতর্কের ব্যপার এইটা যে, এক লক্ষ আঠার হাজারকে ঋণ মেলার আওতায় এনেছি। এটাই যদি বিরোধী দলের রক্ত খাওনী সরকার যদি থাকত আজকে ঋণ মেলা ১ লক্ষ ১৮ হাজার দুরে কথা একজনও পেত না, কারণ ওনারা ঋণ মেলার বিরোধী ছিলেন, "রক্ত দেব, কিন্তু ঋণ মেলা হতে দেব না" রক্ত দিয়েছে. ৮ জন খুন হয়েছে সেই দিন। আজকে এই ১ লক্ষ ১৮ হাজর ঋণ পেয়েছে, এখানে কি সুধীরবাবু পেয়েছেন. না সমীর বাবু পেয়েছেন, দ্রাউবাবু পেয়েছেন ? যারা গরীব তারাই শুধু পেয়েছেন। তারপর এখানে ল্যামসপ্যাকস সম্পর্কে ওনারা বলছেন।

মিঃ স্পীকার ঃ – মাননীয় মিনিষ্টার আপনার সময় শেষ হইয়াগেছে। শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা(রাষ্ট্রমন্ত্রী) স্যার আমাকে ৫ মিনিট সময় দিন। আমি ৫ মিনিট সময় নেব। স্যার ওনারা ল্যামস প্যাকসের ধক বেছেনযে, আমরা নির্বাচন করছি না. সব ভেঙ্গে দিয়েছিল. মাননীয় দশরথবাবু বলেছেন, আমি সংশোধন করে দিয়ে বলছি ভেঙ্গে দেওয়া হয়নি, উনি ভুল বুঝেছেন। আমি বলছি ওনার বাড়ীর কাছে যে ল্যামসটা আছে সেটা এখনও আছে ভাঙ্গা হয়নি, গিয়ে দেখবেন ঠিক যায়গায় আছে, ভেঙ্গে গেলেতো দেখতেন না। আমরা করেছি কি ৮/৯ বৎসর যাবত কমিটিগুলির নির্বাচন হয়নি, কোন অডিট হয়নি. ৫৩৫ টা অডিট ইউনিটপেনডিং হয়ে আছে দশ বৎশর যাবত আর নির্বাচনের নিয়ম হচ্ছে প্যাকসের দুই বৎসর অন্তর অন্তর, আর ল্যামসের নিয়ম হচ্ছে তিন বৎসর অন্তর অন্তর, কাজেই সেই গুলিকে আমরা করেছি কি অডিটের সাপেক্ষে এই গুলির তদন্তের সাপেক্ষ আমরা এডমিনিস্ট্রাটার করে দিয়েছি, এখানে এডমিনিষ্ট্রটার গভর্ণমেন্ট থেকে করে দিয়েছে। তড়িগড়ি করে নির্বাচনে ভোটের তালিকাগুলি ঠিক করলে পরে আমরা নির্বাচন করব। যেমন কয়েটা যায়গায় আমরা করেছি, চরিলামে নেতাজী প্যাকস, সেখানেতো আমরা করে দিয়েছি নর্বাচন, আমরা করি নাই তা না, করেছি। প্রত্যেকটা ল্যামসে তিন লক্ষ টাকার বেশী চুরী ঘটানা ঘটেছে। আমি যেখানেই অডিট করেছি সব গুলিতে তিন লক্ষ টাকার উপরে। এর পরে ওয়েষ্ট ত্রিপুরা ন্যাশান্যাল এগজিকিউটিভ ইন্টিগ্রিটি প্রোগ্রান করে একটা নুতন পরিকল্পনা নিয়েছি ৩১০ লক্ষ সামথিং আর ও সাবসিটি সহ ৪ লক্ষ টাকার মত। সেখানে আমরা একটা নতুন প্রকল্প করেছি সেটা বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ছিলনা তার পর বামফ্রন্ট সরকারের অমলে যে সব ল্যামস প্যাকসগুলিতে সাধারন ফুল ঝাঁড়ো বিক্রী করে লক্ষ লক্ষ টাকা লস দিত, এই সরকার আসার পরে সেখান থেকে আমরা ৭ লক্ষ টাকা লাভ করেছি এই। দশ মাসে তাহলে বলবকি, তাদের আমলে ৬ লক্ষ টাকা লস হয়ে যায় আর আমাদের আমলে ৭ লক্ষ টাকা লাভ হয়ে যায়। তাই এই সরকারকে বাদদিতে হবে এই যুক্তি নানা যায় না,। এর পর আমার দপ্তর সম্পর্কে কিছু কথা বলি,। সেই দিন নকুল বাবু আমাকে একটা প্রশ্ন করলেন যে সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে

মনিপুরে মেঘালয়ে যাওয়ার জন্য কত টাকা খরচ গিয়েছে বলে, কত হীন মনোবৃত্তি, কত ছোট মনোবৃত্তি হলে এই প্রশ্ন করতে পারে, যদি প্রশ্ন করতেন সেখানে গিয়ে টাকা খরচ করার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের এসিভেমেন্টটা কি. সেটা রাইট হত। আমাদে এর, ইসির, হেড কোয়াটার হচ্ছে মেঘালয়ে, কাজেই সেখানে আমাদে যেতেই হবে, সেখানে যাওয়া নিয়ে যদি আজকে প্রশ্ন করা হয় তাহলে সেটা অন্যায় হবে। আমাদের দিল্লীতেও যেতে হয়, এখানেও যেতে হয়। তবে বামফ্রন্ট সরকারের থেকে নতুন কোন বিদ্যুৎ এখনও উৎপাদন হয়নি এইটা আমরা স্বীকার করি। তবে বিদ্যুতের ঘাটতি পুরনের লক্ষ্যে আমরা যতেষ্ট চেষ্টা করে গেছি এবং স্থিটা সফল হয়েছি। লুড সেডিং কমিয়ে আনা হয়েছে এবং সারা ত্রিপুা রাজ্য লুড সেডিং কমিয়ে আনা হয়েছে এবং সারা ত্রিপুরা রাজ্য লোডসেডিং যাতে না থাকে তার জন্য বামফ্রন্ট আমলে বিদ্যুৎ পরিচালনায় যে ত্রুটিগুলি ছিল সেগুলি দুর করার চেষ্টা আমরা নিয়েছি এবং তাতে সফল হয়েছি। তার পর আমরা নতুন সরকারের আসার পর কলকারখানায় নানা রকম ভাবে বিদ্যুৎ দিয়ে দিয়ে রজ্যের আয় বাড়ানোর লক্ষ্যে আমরা কতগুলি কাজ হাতে নিয়েছি। যেমন রুখিয়াতে ১৬ মেঘাওয়াটের প্রজেকটের একটা কাজ হাতে নিয়েছি, এটাই অগামী বৎসর শেষ হয়ে যাবে বলে আমরা আশা করছি। তারপর অবার ৭৫ মেঘাওয়ার্ডের একটা কাজ আছে. তারপর আবার সেখানে আমাদেয় ৫০০ মেগাওয়ার্ডের কাজ আছে। এর পরে আমরা ডম্বু হাইড্রো-ইকেকট্রিকভ প্রজেকটে আর একটা ২'৫ মেগাওয়ার্ডের একটা কাজ নিয়েছে। বড়মুড়াতে আরও ৫ মেগায়টের আজকেটা কাজ নেওয়া হয়েছে। এভাবে এই ১১ মাসের মধ্যে আমরা চেস্টা করছি আগামী দিনে ত্রিপুরা রাজ্যকে আর ও সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্য, ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষকে আরও সাহায্য করার জন্য আমরা এইসব পরিকল্পনা নিয়েছি। এটা এখন কিন্তু বামফ্রন্টের সহ্য হচ্ছে না। অতএব আমরা মনে করি ওনারা ভুল করে হউক বা বা চিন্তা না করেই হউক এখানে যে-নো কনফিথ্যান্স মোশান এনেছেন সেটা প্রত্যাহার করে নেবেন এবং সরকারকে সাহায্য করবেন ২৪ লক্ষ মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা করে। এই আহবান রেখে বিরোধীদের নো কনফিড্যান্স মোশানের বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার মাননীয় সদস্য শ্রী বিমল সিনহা

শ্রী বিমল সিনহা:— (কমলপুর) অনারেবল স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী দল নেতা যে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করছি। শুধু আমরা যে সমর্থন করছি তা নয়, যারা ট্রেডিশ্যানেলি কংগ্রেস করতেন এবং যারা গত নির্বাচনে কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছেন তাদের বেশীর ভাগ মানুষ এই সরকাররে কাজকর্মের বিরুদ্ধে মত পোষণ করেন এবং এক সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যের যেসব পত্র-পত্রিকা এই কংগ্রেস ও টি, ইউ, জে, এসের পক্ষ প্রাণপক্ষ চেষ্টা করেছেন তাদের আজকে বিরোধিতা ছাড়া উপাই নাই। আমি স্পাসিফিকেল কয়েকটি ব্যপোর এই হাউয়ে সামনে তুলে ধরছি। প্রথমত দুর্নীতি যে কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে তা পরিমাপ করার মত মানদণ্ড নাই। একজন করণিক দুর্নীতি করতে পারেন, একজন পুলিশ ২টাকা ঘুষ খেতে পারেন, সেটা আলাদা কথা

কিন্তু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যদি দুর্নীতি করেন তাহলে আর কি থাকে ? মানুষ যেটা বিগত বছরগুলিতে কোন দিন দেখেনি সেই মেডিকেল সিট বটন নিয়ে হয়েছে দুর্নীতি। একটা সিট দেওয়া হয়েছে সমস্ত নিয়ম উপেক্ষা করে যেমন ভোপাল মেডিকেল কলেজ পাঠান হল ডা, এস, এস, সাহার ছেলেকে। এখানে প্রকাশ হচ্ছে যে সে মাত্র ৫৪ পার্সেন্ট মার্কস পেয়েছে। এ ব্যাপারে একটা জিনিষ সর্বত্র প্রচারিত যে আশুতোষ দাস নামে একজন লোক আছেন যিনি আবদান ব্যাংকের চেয়ারম্যান ওর মারফত নাকি ১ লক্ষ টাকা রিয়েলাইজ করা হয়েছে। এই অভিযোগটা সর্বত্র প্রচারিত। নেকস্ট অভিযোগটা হচ্ছে গোয়ালিয়ার যে ২টা সিটে পাঠান হয়েছে, সেখানে একটা গেছে সেনট্রাল মিনিষ্টার শুখরামের সম্মানার্থে তার পারিবারিক সদস্যের জন্য আরেকটা গেছে একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর রিলেটিভের জন্য এটার সঠিক এমাউট জানা যায়নি এটার পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্টে কেইস করা হয়েছে ডিভিশেন বেঞ্চে। সেই ডিভিশন বেঞ্চের মাননীয় বিচারপতিদ্বয় হানসারিয়া এবং শ্রীবাস্তব রুলিং দিয়েছেন হাইকোর্ট থেকে যে এই দুর্নীতি বন্ধ করাতে হবে এবং সিনিয়রিটির ভিত্তিতে একর্ডিং টু অর্ডার অব মেরিট তাদের পরবর্তী সিলেকশনগুলি করতে হবে। কিন্তু সব কিছুকে, হাইকোর্টকে উপেক্ষা করে হাই কোর্টের রুলিংকে পদদলিত করে পরে দিলেন আরো কয়েকটি সিট। কাকে ? প্রাইম মিনিষ্টার এর ডকটরের ছেলে ওকে পাঠানো হলো ত্রিপুরা থেকে। আর এইখানে ত্রিপুরার ছেলেরা যেখানে ৮০ পারসেন্ট ৮৫ পারসেন্ট পেয়েছে ওদেরকে বঞ্চিত করে। আর এত সরাসরি অন্য কেউ জড়িত না, সরাসরি স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী নীজে জড়িত। তারপর উনারই একজন অফিসার অমল রায়, তার ছেলে সুখেন্দু রায়, তাকে পাঠানো হলো ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ইলেকট্রনিক সাবজেক্ট পড়তে। তার মার্কসের পারসেন্টেজ হচ্ছে অনলি ৬৫ পারসেন্ট। এই ব্যাপারে একটি সিলেকশন কমিটি রয়েছে, তাদের সিলেকটেড লিস্টও রয়েছে, সেই কমিটির চেয়ারম্যান হচ্ছে মঙ্গোত্রা, আই, এ, এস, অফিসার তাদের রিকমেণ্ডেশনকে উপেক্ষা করে [illegible] সচিবের ছেলেকে হলো ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ইলেকট্রনিকস্ পড়তে। তারপর পাঠানো হয়েছে ছেলেকে পাঠানো মেডিকেল কলেজে পড়তে। তার ছেলে পেয়েছে ৫৫ পারসেন্ট এর চেয়েও বেশী নাম্বার তারপর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সন্তোষবাবুর যেহেতু উনি ত্রিপুরার গার্জিয়ানও বটে, তাই উনার জন্য কিছু কাজ করতে হয়েছে, উনার শালিকার দুই পুত্রকে ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে জায়গা দেওয়া হলো। তাদের পারসেন্টেজ কত ? লেস দেন .৫ পারসেন্ট। বাকি ইনজিনিয়ারিং-এর কলেজের ছেলেরা যাচ্ছে। এইটা আমাদের ত্রিপুরা ? শুধু তাই নয়, উনাকে খুশী করবার জন্যে কলকাতাতে ত্রিপুরা ভবনে একটা রুমও উনার জন্য দেওয়া হয়েছে। এই হচ্ছেন আমাদের মাথার মুকুট আমাদের কর্ণধার মাননীয় সুধীর বাবু। তিনি আমাদের বিরোধী হতে পারেন, কিন্তু রাজ্যের বাইরে যখন কেউ আমাদের জিজ্ঞেস করে যে, আপনাদের মুখ্যমন্ত্রী কে ? তখন আমাদের বাধ্য হয়েই বলতে হয় উনার নাম। আর আপনার কথা বললেই তারা বলে উঠেন ও, সুখরামে বক্তৃতাটা যে বলেছেন সেই মন্ত্রীটা নাকি ?

আমরা যাই কোথায় বলুন তো? যে কুমারঘাটের ৮২ মাইলের ফলের রস সংরক্ষণ ওপেনিং করতে নিয়ে সুকরামের বক্তৃতাটা তিনি সেই সভায় পড়েন। আমরা নিজেরাও জানিনা, চলছেতো এইটা। এতে আমাদের প্রেস্টিজ লস হচ্ছে, ত্রিপুরার প্রেস্টিজ লস হচ্ছে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আবো তথ্য দিচ্ছি। "স্যন্দন পত্রিকায়" ২৪শে এপ্রিল প্রকাশিত হলো এ, আই, সি, সি,—তে মাননীয় মন্ত্রীদের সকলে গেছেন—যাইতে পারেন। তারা সকলে হোটেলে ছিলেন সেখান থেকে বিল এল ১ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকার। আর সম্রাট হোটেল থেকে বিল এলো ১'৫০ লক্ষ টাকা। কাজেই এইটা হচ্ছে জনগণের কাজ। উনার পারসোনাল সেক্রেটারীর ছেলেকে কম নাম্বার পেয়েও কম পারসেন্টেজ পেয়েও তাকে মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হলো—এইটা জনগণের কাজ। আর এরজন্য আমাদের খেসারত দিতে হচ্ছে। মাননীয় উনি এলী, এ-পী, মন্ত্রীরা কংগ্রেস হোক বা টি. ইউ. জে. এস. হোক আমি বিশ্বাস করি অনেকে নিশ্চয়ই আছেন যারা জানেন না যে আমাদের কর্ণধার কি করছেন।

তারপর সেকেণ্ড হচ্ছে গত অক্টোবর নভেম্বর মাসে লাইট রিফ্রেসমেণ্ট অব, মিনিষ্টার ইন দ্যা সেক্রেটারীয়েটে এ বিল এলো ৫২ হাজার টাকা। এই অক্টোবর নভেম্বর আবার এলো কর হায়ারিং অব, নন্ গভর্ণমেণ্ট ভেহিকল ফর মিনিষ্টারস্ ইন দিল্লী ৬০ থাউজেণ্ড টাকা। তারপর ফর্দ দিন রিজার্ভ সার্কুলার ইস্যু বাই চিফ সেক্রেটারী ভাইড নাম্বার ১২ (১) সি, এস, ৭৮, ডেট-২৭-১২-৮৮।

তারপর মাননীয় সদস্য শ্রী গৌরী শঙ্কর রিয়াং উনি একজন যুবক এম. এল. এ, সি, ডি, পিও এর চাকুরী করতেন। আমরা মনে করেছিলাম তেজী একটা যুবক, আমাদের বিরোধী হোক অন্তত: দুর্নীতির বিরুদ্ধে তার কণ্ঠে উচ্চারিত হবে। কিন্তু তিনিও যে এই ধরনের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়বেন এইটা আমাদের আশা ছিলনা। উনি কো-অপারেটিভ ব্যাংক এর চেয়ারম্যান ছিলেন। টি, এ, বিল ডিমাণ্ড করেছেন তিনি জয়েন করেছেন অক্টোবরে, কিন্তু টি, এ, বিল ডিমাণ্ড করেছেন গত এপ্রিল থেকে ১ লক্ষ ২২ হাজার টাকা। এবং তাকে কুক্ষিগত করে রাখার জন্য সেটাকে রিকোমেণ্ডসন করেছেন মাননীয় সুধীরবাবু।

শ্রী গৌরী শংকর রিয়াং :— পয়েণ্ট অব অর্ডার স্যার, আমি এই বিধানসভায় দাঁড়াইয়া বলতেছি যে, আমি এই ব্যাংক থেকে আমার ব্যক্তিগত কাজের জন্য এক পয়সাও টি, এ, বিল দাবী করি নাই।

শ্রী বিমল সিনহা :— ব্যক্তিগত নামে নয়, আপনি বুঝতে ভুল বুঝেছেন ব্যাক্তিগত বলে কোন কথা আমি বলিনি।

শ্রী গৌরী শংকর রিয়াং :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আবার বলিতেছি যে আমি এইখানে কো-অপারেটিভ ব্যাংক থেকে এখন পর্যন্ত একটা পয়সাও নেই নাই। মাননীয় সদস্য এই কথায় তিনি যদি প্রমাণ দিতে না পারেন তবে এই কথা উনি প্রত্যাহার করুন। আর আমি দাবী

করছি এই বক্তব্য যদি উনি প্রমান না দিতে পারেন তবে এই হাউসের প্রসিডিং থেকে থেকে একসপাঞ্জ করা হোক।

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী)ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ধরণের অভিযোগ আনলে তার ডকুমেন্টস প্রডিউস করতে হবে।

শ্রী বিমল সিনহাঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, টি, এস আই, সি-এর চেয়ারম্যান মাননীয় বিধায়ক শ্রী রসিক লাল রায় বিগত পাঁচ বৎসর এম, এল, এ হিসেবে উনাকে আমরা পেয়েছি এবং উনি কংগ্রেসের একজন বিখ্যাত বক্তাও বটে। উনি আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড় তাই উনাকে গুরুজন সলভ ব্যবহার আমি করতে চাই কি যে তাঁর সম্পর্কে ও আমাকে কিছু তোলতে হচ্ছে। উনি ভেহিকেল একটা ইউজ করেন অ্যাসমলীর। আর একটা ইউজ করেছেন এবং তার জন্য তিনি বিল দাবী করেছিলেন টি, এস, এস, আই, সি, থেকে বত্রিশ হাজার টাকার উপর। এইগুলি চলছে। তারপর সল্ট কেলেঙকারী। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সুধীর বাবু অর্ডার দিলেই ১২ই সেপ্টেম্বর। তিনটা অর্ডার হলো একই দিনে প্রথম অর্ডার দিলেন সোনার পিতলের কলসী ডি, রায় কল্পনাথ থেকে কিনতে হবে। আর একজন মন্ত্রী এটাকে ক্যানসেল করে অন্যভাবে অর্ডার দিলেন, সেটাকে আর একজন ক্যানসেল করে দিলেন। তারপর আবার দেওয়া হলো ছাতার ব্যবসায়ী কল্পনাথকে। তারপর গাঙ্গাইল রোডের উনার বাড়ীর পাশে বাড়ী, উনার নিকট আত্মীয়কে ৬ লক্ষ টাকার কন্ট্রাক্ট দেওয়া হলো (রেড লাইট)। 'দৈনিক সংবাদের" ২৯শে ডিসেম্বর পর্যন্ত শুধু বিগত মাসের মধ্যে অলরেডি ২৯টা করাপশানের চার্জ এনেছেন উনার বিরুদ্ধে (গোলমাল)। কাজেই সরকারের উপর জনগণে কোন আস্থা থাকতে পারে না।

মিঃ ডেপুটি সস্পীকারঃ – মাননীয় মন্ত্রী শ্রী বীরজীত সিনহা।

শ্রী বীরজীত সিনহা(মন্ত্রী)ঃ— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আজকে বিধান সভায় মাননীয় বিরোধী দলের নেতা টি, ইউ, জে এস—কংগ্রেস জোট সরকারের বিরুদ্ধে যে অনস্থা প্রস্তাব এনেছেন এটাকে আমি তীব্র ভাষার বিরোধীতা করে কিছু বক্তব্য রাখব।

আমাদের বিরোধী দলের নেতা বলেছেন নির্বাচনের আগে নাকি আমাদের মিজোরামের প্রাক্তণ মুখ্যমন্ত্রী লালথান ওয়ালা এবং টি, এন, ভি, নেতা বিজয় রাংখলের সাথে চিঠি পত্রের আদান প্রদান করে প্রধান মন্ত্রীর সাথে আলোচনা করে ঠিক করা হয়েছিল যে নির্বাচনের পরেই তারা আত্ম সমর্পন করবেন। এই ব্যাপারে আমি বলতে চাই উনার বক্তব্য অসত্য। কারণ উনার বক্তব্য থেকেই বলছি যে, বিগত নির্বাচনে ছামনু বিধান সভা কেন্দ্র ৭টি পুলিং সেন্টার টি, এন, ভি, চিঠি দিয়েছিল যে টি, ইউ, জে, এস, - এর প্রার্থী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা কে ভোট দেওয়া হয় তা হলে ভোটারদের খুন করা হবে। তাহলে উনার বক্তব্য থেকে এটা বোঝা যায় যে উনারই টি, এন, ভি—এর নামে চিঠিটা দিয়েছিলেন চিঠিটা আমরা বিজয় বাবুর কাছে জমা দিয়েছিলাম। এরাই আবার গণতন্ত্রের কথা বলেন।

সত্ত্বেও তাঁরা আজকে দিল্লী, হায়দারাবাদ, ব্যাঙ্গালোর এমন কি কলকাতায় গিয়ে সেই সব জায়গায় মানুষকে বুঝাবার চেষ্টা করছে যে ত্রিপুরাতে অনেক লোক মারা যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যে ত্রিপুরার মানুষ আর আপনাদের সেই সব কথা বর্ণপাত করবে না এবং তার আর এই রাজ্যে সেই পুরানো অশান্তির দিনগুলিকে ফিরিয়ে আনবে না। কারণ এই মাত্র দুই মাস আগে কৈলাশহর মহকুমার শনিছড়া গ্রামে যে দুইজন গরু চোর গনধোলাইর শিকার হয়েছিল, সেটাকে একটা রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে দাঁড় করানোর জন্য এখান থেকে বিরোধী দল নেতা ছুটে গিয়েছিলেন. সাথে এই বিধানসভার বিধায়ক বৈদ্যনাথ বাবু ছিলেন। সেখানে গিয়ে তারা প্রচার করলেন যে একজন দেববর্মাকে খুন করা হয়েছে, আর তাঁর সাথে যে অন্য একজন গরু চোর মারা গেলেন যে নাকি বাকি বাংলাদেশী মুসলমান ছিল তার কথা কিছু বললেন না। কেন, বললেন না, না তা যদি বলেন, তাহলে মানুষ বুঝতে পারবে যে বাংলাদেশী লোকদের সংগে ওদের কমিনিউষ্ট পার্টির যোগাযোগ রয়েছে। তাই সেই মুসলমান লোকটির কথা কিছু না বলে, যে দেববর্মা মারা গিয়েছেন, তার সম্পর্কে কিছু বলে একটা সাম্প্রদায়িক মনোভাব সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছিলেন। কাজেই উনারা যেটা বলেছেন এই আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটেছে, সেটা আদৌ ঠিক নয়। তবে বিরোধী পার্টি হিসাবে একটা একটা কিছু না করলে চলে না সেজনাই এই অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছে, এর কোন অর্থ নাই। আই, আর, ডি, পি,র সম্পর্কে আমি বলেছি যে, আপনারা সব সময় গরীবের কথা বলে থাকেন। সেই প্রসঙ্গে আমি বলতে পারি যে, আমরা এখন পর্যন্ত ২০ হাজার লোককে আই, আর' ডি, পি দিয়েছি। আর আপনাদের শাসনকালে এক বছরে মাত্র ৫ হাজার লোককে দেওয়া হয়েছিল আর আমরা ১১ মাসে ২০ হাজার মানুষকে দিয়েছি। এবং এই অর্থ বছরে আগামী মার্চ মাসের মধ্যে ৩১, ৬৬৫ জনকে আই, আর, ডি, প দেওয়া হবে তার জন্য কাজ দ্রুত গতিতে চলছে এদিকে আপানার বলে থাকেন যে আপনার গরীবের বন্ধু আর আপনারাইতো গরীবের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছিলেন। তার প্রমাণ আমি দিচ্ছি। আমাদের মাননীয় রাষ্ট্র মন্ত্রী রবীন্দ্র বাবু বলেছেন যে প্যাকসের ৩ লক্ষ টাকার কোন হদিন নাই সেই তথ্য পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং আজকে আমাদের ভাবতে লজ্জা হয় আপনারাই আমানাদের সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন। কাজেই আমি আশা করব ত্রিপুরা রাজ্যে মানুষকে বিভ্রান্ত না করার জন্য আপনারা আপনাদের অনাস্থা প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার:— মাননীয় সদস্য শ্রী সুকুমার বর্মন।

শ্রী সুকুমার বর্মন (নলছড়):— মি: স্পীকার স্যার, এই হাউসে মাননীয় বিরোধী দল নেতা যে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন তাতে আমার সমর্থন জানিয়ে কয়েক কথা রাখছি। স্যার, এখানে মাননীয় বিধায়ক গোপাল দাস সারা রাজ্যে কি ভাবে কংগ্রেস (আই), টি, ইউ, জে, এস, সরকার রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার অবনতি সৃষ্টি করেছে সেই কথা বলেছেন, আর এর কারণ সোনামুড়া, উদয়পুর, বিলোনিয়া

বিগত নির্বাচনে তাঁরা কি করেছেন আমরা জানি। জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের একটি বুথ সেণ্টারে৩৫০ এর উপর ভোটার ছিল. তাদের সবাই কংগ্রেস—টি, ইউ. জে, এসের সমর্থক। কিন্তু সি, পি. এমের গুণ্ডাবাহিনী টি. এন, বি গুণ্ডা সেজে সেখানে উপস্থিত হয়ে এ'সব ভোটারদের ভয় দেখানো যে, যারা এই কেন্দ্রে ভোট দিতে যাবে, তাদের খতম করে দেওয়া হবে। সেদিন মাত্র একটা ভোট সেই কেন্দ্রের ভোট বাক্সে পড়েছিল, আর সেই ভোটটি ছিল সেই কেন্দ্রেরই যিনি প্রিসাইডিং অফিসার ছিলেন, তারা স্যার, কমিউনিষ্ট রা যে কোন দিনউ গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না„ এটা আমার জানা আছে, কারণ চীণ দেশেও আমি গিয়েছি এবং সেখানকার কমিউনিসটদের চেহারা দেখে এসেছি, আর ত্রিপুরা রাজ্যের কমিউনিসটদের চেহারাও আমরা এখানে দেখছি। ওরা বলেছেন যে কংগ্রেস.-টি, ইউ, জে এস, সরকার এই যতগুলি গণতন্ত্র সংগঠন আছে, সেগুলিকে ভেঙ্গে দিয়েছে। কিন্তু আমরা এটাও জানি যে আপনারা ১৯৭৪ সালে প্রথম ত্রিপুরা রাজ্যের সরকারে আসেন, আপনারা কি করেছিলেন ? তখন তো আপনারাই ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত পঞ্চায়েত গুলিকে বে-আইনী ভাবে ভেঙ্গে দিয়েছিলেন কিন্তু আমরা আপনাদের মতো বে-আইনী কিছু করিনি, আমরা আইন মোতাবেক ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের স্বার্থে, সেই পঞ্চায়েত গুলির পুর্ণগঠনের স্বার্থে, যাতে পঞ্চায়েতর কাজ-কর্ম পরিচালিত হতে পারে, তার জন্য কমিটি তৈরী করে দিয়েছি। আপনাদের 'গন' নামের মহিমা যে কত টুকুও সেটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ এখন ভাল করে জানতে পেরেছে কারণ আপনাদের প্রতিটি সংগঠনের নামের আগেই এই "গণ" শব্দটা আছে, অথচ গণতন্ত্রের কোন ধ্যান ধারনাই এর মধ্যে নেই। তারপর আইন শৃংখলার কথা আপনারা বলেছেন, এটা তো বেশী দিনের কথা নয়, যে-দিন আপনাদের ১০ বৎসরের অপশাসনের ইতি ঘটেছে। আমরা তো মাত্র ১০ থেকে ১১ মাস শাসন কার্য্য চালাচ্ছি। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে কেন, সারা ভারতের মধ্যে এমন লোক নেই বলবে না বিগত ১০ বছরের শাসনে এই রাজ্যে নরকের রাজত্ব চলেছিল সেই জায়গাতে আজকে কংগ্রেস, টি„ ইউ. জে. এসের রাজত্ব সেই নরকের অবসান ঘটে একটা স্বর্গ রাজ্যের রাজত্ব চলছে। আজকে এই রাজ্যে কেউ নিরপত্তার অভাব বোধ করছে না। অবশ্য কিছু সংখ্যক লোক আছে যারা আপনাদের কমিউনিসট পার্টির সদস্য, তারা এটা স্বীকার করবেন না। আজকে আমি একথা বলতে পারি. এই রাজ্যে নতুন জোট সরকার আসার পর এই রাজ্যের উন্নয়নের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব দেখে মার্কসবাদী কমিউনিসট পার্টি আজকে শংকিত হয়ে পড়েছে, তারা ইতিমধ্যে নতুন করে দাঙ্গা সৃষ্টি করার জন্য অনেক পরিকল্পনা করেছে। কিন্তু তাদের চেষ্টা আদৌ সফল হয় নি, কারণ, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ এখন আর তাদের ডাকে সাড়া দিচ্ছে না। আমরা এও বিশ্বাস করি যে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ সে যে সম্প্রদায়ের লোকই হন না কেন, তাদের বিগত ১০ বছরের শাসনের অপরকীর্তি এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের যে পরিনতি ঘটেছিল, তা আর কোন দিন ভুলবে না। আজকে এই ত্রিপুরা রাজ্য সেই সাম্প্রদায়িক হানাহানি মুক্ত। তা

প্রভৃতি জায়গায় খুনের রাজত্ব চলছে। মাননীয় বিধায়ক বিমল সিংহ বলে ছেন কি ভাবে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের কি ভাবে মিথ্যা মামলা জড়িয়ে হয়রানী করা হচ্ছে। এই অবস্থার মধ্যে এই সরকার ১ দিনের জন্যও ক্ষমতায় থাকতে পারে না। এবং আইনের শাসনের নাম করে এই সরকার সারা রাজ্যে উশৃঙ্খলতা সৃষ্টি করে চলছে। এই প্রসংগে আমি দুই একটা কথা বলতে চাই। গত ২৬শে আগষ্ট সোনামুড়াতে এস, এফ আই,র ডাকে একটা মিছিল ডাকা হয়েছিল সেই মিছিলের উপর আক্রমন করে ছাত্রদের মারধোর করে এবং উপজাতি ছাত্রীদের শ্লীলতাহীন করে। এবং প্রকাশ্য দিবালোকে আমাদের মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পাটির ১৯৭০ সালে সোনামুড়ার মাতাবাড়তে ২তলা দালান বাড়ীতে যে অফিস ছিল সেখানে আক্রমন চালান হয় এবং পুলিশের সামনে আক্রমন ঘটান হয়। তারপর যেখানে বর্ণালী নামে একটা সংস্থা আছে পুলিশের সামনে প্রকাশ্য দিবালোক সেই সংস্থার ঘরে ঢুকে সমস্ত জিনিষ পত্র লুট করে নিয়ে যায়। কিন্তু সেখানেই শেষ নয় তারপর রাতের অন্ধকারে সেই ঘরটি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এবং ঐ দিনই মেলাঘরের মার্কস-বাদী কমিউনিষ্ট পাটির লোকেল কমিটির সম্পাদক সুরেশ দাসের বাড়ীতে কংগ্রেস থেকে আক্রমণ করা হয়। তার বাড়ীতে বোমা মারা হয়। গত ৮-১০-৮৮ইং নলছড়ে কংগ্রেসের দলীয় কোন্দলে সেই এলাকার কংগ্রেস নেতারা লক্ষণ দেবনাথকে খুন করেছে। কিন্তু সেইটা সি পি আই (এম)-এর ঘাড়ে চাপানোর জন্য চেষ্টা করেছে। শুধু তাই, নয় নলছড় বাজারে ১৪টা দোকান লুট করেছে। এবং বৈরাগী বাজারে নিতাই দেবনাথ এর কাপড়ে দোকান লুট করানো হয়েছে। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, উনারা পরীক্ষা করলে দেখতে পাবেন যে. তার দোকানে একটি কাপড়ও নেই। নলছড় বাজারের নিবারণ দাস, তার ছেলে এস. এফ, আই, করে সেই অপরাধে দোকান লুট করা হয়েছে স্ট্যাশনারী দোকান লুট করা হয়েছে। এই ভাবেই তো এই জোট সরকার ত্রিপুরায় শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে। আজকে আমরা যারা নির্বাচিত প্রতিনিধি, আমরা নিরাপত্তা পাচ্ছি না। এবার ভাবুন কি করে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ নিরাপত্তা পাবে ? আমাদের যে বিরোধী দলের নেতা নৃপেন বাবু দশরথ দেব. বিমল সিনহা, বাদল চৌধুরী কারোর নিরপত্তা নাই। আমাকে খুন করার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে। কোন ক্রমে বেঁচে গেছি। এই সমস্ত কাজে মদত জুগিয়ে চলেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী. নারায়ণ দাস, ওরাই আমাকে খুন করার জন্য পরিকল্পনা করেছিল। গত মাসের ১৬ তারিখে তারা পাঁচটা বোমা মেরেছে। এই ভাবে আজকে একটা দুর্নীতির আখাড়ায় পরিণত হয়েছে। কাজেই মাননীয় বিরোধী দলের নেতা যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি ডিপুটি স্পীকার ঃ- মাননীয়া রেভিনিউ মিনিস্টার ঃ—

Maharani Bibhu kumari Devi Revneue of Ministar :— Mr. Speaker sir, it is extemporaneous, I have to e nress my point of views that the opposition leaders are spkeaing in a vary irresponsible manner to divert the people

from their own fault. I have few facts about my own D partmont that I, give whereby I can prove the hypocrisy of the past govenment activities Let us start with the allotment revision of records of of rights, land tax, land pass book, sale tax and many other things that can go with the Department. In the last time this Left Front Govermeat was in power, they had conducted a survey for the landless peop'e in 1978. The number/ of people was 1, 24, 984 who had been registered as Landless. Out of which 88257 were found eligible for allotment of land and it is surprising that the lends were allotee to 93,000 people but still the problem remains Where it was, was the land then really alloted to the landless or to the party wor kers came acrossing the border ? This has been the perennial prob'em of Tripura. They had come acrossing the border because the Left Front Government allowed them to come.

Revision of records of right taken up by the Left Front Government was not comp'eted. During the last ten years of their tenure only 361 out of 872 villages have been completed such revision, It has been found that this does not tally. The Head of Departments were not allowed to work freely for this purpose. As a result. though in 21 Moujas records have been finaly published, the maps and records are not talying,

Mr. Speaker sir, this is the very sad case. Mr. Speaker sir, in this way, they are again trying to mislead the people. Immediately after coming to power, Left Front Covernment Passed an act, viz. Tripura Land Tax Act, 198- After enactment of this Act they had remitted land revenue upto the limit of 2 acres and thereafter raised it to 4 standa d aercs just before the election.

(N O I C E)

Mr, Speaker sir, plerse me to speak. this Act was an eyewash again for the cheap popularty and publicity of ther party. The Left Front Govement gave a stunt in the hom of revisional survey, to serve their politieal ends there-by the entire gasnect of this exercise was waste and loss to the exchequer, For actual survey, traind people are required,

(voices from Mr. NripenChakraborty & Mr. Dasharatha Deb:— speak about Mr. Rajib)

No. nothing about Rajib now- Here 1 am to say abut Leader of the opposition and of Tribal sympathetic Leader Mr. Dasharatha Deb. Mr. speaker sir. please remember what a dirty position was created then by them during their regime ! The Government employees were devided into two banners—Congress banner and Comunist banner anc nothing else.

Then let us come to anther point. The present Government desired to put right this business of illegal land allotment to the real allottees for which we want to implement the Land pass Book systen by improving Logisl tien that was enected by them in 1983. The legislation only exists in paper we are not to do that.

we have also thought of introducing a system for land servey. .that is for steady of plotting we want to have servey through the areial method so that wherever earth cutting can prevent as well. During the role of, the Congress (I) government the maximum sales tax in the state was 7% But the Left Front governmnt raised it to 20•/. - This hits the common men, this hits the lower income group. We are at present contemplating to exempt the sales tax on baby food and life saving drugs as we promised in the congress (I) manifesto. To free petty traders from their troubles whose annual turn over is upto Rs. 20,000/- we are introducing the self assesment system which will again help the lower income group of people. Previously people with an income of Rs. 5000/- and less were exempted from the professional tax. But this government is again comtemplating of increasing it upto Rs. 10 000/-. So, you can see that there is a sincere effort on the part of this present government to help the poorer sections of the people. Now I am going to talk about the communal harmony. You are always kind Mr. Sueaker Sir, specially on my very learned leader of the opposition. His favourite slogan was

when I was in the opposition and even before he had such a communal pant of mind, he always saw in me T.N.V. insergent. Whenever I wrote to him he never replied to it. Once or twice he had just replied, which was just a sort of acknowledgement, thats all. But the charges he had against me, he never proved. For the publicity and to bring down connunal harmony he went around talking in this irresponsible fashion, We are also introducing now two new sub-divisions which are tribal dominated. These will definitely help to bring the tribals upto better economic level. It will also help to bring them into main-stream of public life. So these are the things that the Congress (I) government is doing. But the communist party would never like to speak truth, You see I read their history in 1958 at 11th Congress I think, Mao-so-Tung was the Chairman of the communist party, as well as the state. He was removed in 1958 for the great inner party strugle, reflection of which we see here. In 8th pantagon Lui-Sao-Chi who was his right hand man, was finally displaced in 1967. They had the famous Red-guard cultural revolution in which the right thingking people of the communist party were finished. They don't want the economy of the state to come up. They want the people to become poorer. They want resentment, they want bloodshed, they want to devide people. Mr. Speaker Sir, you will be astonished to know that Mao-Se-Tung had to flee to Sanghai, because he was not allowed to enter into piking for 9 mouths. So, these are the people who have a history like this,

So, Mr. Speaker Sir, this useless types of No Confidence Motion which our learned friend has brought here is wast of time. It does not give us time to do public work, it is just to make a public as I told you. I sum up the wole argument—the garbage that has accumulated during the last 10 years. We have to clear that.

Mr. Speaker Sir, I hope that they have really nistaken in bringing

No-confidence motion. I shall not say more. Thank you.

মিঃ স্পিকার অনারেবল মেম্বার শ্রীসুনীল চৌধুরী।

(মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত)

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিরোধী দলের নেতা যে নো কনফিডেন্স, এই মন্ত্রী সভার বিরুদ্ধে এনেছেন আমি তার বিরোধীতা করছি। উনি যে কয়টি কারন বলেছেন তার মধ্যে মাচ কিলিং রেইপ, ফটিক রায় নির্বাচন, জুডিশিয়্যাল্ ডেইলি দেশের কথা এবং গ্যাংরেইপের কথা উনি বলেছেন। আজকে দলের মধ্যে উনার অবস্থান হয়েছে পিতামহ ভীষ্মের মত উনি আজকে শর শয্যায় শায়িত কাজেই দলে উনার অস্থিত্ব রাখতে গেলে উনাকে অনেক কিছু করতে হবে সেটা বুঝে আমি আমার সহযোগী কংগ্রেস মন্ত্রী এবং বিধায়করা যারা আছেন তাদের আমি অনুরোধ করছি উনাকে করুনার দৃষ্টিতে দেখার জন্য। আমি বিরোধী দলের নেতাকে ধন্যবাদ জানাই এই জন্য যে, উনি নো কনফিডেন্স মোশান এনেছেন। গত ১০ বছরে উনারা যাদের ঘারে বন্দুক রেখে যাদের টাকায় সংগঠন করেছে, যাদের টাকা নিয়ে উনারা নির্বাচিত হয়ে ১৯৭৮ সালে ক্ষমতায় এনেছেন সেই কর্মচারীদের জন্য উনারা আজকে একটা কথা বলার সুযোগ পেলেন না. এমনকি সুবীর বাবুকে ধন্যবাদ না দিক, কর্মচারীরা তাদের দীর্ঘ সংগ্রামে জয়ী হয়েছেন, সেই সংগ্রামী অভিনন্দন রাখতেও তারা ভুলে গেছেন। এতে এই দল যে কত বড় অকৃতজ্ঞ তার একটা বড় প্রমান হল। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিরোধী দল নেতা এবং উনার দলীয় কিছু কিছু সদস্য বীরচন্দ্র মনুর কথা বলেছেন। বীরচন্দ্র মনুতে যেটা হয়েছে সেটা কোন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিক সমর্থন করতে পারে না। আমাদের দলীয় নেতা মুখ্যমন্ত্রী এই ঘটনা শোনার পর সঙ্গে সঙ্গে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন, উনি পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যারা এতে জড়িত সে যে দলেরই হোক কিংবা কোন দলেরই না হোক তাকে এরেষ্ট করার জন্য এবং এই ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত ছিল ঐ সমস্ত দুষ্কৃতকারীদের কিছু লোক পুলিশ এরেষ্ট করেছিল সেটা আপনারা সবাই জানেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো বীরচন্দ্র মনুর ঘটনা বিরোধী দল থেকে বলা হচ্ছে সেটা ইচ্ছাকৃত ভাবে তপন দাস, সুশান্ত বাবু উনারা করেছেন। তপনবাবু বীরচন্দ্র মনুর কথা বলেছেন, উনি শ্রীদাম পাল এবং যারা যে ১১ জন মারা গেছেন তাদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য্য যে যাকে নিয়ে ঘটনা নিরীহ একটা লোক দোকানদার দিলীপ দেবনাথ যাকে প্রথম গুলি হত্যা করা হল, দুলাল দেবনাথ এবং অন্য যারা হসপিটালে ছিল চিকিৎসা হয়েছিল তাদের সম্বন্ধে বিরোধী দল থেকে একটা কথাও শুনলাম না। যে দলেরই হোক আমরা তাদের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করেছি এবং তাদের জন্য আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। এই মোকদ্দমার যাতে করে ভাল করে তদন্ত হয় তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী সি. আই. ডির তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। তার দেওয়ার কারন হলো যে দারোগা ওখানে ছিলেন এবং যে-হেতু প্রতিহত করতে পারেনি, আদৌ তারা ইনফরমেশান রাখেন না সে জন্য তদন্ত ভাল করে দরকার। কালপ্রিট

যাতে ধরা পড়ে সেই জন্য উনি সি, আই, ডি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে আমরা বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছি, মাননীয় বিরোধী নেতা বলেছেন বিচার বিভাগীয় তদন্ত আমরা যাকে দিয়ে করাচ্ছি তাঁর প্রতি উনাদের আস্থা নেই। আমি নৃপেন বাবুকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, উনি মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে এই ব্যক্তিকে উনি গৌহাটি হাইকোর্টের জাসটিস-এর জন্য নাম রিকমেনডেশান করেছিলেন। তখন উনার আস্থা ছিলনা? আমি নৃপেন বাবুকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, এস, এম, আলি রিটায়ার করার পর, উনি উনাকে অ্যাসেম্বলির সেক্রেটারীর পদে নতুন করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছিলেন তখন উনার কোন আস্থা ছিলনা? আমি নৃপেন বাবুকে জিজ্ঞাসা করতে চাই বিগত নির্বাচনের আগে জয়পুরে যখন মিটিং হল এস, এম, আলি মিটিং প্রিসাইড করেছিলেন। ভুলে গেছেন সেই দিনগুলি? এত বড় অকৃতজ্ঞ আমরা চেষ্টা করেছি বাইরে থেকে কোন জাজকে দিয়ে, সিটিং হাইকোর্টের জাজ বা রিটায়ার কোন জাজকে দিয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্ত করা যায় কিনা। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য ত্রিপুরায় উনাদের ফ্যাসিলিটি নাই বলে উনারা আসতে চাননা। মুখ্যমন্ত্রী নিজে কথা বলেছেন, দিল্লীতে কথা বলেছেন, গৌহাটিতে কথা বলেছেন, প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধার অভাবে উনারা আসতে চাননা। আমরা তদন্তের নির্দেশ দিয়েছি এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা সি, আই, ডিকে দিয়ে ইনভেস্টিগেশান করিয়েছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনারা উজান ময়দানের কথা বলেছেন। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে নারী নিগ্রহ আরো হয়েছে। আমি এইটা বুঝতে পারিনা দশরথ বাবুর ত বুঝা উচিত উপজাতি মহিলাদের উনারা কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন। উজান ময়দানে ট্রাইবেল মা, বোনের উপর শ্লীলতাহানি করা হয়েছে, তাদের গন ধর্ষন করা হয়েছে, সারা ভারতবর্ষে পাবলিসিটি করে নৃপেন বাবুর জালের মধ্যে পড়ে উপজাতি মা বোনদের চরিত্র হনন করছেন।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মনে করি আরও আধা ঘণ্টা সময় বাড়ানা হোক।

মিঃ স্পীকারঃ— আধ ঘণ্টায় কি হবে? যতক্ষণ প্রয়োজন ততক্ষণই চলবে।

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্ম্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী)ঃ— আজকে এই রাজ্যের মা বোনদের নৈতিক চরিত্র কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে ওরা? কই আজকে হাউসে নৃপেন বাবু কালিটিলার ঘটনা তুলেননি। উপজাতি নয় বলে? উজান ময়দানের ঘটনা হওয়ার সংগে সংগেই ম্যাজিষ্ট্রেট পর্যায়ের তদন্ত হয়েছে, রিপোর্ট হয়েছে, আমরা সংগে সংগে প্রকাশও করেছি। উজান ময়দানের ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রী নিজে গিয়ে ব্যক্তি গতভাবে যাদের শ্লীলতাহানি হয়েছে, তথাকথিত ধর্ষনের কাহিনীর সঙ্গে যারা জড়িত তাদেরকে মেডিক্যাল অ্যাকজামিনেশান করার জন্য বলেন। পুলিশও পাঠানো হয়েছিল। ডি. এম. বলেছে, এস. পি, বলেছেন। আমরা মহিলা এম, ডি, -ওকে পাঠিয়েছি মেডিক্যাল অ্যাকজামিনেশান করার জন্য। কিন্তু তাদেরকে মেডিক্যাল অ্যাকজামিনেশান করতে দেয়নি সি, পি, এম, দল।

সি · পি. এম. দল বলেছে. তোমরা মেডিক্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশান কর না; তোমরা শুধু বল তোমাদের উপর শ্লীলতাহানি হয়েছে। সি পি, এমের নারী সমিতির থেকে সুপ্রীম কোর্টে মোকদ্দমা করা হয়েছে। সরকার তার বক্তব্য সেখানে রাখবে। সেটা যদি প্রমাণ হয়, তাহলে আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব। আমরা ও না বলছিনা। এই সরকার এইটা ধামা চাপা দেওয়া হোক এইটা চায়না। আমরা আসাম রাইফেলস্কে জানিয়েছি. আসাম রাইফেলস প্রয়োজনীয় তদন্ত করছে। আমি নৃপেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করতে চাই,, উনারা ১০ বৎসর ক্ষমতায় ছিলেন যখন তখন কয়টা খুনের জন্য. কয়টা ধর্ষনের জন্য উনারা অ্যানকোয়ারী কমিশন করেছিলেন? করেছিলেন একজন পুলিশ অফিসারকে প্রমোশান দেওয়ার জন্য। তদন্ত কমিশানের যে রেকমেণ্ডেশান সেটা উনারা মানেনি। কিন্তু আমরা কথা দিচ্ছি তদন্ত কমিশনের যে রেকমেণ্ডেশানই হোক আমার সেটা মানব, আমরা সেটা মেনে কাজ করব। আমরা গায়ের জোরে, বিধানসভায় আমরা যদি সংখ্যা গরিষ্ঠ দল, আমরা তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ তা দিয়ে সেটা বানচাল করতে যাব না। ওরা আজকে ধর্ষনের কথা বলেন। আমি নৃপেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, যখন পার্থী ত্রিপুরাকে ওনার দলের লোকরা রাত্রে স্বামীর বুক থেকে তুলে নিয়ে ধর্ষন করেছিল তখন নৃপেনবাবু কোথায় ছিলেন? তখনতো তিনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন. মুখে তুলো গুঁজে তখন তিনি কোথায় ছিলেন? আমি ওনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, অঞ্জলী কর্মকারকে যখন জেলখানার ধর্ষন করল ওনার অনুগামী কর্ম্মচারীরা. তখন তিনি কেন সেই কর্মচারীর দোষ ঢাকার জন্য বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করলেন? এই অঞ্জলী কর্মকার ও পার্থী ত্রিপুরার মত হাজার হাজার নারীকে গত দশ বছরে ত্রিপুরায় গনধর্ষন করা হয়েছে. তখন কোথায় ছিলেন তিনি, কোথায় ছিল ওনার সঙ্গীরা? আজকে ঐ নৃপেনবাবুরা বলছেন যে ৪৫ জন সি. পি. আই (এম) এর কর্মীকে খুন করা হয়েছে. এইটা জঙ্গলের রাজত্ব। আমি দেখাব জঙ্গলের রাজত্ব গত দশ বছরে ছিলনা আজকে হয়েছে। আমরা ক্ষমতায় এসেছি এবং আসার সঙ্গে সঙ্গে আজকে সাধারণ রিক্সাওয়ালা আমি নৃপেন বাবুকে জিজ্ঞাসা করব তখন রাত ৮টার পর একটা রিক্সাওয়ালা পাওয়া যেত না আগরতলা টাউনের উপর. নৃপেনবাবুর ভাড়াটে গুণ্ডাদের তাণ্ডবে রিক্সাওয়ালারা বাড়ী চলে যেত রাত্রি ৮টার পর, রাত ৮ টার পর ত্রিপুরার জনগন রিক্সা দিয়ে কোথাও যেতে পারত না। নৃপেনবাবুর মা বোনেরা আমার মা বোনেরা রাস্তায় বের হতে পারতো না সন্ধ্যা ৭টার পর, ওদের শাড়ী কাপড় ফ্রগ খুলে নেওয়া হত. কোথায় ছিলেন তখন নৃপেনবাবু? তিনি তো তখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। আর আজকে রাত্র ১২টা ১টার সময় মা মেয়েরা রাস্তায় ঘুরছে. আজকে রাত ১২টা ১টার সময় ত্রিপুরা রাজ্যের যে-কোন জায়গায় গ্রামে গঞ্জে পাহাড়ে রিক্সা চলছে।

শ্রী বিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা :— (আসারামবাড়ী) :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার উনি গুণ্ডা বলেছেন, এইটা অ্যাকসপানজ করা হোক।

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন :—(স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) আজকে রাত দুইটা আড়াইটার সময় ত্রিপুরা রাজ্যে ধর্মীয় কীর্ত্তন

হচ্ছে, ধর্মীয় অনুষ্ঠান হচ্ছে আর নৃপেন বাবুর আমলে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষরা কোন কর্মীয় অনুষ্ঠান করতে পারত না। আমি নৃপেন বাবুকে জিজ্ঞাসা করতে চাই. আমি বলতে চাই যে চলুন নৃপেন বাবু যদি ক্ষমতা থাকতো এই বিধানসভা শেষ হওয়ার পর আমি হেটে ওনাকে নিয়ে যাব যে-কোন জায়গায়। উনি আমি জিজ্ঞাসা করব ত্রিপুরার জনসাধারনকে যারা রাস্তায় হাটছে. তারা বলুক ওরা কি নৃপেন বাবুর আমলে শান্তিতে ছিল না কি সুধীর বাবুর আমলে শান্তিতে আছে। আমি জানি উনি যাবেন না, ওনার সেই ক্ষমতা নেই. সাহস নেই, সিধা মেরুদণ্ড নেই। উনি পারবেন না আমার সঙ্গে যেতে, আমি পারব যে-কোন জায়গায় হেটে যেতে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ওনারা টি এন ভিব কথা বলেন, ওনারা পাহাড়ী ভাইদের কথা বলেন। স্যার, ১৯৭৮ সালে ওনারা ক্ষমতায় আসেন ১৯৭৯ সালে ওনারা টি এন ভি জন্ম দিলেন, যদি ওনাদের দশ বছরের রাজত্বকালে কোন কিছু করে থাকেন তাহলে তিনটা কৃতিত্বের অধিকারী ওনারা। একটা হচ্ছে টি এন ভি নামক একটা জারজ সন্তানকে সৃষ্টি করা, নৃপেনবাবু এর জন্ম দিয়েছেন, আর একটা হল গ্রামের মেয়েদের উনি টেনে আগরতলায় এনেছেন যে, তোমরা ক্যাডরাজী কর, তোমার পার্টি কর. তোমরা সি পি. (আই) (এম), এর প্রসেশানে যাও, তোমার মাথায় লাল টুপি লাগাও, লাল রুমাল গলায় লগাও তোমাদের চাকুরী হবে! ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত এবং তার আগে ত্রিপুরা রাজ্যে কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত ছিল তখন ত্রিপুরা রাজ্য সন্ধার পর রাস্তায় নারীদের দেহ বিক্রী করতে দেখা গেছে বলে ত্রিপুরা রাজ্যে যারা আছেন তারা বলতে পারবেন? আর নৃপেনবাবু নারী দেহ বিক্রীর জন্য একটা ইণ্ডাষ্ট্রী আগরতলা শহরের উপর খুলে দিয়ে গেছেন। আর একটা কাজ নৃপেনবাবু করেছেন ইণ্ডাষ্টি ডিপার্টমে তাদের জিনিষ তৈরী না করে সেখানে অস্ত্র তৈরীর ইণ্ডাষ্টি করেছেন। নৃপেনবাবুর দশ বছরের কৃতিত্ব এই। নৃপেনবাবু মেয়েদের রাস্তা নামিয়েছেন, ওনার ক্যাডারদের নৈতিক চাহিদা মেটানোর জন্য শত শত নারীদের গ্রাম থেকে বাহির করে মার কোল থেকে টেনে এনে রাস্তায় নামিয়েছেন এবং তাদের দেহ বিক্রী করিয়েছেন। তারপর যখন তিনি আর ঠেলা সামলাতে পারেননি তখন তিনি তারানগরে একটা আশ্রম খুলে দিয়েছেন, এই হল ওনার চরিত্র। আজকে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আপনার মাধ্যমে ১০ বছরের হিসাবে না দিয়ে যদি ক্ষমতা থাকে উনি চ্যালেইঞ্জ করুন, আমি ২ বছরের হিসাব দিচ্ছি তাহলে বুঝা যাবে রাজ্যে আইনের শাসন আমরা প্রতিষ্ঠা করেছি না ওনাদের সময় জঙ্গলে শাসন ছিল। সেটা আপনি বিচার করবেন, আপনার মাধ্যমে হাউসের সদস্যরা বিচার করবেন। ১৯৭৮ সালে আর্থিক বছর পুরো হওয়ার আগে ফেব্রুয়ারী মাসের ৫ তারিখ পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে টি, এম, ভির ঘটানা ছাড়া ১৭৭টা খুনের ঘটনা হয়েছিল, ডাকাতি হয়েছিল ৫১টা, রবারি হয়েছিল ৯০টা. বার্গলারি হয়েছিল ৭১০ টা, থেফ্‌ট হয়েছিল ৯১০ টা, রেইপ হয়েছিল ৬৫টা, কিডনেপিং হয়েছিল ৫৬টা, আদার আই. পি সি অফেন্স হয়েছিল ৩০০৮ টা। কংগ্রেস আমলে যেগুলি হয়েছে সেগুলি হয়েছে সেগুলির আমি কারণ দেব। সেগুলি হয়েছে হয়ত প্রনয় ঘটিত মার্ডার

বা জমি নিয়ে ঝগড়া বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য যদি হয়ে থাকে তাহলে সেটা এক্সিডেন্ট জনিত মার্ডার এরূপ মার্ডার হয়েছে ৭৩টা এই এগার মাসে। ডাকাতি হয়েছে ৫৫টা. রবারি হয়েছে ১০০টা বার্গালির হয়েছে ৭১০টা- চুরির ঘটনা হয়েছে ৮৫৭টা. রেইপ হয়েছে ৩১টা, কিডনেপিং হয়েছে ৩৩টা এবং আদার অফেন্স হয়েছে ৭৬০ টা, টোটেল ৪,৬১৬ টা আর ওদের আমলে হয়েছে ৫,১৩৪টা। লোকেল স্প্যাসাল আইন অনুযায়ী ওদের আমলে হয়েছে. ৩,১৯৫ টা আর আমাদের আমলে হয়েছে ২, ৪৮৩টা মোট ওদের আমলে ৮, ৩৩৯ টা আর আমাদের আমলে ৬, ৮৯৯ টা। কাজেই আমি এখানে যেটা বললাম সেটা ডি, জি, র স্ট্যাটমেন্ট থেকে বললাম! কাজেই আজকে ওনাদের দলীয় বিধায়করা বিচার বিবেচনা করবেন যে, এটা জঙ্গলের রাজত্ব না ওদের আমলে জঙ্গলের রাজত্ব ছিল। যখন স্বামীর বুক থেকে স্ত্রীকে টেনে নিত, মার কোল থেকে বাচ্চাকে কেড়ে নিয়ে খুন করা হত. যখন শত শত মহিলাকে সিঁথির সিঁদুর মুছতে হয়েছে, হাতের শাখা ভাঙ্গতে হয়েছে তখন জঙ্গলের রাজত্ব ছিল। নৃপেনবাবু ওনার বক্তৃতায় বলেছেন যে ওনারা ২৫ হাজার বিধবাকে ভাতা দিয়েছেন। সেটা ত ওনারা দেবেন কারন ত্রিপুরা রাজ্যে হাজার হাজার বিধবা ত ওনারাই বানিয়েছেন। কংগ্রেস ত একজনকেও বিধবা বানায়নি। যেহেতু ওনারা ত্রিপুরা রাজ্যে হাজার ২ হাজার বিধবা বানিয়েছেন সেহেতু এটা ত তাদেরই দায়িত্ব বিধবা ভাতা দেওয়া। মাননীয় স্পীকার স্যার, স্বাভাবিকভাবে এই হাউজে যে-সমস্ত মাননীয় সদস্যরা আছেন তারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে, দেখা যাচ্ছে এখনও ত্রিপুরা রাজ্যের ডাকাতি রবারি,, বার্গলারি, থেফ্ট্র প্রায় সি. পি. এমের কাছাকাছি। তার ৪টি কারণ আছে। প্রধানতম কারণ হচ্ছে অধিকাংশ রবারি, ডেকয়টির মূলে বামফ্রন্টের বিধায়করা, বামফ্রন্টের নেতারা জড়িত। মাননীয় চীফ জুডিশিয়েল মেজিস্ট্রেটের আদালতে ৮ জন ডাকাত যারা ডাকাতি করত, রোড সাইড রবারি করত তার যে স্ট্যাটমেন্ট দিয়েছে তারমধ্যে আমি একটা স্ট্যাটমেন্ট পড়ে শুনাচ্ছি তাহলে ওদের পার্টির চেহারা বুঝতে পারবেন। ওখানে ১৬৫ ধারা মতে করিন কুমার দেববর্মা স্ট্যাটমেন্ট দিয়েছে যে. সি, পি, এম, দল আমাদেরকে ডাকাতি করার জন্য বলে তাই গাড়ী আটকিয়ে, ট্রাক আটকিয়ে আমরা লুট করতাম। আমরা বুঝতে পারি যে আমরা ভুল করিয়াছি। ভুল বুঝতে পারিয়া আমরা গত পরশু দিন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট তিনটি গাধা বন্দুক এবং অন্যান্য কাপড় চোপড়সহ আত্মসমর্পন করি। আমাদের রক্ষা করিয়া আমাদের বিচার করিতে আজ্ঞা হয়।

এই ধরনের তারা দলীয় কর্মী আটজন এই ব্রহ্মকুণ্ডে আমাদের কাছে অস্ত্রশস্ত্র সারেণ্ডার করে তারপর তারা কোর্টে গিয়ে ১৬৫ ধারা মতে ষ্টেটমেন্ট দেয়।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১-১১-৮৮ ইং মোহনপুর এলাকায় এরাই ডাকাতি করেছিল। তারপর আমরা দেখতে পাই গত ৩-১ ৮৯ মোহনপুর এলাকায় আবার ডাকাতি হয়। সেই ডাকাতির যিনি নায়ক তার নাম হলো-রেবতী দেববর্মা. গয়াফাং এবং বুদ্ধজয় দেববর্মা রাধানগর পি, এস, সিধাই। তারা পুলিশের কাছে বলেছে যে, তারা সকলেই সি, পি, এম, এর সক্রিয় সদস্য। তারা

বলেছে. তারা সি, পি, এম এর —নেতাদের কথায় এই ধরণের ডাকাতি তারা করেছে। এবং তাদের এই ডাকাতি সম্পর্কে তারা মাননীয় আদালতে একটি স্টেটমেণ্ট দেবে। এবং পরে ছয়দিন পর তারা আদালতে স্টেটমেট দেয়।

এইখানেই শেষ নয়, মাননীয় স্পিকার স্যার, গত ৩-১-৮৯ ইং তারিখে এই রেবতী দেববর্মা গয়াকং এবং বুদ্ধজয় দেববমা ওরা টি, এন, ভি, র নামে সি, পি, এম—এর দলীয় ব্যানে এই এলাকা থেকে চাঁদা আদায় করতে শুরু করেছিল এবং পুলিশ যখন গিয়ে তাদের সার্চ করেছিল তখন তাদের কাছে ১৪০০ টাকা, একটি পিস্তল এবং টি,এন ভির নামে জাল চাঁদার বিসিট পায়। এই হলো তাদের দলীয় চরিত্র। আর এইখানে তারা বলছেন যে, তারা ত্রিপুরার জনসাধারকে রক্ষা করবে, কংগ্রেস আইয়ের পার্টিরা এই করছে, টি, ইউ, জে, এস,—এর মিনিষ্টাররা এই করেছেন। আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে, এই গত ১০ বছরে তারা কত টাকা আত্মসাৎ করেছেন, কত মানুষের সর্বনাশ তারা করেছে? আমরা ক্ষমতায় এসেছি এখানে বাড়া বাড়ি করতে অসেনি।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা গত ১১ মাসে যা করেছি সারা ভারতবর্ষের জনসাধারন দলমত নির্বিশেষে তার প্রশংসা করছে। আমরা ক্ষমতায় এসে জনতা বিমান চালু করেছি। আমরা কৃষি ঋণ চালু করেছি, এবং আই, আর, ডি, পি, প্রকল্পে ২০ হাজার মানুষকে এই ১১ মাসের মধ্যে আর্থিক সাহায্য দিতে পেরেছি। আমরা রাস্তা-ঘাটের উন্নয়ন করেছি। আমরা আগরতলা পর্যন্ত রেললাইন আনার জন্য ব্যবস্থা করেছি। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দিল্লীতে গিয়ে কেন্দ্রিয় সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে এটা করছেন। আমরা স্ব-নির্ভর প্রকল্পে বেকারদের জন্য অধিক টাকার মঞ্জুরী করেছি। ওরা কোথায় দেখলেন কিসের চিঠি বলেন, আমার কাছে ডকুমেনট রয়েছে,। আবার বলেন যে, কোন অফিসার কি লিখছে। কোন অফিসার লিখতে পারে সেটা নৃপেনবাবু পড়ে শুনাতে পারেন। আবার তারাই নাকি অফিসারদের বলেছেন যে, পূর্বতন সরকার যে ষ্টিজেনট মেজার নিয়েছিলেন সে-ভাবে তাদের চলতে হবে। কিন্তু এই ডকুমেনট ওদের দেখাবার ক্ষমতা নাই। উনি সেটা দেখাতে পারবেন না।

(শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—এটা আপনাকে দেখাব না।)

আমাকে নয়, মাননীয় স্পীকার মহোদয়কে দেখান। মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনী এই ডকুমেন্টনিন। যদি কোন অবিচার থেকে থাকে তারজন্য ব্যবস্থা নিন। স্যার, উনি কেটাগরীক্যালী বলেছেন যে, পূর্ববর্তী সরকার যে স্টিনজেন্ট মেজার নিয়েছেন সেই মেজারই তোমাদের ফলো করতে হবে। কোন অফিসার লিখতে পারে না সেটা। স্যার, সেটা আপনি তদন্ত করে দেখবেন। কিন্তু তারা ডকুমেন্ট দেখাতে পারবেন না।

(শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ— আপনাকে সেটা দেবনা,)

আমাকে দেবেন কেন, সেটা মাননীয় স্পীকার মহোদয়কে দেবেন। উত্তেজিত হবেননা নৃপেনবাবু

আমি আপানাকে হাড়ে হাড়ে চিনি। আপনি যখন আমাকে সেলফিস জায়েন্ট পড়াতেন আমাদের বৈঠকখানায় বসে খেয়াল আছে কি ? তখন আপনি উমাদাস গুপ্তের কোর্টে কেইসের আসামী ছিলেন এবং ঐ কেইসের কানেকশন আমাদের বাড়ীতে বাবার কাছে প্রায়ই যাইতেন। সেটা খেয়াল আছে কি ?

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি আজকে বলেন চুরি ডাকাতি বেড়েছে। উনি মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময়ে দ্বিতীয়বার যখন ক্ষমতায় এলেন, আগরতলা টাউন তখন চুরি ডাকাতি বেড়ে গেল। হঠাৎ উনি দিল্লী থেকে উদয় হলেন। আমরা পাড়ায় নাইট গার্ড দিয়ে, ভলানটারী গ্রুপ করে চুরি ডাকাতি দমাতে পারি না। উনি এসে বললেন পত্রিকায় যে কালকে থেকে আর ডাকাতি হবে না। বন্ধ হয়ে গেল চুরি ডাকাতি। আলা দিনের আশ্চার্য্য ম্যাজিক। কাজেই উনার দলের লোকেরা এ সমস্ত

মিঃ স্পীকার ঃ— ৫টা পর্যন্ত হাউসএক্সটেশান করা হলো।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তীঃ— স্যার, আমার কোন আপত্তি নেই। আমাদের একজন বক্তৃতা বলেন নি। সেই সময়টা দিতে হবে।

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন ঃ— (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী দলের নেতা বিচার বিভাগের কথা বলেছেন। এটা উনার চিরকালের অভ্যাস। যে বিচার বিভাগের দৌলতে উনি আজকে যাবৎজীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত না হয়ে উনি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীত্ব করেছেন সেই বিরোধী দলের নেতা মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময়ে বলেছেন যে বিচার বিভাগের একাংশ ইনফ্লুয়েন্সড হয়। আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে ত্রিপুরার বিচার ব্যবস্থা পার্শ্ববর্তী যে কোন রাজ্যের বিচার ব্যবস্থা, বিশেষ করে পশ্চিম বঙ্গের বিচার ব্যবস্থা থেকে অনেক ভাল। বিচার ব্যবস্থা যাতে ভাল হয়; মানুষের কাছে যাতে বিচারে পৌঁছে দেওয়া যায়, বিচারের বাণী যাতে নীরবে নিভৃতে না কাঁদে তার জন্য প্রতিটি সাবডিবিশনের টাউনে আমরা নুতন নুতন কোর্ট খুলছি। বিলোনীয়াতে, কমলপুরে আমরা অ্যাডিনাল ডিস্ট্রিক্ট জার্জ কোর্ট খুলেছি। লাইয়াররা যাতে ভালভাবে বিচার বিভাগের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারেন তার জন্য এই সরকার ক্ষমতায় এসে নম্বাদের ভাল ফিসের ব্যবস্থা করেছেন। জমা মোকদ্দমা যাতে আরও তাড়াতাড়ি হয় তারজন্য আমরা এ, পি, পি, এবং পি, পি এর সংখ্যা বাড়িয়েছি। আমরা চাইছি আলাদা হাইকোর্ট এখানে থেকে সেটা সাক্ষেপ এখানে যাতে একটা স্থায়ী বেঞ্চ হয় তার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দরবার করছেন। আমরা আশা করছি, অচিরে আমরা সেটা পাব। তারজন্য আমরা শুধু ফাউণ্ডেশান সেটান দিয়েই বসে থাকি না। নতুন বিচারলয়ের, হাইকোর্টের বিলডিংএর কাজে হাত দিয়েছি। আমরা উদয়পুরে অ্যাডিশন্যাল ডিস্ট্রিক্ট জাজ কোর্ট তৈরী করেছি। আমরা ত্রিপুরায় লোক আদালত সিসটেম ইনট্রডিউস করব সেই ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দিল্লীতে কথা বলেছেন। ত্রিপুরার বিচার বিভাগ যাতে ইমপার্শিয়্যালী কাজ করতে পারে, যানে করে ইনস্পেটাস পায় তার জন্য স্বাধীনতার পর এই প্রথম এখানকার জুডিসিয়াল অফিসারদের মধ্য থেকে একজনকে ল, সেক্রেটারী হিসাবে নিয়োগ করেছি। আমরা

পশ্চিম বঙ্গ থেকে ধার করে একজনকে আনি না যিনি মন্ত্রীর রাবার স্ট্যাম্প হিসেবে কাজ করবেন, যারা রাজ্যের প্রতি কোন দয়া মায়া নেই। আমরা এনেছি এখানকার হাইকোর্টের সঙ্গে জড়িত সেই লোককে যিনি ইম্পার্শিয়ালী কাজ কমাতে পারবেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে দলের নেতারা বিচার বিভাগের প্রতি আস্থা নাই, যে দলের নেতা বিচারকদের নিয়ে বিশেষ করে যিনি এই এ্যাসেম-বলিতে নেই, তাদের সামনে গিয়ে কথা বলার সাহস নেই তাদের কাউকে বলেছেন আধবুড়ো আবার কাউকে বলেছেন যে ঘুষ খায়, নেতা জনসাধারণের জন্য কি কাজ করবেন, এতে আমার কেন, সাড়া রাজ্যবাসীর সন্দেহ হতে পারে। তাই আমি বিরোধীদলের নেতা যে নো-কনফিডেন্স মোশান এনেছেন, সেটাকে প্রত্যাখান্‌ই করছি না, সেটাকে আমি অত্যন্ত ঘৃণা ভরে নিন্দা করছি। আমি তার প্রস্তাবকে কোন মতেই সমর্থন করতে পারছি না। যার কুঅভিসন্ধির জন্য আজকে যার জন্য য-ভাবে অপচয় হচ্ছে মন্ত্রীদের, অফিসারদের এই বিধান সভা এতক্ষণ পর্যন্ত চলার জন্য এতক্ষণ এখানে থাকতে হচ্ছে, কারণ উনার এই নো-কনফিডেন্স আনার জন্য, তার জন্যই আমি উনার বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব আনতে চাই। একথা বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—

মাননীয় স্পীকার, স্যার মাননীয় বিরোধী দলের নেতা মন্ত্রী সভার বিরুদ্ধে যে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন এবং তার সমর্থনে তিনি যে সব বক্তব্য রেখেছেন, আমি তার মধ্যে কোন সারবত্তা খুঁজে পাচ্ছি না। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ যেন মনে করছে এই সরকার জানি কি করে ফেলেছে, এই সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে থাকার দরকার নেই, এই ধরনের একটা মনোভাব সৃষ্টি করার জন্যই এবং জন-গণকে বিভ্রান্ত করার জন্যই এই ধরনের একটা প্রস্তাব উনি এই হাউসের সামনে এনেছেন। অবশ্য এটা তার পক্ষে নতুন কিছু নয়, এর আগেও উনি ধোঁয়া তুলেছেন যে মুখ মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হবে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হবে। তারা নিজের গোঁসা হওয়ার কারণ তিনি মেনে নিতে পারছেন না। তিনি মেনে নিতে পারছেন না, কেন ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ তাঁকে প্রত্যাখান করলো, কেন কংগ্রেস (আই) আর টি,, ইউ, জে, এস, সরকার এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠিত হল। অথচ সারা রাজ্যের মানুষ যারা এই সরকারকে আশীর্বাদ করেছে,, এই সরকারের মন্ত্রী অথবা বিধায়করা যেখানেই যাচ্ছেন, সেখানে হাজার হাজার মানুষ তাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। অন্য দিকে তারা যে সমস্ত জায়গাতে যাচ্ছেন, সেখানেই তারা প্রত্যাখাত হচ্ছেন,, তারা আজ রাজ্যের কোথাও পা ছোঁয়াতে পারছেন না এই রাজ্যের কাউকে তারা বুঝতে পারছেন না, এই দুঃখ তাদের মনোভাব সেজন্যই তারা দিল্লীমে ছুটে যাচছেন, আর সেখানকার পত্রিকাগুলিতে বুঝাবার চেষ্টা করছেন যে, ত্রিপুরাতে সাংঘাতিক একটা কিছু হয়ে যাচছে। কিন্তু সারা ভারতের মানুষ আজ ত্রিপুরার দিকে চেয়ে আছে—কেন এই ত্রিপুরা রাজ্যে গত দশ বছর ধরে কি হয়েছিল ? স্যার, আমি সেই সব বিস্তারিত ব্যাখা করতে চাই না, কারণ সময় কম। তবু কিছু উত্তর না দিলে নয়, যেমন ধরুন সেই আমলের আইন শৃঙ্খলার প্রশ্ন

একটা মানুষ বা একটা মা যখন তার ছেলেরা বাইরের হুন যতক্ষন পর্য্যন্ত না তারা ফিরে না আসে, মাকে উদ্‌বেগের মধ্যে কাটাতে হত। অর্থাৎ, আগের যে সরকার ছিল, তখন মানুষের মধ্যে নিরপত্তা কোন আশাই তারা ঐ সরকারের কাছ থেকে প্রত্যাশা করত না। আর সেই আমলের দুর্নীতির কথা বলে কোন লাভ নাই। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য বিমল বাবু অবশ্য আমার সম্পর্কে দুই একটা কথা বলেছেন, যেমন কাউকে মেডিকেল সিট দিয়ে নাকি এক লক্ষ টাকা নিয়েছি, কিন্তু কার থেকে নিয়েছি, কিন্তু সেই লোকটির নাম বলেন নি, তা যদি করতেন তাহলে আমি তার বিরুদ্ধে বৈধতার প্রশ্ন তুলতাম। স্যার, আমি জানি না কি করে ব্যক্তি এই বিধানসভায় নেই, যে আত্ম পক্ষ সমর্থন করে পারবেন না, তার কথা কেমন করে বলা হয়, এটা তো স্যার, গণতন্ত্র বিরোধী। এর জন্য ওদের লজ্জা হওয়া উচিত। স্যার তারাই এই সমস্ত কথা বলতে পারে, প্রমাণ না দিয়ে এই ধরনের কথা বললে আমি তার চেলেঞ্জ করি। স্যার, আমি বলতে পারি তাদের অনেক দুর্নীতির কথা, তারা এখন পর্যন্ত কয়টা গাড়ী কিনেছে, এই কিছুদিন আগেও ওরা বেশ কয়েকটি গাড়ীকিনেছে, বলেছে এগুলি নাকি তাদের পার্টি ফানডের পয়সায় কিনেছে। তাহলে কি বুঝতে হবে দুই আনা, চার আনা করে ওদের পর্টির ফাণ্ড হয়নি! আমরা খুশী হতাম ১০ পার্সেণ্ট কম কেন আরও ১০ পার্সেণ্ট বেতন বেশী নিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে সত্যিকারের উন্নতি করতেন। স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যকে করে দিয়ে গেছেন। জুট মিল কি ছিল? স্যার সেখানে একটা গুণ্ডারি আড্ডা। আর আজকে জুট মিলে কি হচ্ছে যেখানে ৬।৭ টনের বেশী উৎপাদন হত না আজকে সেখানে ২১ টন উৎপাদন হচ্ছে। আমরা কিছুই বাড়াই নাই। আমি একটা ইণ্ডিকেশান দিচ্ছি কিভাবে প্রগ্রেস করছে। প্রতিটা ক্ষেত্রে সেই ভাবে উৎপাদন বাড়ছে। সুতরাং কাজ করতে গেলে খরচা বাড়বেই। ১০ বছর ত্রিপুরা রাজ্যে মানুষ কিছুই পায় নাই। সেজন্য মানুষের প্রত্যাশা বেশী। আমার মন্ত্রীরা যান মানুষ অনেক কিছু দাবী করেন, এটা ঠিক সব প্রত্যাশা আমরা পুরণ করতে পারি না। রাস্তা ঘাটের ব্যাপারে আপনারা যান বটতলা থেকে সাব্রুম পর্যান্ত আমি বলছি না সবটা-সাত কিলোমিটার রাস্তা বাদ দিয়ে, রাস্তাটা কি ছিল? এই যে দ্বিতীয় রাস্তাটি সেটা আগামী বছর খোলা করা হবে। স্যার, গত ১০ বছর কিছুই করা হয় নাই। আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে রেললাইন কুমারঘাট পর্যন্ত চালু করা হবে। এতদিন সেটা মুখথুবড়ে পড়ে ছিল। (ইণ্টারাপেশান) শুনুন আজকে আপনরা আইন শৃঙ্খলার কথা বলেছেন যে সমস্ত ব্যাঙ্কর্সরা ত্রিপুরা রাজ্যে আসতে পারতো না, তারা গত ১০ মাসে ত্রিপুরাতে ২৭টি ব্যাংক খোলেছে। এটা হচ্ছে অর্থনৈতিক অগ্রগতি একটা নিদর্শন আর আমি নিজে ইতিমধ্যে ৪০টি শিল্পে উদ্বোধন করেছি। আগে যেগুলি ছিল সেগুলি মুখ থুবড়ে পড়ে ছিল। আজকে তাদের চাহিদা আরও বিদ্যুৎ চাই

আরও ইন্ডাষ্ট্রি চাই। আজকে এই সরকার ত্রিপুরাতে শিল্প কি ভাবে আনা যায় তার জন্য চিন্তা ভাবনা করছে। আগে আপনারা কেউ চিন্তা করেছেন মাটির নিচে কত গ্যাস পড়ে আছে? উনারা কোন দিন ভাবেন নাই। এই রাজ্যের সম্পদকে মানুষের সম্পদে রূপান্তরের জন্য লাগাবার কোন উদ্যোগ নেন নাই। আমরা পেট্রোক্যামিকেল করছি। কিছুদিনের মধ্যে গ্যাস প্রজেক্ট হাতে নেওয়া হবে। মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী বলেছেন যে আগামী ২ বছরের মধ্যে ১২৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন আরম্ভ হবে। আপনারা কি করেছেন? টাকা আপনাদেরও কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছে একই হারে দিচ্ছে। কোন বাবতি বরাদ্দ দেয় নাই। গত প্লানিং যে ১৫৪ কোটি টাকা এনেছেন আমরা অতিরিক্ত ২ কোটি টাকা এনেছি উপজাতিদের ভেজিটেবল কালটিভেশান-এ শিক্ষিত করে তোলার জন্য। আমরা যে-কোন প্রস্তাব দিলে কেন্দ্রীয় সরকার সবটা সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করেছেন। (ইন্টারাপশান) কোথায় রাণী রাসমনি আর কোথায় উনি-প্রধান মন্ত্রী সম্পর্কে উনি কথা বলার সাহস পান। যে প্রধানমন্ত্রী আসামের বিভ্রান্ত যুবকদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে এনে তাদের সঙ্গে সমঝোতা করেছেন, যে প্রধানমন্ত্রী যিনি মালদ্বীপে কিছুদিন আগে সেখানকার গণতন্ত্রকে রক্ষা করেছেন, যে প্রধানমন্ত্রী শ্রীলংকাতে জাতীয় সমস্যা সমাধান করেছেন, যে প্রধানমন্ত্রী ভারতকে গড়ে তোলার জন্য গুরুত্ব করে ভারতবর্ষকে বিংশ শতাব্দীর থেকে একবিংশ শতাব্দিতে নিয়ে যাচ্ছেন উনার সম্পর্কে আপনারা এই সব কথা বলছেন? যিনি মানুষের পাঁচটি প্রধান নিড অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান এবং স্বাসথ্য দেওয়ার জন্য সংকল্প নিয়েছেন এবং তার কাজও হচ্ছে। আপনাদের আমলে ১৪ কোটি থেকে ৪০ কোটী টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছিল। সেই টাকার এক ফুটা কৃষকরা পেয়েছে? এই টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছিল, প্ল্যান করেছিল এই রাজ্যের কৃষকদের উন্নয়নের জন্য। রাসত্তা যেগুলি আরম্ভ করেছিলেন আমরা সেগুলি সম্পন্ন করছি বিলডিং সেগুলি সম্পন্ন করছি। ৮ম অর্থ কমিশন ৬ কোটি টাকা শিক্ষা দপ্তরের জন্য দিয়েছিল। কত টাকা খরচ করেছিলেন? এক পয়সাও খরচ করেন নি। যা করেছেন পার্টির ক্যাডারদের জন্য করেছেন আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের স্বার্থে কাজ করছি। এখন ত্রিপুরাতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, শিল্প ও শিক্ষায় উন্নতি হচ্ছে। টি, এন, ভি'র সমস্যার সমাধান আপনারা চান নি। প্রধানমন্ত্রী আপনাদের হাত বন্ধ করে রাখেন নি। ইনসারজেনসি কখনও আরক্ষা বাহিনী দিয়ে সমাধান করা যায় না আমরা আনতরিকতার সংগে, ত্রিপুরার মানুষের স্বার্থে এই সমস্যার সমাধান করতে পেরেছি। আজকে প্রধান মন্ত্রীর দোষ দিচ্ছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে টাকা আপনাদেরকে দিয়েছিলেন সেই টাকা দিয়ে আপনারা পার্টির ফাণ্ড করেছেন, ক্যাডার পোষেছেন। আপনারা কোর্টের কথা বলেছেন যে, যে ছাত্র ফার্স্ট ডিভিশনে গেছে তাকে দেওয়া হয় নি। রাজ্য সরকার যা করেছে, যে হাইয়েসট মার্কস পেয়েছে তাকে দিয়েছে। আপনারা এই সমস্ত কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চাইছেন। এই টি, এন, ভি'রা যেদিন অস্ত্র সমর্পন করল সেইদিন আপনারা আইন অমান্য করলেন। যেদিন তারা ভুল বুঝতে পেরে স্বাভাবিক জীবনের পথে ফিরে

সেদিন আপনারা করলেন কি? আপনারা করলেন আইন অমান্য আন্দোলন। আপনারা কি করলেন সেদিন? আপনি বলে বেড়ালেন, পুলিশ আপনার উপর ঝাপিয়ে পড়ে আক্রমন করেছে আপনি নিজেই বলুন তো, পুলিশ সেদিন আপনার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেছিল? পুলিশ খুব আদর যত্ন করে আপনাকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছে। আপনি চিকিৎসার জন্য কলকাতা গেলেন। কলকাতা থেকে এসে বললেন, 'না' পুলিশ আমাকে লাঠি পেটা করে নি'। এটা আপনার নিজের কথা। কাগজে-পত্রিকায় উঠেছে। আমার নিজের ষ্টেটম্যান্ট নয়। আপনাকে কিছুই করা হয় নি, অথচ আপনার মিথ্যা চিন্তার জন্য সেদিন কতবড় সর্বনাশ হল কত লক্ষ লক্ষ। আপনি চাইছেন, একটি অশান্তির সৃষ্টি করতে। আজকে যখন সভ্য মানুষ নতুন নতুন আবিস্কার করে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যাচ্ছে, তখন আপনি আবিস্কার করেছেন নতুন নতুন খুনের কায়দা। কি করে মতিলাল ভট্টাচার্যকে খুন করা হল? ঠিক একই পদ্ধতিতে খুন করা হল মানিক দেবনাথকে বিলোনীয়াতে। আমি এখানে পরিস্কার ভাবে জানিয়ে দিতে চাই নৃপেন বাবু মার্ডার স্কোয়ার্ড গঠন করেছেন, যারা রাতের অন্ধকারে ঘুরে বেড়ায় খুন করার জন্য তাদের ধরার জন্য পুলিশকে সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্যার, উনারা আজকে গরীবের দরদী হয়েছে।

শ্রী দশরথ দেবঃ—পয়েন্ট অব অর্ডার, পুলিশ কি সি, পি, আই (এম) কর্মীদের ধরে জেলে ঢুকানোর জন্য, না ক্রিমিনাল ধরার জন্য?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী):—আমি এখানে সব সি, পি, আই এম, কর্মীদের ধরার কথা বলিনি। আমি আবার বলছি, নৃপেন বাবু এবং তাঁর সি, পি, আই, (এম) দল যে মার্ডার স্কোয়ার্ড তৈরী করেছেন, যারা রাতের অন্ধকারে ঘুরে বেড়ায় খুন করার জন্য তাদের ধরার জন্যই পুলিশকে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্যার, সব সময় হয় না। আমি বলছি না যে, সব সি, পি, আই, (এম) খারাপ। রাজনীতিতে কেহ কংগ্রেস করবে, কেহ সি, পি এম, করবে, কেহ আর, এস, পি, করবে, কেহ টি, ইউ, জে, এস, করবে, এটা স্বাধীন ব্যাপার। স্যার আমি এইখানে, এই হাউসে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, যারা শান্তির পথে থাকবে, যারা গনতান্ত্রিক পথে আন্দোলন করবে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার সবই থাকবে। কিন্তু অশান্তির পথ কেহ নিলে তাদের রাজনীতিতে কোন স্থান এই ত্রিপুরা রাজ্যে নেই। স্যার, আমি এখানে আরো বলতে চাই, আমিও একদিন বিরোধী দলনেতা ছিলাম, আমরাও বিরোধী দল করেছি। সরকার যেখানে ভাল কাজ করেছেন সেখানে আমরা সবাই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছি আমি বলছি না, উনাদের সব কাজই খারাপ ছিল। ভাল ভাল কাজ নিশ্চয়ই কিছু ছিল সেখানে কি আপনাদের হাত শক্ত করি নি? স্যার, এই রাজ্যে দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী মানুষরা যাতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে তার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে আর্থিক সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আসুন আমরা হাত মিলিয়ে সেই মহান কাজে ব্রতী হই। গরীবের কাজে আপনারা আর বাধার সৃষ্টি করবেন না। আপনার ঋণ মেলার কাজ বন্ধ করার জন্য হাইকোর্টের মরাপন্ন হয়েছিল, কিন্তু আপনাদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। বিগত ১০ বৎসর ধরে কেন্দ্রীয় সরকার তার

২০ দফা কর্মসূচী অনুসারে যে টাকা দিয়েছিলেন, সেই সমস্ত টাকাগুলি আপনারা পকেটস্থ করেছেন। লুঠ-পাট করেছেন। সুতরং আর কন্টকময় পথে না গিয়ে শান্তির পথে এগিয়ে আসুন। আসুন ত্রিপুরার উন্নতির জন্য আমরা পরস্পরে হাত মেলাই গনতন্ত্রকে সমৃদ্ধ করি, ত্রিপুরার অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করি। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে কংগ্রেস (আই) এবং টি. ইউ জে, এস এর যে সংকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেটা পাহাড়ী বাঙ্গালীর সৌভাতৃত্বে বন্ধন, জাতীয় সংহতির প্রতীক। আজকে শুধু ভারতবর্ষের নয়, সারা বিশ্ব অবাক হয়ে আমাদের দেখবে, শিখবে, আপনাদের পথ অনুসরণ করবে। এই কথা বলেই আজকে মাননীয় বিরোধী দলনেতা যে নো-কনফিডেন্স মোশান হাউসে এনেছেন সেটাকে তোলে নেবার আবেদন জনিয়ে আমরা বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকারঃ—(শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী)।

শ্রী নৃপেনচক্রবর্তী ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি হাউসে ১০টা অভিযোগ এনেছিলাম। এই ১০ টা অভিযোগের একটারও জবাব পইনি। অনেক কথা বলেছেন কিন্তু আমার অভিযোগ গুলির একটারও জবাব তাঁরা দিতে পারেনি। কিলিং সম্পর্কে বলেছেন, অনেক অভিযোগও করেছেন। আপনারা অনেক বেশী কিলিং করেছেন। ১৪০০ লোক রায়েট খুন হয়েছে, টি, এন, ভির হাতে খুন হয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করছি আপানাদের, কারা এই খুন গুলি করেছে। কারা স্বাধীন ত্রিপুরা চেয়েছে, কারা রায়েট লাগিয়েছে, কারা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে, কারা টি, এন, ভি গঠন করেছে? সব ঐ কংগ্রেস (আই)। যে দলের মধ্যে "আমরা বাংগালী" ঢুকেছে, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ করেছে, আর, এস করেছে। টি, এন, ভি কাদের খুন করেছে? ওদের দলের একটা খুন করেছে? সমস্ত সি, পি, আই, (এম) কর্মী খুন হয়েছে, আমাদের ৩৫০ জন কর্মীকে খুন করেছে। আর ওঁরা ছিলেন সহায়ক। টি, এন, ভি একটা খুন করেছে, আর অমনি দিল্লীতে টেলিগ্রাম করে দিয়েছেন, সেই সঙ্গে রাস্ট্রপতি শাসনের দাবী করেছেন। ১৯৮০ ইং সালে রাজ্যে রায়ট লাগিয়ে দিয়ে বামফ্রন্ট সরকার হঠানোর চেষ্টা করেছিলেন। এটার যুক্তি হয়েছে রাজীব রাংখল চুক্তি। এটা যদি না হতো আর্মি আনতে পারে না, যদি মার্চ্চ কিলিং ৯১ জন না হত আর্মি আনার ক্ষমতা ছিল না রাজীব গান্ধীর। এই আর্মি আনার জন্য, উপদ্রুত এলাকা ঘোষনা করার জন্য এই চুক্তি হয়েছিল। এই চুক্তি রাজীব গান্ধী মান্য করেছেন) গোপনে উনি আত্মসর্পন করিয়েছেন, এই দুর্ঘটনা ভারতবর্ষের কোথাও হয় নি, উপদ্রুত এলাকা ঘোষনা করা হয়নি, পারা মিলিটারী ফোর্স তাদেরকে দিয়ে সমস্ত পোলিং সেন্টার, কালেকটিং সেন্টার ল্যাণ্ড করা ভারতবর্ষের কোথাও হয়েছে কি?

(গণ্ডগোল)

হয় নি। আর্মি আনা ইলেকশানে ভারতবর্ষের কোথাও হয় নি। আর একজন লোক যারা নির্বাচক মণ্ডলী নর্মদায় ফেলেছে তাকে, রিগিং করে এসেছে যে এবং এখানে এসে দাবী করছে আমি জনসধারনের নেতাকে পাঠিয়েছেন, কে পুছেন ওদের ত্রিপুরার মানুষ। ট্রাক দিয়ে লোক এসেছে।

(গণ্ডগোল)

মি: স্পীকার স্যার, যারা গুণ্ডামী করছে তার সংখ্যায় ছোট নয়। স্যার, এই বিলোনীয়া রিগি যদি পড়ে দেখেন, এফ আর আই পড়ে দেখেন।

(গণ্ডগোল)

আসামীদের নাম করুন এক একটা এলাকায় ৫ জন গুণ্ডা, দুষ্কৃতকারী। এক একটা এলাকা সমস্ত এলাকা হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়েছে, পুলিশ হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে। জুডিশিয়ারিকে হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়েছে, নিরাপত্তা কোথায়? স্যার ওরা বলছে আমরা আক্রান্ত আমাদের এম এল, এদের মধ্যে আক্রান্ত করার জন্য? ১৭ জন মন্ত্রী আছেন একটা কেইস দেখাতে পারবেন এবং আক্রমন করার জন্য সি. পি. এরবা এরেসটেড একজনও নেই।

(গণ্ডগোল)

স্যার, চিৎকার করলে তো মুক্তি হয় না! কোর্টে কেইস থাকলে আমাদের আসামী কে আমরা জানতাম।

(গণ্ডগোল)

স্যার, এই সমস্ত চেচামেচি করা হচ্ছে, এক পয়সারও কাজ ওরা করে নি, একটা নতুন স্কীমও নেই, যা আমাদের স্কীম ছিল, যা আমাদের প্ল্যান ছিল, যা অমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি না।

(গণ্ডগোল)

স্যার, ওরা জুডিসিয়ারীর কথা বলছেন মাননীয় আইন মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করি সম্প্রতি জুডিসিয়ারি যে সমস্ত রায় দিয়েছে ওদের পক্ষে কয়টা রায় দিয়েছে। যে সমস্ত জায়গায় একজন সরকারী কর্মচারী হাসপাতালে পর্যন্ত ওদের কাছে বিচারক, ওরা জুডিশিয়ারী নয়, বিচারক ওরা এখানে বসে আছেন, বিচারক জুডিসিয়ারী না। এই কথা এখানের বলা হচ্ছে জীবন চক্রবর্তী এর নম্বরের ক্রোনলজি। কাজেই আমরা বিচার করব, আমরা মারব। আজকেও হাইকোর্টের রায় কি? জনশিক্ষা প্রেস আমরা জানি কোপারেটিভ। আমাদের সব মেম্বার, অ্যাডমিনিষ্টার, এম, এল, এ, এ, ডি, নির্বাচনের সব আছে। ইলেকশান হতে দেন না। সবকিছু ঠিক আছে, ইলেকশান করতে দেবেন না। সেগুলি হাইকোর্টে যখন গেল তখন কান মলে দিয়েছে। তোমরা ইলেকশান বন্ধ করবার কে কোপারেটিভ গুলি ভেঙ্গে দিয়েছে। কেউ যেতে পারে? যদি যেত কান মলে দিত।

মিঃ স্পীকারঃ মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রী ওমর কাদের — মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় আপনি অনেক অনুমতি দিয়েছেন। আর ২ মিনিট অনুমতি দিন। আমি আপনার অনুমতি নিয়ে সমীর বর্মনের টেপ করা বক্তব্য বুটা সিংকে পাঠিয়েছিলাম। উনি বাংলাতে বলেছিলেন. আমরা এটাকে ইংরাজীতে অনুবাদ করে পাঠিয়েছিলাম। এই বক্তব্য উনি অস্বীকার করেছেন। বক্তব্যটা কি? সম্ভবতঃ এইটা অনুবাদ হবে।

'From now on all govt, relief including Loan Mela, IRDP, all govt. jobs will go to active workers of Congress (I) and Tripura Upajati Juba Samity, None belonging to CPI (M) will get it. If any CPI (M) worker is active in the area, is critical of the govt. or of the Ministry, our boys would teach them a lesson. Police would fully cooperate with them I am

asking our youths not to ill treat with the police and they will always Cooperate with you. If any teacher or employee neglects his duties or criticise the govt youth Congress (I) workers would identify them and punish them. CPI (M) people say that our govt would break up as we are incometent to continue it. I samir Ranjan Barman may tell you that, so long I am living; their will be no CPI (M) on the soil of Tripura. I shall obliterate them, kill their dream of staging back to power for ever, I shall not leave one CPI (M) alive during next five years. you. Congress (I) youths will watch the activities of the teachers and employees in offices and take steps against those who neglect their duties"—speech delivered by Sir Samir Ranjan Barman,

কাজেই আমরা প্রস্তাবটি এখানে রাখলাম। সমীর বর্মনের টেপ করা বক্তব্য এখানে শুনলাম যাদের বিবেক আছে তাঁদের কাছে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, আমি, উনি যে বক্তৃতার কথা বলেছেন তার দায় দায়িত্ব নিয়ে আমি আবার বলছি এই সরকার যারা জাতীয়তাবাদী আদর্শে বিশ্বাসী তাদের ছাড়া আর কাউকে চাকরী দেবে না, জাতীয়তাবাদকে যারা বিশ্বাস করে না তাদেরকে চাকরীর ক্ষেত্রে প্রমোশানও দেওয়া হবে না। আমি হাউসে দাঁড়িয়ে বলছি যারা জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করে তাদের চাকরী দেওয়া হবে, তাদের প্রমোশান দেওয়া হবে. আই. আর. ডি. পি এন আর ইপি এন আর ই পি তারাই পাবে। আপনার যা ইচ্ছা করতে পারেন। চেঁচালে লাভ হবে না।

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো বিরোধী দলনেতা মাননীয় সদস্য শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মন্ত্রী সভার প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো।

The Tripura lgistative Assembly has no confidence on the Council of Ministers under shir Sudhir Ranjan Majumder Chief Minster of Tripura.

(ভোটে দেওয়ার পর বিরোধী পক্ষ থেকে ডিভিশানের দাবী উঠে)

ডিভিশানের পর

মিঃ স্পীকার ঃ— যারা এই অনাস্থা জ্ঞাপন প্রস্তাবের পক্ষে আছেন এবং হাত তুলেছেন তাদের সংখ্যা হচ্ছে ২৪ আর যারা অনাস্থা-জ্ঞাপক প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন এবং বিপক্ষে হাত তুলেছেন তাঁদের সংখ্যা হল ৩১।

অতএব, অনাস্থা-জ্ঞাপক প্রস্তাবটি বাতিল হলো।

এই সভা আগামী ৬ই জানুয়ারী, ১৯৮৯ ইং বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

ANNEXURE—"A"

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 7.

Name of the Member :— **Shri Badal Choudhury.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

১নং প্রশ্ন :— জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিলোনিয়ার সাড়াসীমার বাঁশপত্থয়া নারিকেল বাগান এবং সাড়াসীমার স্পাইসেৱ সেন্টার-এ কতজন শ্রমিককে কাজ থেকে ছাটাই করা হয়েছে ?

২নং প্রশ্ন :— উক্ত সময়ের মধ্যে নতুন করে কতজন শ্রমিক ঐ সেন্টার গুলোতে নিয়োগ করা হয়েছে ?

৩নং প্রশ্ন :— কিসের ভিত্তিতে উক্ত ছাটাই এবং নতুন করে শ্রমিক নিয়োগ করা হলো ?

ANSWER

Minister-in-charge of Agriculture

(Shri Nagendra Jamatia).

১নং উত্তর :— না ! কোন স্থায়ী ও নিয়মিত শ্রমিককে ছাটাই করা হয় নি।

২নং উত্তর :— উক্ত সময়ের মধ্যে নতুন করে কোন স্থায়ী ও নিয়মিত শ্রমিক নিয়োগ করা হয়নি।

৩নং উত্তর :— প্রশ্ন উঠেনা।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 14

Name of Member :— **Sri Bidya Chandra Deb Barma,** M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Agriculture Department be pleased to state :—

১। চলতি আর্থিক বৎসরে ত্রিপুরার কতটি বাজারে কৃষকদের উৎপাদিত জিনিষপত্র বিক্রির জন্য কতটা বাজার শেড্ ও ষ্টল তৈরীর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ;

২। উক্ত সময়ে বেহালাবাড়ী, চাম্পাহাওর ও তুলাশিখর বাজারে সেড্ বা ষ্টল নির্মান করা হবে কিনা ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE OF AGRICULTURE (**SRI NAGENDRA JAMATIA**)

৩। বর্তমান আর্থিক বৎসরে (১৯৮৮-৮৯) সনে ত্রিপুরায় ১৬টি বাজারে কৃষকদের জিনিষপত্র বিক্রয়ের জন্য নূতন ১১ (এগার) টি বাজার শেড্ ও ৭টি (সাত) ষ্টল ঘর তৈরী করার প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

২। ইতিপূর্বেই বেহলাবাড়ী ও তুলাশিখর বাজারে শেড্ তৈরী করা হয়েছে এবং চাম্পাহাওয়র বাজারে শেড্ ও ষ্টল তৈরীর পরিকল্পনা আছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO :—32

Name of the MLA :— শ্রীগৌরীশংকর রিয়াং

Will the Minister-in-charge of Animal Husbandry Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে শান্তির বাজার পশু হাসপাতালে গো-বীজ (Semen) সরবহার না করার ফলে গো প্রজননের কাজ ব্যহত হচ্ছে ?

২। সত্য হলে এই ব্যাপারে কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ;

৩। যদি থেকে থাকে কবে নাগাদ কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা যায় এবং থাকলে তার কারণ ?

MINISTER OF STATE/ **SHRI BILLAL MIAH**

উত্তর

১। না, ইহা সত্য নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। ১৯৮৮ইং হইতে গো-বীজ দ্বারা প্রজনন কাজ শুরু হইয়াছে।

ADMITTED STARRED QUESTION No :— 62

Name of Member :—**Shri Subodh Das**, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state.

১। ১৯৮৮ইং সনের ১লা মার্চ থেকে ৩১শে আগষ্টের মধ্যে সারা ত্রিপুরায় কতটি চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, অগ্নিকাণ্ড ও নারী ধর্ষনের ঘটনা ঘটেছে ;

২। এই সব ঘটনা কোন জেলায় কতটি সংঘটিত হয়েছে ?

ANSWER

Name of the Minister :— **Shri Samir Ranjan Barman,** Home Minister, Tripura.

১ নং এবং ২ নং **প্রশ্নের উত্তর :**

১৯৮৮ইং সনের ১লা মার্চ থেকে ৩১শে আগষ্ট পর্যন্ত সারা ত্রিপুরায় চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, অগ্নিকাণ্ড ও নারীধর্ষণের মোট ঘটনার হিসাব এবং জেলাভিত্তিক হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ঘটনার বিবরণ	ঘটনার মোট সংখ্যা	পশ্চিম ত্রিপুরা জিলার মোট ঘটনার সংখ্যা	দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলার মোট ঘটনার সংখ্যা	উত্তর ত্রিপুরা জিলার মোট ঘটনার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
চুরি	৫৩৯	৩০০	১১৮	১২১
ডাকাতি	২৮	১৩	৬	৯
ছিনতাই	৬১	২৯	১৮	১৪
অগ্নিকাণ্ড	১০৩	৪৭	২৪	৩২
নারী ধর্ষণ	২৮	১৫	৪	৯

ADMITTED STARRED QUESTION No. 63.

Name of Member :— Shri Subodh Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Law Department be pleased to state :—

১নং প্রশ্ন :— ১৯৮৮ ইং সনের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ত্রিপুরার বিভিন্ন ফৌজদারী আদালতে মোট কতটি মামলা বিচারাধীন রয়েছে ?

উত্তর :— ত্রিপুরার বিভিন্ন ফৌজদারী আদালতে মোট ১৫,৫৯৭টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে।

২নং প্রশ্ন :— ঐ সব মামলায় মোট আসামীর সংখ্যা কত ?

উত্তর :— ঐ সব মামলায় মোট আসামীর সংখ্যা ৪৫,২৮৪ জন।

৩নং প্রশ্ন :—এইসব মামলার মধ্যে কতটি ১৯৮৮ইং সনের ৫ই ফেব্রুয়ারীর পর দায়ের করা হয়েছে ?

এইসব মামলার মধ্যে মোট ৭,১৯৯টি মামলা ১৯৮৮ইং সনের ৫ই ফেব্রুয়ারীর পর দায়ের করা হয়েছে।

(এই সংখ্যাগুলি ৩০.৯.৮৮ইং পর্য্যন্ত)

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 86.

Name of Member :— SHRI SAMAR CHOUDHURY, MLA.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ১৯৮৮ইং সনের ২৬শে আগষ্ট সোনামুড়ার মেলাঘরে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির অফিস ভাংচুর করা, আসবাবপত্র, বই, পার্টি পতাকা প্রভৃতিতে আগুন লাগানো, দরজা জানালা ভেঙ্গে দেওয়ার রিপোর্ট সরকার পেয়েছেন কি ?

২। যদি পেয়ে থাকেন, হামলাকারীর বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং তাদের মধ্যে কতজন এফ-আই-আর বর্ণিত আসামী গেপ্তার হয়েছে ?

ANSWER

NAME OF THE MINISTER :— **SHRI SAMIR RANJAN BARMAN**
HOME MINISTER, TRIPURA.

১। হঁ্যা।

২। কতিপয় অজ্ঞাত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮/১৪৯/৪২৭/৩০৭ ধারা এবং বিস্ফোরক আইনের ৩ ধারায় সোনামুড়া থানায় একটি সুনির্দিষ্ট মামলা নং ২৬ (৮)-৮ নথিভুক্ত করা হয়। উক্ত মামলায় কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। মামলাটি তদন্তাধীন আছে।

—o—

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 88.

NAME OF MEMBER :— **SHRI BADAL CHOUDHURY. MLA.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। কি কি কারণে রাজ্য সরকার পুলিশদের সংগঠন করার অধিকার কেড়ে নিয়েছেন;

২। ইহা কি সত্য কতিপয় পুলিশ "ওয়েলফেয়ার অরগানাইজেশান" নাম দিয়ে একটা নতুন সংগঠন তৈরী; করেছেন;

৩। সরকার এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা গ্রহন করবেন ?

ANSWER

১। ১৯৭৮ সালে ত্রিপুরা নন্ গেজেটেড্ পুলিশ এসোসিয়েশন গঠন করার পর থেকেই

আরক্ষাদপ্তর পুলিশ বাহিনীতে নিয়ম শৃংখলা রক্ষার ক্ষেত্রে অসুবিধা ভোগ করে আসছিল। এই ধরনের সংগঠনের অসুবিধা হল কিছু ধুরন্ধর স্বার্থান্বেসী ব্যক্তি নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এই সংগঠনের ওপর নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে থাকেন। এইসব ধুরন্ধর স্বার্থান্বেসী ব্যক্তিরা অনিবার্য্যভাবে রাজনীতিকদের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে পুলিশ বাহিনীতে রাজনীতি প্রবেশ করেছিল। এর ফলে অধস্তম পুলিশ কর্মিরা তাদের উর্দ্ধতন অফিসারদের কেবল অবজ্ঞাই করেনি, এমনকি সারিরিক নির্য্যাতন ও শুরু করেছিল। আরক্ষাবাহিনীতে কার্য্যকারীভাবে শৃঙ্খলা কিরকম আনার উদ্দেশ্যে বিগত ১১-১২-৮৬ইং তারিখে (বামফ্রন্ট আমলে) নন্ গেজেটেড্ পুলিশ এসোসিয়েশনকে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল। ১১-১২-৮৬ইং থেকেই ত্রিপুরা নন্ গেজেটেড্ পুলিশ এসোসিয়েশন নামে কোন সংস্থা ছিল না।

বর্ত্তমান সরকার আরক্ষাবাহিনীতে সুষ্ঠুভাবে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের সুনির্দ্দিষ্ট নির্দেশিকা অনুসারে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ২৮-৪-৮৮ইং তারিখের বিজ্ঞপ্তিমূলে ত্রিপুরা নন্ গেজেটেড্ পুলিশ এসোসিয়েশন (নির্ব্বাচন) বিধি ১৯৮৬ প্রত্যাহার করেন এবং জনস্বার্থে এই সংগঠনকে নূতনভাবে স্বীকৃতি না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। বর্ত্তমান সরকার যে কোন সুশৃঙ্খল বাহিনীতে সমিতি গঠনের বিরোধী।

২নং ও ৩নং

ইহা ঠীক নহে। তবে রাজ্য সরকারের পুলিশ নিয়ম বিধি অনুযায়ী এবং দপ্তরের অন্যান্য নির্দেশিকার মধ্যেই পুলিশ কর্মীদের বিভিন্ন অভাব অভিযোগ পূরণ এবং কল্যানমূলক বিষয়গুলি কার্য্যকরী করার সংস্থান রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী প্রত্যেক জেলা/ব্যাটেলিয়ান/ইউনিট নিজ নিজ পুলিশ সুপার/কমাণ্ডেন্ট এর পৌরোহিত্যে কর্মচারী কল্যাণপরামর্শদাতা কমিটি গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক পদের সিনিয়র প্রতিনিধি প্রতিটি কমিটির সদস্য হবেন এবং এই কমিটিগুলিতে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার/ডেপুটি কমাণ্ড্যান্ট পদ মর্যাদার একজন অফিসার "গ্রিভেন্স" অফিসার হিসাবে থাকবেন। পুলিশ সুপার কমাণ্ড্যান্টদেরকে পুলিশ ইউনিটগুলিতে সম্মেলন আহ্বান করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে বেশী সংখ্যক পুলিশ কর্মী তাদের অভাব অভিযোগ জানাবার জন্য এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে পারেন।

—0—

Admitted Starred Question No :—91

Name of the Member :—Shri Keshab Majumder

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state.

১। টি, এন, ভির আত্মসমর্পনের উপর Memorandum of understanding সম্পাদিত

হয়েছে কোন তারিখে, এবং এই চুক্তিতে কে কে স্বাক্ষর করিয়াছে তার বিবরণ ?

ANSWER

Name of the Minister :—**Shri Samir Ranjan Barman**, Home Minister.

১। ১২ই আগষ্ট, ১৯৮৮ ইংরেজী তারিখে উক্ত Memorandum of understanding মাননীয় ত্রিপুরার রাজ্যপাল জেনারেল কে, ভি, কৃষ্ণরাও (অবসর প্রাপ্ত) ও ত্রিপুরার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের উপস্থিতিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ স্বাক্ষর করেন।

ত্রিপুরা ন্যাশনাল ভলান্টিয়ারের পক্ষে

১। শ্রীবিজয় কুমার রাঙ্খল।
২। শ্রীঅনন্ত দেববর্মা।
৩। শ্রীকার্তিক কলই।
৪। শ্রীহরিপদ রাঙ্খল।
৫। শ্রীবীরেনজয় রিয়াং।
৬। শ্রীবিনয় দেববর্মা।

ভারত সরকারের পক্ষে

১। শ্রীপি, পি, শ্রীবাস্তব, এডিশনাল সেক্রেটারী, ভারত সরকার গৃহ মন্ত্রনালয়।

ত্রিপুরা সরকারের পক্ষে

১। শ্রীআই, পি, গুপ্তা 'চিপ্ সেক্রেটারী' ত্রিপুরা সরকার।

ADMITTED STARRED QUESTION No :—92

Name of the Member :—**Shri Amal Malik**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased state.

১। ত্রিপুরার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে টি, এস, আর বাহিনীর ন্যায় নূতন কোন বাহিনী গঠন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। থাকলে কবে নাগাদ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

Name of the Minister :— SHRI SAMIR RANJAN BARMAN
Home Minister

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. :— 94

Name of Member :— SHRI NAKUL DAS, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home Department be pleased to state : -

১। গত ৩০শে আগষ্ট রাত্রিতে আগরতলায় ত্রিপুরা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের এবং জীপ ট্যাক্সি ইউনিয়নের রাজ্য অফিসে অগ্নিসংযোগ সম্পর্কে পুলিশ কোন তদন্ত করেছেন কিনা,

২। এই অগ্নিসংযোগ নাশকতামূলক কাজ হিসাবে পুলিশের কাছে কোন এফ, আই, আর, করা হয়েছে কিনা,

৩। এফ, আই, আর, করা হয়ে থাকলে এফ. আই, আর,-এর উল্লেখিত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে কিনা ?

ANSWER

Name of the Minister — SHRI SAMIR RANJAN BARMAN
Home Minister, Tripura.

১। হ্যাঁ।

২। হ্যাঁ।

৩। এফ, আই, আর, এ কাহারো নাম বা সন্দেহমূলক কাহারো নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। কাজেই এই ঘটনায় কাহাকেও গ্রেপ্তার করা যায় নাই।

ADMITTED STARRED QUESTION NO —105

Name of Member :— SHRI SUKUMAR BARMAN, M.L A.

ADVANCE STARRED QUESTION NO.—189

ADMITTED STARRED QUESTION NO.—105

Will the Hon'ble Minister in-charge of Agriculture Department be pleased to state :—

১। মেলাঘর বাজারটির সংস্কার করা, বাজারে জল, নর্দমা পরিষ্কার করার জন্য ড্রেইন, সাব-ড্রেইন, ইত্যাদি করা এবং সম্প্রসারিত ও উন্নতি করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২। থাকিলে উক্ত পরিকল্পনার কাজ কবে নাগাদ শুরু করা হইবে ?

ANSWER

Minister in-charge of Agriculture (SHRI NAGENDRA JAMATIA)

১। বাজারটি সম্প্রসারণ ও উন্নতি করার পরিকল্পনা সরকারের আছে।

২। বর্তমান আর্থিক বৎসরেই কাজ শুরু করা হবে বলে আশা করা যায়।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 128

Name of Member :— SHRI AMAL MALLIK, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister in-charge of Agriculture Department be pleased to state :—

১। রাসায়নিক সার ও ঔষধ বিক্রয় কেন্দ্রগুলিতে কর্মরত কর্মচারীরা সার ও ঔষধের গুদামে বসেই কাজ করেন কিনা,

২। করে-থাকলে এতে কর্মচারীদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হওয়ার কোন সম্ভাবনা আছে কিনা ?

৩। থাকলে এর প্রতিকারের জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন কিনা ?

ANSWER

Minister in-charge of Agriculture (SHRI NAGENDRA JAMATIA)

১। কিছু কিছু ক্ষেত্রে করেন।

২। সাধারণ সতর্কতা অবলম্বন করলে ক্ষতির সম্ভাবনা নেই।

৩। প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বনের জন্য যথোচিত নির্দেশ দেওয়া আছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO.--140

Name of Member :— Shri Keshab Majumder, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে গৌহাটি হাইকোর্ট এর একটি ডিভিশন বেঞ্চ বর্ডার উইং হোমগার্ডদের সিভিল সার্জেণ্ট বলে গ্রাহ্য করে স্থায়ী চাকুরী এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দানের জন্য রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন.

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে

৩। এই সকল সুযোগ সুবিধা রাজ্যের হোমগার্ডদের ক্ষেত্রেও কার্যকরী করা হবে কিনা ?

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Samir Ranjan Barman, Home Minister Tripura.

১। ইহা সত্য নহে। তবে মাননীয় হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছেন যে, যে সমস্ত বর্ডার উইং হোমগার্ড নিয়মিত বেতনক্রমে নিয়োগ পত্র পেয়েছে তাদেরকে নিয়োগ পত্রে উল্লেখিত সেই বেতনক্রম অনুযায়ী বেতন ও অন্যান্য ভাতা সমূহ দিতে হবে এবং বাৎসরিক ইনক্রিমেণ্ট দিতে হবে।

২। ত্রিপুরা সরকার হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করার জন্য সুপ্রীম কোর্টে স্পেশাল লিভ পিটিশন দাখিল করেছেন। বিষয়টি বর্তমানে বিচারাধীন এবং সুপ্রীম কোর্টের বিচার সাপেক্ষে সরকার এই সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা গ্রহন করা উচিত বলে মনে করেন না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 146.

NAME OF MEMBER :— SHRI BADAL CHOUDHURY, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮ পর্যন্ত কয়েকজন খুনের আসামী অভিযোগ মুক্ত হয়েছে,

২। ইহা কি সত্য যে, তাদের মধ্যে আগরতলা পূর্ব থানার অন্তর্গত শ্রীভোলা সাহা অন্তর্ভুক্ত;

৩। শ্রীসাহার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির কোন কোন ধারায় কয়টি অভিযোগ আছে তার বিবরণ ?

ANSWER

Name of the Minister : — Shri Samir Ranjan Barman, Home Minister, Tripura.

১। ৫টি কেইসে মোট ৮১ জন অভিযোগ মুক্ত হয়েছে;

২। হ্যাঁ।

৩। বর্তমানে শ্রীভোলা সাহার বিরুদ্ধে পূর্ব আগরতলা থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮/১৪৯/৫০৬ ধারায় এবং বিস্ফোরক আইনেয় ৩/৫ ধারায় একটি মোকদ্দমা নং ৩ (১) ৮৮ নথিভূক্ত করা আছে। মোকদ্দমাটি তদন্তাধীন আছে। উহার বিবরণ নিম্নরূপ : –

গত ৪-১-৮৮ইং তারিখে ৯ নং বনমালীপুর কেন্দ্রের গত ত্রিপুরা বিধানসভার বামফ্রন্টের প্রার্থী শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক পূর্ব আগরতলা থানায় বেলা ১১-৩০ মিঃ এর সময় এই মর্মে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন যে ঐ দিনই বেলা ৮-৩০ মিঃ এর সময় তিনি এবং তাহার দলের সমর্থক অপর কয়েকজন শিবনগরস্থিত কলেজ রোডে নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রচার করিতে ছিলেন তখন সর্ব্বশ্রী ভোলা সাহা ওরফে মধুসুদন সাহা, শ্যামল বর্দ্ধন, সজল বর্দ্ধন, শিশির. পাম্পু, শেখর, গনেশ

পাল এবং অন্যান্য কয়েকজন তাহাদের উপর রামদা ভোজালি নিয়ে হামলা চালায় ফলে শ্রীনারায়ণ দেবনাথ শ্রীঅশোক পাল এবং অন্যান্য কয়েকজনআঘাত প্রাপ্ত হন। উপরিউক্ত ব্যক্তিগণ তাহাদের উপর কয়েকটি বোমা নিক্ষেপ করে বলেও অভিযোগ লিপিবদ্ধ করা হয়।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 150.

Name of Member : - Shri Subodh Das, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে গত ২৫শে আগষ্ট সংসদ সদস্য শ্রীমাধব রেড্ডীর নেতৃত্বে দশ সদস্যক একটি সংসদীয় টিম বিলোনীয়া বিভাগের রাধানগরে প্রবেশ করলে পর একদল দুষ্কৃতকারীর দ্বারা আক্রান্ত হন;

২। ইহা কি সত্য যে ঐ টিমের অন্যতম সদস্য নকুল দাসকে গাড়ী থেকে টেনে হিঁছড়ে নামিয়ে খুন করার চেষ্টা করা হয়; এবং

৩। ঐ টিমের অপর সদস্য বাসুদেব মজুমদার গুরুতর ভাবে আহত হন;

৪। যদি সত্য হয় তবে রাজ্য সরকার দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন ?

ANSWER

Name of the Minister : Shri Samir Ranjan Barman, Home Minister, Tripura.

১। ঘটনাটি সত্য নহে। তবে ২৫-৮-৮৮ইং বেলা ১১-৩০ মিঃ এ শ্রীমাধব রেড্ডী, এম পি এবং অন্যান্য কয়েকজন কংগ্রেস (আই) বিরোধী এম পি ও কয়েকজন স্থানীয় বিধায়ক দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার পি আর বাড়ী থানার অন্তর্গত রাধানগরে যাওয়ার পর সেখানে স্থানীয় জনসাধারণের একটি দল কাল পতাকা হাতে নিয়ে (কংগ্রেস আই) বিরোধী দলের এম পি ও এম এল এদের কনভয়টি আটক করে সেখানকার কংগ্রেস (আই) কর্মীদের সম্বন্ধে অত্যন্ত বাজে ধরণের মন্তব্য করার পরিপ্রেক্ষিতে তাহার ব্যাখ্যা জানতে চায়। এম পি ও এম এল এদের কণভয়টি পুলিশ প্রহরায় ছিল। কাজেই জনসাধারণ কনভয়টি আটক করার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ যাহাতে এম পি ও এম এল এদের দলটির উপর যাতে কোন প্রকার

অসম্মানজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয় তা প্রতিহত করেন এবং এই দলটি শেষে সেখান থেকে বিলোনীয়া ফিরে যান।

২। ইহা সত্য নহে।

৩ নং ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর

বিধায়ক শ্রী নকুল দাস এবং সি পি আই (এম) দলের একজন স্থানীয় কর্মী শ্রীবাসুদেব মজুমদার অপর একটি গাড়ীতে এই এম পি দলটির সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। এম পির দলটি যখন বিলোনীয়ার উদ্দেশ্যে ফিরিতে ছিলেন তখন বিধায়ক শ্রীনকুল দাস, শ্রীবাসুদেব মজুমদার এবং সি পি আই (এম) দলের একজন স্থানীয় নেতা শ্রীসমীর বানার্জী স্থানীয় জনসাধারণের দলটি যাহারা কাল পতাকা নিয়ে বিক্ষোভ জানাইতে ছিলেন তাহাদের সম্বন্ধে খারাপ মন্তব্য করায় সেখানে উত্তপ্ত কথা কাটা কাটি ও হাতাহাতি হয় ফলে উভয় পক্ষেরই কয়েকজন সামান্য আঘাত পান। সি পি আই (এম) দলের শ্রীবাসুদেব মজুমদার এবং শ্রীসমীর বানার্জী এবং কংগ্রেস (আই) দলের শ্রীসুধীর বিশ্বাস ও শ্রীদুলাল পাল সামান্য আঘাত পান। শ্রীবাসুদেব মজুমদারের অভিযোগমূলে পি আর বাড়ী থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮/১৪৯/৩২৫/৩০৭/৫০৬ ধারায় মোকদ্দমা নং ৩ (৮) ৮৮ নথিভুক্ত করা হয় এবং অপর পক্ষে কংগ্রেস (আই) দলের শ্রীদীপক সাহার অভিযোগমূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৮/১৪৯/৩২৫/৫০৬ ধারায় অন্য একটি মোকদ্দমা নং ৪ (৮) ৮৮ নথিভুক্ত করা হয়। শ্রীবাসুদেব মজুমদারের অভিযোগের মামলায় ১০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। বর্তমানে মোকদ্দমা দুইটি তদন্ত চলিতেছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 168

Name of Member :— Shri Samar Choudhury, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleaed to state :—

১। ইহা কি সত্য যে সোনামুড়া এস ডি পি ও কুলদীপ কুমার টি, আর টি ১৪৬৭ এবং টি, আর, টি ১৩০৬ দুইটি গাড়ীতে গত ১৪-৯-৮৮ তারিখে ৩১ জন ব্যক্তি বে-আইনী অস্ত্র ও নিষিদ্ধ আগ্নেয় পদার্থ ও বোমা সহ মেলাঘর সোনামুড়া পথে আটক করেছিলেন।

২। ইহাও কি সত্য যে মেলাঘর এর পি পাল এবং এক্স এম, এল এ, নারায়ণ দাসের ভাই সোনামুড়া

থানার মধ্যে এস. ডি. পি. ওকে এবং তার পরিবারকে খুনের হুমকি দেয়।

৩। সত্য হলে এই সকল দুষ্কৃতকারীদের মধ্যে কাকে কাকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে এবং তাদের কোন শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে ?

ANSWER

Name of the Minister :—Shri Samir Ranjan Barman, Home Minister.

১। হ্যাঁ। গত ১৪-৯-৮৮ ইং তারিখ বেলা প্রায় ১১ টা'র সময় সোনামুড়া এস, ডি, পি, ও মেলাঘর সোনামুড়া মেইন রোডে ব্রাহ্মণতলী নামক স্থানে দুইটি গাড়ী যথা TRT ১৪৬৭ এবং TRT ১৩৫৬ আটক করে তল্লাসী চালায় এবং তল্লাসী চালিয়ে উক্ত গাড়ী দুইটি হইতে ৫টি বোমা, ৪টি বল্লম, ১০টি লাঠি এবং ৫০টি ইট পায় এবং সীজ করে নেয়। গাড়ী দুটিতে ভ্রমনকারী মোট ৩৯ জনকে গ্রেপ্তার করেন এবং পরে তাদেরকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। এই ব্যাপারে সোনামুড়া থানায় ভারতীয় দণ্ড বিধির ১৪৮/১৪৯ ধারায় এবং বিস্ফোরক আইনের ৩ ধারায় মোকদ্দমা নং১৪ (৯) ৮৮ নথিভূক্ত করা হয়।

২। হ্যাঁ, ইহাও সত্য যে গত ১৪-৯-৮৮ ইং তারিখ বেলা ৩-৩০ মিঃ এর সময় মেলাঘরের শ্রীখোকন পাল ওরফে প্রবীর পাল, সোনামুড়া বটতলীর দিলীপ দাস, প্রাক্তন বিধায়ক শ্রীনারায়ণ দাসের ভাই এবং অন্যান্য কয়েকজন সোনামুড়া থানায় এসে গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিগণকে মুক্তিদাবী জানায়। কিন্তু সোনামুড়ার এস, ডি পি, ও এই ব্যাপার তাহার অক্ষমতা জ্ঞাপন করলে তাহার সহিত উপস্থিত ব্যক্তিগণের কথা কাটি হয়। এই ঘটনাটি এস. ডি, পি, ও শ্রীকুলদীপ কুমারের অভিযোগ মূলে সোনামুড়া থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭/৪৪৮/৩৫৩/৫০৬ ধারায় একটি মোকদ্দমা নং ১৫ (৯) ৮৮ নথিভূক্ত করা হয়।

৩। উপরোক্ত ১৫ (৯) ৮৮ নং মোকদ্দমার পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৪-৯-৮৮ ইং তারিখ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগন সোনামুড়া থানায় আত্মসমর্পন করলে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

(১) শ্রীপ্রবীর কুমার পাল ওরফে খোকন পাল, পিতা মৃত জীবন কৃষ্ণ পাল, মেলাঘর

(২) শ্রীশংকর সরকার পিতা মৃত অনুকূল সরকার, মেলাঘর।

(৩) শ্রী দিলীপ দাস পিতা শ্রী ভুবণ দাস, বটতলী সোনামুড়া।
তাহারা সকলে বর্তমানে জামিনে মুক্ত আছে।

Admitted Starred Question No : -171

Name of the Member :—Shri Sukumar Barman, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state.

১। ইহা সত্য যে গত ২৬শে আগষ্ট ১৯৮৮ইং তাং ধনপুর কেন্দ্রের কং(ই) পরাজিত প্রার্থী প্রবীর কুমার পালের নেতৃত্বে একদল দুষ্কৃতকারীরা মেলাঘর সি পি আই (এম) পার্টি অফিসটি আক্রমণ করে। আলমারী সহ দামী জিনিষপত্র লুট করে নেয় এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রকাশ্য দিবালোকে পুড়িয়ে দেয়?

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Samir Ranjan Barman, Home Minister' Tripura.

১। ইহা সত্য নহে যে প্রবীর কুমার পালের নেতৃত্বে একদল লোক মেলাঘর C P I (M) অফিস আক্রমণ করে এবং আসবাবপত্র লুট করে নেয়। তবে কিছু অজ্ঞাতনামা লোক মেলাঘর C P I (M) অফিস ক্ষতি সাধন করে আলমারী সহ কিছু জিনিষ নষ্ট করে এবং কিছু কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলে বলে একটি অভিযোগ মেলাঘর থানায় দায়ের করা হয়েছে।
ঘটনাটি তদন্তাধীন।

ADMITTED STRRED QUESTION NO :— 193

Name of the M. L. A. শ্রীতরণী দেববর্মা
Will the Minister incharge of Animal Husbandry Deptt. be pleased to Stat :—

প্রশ্ন :—

১। রাজ্যের আর কে, নগর ফার্ম থেকে গত ১২ই অগাষ্ট থেকে ২৫শে আগষ্ট পর্যান্ত মোট কত ডিম বিক্রয় করা হয়েছে এবং

২। উক্ত ডিম কত দরে বিক্রয় করা হয়েছে ?

উত্তর :— MINISTER OF STATE :—**SHRI BILLAL MIAH**

১। রাজ্যের আর কে, নগর ফার্ম থেকে গত ১৫ই আগষ্ট, হইতে ২৫শে আগষ্ট পর্য্যান্ত মোট ৪ ৪৪৫টি ডিম বিক্রয় করা হয়েছে ।

২। উক্ত ডিম সরকারী বিক্রয় মূল্যে বিক্রয় করা হয়েছে। বিক্রয় মূল্য অনুযায়ী শ্রেণী ভিত্তিক ডিমের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল।

			সংখ্যা
ক)	বড় ডিম •'৭৫	প্রতিটি	৩.৯১৬ টি
খ)	ভাঙ্গা ছোট ডিম •'৫১	,,	৩৬২ টি
গ)	অনুর্বর ডিম •'৫0	,,	১৬১ টি
ঘ)	শাবক ফোটানো ডিম ১'00	,,	১৬ টি

ADMITTED STARRED QUESTION :— 204

Name of the M. L. A. :— শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল।
Will the Minister Incharge of Animal Husbandry Deptt. be pleased to State :—

প্রশ্ন :—

১। উদয়পুর মহকুমার খেলাকুমাস্থিত শূকর খামারটি কখন খোলা হয়েছিল
২। উক্ত খামারের কয়টি শূকর রয়েছে ও প্রথমাবস্থা কয়টি ছিল ? এবং
৩। উক্ত খামারটি প্রথমাবস্থায়কে পরিচালনা করে এবং উক্ত খামারটি বর্তমান অবস্থা কি ?

উত্তর :— MINISTER OF STATE :—SHRI BILLAL MIAH

১। উদয়পুর মহকুমাস্থিত খেলারুম শূকর পালন কেন্দ্রটি ১৯৮৪ইং সনের ১১ই জুলাই তারিখে স্থাপিত হয়েছে।
২। বর্তমানে উক্ত খামারে ৭টি শূকর রয়েছে ও প্রথমাবস্থার উক্ত খামারটি ১০টি শূকর দিয়ে আরম্ভ হয়েছিল।
৩। উক্ত খামারটি ১১ জন সদস্য বিশিষ্ট সমবায় সমিতির পরিচালক মন্ডলী দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল এবং বর্তমানে উপরোক্ত পরিচালক মন্ডলী দ্বারা পরিচালিত হইতেছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO :—211

Name of Member :— **Shri Diba Chandra Hrangkhawl**

Will the Hon'be Minister-In Charge of the Agriculture Department be pleased to State :—

১। ইহা কি সত্য যে বর্তমান আর্থিক বৎসরের অকাল বর্ষনের ফলে জুম চাষীরা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।
২। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহা হলে জুম চাষীদের সাহায্যের জন্য রাজ্য সরকার কি কি পদক্ষেপ গ্রহন করেছেন এবং তাহা কিভাবে বাস্তবায়িত করা হচ্ছে।

ANSWER

MINISTER INCHARGE OF AGRICULTUE
(**SHRI NAGENDRA JAMATIA**)

১। ইহা সত্য নহে।
২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No.—228

Name of Member :— **Shri Gopal Chandra Das**

Will the Hon'ble Minister in charge of the Home Department be Pleased to State :

১। ইহা কি সত্য গত ২৫শে আগষ্ট ১৯৮৮ ইং শ্রীমাধব রেড্ডী এম, পি, নেতৃত্বাধীন, এক যৌথ সংসদীয় দল বিলোনীয়া সফরের সময় রাধানগর যাওয়ার পথে কং (ই) তেরঙ্গী ঝাণ্ডাধারী একদল দুস্কৃতকারী সংসদীয় দলের গাড়ী রাস্তায় আটক করে।

২। ইহাও কি সত্য সংসদীয় দলের সফরকারী বিধায়ক নকুল দাস ও বাসুদেব মজুমদারকে উক্ত দুস্কৃতকারীরা মারধোর [illegible] করে।

৩। ইহাও কি সত্য যৌথসংসদীয় দল দুস্কৃতকারীদের বাধাদানের ফলে মাঝপথ থেকেই ফিরে আসতে বাধ্য হয়।

৪। সত্য হলে এ ব্যাপারে রাজ্য [illegible] দপ্তর কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

ANSWER

Name of the Minister :— **Shri Samir Ranjan Barman, Home Minister**

১। ঘটনাটি সত্য নহে। তবে গত ২৫ ৮ ৮৮ ইং বেলা ১১ ৩০ মি: এ শ্রীমাধব রেড্ডী এম, পি এবং অন্যান্য কয়েকজন বিরোধী এম, পি ও কয়েকজন স্থানীয় বিধায়ক দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সি আর বাড়ী থানার অন্তর্গত রাধানগর যাওয়ার পর সেখানে স্থানীয় জনসাধারণের একটি দল কাল পতাকা হাতে নিয়ে বিক্ষোভ দেখায় এবং কংগ্রেস আই কর্মীদের সম্বন্ধে অত্যন্ত খারাপ মন্তব্য করার পরিপ্রেক্ষিতে তার ব্যাখ্যা জানতে চায়। এম, পি ও এম, এল, এদের কনভয়টি পুলিশ প্রহরায় ছিল। কাজেই জনসাধারণ কনভয়টি থামাবার সঙ্গে পুলিশ যাহাতে এম, পি, ও এম, এল, এ দলটির উপর কোন প্রকার অসম্মান জনক আচরণ না হয় তাহা সুনিশ্চিত করে।

২। ইহা সত্য নহে যে বিধায়ক নকুল দাসকে মারধোর করে রক্তাক্ত জখম করা হয়। তবে বাসুদেব মজুমদার ও স্থানীয় কিছু সি, পি, আই (এম) সমর্থক কালো পতাকাধারী স্থানীয় জনসাধারণের প্রতি কটুক্তি করলে উভয় পক্ষে কথা কাটাকাটি ও হাতাহাতি হয় ফলে উভয় পক্ষে কয়েকজন সামান্য আহত

হয় সি. পি. আই (এম) দলের শ্রীবাসুদেব মজুমদার ও সমীর বানার্জী এবং কংগ্রেস (আই) দলের সুধীর বিশ্বাস ও দুলাল পাল সামান্য আঘাত পান্।

৩। ইহা সত্য নহে। সংসদীয় দলটি স্ব-ইচ্ছায় রাধানগর না গিয়ে বিলোনীয়া ফিরে আসে। পুলিশ তাদের পূর্ণ সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছিল।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

তবে উপরোক্ত ২নং পেবায় বর্নিত ঘটনাব পরিপ্রেক্ষিতে পি, আর বাড়ী থানায় একটি মামলা গ্রহণ করা হয়।

মামলাগুলি তদন্তাধীন।

Admitted Starred Question No.—232

Name of Members :— **Sri Khagendra Jamatia and Sri Bidya Ch. Deb Barma**

Will the Minister-in-charge of the Law Department be pleased to State :—

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের কাজ কর্মের উপর জোট সরকার একটি তদন্ত কমিশন বসিয়েছেন।	১। ইহা সত্য।
২। সত্য হইলে কমিশন তার রিপোর্ট সরকারের কাছে পেশ করেছেন কি ?	২। হ্যাঁ করেছেন।
৩। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে সেই রিপোর্ট প্রকাশ করা হবে কি ?	৩। ইহা সরকারের বিবেচনাধীন।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. :—239

Name of the Member : —**Shri Keshab Majumder**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদের সদস্য শ্রীমংছাজাই মগ সাব্রুম বিভাগের মাধবনগর ও হরিণা নামক স্থানে যথাক্রমে গত ১৪ই আগষ্ট, ১৯৮৮ ইং ও ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৮ ইং দুষ্কৃতকারী দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন।

২। যদি সত্য হয় তবে ঐ সব দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। তাহার বিবরণ ?

ANSWER

Name of the Minister : — **Sri Samir Ranjan Barman, Home Minister**

১। ঘটনা সত্য নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. :- 241

Name of the Member : — **Shri Bidya Ch Deb Barma.**

Will the Hon'ble Minister in charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে গত ২২শে আগষ্ট, ১৯৮৮ ইং তারিখে একদল দুষ্কৃতকারী সি. পি, আই (এম) খোয়াই বিভাগীয় অফিসে আক্রমন করে একটি বোমা ছুঁড়ে মারে ?

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে দোষীদের বিরুদ্ধে কি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে ?

৩। না হয়ে থাকলে তার কারন কি?

ANSWER

Name of the Minister :—**Shri Samir Ranjan Barman, Home Minister, Tripura.**

১। ঘটনাটি সত্য নহে।

২ নং এবং ৩ নং প্রশ্নের উত্তর :

প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No.—242

Name of Member :— **Shri Bimal Sinha**

Will the Hon'ble Minister in the charge of the Home Department be pleased to State :—

১। জোট সরকার মন্ত্রিসভায় আসবার পর থেকে ১৫ই নভেম্বর পর্যন্ত সি, আর, পি, এফ আসাম রাইফেলস্, মধ্যপ্রদেশ আরবস, কনস্টেবল এবং অন্যান্য আধা সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কোন্ এলাকায় জনসাধারণের উপর কি কি ধরণের নির্যাতনের অভিযোগ এসেছে তার বিবরণ।

২। সেই সকল অভিযোগ সম্পর্কে সরকার কি, কি, ব্যবস্থা নিয়েছেন।

৩। আগরতলা ভাটি অভয়নগর এলাকায়, তেলিয়ামুড়ায় কালিটিলা এলাকার এবং সম্প্রতি আগরতলার সন্নিকটে স্টালিন কলোনীতে সম্প্রতি যেসব দমন পীড়নের অভিযোগ এসেছে তার সম্পর্কে রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন।

ANSWER

Name of the Minister :— **Shri Samir Ranjan Barman, Home Minister, Tripura.**

১নং, ২নং এবং
৩নং প্রশ্নের উত্তর

গত ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮ থেকে নভেম্বর, ১৯৮৮ পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে আধা সামরিক বাহিনীর জোয়ানদের সহিত জনসাধারণের কয়েকটি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই সমস্ত জোয়ান কর্তৃক মেয়েদের শ্লীলতা হানির অভিযোগ পাওয়া যায়। সি, আর পি, এফ, জোয়ানদের সঙ্গে এইরূপ কোন ঘটনা ঘটে নাই। যাহাই হোক ঘটনাগুলির বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

১) ২৬ ব্যাটেলিয়ন আসাম রাইফেলস্ কর্তৃক পশ্চিম আগরতলা থানাধীন ভাটি অভয়নগরের ঘটনা—

গত ৪-৩-৮৮ইং বেলা প্রায় ৪ ঘটিকার সময় দোল উৎসবের রং খেলাকে কেন্দ্র করে ২ জন আসাম রাইফেলস্ জোয়ান এবং ৪/৫ জন জনসাধারনের মধ্যে আসাম রাইফেলস্ প্রাঙ্গনে উত্তপ্ত বচসার সৃষ্টি হয়। এই বচসা চলাকালীন উপরোক্ত ২ জন আসাম রাইফেলস্ এর জোয়ান জনসাধারন কর্তৃক নিগৃহীত হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ৪০/৫০ জন আসাম রাইফেলস্-এর জোয়ান তাদের ব্যারাক হইতে বাহির হইয়া আসে এবং রাস্তায় ও নিকটবর্তী এলাকা দুর্গা চৌমুহনী পর্যন্ত জনসাধারনের উপর চড়াও হয়ে উহাদের উপর আক্রমণ হানে ফলে দুর্গাচৌমুহনীর মৃত চন্দন পাল এবং অন্যান্য পনেরজন আহত হয়। এই আঘাত জনিত কারনে চন্দন পাল গত ৫-৩-৮৮ইং তারিখ মারা যায়। ঘটনাটি পশ্চিম আগরতলা থানায় ভারতীয় দন্ডবিধির ১৪৯/২৪... ৪২৭/৪৪৭/৪৪৮/৩২৩/৩২৬/৩৩২/৩০২ ধারায় মোকদ্দমা নং ১১ (৩) ৮৮ নথিভুক্ত করা হয়। তদন্ত শেষে গত ২৯-১ -৮৮ ইং তারিখ ২৬ আসাম রাইফেলস্ এর ৩ জন জোয়ানদের বিরুদ্ধে ১২০ নং চার্জশীট দাখিল করা হয়। ঘটনাটি বর্তমানে বিচারাধীন আছে। কোর্টে,

২) ২৭ আসাম রাইফেলস্ কর্তৃক তেলিয়ামুড়া থানাধীন কালীটিলা ঘটনা—

গত ১০-৪ ৮৮ইং তারিখ সন্ধ্যার সময় ২৭ ব্যাটেলিয়ান আসাম রাইফেলস্ এর একজন হেড কনেষ্টবল তাকম লামা তেলিয়ামুড়া থানাধীন কালীমুড়াস্থিত তাহার ভাড়া বাড়ীতে অপর ২ জন আসাম রাইফেলস্-এর জোয়ান একত্রে বসে মদ্যপান করিতেছিল। মদমত্ত অবস্থায় উক্ত হেড কেনেষ্টবল এবং অপর ২ জন জোয়ানের মধ্যে এক উত্তপ্ত কলহের সৃষ্টি হয় এবং একে অন্যকে কিল ও ঘুষি মারতে থাকে। ঘটনায় ভীত হইয়া হেড কনষ্টেবলের স্ত্রী তাহার স্বামীকে বাচানোর জন্য চিৎকার করতে

থাকে। তাহার চিৎকারে গ্রামের অন্যান্য প্রতিবেশীরা সাহায্যের জন্য ছুটে আসে। কিন্তু মদমত্ত আসাম রাইফেলস্-এর জোয়ানগণ সাহায্যের জন্য ছুটে আসা জনসাধারনের উপরও হামলা করে ফলে ৫ জন আহত হয়। একজন জোয়ানও আহত হয়। কিন্তু কাহারও আঘাত গুরুতর ছিল না বলে জানা যায়। জনসাধারনের অভিযোগের ভিত্তিতে তেলিয়ামুড়া থানায় ঘটনাটি ভারতীয় দন্ডবিধির ৪৪৮/৩০৪/৩২৫ ধারায় মোকদ্দমা নং ৭ (৪) ৮৮ নথিভুক্ত করে ২ জন আসাম রাইফেলস্-এর জোয়ানকে গ্রেপ্তার করা হয়। অপর দিকে আসাম রাইফেলস্-এর জোয়ানদের একটি পাল্টা অভিযোগ জনসাধারনের বিরুদ্ধে তেলিয়ামুড়া থানায় ভারতীয় দন্ড বিধির ১৪৩/৩২৫ ধারায় মোকদ্দমা নং ৮(৪)৮৮ নথিভুক্ত করে ৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরবর্তী সময়ে তাহাদেরকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়।

আসাম রাইফেলস্-এর কর্তৃপক্ষ দুর্ঘটনার বিস্তাররোধে এলাকার জনসাধারনের সঙ্গে একটি শান্তি মিটিং করে। পুলিশী মামলা ছাড়াও আসাম রাইফেলস-এর কর্তৃপক্ষ দোষী জোয়ানদের বিরুদ্ধে কোর্ট অব এনকোয়ারী শুরু করে। কোর্ট অব এনকোয়ারী এবং পুলিশী তদন্ত অব্যাহত আছে।

৩। ২১ ব্যাঃ আসাম রাইফেলস্ কর্তৃক খোয়াই থানাধীন উজান ময়দানের ঘটনা--

গত ১৯৮৮ ইং সনের ১ম সপ্তাহে স্থানীয় পত্র পত্রিকা সমূহে এই মর্মে ব্যাপকভাবে সংবাদ পরিবেশন করা হয় যে গত ১লা এবং ২রা জুন, ১৯৮৮ ইং তাং খোয়াই থানাধীন উজান ময়দানী এলাকায় আসাম রাইফেলস্-এর জোয়ানগণ কর্তৃক বহু নারীর শ্লীলতাহানি ঘটে। খবরের কাগজের এই সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে থানা পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেন কিন্তু বিগত ৩৬-৮৮ ইং পর্যন্ত কেহই আসাম রাইফেলস্ জোয়ান কর্তৃক নারীদের উপর শ্লীলতাহানির কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করিতে এগিয়ে আসে নাই। পুলিশের অনুরোধ সত্ত্বেও যে সমস্ত নারীর শ্লীলতা হানির ঘটনায় অভিযোগ করা হইয়াছে তাহারা ডাক্তারী পরীক্ষায় বসতে রাজী হয় নাই এবং প্রত্যেকে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য পরিবেশন করে। কেবলমাত্র উজান ময়দানের তুকিরাই দেববর্মার স্ত্রী শ্রীমতী রাধিকা দেববর্মার অভিযোগের ভিত্তিতে খোয়াই থানায় ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৭৬/৩৫/৪৪৮/৩৫৪/ ৪২৭/৩৩২ ধারার মোকদ্দমা নং ৯(৬)৮৮ কতিপয় অজ্ঞাত নামা আসাম রাইফেলস্-এর নথিভুক্ত করা হয়। ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনায় সরকার পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক এবং অন্যান্য কয়েকজন অফিসারকে নিয়ে ঘটনার সত্যতা উৎঘাটনের জন্য একটি কমিটি গঠন করে। সত্য অনুসন্ধান কমিটি ঘটনাসমূহের তদন্ত করে গণ শ্লীলতা-হানির কোন অভিযোগ সত্যতা নিরূপণ করিতে

পারে নাই। শ্রীমতী রাবেকা দেববর্মা উপর শ্লীলতা হানীর ঘটনাটি সত্য হইলেও হইতে পারে বলে রিপোর্টে প্রকাশ। ঘটনাটি বর্তমানে পুলিশের তদন্তাধীন আছে। কমিটি রিপোর্টে হইাও উল্লেখ করেন যে, বৈশালক্ষ্মী দেববর্মা এবং বিদ্যালক্ষ্মী দেববর্মার উপর শ্লীলতা হানীর চেষ্টার ঘটনাটি যেন অভিযোগ হিসাবে গ্রহণ করা হয়। শ্রীমতী রাধিকা দেববর্মার ঘটনাটি তদন্তের ভার রাজ্য সি, আই, ডির উপর ন্যাস্ত করা হয় এবং বর্তমানে ঘটনাটির তদন্ত চলছে।

৪। সিধাই থানাধীন দাগারাই বাড়ী ঘটনা।

অভিযোগে জানা যায় যে গত ১২ ৮-৮৮ইং তারিখে বেলা ১১টার সময় ২৬ ব্যাটিলিয়ন আসাম রাইফেলস: এর ৮ জন জোয়ান পেট্রোলিং এর জন্য দাগারাই বাড়ী যায়। এদের মধ্যে একজন জোয়ান সুবোধ দেববর্মার স্ত্রী শ্রীমতি মঙ্গলেশ্বরী দেববর্মার শ্লীলতা হানী ঘটনায়। অভিযোগটি সিধাই থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ ধারায় মোকদ্দমা নং ১০ (৮` ৮৮ নথিভুক্ত করা হয়। তদন্তকালে স দাম্য বৈথা নামে একজন আসাম রাইফেলস: এর গ্রেপ্তার করে গত ২২-৯-৮৮ তারিখ চার্জসীট দাখিল করা হয়। মহমান্য চীফ জু ডিসয়েল ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ মূলে মামলাটি আসাম রাইফেলস, কর্তৃপক্ষের নিকট ট্রায়েলের জন্য হস্তান্তরীত করা হয়।

৫। ১৮ এম, পি, এস, এ, এফ ক র্তৃক পশ্চিম আগরতলা থানাধীন স্টেলিন কলোনীর ঘটনা :

গত ৯-১১-৮৮ইং বেলা প্রায় ১২টার সময় ১৮ নং এব, পি, এস, এ এফ এর একজন কনষ্টেবল শ্রীহরিরাম পশ্চিম আগরতলা থানাধীন স্টেলিন কলোনীর নিবাসী মৃত ননীগোপাল দেবের মেয়ে শ্রীমতী গীতারাণী দেবের বাড়ী গিয়ে এক গ্লাস খাবার জল দিতে অনুরোধ করে। শ্রীমতি গীতা রাণী দেব সেই সময়ে তাহার গৃহকাযে ব্যস্ত ছিল। যখন উক্ত জোয়ানদের জল আনিয়ে দেয় তখন উক্ত জোয়ান কনস্টেবল হরিরাম তাহাকে চাপিয়ে ধরে। শ্রীমতি গীতারাণী দেব কোনক্রমে তাহার নিকট ছাড়া পাইয়া মাটিতে পরিয়া থাকা একটি লম্বা কাঠে টুকরা নিয়া ঘুরাইতে থাকে এবং উচ্চস্বরে চীৎকার করিতে থাকে। তাহার চীৎকারে একটি জনতার দল সেখানে জমায়েত হয় এবং শ্রীহরিরামকে ধরে নিগৃহিত করে। সেই সময় ঐ ব্যাটেলিয়নের অন্য একজন কনেষ্টবল শ্রীরাম ফিলোরিদি কনেস্টবল শ্রীহরি রামের উপর নিগৃহে খবর সেখান থেকে ২০০ গজ দূরের অবস্থিত এ ব্যাটেলিয়নের সদর দপ্তরের গিয়ে খবর দেয়।

এই খবর জানতে পেরে ঐ ব্যাটেলিয়নের শ্রী এস-পি-সিং, ডি এস-পি এবং কিছু জোয়ান দ্রুত ঘটনাস্থলে আসেন। তাদের ঘটনাস্থলে আসার পর জনসাধারণের সঙ্গে তাহাদের হাতাহাতি হয় ফলে ২৬ জন সামান্য আহত হয়। ঘটনার ফলস্বরূপ কিছু ক্ষুদ্র দোকান এবং কয়েক বাড়ীও ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কনেষ্টবল হরিরাম মারাত্মক ভাবে আহত হয়। এই ঘটনায় দুইটি মোকদ্দমা যথা (১) ভারতীয় দন্ডবিধির ১৪৭/৩৪২/৩২৫ ধারায় মোকদ্দমা নং ১৯ (১১) ৮ এবং (২) ভারতীয় দন্ডবিধির ১৪৮/১৪৯/৪২৭/৩৫০/৪৪৭/৪৪৮/৩২৫/৩৭৯ ধারায় মোকদ্দমা নং ১৮ (১১) এম-পি-এস-এ-এফ এবং এলাকার জনসাধারণের সদস্যদের অভিযোগ মূলে পশ্চিম আগরতলা থানায় লিপিবদ্ধ করা হয়। তদন্তকালে কনষ্টেবল হরিরাম এবং জনসাধারণের মধ্যে ২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। আহত দুই জনকে হাসপাতালে ভর্তী করা হয়েছিল।

এই ঘটনায় যাঁহারা আহত ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল তাদিগকে স্থানীয় প্রশাসন হইতে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

কমান্ডেন্ট এম-পি, এস-এ-ফ ডিপার্টমেন্টাল ইনকোয়ারী মাধ্যমে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীহরি রামকে চাকরী হতে বরখাস্ত করেন।

৬। ধর্মনগর থানাধীন পদ্মপুরের ঘটনা :—

গত ১২-১১-৮৮ইং রাত প্রায় ৯টার সময় এম-পি-এস-এ-এফ এর একজন জোয়ান ধর্মনগর থানাধীন পদ্মাপুর বাজারে একজন দোকানদার এর সঙ্গে জিনিষপত্র ক্রয় করে লেনদেন এর ব্যাপারে ঝগড়া করিতে থাকিলে বাজারের জনসাধারণ কর্তৃক ঘেরাও হয়। পুলিশ ঘটনায় খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে আসে এবং ঘটনার বিবরলাভের প্রচেষ্টা করে উক্ত জোয়ান সেশাদ্রিকে গ্রেপ্তার করে। তাকে পুলিশ আইনের ৩৬ (৬) ধারায় সোপদ করা হয়। এম,পি,এস, এ, এর ইউনিট কমান্ডেন্ট তাহাকে সাময়িক বরখাস্ত করেন এবং তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত করা হয়।

Admitted Starred Question No.—289

Name of Member :— Shri Sunil Chakraborty,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the home Department pleased to State :

১) গত ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৮ ইং তারিখে যে সকল সমাজ-বিরোধী বিধায়ক বিমল সিংহকে কমলপুরে এবং বিধায়ক জীতেন সরকারকে তেলিয়ামুড়ায় আহত করল তাদের বিরুদ্ধে কি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Samir Ranjan Barman,
Home Minister, Tripura.

১। ঘটনাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে ২টি সুনির্দিষ্ট মামলা ১টি কমলপুর থানায় এবং অপরটি তেলিয়ামুড়া থানায় দায়ের করা হয়। বিধায়ক বিমল সিনহার উপর হামলার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কমলপুর থানায় ভারতীয় দন্ডবিধির ১৪৭/১৪৮/৩০৭/৩২৩ ধারায় মোকদ্দমা নং ৯(১)৮৮ নথিভুক্ত করা হয়। ঘটনায় জড়িত ৯ জনকে এখন পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয়েছে বর্তমানে তারা কোর্ট থেকে জামিনে মুক্ত আছে।

বিধায়ক জীতেন্দ্র সরকারের উপর হামলার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তেলিয়ামুড়া থানায় ভারতীয় দন্ডবিধির ১৪৮/১৭৯/৩২৫/৪২৭ ধারায় এবং বিস্ফোরক আইনের ৩ ধারায় মোকদ্দমা নং ৪ (৯)৮৮ নথিভুক্ত করা হয়। এফ, আই, আর-এ বর্ণিত অভিযুক্তকারী শ্রীরানা দাস পিতা রবীন্দ্র দাস, সাং তেতাজীনগর গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। সে কোর্ট থেকে জামিনে মুক্ত আছে।

মামলা ২টি বর্তমানে তদন্ত ধীন আছে।

ADMITTED STARRED QUESTION No :— 248

Name of Member :—**Shri Mati Lal Sarkar**

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Home Department de Pleased to State : –

১। ইহা কি সত্য যে ২৯শে অক্টোবর রাতে বিশালগড় থানাধীন রাঙ্গাপানীয়া গ্রামের গোবিন্দ দেব নাথের বাড়ীতে ডাকাতি করতে গিয়ে কয়েকজন ডাকাত গ্রামবাসীদের হাতে ধরা পরে।

২। যদি সত্য হয় তবে যাহারা ধরা পড়েছিল, তাদের নাম ও ঠিকানা, এবং

৩। তাদের বিরুদ্ধে কিরূপ শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, এবং

৪। যে সকল ডাকাত ধরা পড়েনি তাদেরকে খুজে বের করার জন্য কি কি প্রচেষ্টা দেয়া হয়েছে তাহার বিবরণ ?

ANSWES

Name of the Minister :—**Shri Samir Ranjan Barman, Home Minister Tripura.**

১। ঘটনাটি সত্য নহে।

২নং ৩নং এবং
৪নং প্রশ্নের উত্তর — প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No.—254

Name of the Member :— **Ssri Rudreswar Das,**

Will the Hon'ble Minister in charge of the Home Department be pleased to State :—

১। ইহা কি সত্য যে ২৮শে আগষ্ট, ১৯৮৮ ইং তারিখে ত্রিপুরা তপশীল জাতি সমন্বয় সমিতির খোয়াই বিভাগীয় অফিসটি কতিপয় দুস্কৃতকারী জোর পূর্বক দখল করে নেয়।

২। যদি সত্য হয় তবে তাদের উচ্ছেদ করে ঘরটি সমিতির হাতে পুনরায় তোলে দেওয়া হয়েছে কি না ?

৩। না হয়ে থাকলে তার কারণ কি ?

ANSWER

Name of the Minister : –Shri Samir Ranjan Barman, Home Minister, Tripura.

১। ঘটনাটি সত্য নহে।

২নং এবং ৩নং প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No.—255

Name of Member :— **Shri Bidhu Bhusan Malakar**

Will the Hon'ble Minister in charge of the Home Department be Pleased to State :

১। ইহা কি সত্য যে, গত ২রা সেপ্টেম্বর হিরাছড়া চা বাগান থেকে কৈলাশহর ফেরার পথে প্রাক্তন বিধায়ক তপন চক্রবর্তী কতিপয় দুস্কৃতকারীর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে গুরুতর আহত হন।

২। যদি সত্য হয় তবে দুস্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?

৩। কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয়ে থাকলে তার কারণ ?

ANSWER

Name of the Minister :—**Shri Samir Ranjan Barman, Home Minister, Tripura.**

১। ঘটনাটি সত্য।

২নং এবং ৩নং
প্রশ্নের উত্তর

শ্রীতপন চক্রবর্তীর অভিযোগমূলে কৈলাশহর থানায় ভারতীয় দন্ডবিধির ৩২৫/৪২৭ ধারায় মোকদ্দমা নং ৩(৯)৮৮ কতিপয় অজ্ঞাতনামা দুস্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়। কিন্তু যেহেতু চক্রবর্তী FIRএ কাহারো নাম উল্লেখ করে নাই এবং দুস্কৃতকারীদের সনাক্ত করিতে পারে নাই সেই হেতু তাহাদের গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই। তবে ঘটনাটির তদন্ত অব্যাহত আছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO :— 256

Name of Member :— **Shri Mati Lal Sarkar**

Will the Hon'ble Minister in charge of the Home Department be Pleased to State :

১। ইহা কি সত্য যে গত ৩১শে আগষ্ট, সদর বিভাগের বিশালগড়ের ঘনীয়ামারায় রাজের বিধানসভার বিরোধী দলের উপনেতা দশরথ দেব কতিপয় সমাজদ্রোহী কর্তৃক আক্রান্ত হন।

২। সত্য হলে ঐ সব সমাজদ্রোহীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তিদানের কি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে ?

৩। না হলে তার কারণ কি ?

ANSWER

Name of the Minister :—**Shri Samir Ranjan Barman, Home Minister, Tripura.**

১। ইহা সত্য নহে।

২নং এবং ৩নং প্রশ্নের উত্তর] প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. :—261

Name of Member :— **Shri Deba Ch. Hrangkhwal,**

Will the Minister-in-charge of the Home Department be pleased to State :—

১। বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ১৯৮৩ সনের দাঙ্গার আগে ও পরে যে সমস্ত লাইসেন্স-যুক্ত বন্দুক আটক করা হয়েছিল সে সমস্ত বন্দুকগুলি ফেরত দেওয়ার জন্য বর্তমান সরকার কোন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিনা ; এবং

২। যদি ফেরৎ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন তাহলে কবে নাগাদ তাহা কার্যকরী হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

Name of the Minister :—**Shri Samir Ranjan Barman, Home Minister, Tripura.**

১। বর্তমান সরকার এ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত নেন নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No.—289

Name of the Members :--Sri Rashiram Deb Barma.
Shri Mati Lal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to State :—

১। গত ১৩ই সেপ্টেম্বর আগরতলার বটতলাতে অবস্থিত সি, পি, আই (এম) অফিসে যারা হিংস্র আক্রমণ সংঘটিত করেছিল, তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?

ANSWER

Name of Minister :— Shri Samir Ranjan Barman,
Home Minister, Tripura.

২। গত ১৩-৯ ৮৮ইং প্রায় ৫-৩০ মি: সময় একদল মোটর কর্মী সমিতির সমর্থক গত ১৪-৯-৮৮ইং বামফ্রন্ট সংস্থার আহূত ত্রিপুরা বন্ধের ডাকের বিরুদ্ধে স্কোয়াডিং করার জন্য বটতলা অঞ্চলে যান। এই স্কোয়াডিংএর সময় একদল সি, পি, আই (এম) সমর্থক মারাত্মক অস্ত্রসস্ত্র সজ্জিত হয়ে সি পি, আই (এম)এর বটতলা পার্টি অফিস হইতে বাহির হয় এবং কর্মী সমিতির স্কোয়াডিংএর সমর্থক দিগকে আক্রমণ করে। ইহার ফলে মোটর কর্মী সমিতির সদস্য শ্রীস্বপন রায় মারাত্মক ভাবে আহত হন।

উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮/১৪৯/৩২৫/৩০৭ ধারায় আগরতলা পশ্চিম থানা মোকদ্দমা নং ১৯(৯)৮৮ পুলিশ নথিভুক্ত করেন এবং ৮ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে আদালতে প্রেরণ করেন।

কর্মী সমিতির স্কোয়াডিংএর সমর্থকদের উপর আক্রমণের ঘটনায় কর্মী সমিতির সমর্থকগণ বিক্ষুব্ধ হয় এবং বটতলা সি, পি, আই (এম) পার্টি অফিসের সম্মুখে জমায়েত হন এবং বটতলা সি, পি, আই (এম) অফিসে যে সব দুষ্কৃতকারী আশ্রয় নিয়েছে তাদের গ্রেপ্তারের দাবী করেন। কর্তব্যরত পুলিশ উত্তেজিত জনতাকে সেখান থেকে সরাইয়া দেন। শ্রীচিত্ত চন্দর এক অভিযোগমূলে পুলিশ ভারতীয় দন্ডবিধির ১৪৮/১৪৯/৩২৩/৩২৫/৪৩৬/৪২৭ ধারায় আগরতলা পশ্চিম থানার মোকদ্দমা নং ২৩(৯) নথিভুক্ত করেন। মোকদ্দমাটি তদন্তাধীন আছে।

Admitted Starred Question No.—290

Name of Member :—Shri Rashiram Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to State :—

১। ইহা কি সত্য যে গত ১১ই আগষ্ট ১৯৮৮ ইং সদর মহকুমার সিধাই থানার অন্তর্গত দগরাই পাড়ায় আসাম রাইফেলসের জনৈক জোয়ান কর্তৃক শ্রীমতী মঙ্গলেশ্বরী দেববর্মার উপর পাশবিক আক্রমণ সংঘটিত হয়।

২। যদি সত্য হয় তবে তার বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গৃহীত হচ্ছে ?

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Samir Ranjan Barman,
Home Minister, Tripura.

১+২। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আসাম রাইফেলস্-এর জোয়ান সুধামা বৈশ্যার বিরুদ্ধে সিধাই থানায় ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৭৬ ধারায় মোকদ্দমা নং ১০(৮)৮৮ নথিভুক্ত করে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তদন্ত শেষ করে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশীট দাখিল করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 293.

Name of the Members :—Shri Nripen Chakraborti.
Shri Ratan Lal Ghosh.
Shri Dhirendra Deb Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Home Department be Pleased to state :—

১। আত্মসমর্পনকারী টি. এন. ভি. সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে কতজন কি কি সরকারী চাকুরীতে পুনর্বাসন পেয়েছেন তার বিবরণ ;

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

২। রাজ্য সরকার পুনর্বাসন গৃহনির্মান প্রভৃতির বাবদ আত্মসমর্পনকারীদের জন্য এ পর্যন্ত মোট কত টাকা ব্যয় করেছেন, তার হিসাব ?

ANSWER

Name of the Minister :- Shri Samir Ranjan Barman, Home Minister, Tripura.

১। আত্মসমর্পনকারী টি. এন. ভি. সদস্যদের মধ্যে মোট ৩১০ জন সরকারী চাকুরীতে পুনর্বাসন পাইয়াছেন। কোন কোন পদে কতজন চাকুরী পেয়েছে তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল :

১)	ককবরক শিক্ষক=	১১১ জন।
২)	পিয়ন	১৩ জন।
৩)	হেলপার	১৮ জন।
৪)	প্রোগ্রাম ওয়ার্কার	২০ জন।
৫)	আমিন=	৪ জন।
৬)	সুপারভাইজার=	৩ জন।
৭)	ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ওয়ার্কার=	৪ জন।
৮)	এস-ই-ডাব্লিউ=	২ জন।
৯)	বাস কনডাক্টর=	১ জন।
১০)	আসাম রাইফেল=	২৩ জন।
১১)	রিহ্যাবিলিটেশন ইনসপেক্টর=	১ জন।
		মোট=৩১০ জন।

৩১০ জনকে সরকারী চাকুরীছাড়া আরও ১ জন শ্রী বি. কে. রাংখলকে T.R.F.C-এর চেয়ারম্যান হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

২। রাজ্য সরকার আত্মসমর্পনকারী টি. এন. ভি. সদস্যদের পুনর্বাসন গৃহনির্মাণ প্রভৃতি বাবদ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত প্রায় [illegible] লক্ষ টাকা খরচ করেছেন।

Admitted Starred Question No. 293.

Name of Mebmers :— Shri Nripen Chakraborty.

Date of RePly :-- 3/1/89.

Will the Hon'bleMinister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। আত্মসমর্পণকারী টি, এন, ভিদের Rehabilitation এর জন্য গোবিন্দবাড়ী, ছামনু, গঙ্গানগর ক্যাম্পগুলিতে এ পর্যন্ত মোট কত খরচ হয়েছে তার হিসাব।

ANSWER

Name of the Minister :—**Shri Sami Ranjan Barman, Home Minister, Tripura.**

১। আত্মসমর্পণকারী টি, এন, ভিদের রিহেবিলিটেশানের জন্য গোবিন্দবাড়ী, ছামনু ও গঙ্গানগর অস্থায়ী শিবিরগুলিতে মোট ৩৬ লক্ষ ২৪ হাজার ৭ শত ৭৬ টাকা ৮১ পয়সা খরচ হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 303.

Name of the Member :- Shri Ratanlal Ghosh

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state:

১নং প্রশ্ন :—বর্তমানে রাজ্যে মোট কত সংখ্যক কৃষক পান চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করেন;

২নং প্রশ্ন :—পান চাষের উন্নয়নের জন্য সংশিষ্ট দপ্তর কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন?

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

ANSWER

MINISTER IN-CHARGE OF AGRICULTURE
(Shri Nagendra Jamatia)

১নং উত্তর ঃ —ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ৪৪১২ জন পানচাষী পান চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করেন।

২ নং উত্তর ঃ—পান চাষের উন্নতির জন্য সরকার নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করেছেন।

ক) কৃষকদের জমিতে সরকারী খরচে পান চাষের প্রদর্শনী।

খ) খাসিয়া পানের মিনিকিট পান চাষীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ।

গ) পান চাষীদের ব্যাংক কর্তৃক ঋণ দানের ব্যবস্থা এবং তৎসঙ্গে সরকারী ভর্তুকী দান।

ঘ) পান চাষীদের মধ্যে সমবায় সমিতি গঠন ও সরকারী অনুদানের ব্যবস্থার মাধ্যমে পান চাষের উৎসাহ দান এবং ঐ সমবায় সমিতিকে সরকারী অনুদানের ব্যবস্থা।

Admitted Starred Question No. 306.

Name of the Member :—**Sri Ratanlal Ghosh.**

Will the Hon'ble Minister in-charge of Agriculture Department be pleased to State :

১। রাজ্যে গত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সাহায্যার্থে সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন?

২। কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য প্রকৃত মূল্যে কেনার কোন ব্যবস্থা সরকার নিয়েছেন কি না?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE OF AGRICULTURE
Sri Nagendra Jamatia)

১। ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের পরিবার পিছু যে তাৎক্ষণিক সাহায্য দেয়া হয়েছে তাহা এইরূপ ঃ—

ক) আমনধানের বীজ বা চারা ক্রয়ের জন্য নগদে ৫০, টাকা হিসাবে।

খ) ইউরিয়া সার হেক্টর প্রতি ৩০ কে,জি, হিসাবে,

গ) খরিফ খন্দের শাক্-সব্জির বীজ মোট ৫০০ গ্রাম হিসাবে।

ঘ) ক্ষতিগ্রস্ত চাষীর জমির বালু সরানোর জন্য সাহায্য শতকরা ১০০ ভাগ ভর্তুকীতে।

এছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক যাদের খরিফ খন্দ তাৎক্ষণিক সাহায্য কাজে লাগানোর সুযোগ ছিল না রবিখন্দে পরিবার পিছু এইরূপ সাহায্য দেয়া হয়েছে :

ক) গমের বীজ—২০ কে,জি, হিসাবে।

খ) আখের বীচন—১০০০ কে,জি হিসাবে।

২। হ্যাঁ।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. :—307

Name of the Member :—**Shri Rashiram Deb Barma.**
Shri Mati Lal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to State :—

১। গত ১৪ই নভেম্বর ১৯৮৮ ইং কমলাসাগর বিধানসভা কেন্দ্রের গকুলনগরের কোবন চৌমুহনীতে সুকান্ত কলোনীর বাসিন্দা শ্রীসুভাষ সাহার হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে কিরূপ শাস্তির ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।

২। প্রয়াত সুভাষ সাহার নিঃস্ব পরিবারকে কোনরূপ সরকারী সাহায্য সহায়তা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে কি না ?

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Samir Ranjan Barman,
Home Minister, Tripura.

১। গত ১৪-১১-৮৮ ইং গকুলনগরের (সুকান্ত কলোনী) বাসিন্দা সুভাষ সাহার হত্যার ঘটনায়

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

ভারতীয় দন্ডবিধির ৩০২ ধারায় একটি সুনির্দিষ্ট মামলা বিশালগড় থানায় মামলা নং ১২ (১১) ৮৮ নথিভুক্ত করা হয়। মামলাটির তদন্তকালে পুলিশ দুলাল সিংহ রায় নামে একজন আসামীকে গত ২-১২-৮৮ গ্রেপ্তার করে আদালতে প্রেরণ করেন।

২। সরকারী সাহায্য সহায়তায় ব্যাপারে এখন পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই।

Admitted Starred Question No. 308.

Name of Members :— Shri Purna Hohan Tripuaa.
Shri Bidhu Bhusan Malakar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to State—

১। ইহা কি সত্য গত ৩রা নভেম্বর, ১৯৮৮ ইং তারিখে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-এর সদস্য এবং ত্রিপুরা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা হরিকুমার ভৌমিককে কাঞ্চনবাড়ীতে নৃশংসভাবে হত্যাকরা হয়?

২। সত্য হলে হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে কিরূপ শাস্তির ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে?

ANSWER

Name of the Minister :— **Shri Samir Ranjan Barmau, Home Minister Tripura.**

১। টি. আর. টি, ৮৫৯ গাড়ীর মালিক শ্রীহরি কুমার ভৌমিক গত ৩-১১-৮৮.ইং নিহত হন।

২। উক্ত ঘটনায় ভারতীয় দন্ডবিধির ১৪৮/১৪৯/৩২৫/৪২৭/৩০২ ধারায় একটি সুনির্দিষ্ট মামলা ফটিকরায় থানায় মামলা নং ৯(১১)৮৮ নথিভুক্ত করা হয়। মামলাটির তদন্তকালে পুলিশ ৪ (চার) জন আসামীকে গ্রেপ্তার করে আদালতে প্রেরন করেন। বর্তমানে মামলাটি তদন্তাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 317.

Name of Members :- Shri Ratan Lal Ghosh.

Will the Hon'ble Minister in charge of the Home Minister be Pleased to state :—

১। জিরানীয়া ব্লক অন্তর্গত রাধাকিশোর নগর গাঁও পঞ্চায়েতের বণিক চৌমুহনীতে নূতন পুলিশ থানা স্থাপনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

ক) যদি থাকে তবে কবে নাগাদ তা বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Samir Ranjan Barman,
Home Minister, Tripura.

১। বর্তমানে সরকারের নিকট এইরূপ কোন পরিকল্পনা নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

ANNEXURE - "B"

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. :—5

Name of Member :— Shri Gouri Sankar Reang,

Will the Hon'ble Minister-Incharge of the Agriculture Department be pleased to State :—

১। চলতি বছরে বন্যাজনিত কারণে ত্রিপুরায় কত পরিমাণ আউস, আমন ফসল নষ্ট হয়েছে (ব্লকভিত্তিক তার হিসাব) ;

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

২। উক্ত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের সরকার থেকে কি কি সাহায্য দেওয়া হয়েছে'

৩। অতিবৃষ্টি (বন্যা) জনিত পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট কোনরূপ সহায়তা দাবী করেছিলেন কি না ?

৪। কা হয়ে থাকলে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে কি পরিমাণ সাহায্য পাওয়া গিয়াছে।

ANSWER

MINISTER IN-CHARGE OF AGRICULTURE :—
(SRI NAGENDRA JAMATIA)

উত্তর

১। চলিত বছরে বন্যাজনিত কারনে ত্রিপুরায় যে পরিমান আউস ও আমন ফসল নষ্ট হয়েছে তার ব্লক ভিত্তিক (কৃষি মহকুমা ভিত্তিক) হিসাব এইরূপ :—

ব্লকের নাম (কৃষি মহকুমার নাম	আউস ফসল (মেট্রিক টন)	আমন ফসল (মেট্রিক টন)
পানিসাগর —	৫৫১	৬৭২
কাঞ্চনপুর—	৭১	২৯৫
কুমারঘাট —	৩,৫৫১	১৮৮৬
ছামনু—	১৭৮	৮৭
সালেমা —	৪০০	৬৮
খোয়াই—	১০৫	৯০২
তেলিয়ামুড়া —	১১৩	২৭৬
জিরানিয়া—	৩৬	—
মোহনপুর—	১৬৯	১২২
বিশালগড়—		

মেলাঘর—	—	৪৩
উদয়পুর—	৩২৪	—
অমরপুর—	১৬৯	৩৭১
গন্ডাছড়া—	৪৬	৫০
বগাফা—	১৭৫	২০
রাজনগর—	১২৬	
সাতচাঁদ—	৩৩৭	
	৬,৫৫০	৪,৮৬৭

২। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পরিবার পিছু যে তাৎক্ষণিক সাহায্য দেয়া হয়েছে তাই এইরূপ :—

ক) আমন ধানের বীজ বা চারা ক্রয়ের জন্য নগদে ৫০ টাকা হিসাবে।

খ) ইউরিয়া সার হেক্টর প্রতি ৩০ কেজি হিসাবে।

গ) খরিফ খন্দের শাক-সব্জীর বীজ মোট ৫০০ গ্রাম হিসাবে।

ঘ) ক্ষতিগ্রস্ত চাষীর জমির বালু সরানোর জন্য সাহায্য শতকরা ১০০ ভাগ ভর্তুকীতে।

এছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক যাদের খরিফ খন্দে তাৎক্ষণিক সাহায্য কাজে লাগানোর সুযোগ ছিলনা রবি খন্দে যে সাহায্য পরিবার পিছু দেয়া হয়েছে তা এইরূপ :—

ক) গমের বীজ— ২০ কেজি হিসাবে।

খ) আখের বীচন··· ১০০০ কেজি হিসাবে।

৩। হ্যাঁ, সর্বমোট ৬৪০·১৮ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাবী করা হয়েছিল তন্মধ্যে কৃষিখাতের ৮৩ লক্ষ টাকা অন্তর্ভুক্ত।

৪। কেন্দ্রীয় সরকার সর্বমোট ১৯৬·১২ লক্ষ টাকা সাহায্য দিয়েছেন যার মধ্যে কৃষি খাতে ৪·৫১ লক্ষ টাকা অন্তর্ভুক্ত আছে।

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. :—8

Name of the MLA :—**Shri Nakul Das**

Will the Minister-in-charge of Animal Husbandry Deptt. be pleased to State :—

প্রশ্ন :

১। রাজ্যে ১৯৮৮ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারী ফার্মে পশু ও পাখীর মোট সংখ্যা কত ছিল তার শ্রেণী ভিত্তিক হিসাব।

২। ১৯৮৮ ইং সনের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ঐ সব পশু পাখীর শ্রেণীগত সংখ্যা কত ?

৩। ঐসব পশু পাখীর মাংস ও ডিম জনগণের কাছে বিক্রয় করার কোন নীতি আছে কিনা ?

৪। ১৯৮৮ সনের ফেব্রুয়ারী হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ঐসব বিক্রয় করে সরকার কত টাকা আয় করেছেন এবং কত বকেয়া আছে তার হিসাব।

উত্তর :-- MINISTER OF STATE SHRI BILLAL MIAH

১। রাজ্যে ১৯৮৮ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে বিভিন্ন সরকারী ফার্মে পশু ও পাখীর সংখ্যা নিম্নরূপ :-

শূকর	--	৩৪৯ টি
গরু	—	৪৪২ ,,
মহিষ	—	৩৩ ,,
ছাগল	—	২২৫ ,,
ভেড়া	—	২০ ,,
হাঁস	—	১২,০০৯ ,,
মোরগ/মুরগী	—	১৩,৪২৪ ,,

২। ১৯৮৮ ইং সনের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে ঐ সব পশু ও পাখীর শ্রেণীগত সংখ্যা নিম্নরূপ :—

শূকর	—	৪২৭ টি
গরু	—	৩৯৯ ,,
মহিষ	—	৪৭ ,,
ছাগল	—	১৯৯ ,,
ভেড়া	—	২২ ,,
হাঁস	—	৯:০৭ ,,
মোরগ/মুরগী	—	১৩,৪৩৭ ,,

৩। হ্যাঁ, ডিম বিক্রয় করা হয়, সরকারী হাসপাতালে ডিম সরবরাহ করা হয়। জনসাধারণের নিকট মাঝে মাঝে খাওয়ার ডিম বিক্রয় করা হয়। প্রজননে অক্ষম শূকর, ছাগল, মোরগ ও হাঁস মাংসরূপে বিক্রয় করা হয়।

৪। ১৯৮৮ সনের ফেব্রুয়ারী হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ঐসব বিক্রয় করে সরকার মোট ১৩,৭৬,৮৪৩'৬০ টা: আয় করেছেন এবং তন্মধ্যে বিভিন্ন দপ্তরের দপ্তরের নিকট ৩,৭৩,৮৪৪.৮০ টা: বকেয়া পাওনা রয়েছে।

Admitted Un-Starred Question No. 14.

Name of the Member :— **Shri Badal Choudhury,**

Will the Hon'bleMinister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। আত্মসমর্পণ এর চুক্তি হওয়ার পর গত ১২ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট কতজন টি, এন, ভি, অস্ত্র-সস্ত্র সমেত সরকারের নিকট আত্মসমর্পণ করেছেন তাদের নাম, অস্ত্রের বিবরণ সমেত তথ্য।

২। এই সমস্ত আত্মসমর্পণকারী টি, এন, ভিদের মধ্যে কোন কোন টি, এন, ভি, সদস্য কতদিন বাংলাদেশে অবস্থান করেছেন তার বিবরণ।

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

৩। আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে যারা টি, এন, ভির সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তাদের নাম এই তথ্যের তালিকায় অন্তভূক্ত কি না ?

ANSWER

Name of the Minister :—**Shri Sami Ranjan Barman, Home Minister, Tripura.**

১। টি, এন, ভির-সহিত মেমোরেন্ডাম অব সেট্‌লমেন্ট অনুসারে ৪৩৭ জন T.N.V. গত ১২ই সেপ্টেম্বর গঙ্গানগরে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছেন। নাম ও অস্ত্রের বিবরণ সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া গেল।

২। এইরূপ তথ্য সরকারের নিকট নাই।

৩। আত্মসর্পণকারী ৪৩৭ জন সবাই টি, এন, ভি দলভূক্ত।

পশ্চিম ত্রিপুরা

খোয়াই থানা—

১। শ্রী কল্যাণ দেববর্মা
২। ,, অনিল দেববর্মা
৩। ,, বিনয় দেববর্মা
৪। ,, রামকুমার দেববর্মা
৫। ,, শিবকুমার দেববর্মা
৬। ,, প্রণব দেববর্মা
৭। ,, রবীন্দ্র দেববর্মা
৮। ,, বিধুরাম দেববর্মা
৯। ,, অনন্ত দেববর্মা
১০। অরুন কুমার দেববর্মা

১১। ,, ধনঞ্জয় দেববর্মা

১২। ,, গৌতম দেববর্মা

১৩। ,, সুনীল কুমার দেববর্মা

১৪। ,, কালীচরণ দেববর্মা

১৫। ,, চন্দ্রসেন দেববর্মা

১৬। ,, প্রদীপ কুমার দেববর্মা

১৭। ,, রামপ্রসাধ দেববর্মা

১৮। ,, ফণিলেন্দ্র দেববর্মা

১৯। ,, তরুন কুমার দেববর্মা

২০। হরিচরণ দেববর্মা

২১। নির্মল দেববর্মা

২২। ,, অনুপ কুমার দেববর্মা

২৩। ,, মনোহরি জমাতিয়া

২৪। ,, রাধাচরণ দেববর্মা

২৫। ,, শোভামাণিক মলসম

২৬। ,, বিশ্বদেব দেববর্মা

২৭। ,, দিলীপ দেববর্মা

২৮। ,, দিলীপ দেববর্মা

২৯। সুরিন্দ্র দেববর্মা

৩০। ,, অজিত দেববর্মা

৩১। ,, সমীর দেববর্মা

৩২। শ্রীমতী প্রজাপতি দেববর্মা

৩৩। শ্রীজয়ন্ত জমাতিয়া

৩৪। ,, বিনীতা দেববর্মা

টাকারজলা থানা—

১। শ্রীমহাদেব কলই

তেলিয়ামুড়া থানা—

১। শ্রীমুক্তিরাম রিয়াং
২। ,, কুমার রাংখল
৩। ,, মন্দারাম মলসুম
৪। ,, মোহন দয়াল জমাতিয়া
৫। ,, দুর্গাহরি জমাতিয়া
৬। ,, আনন্দ জমাতিয়া
৭। ,, হরিকুমার জমাতিয়া
৮। ,, তরনীকান্ত জমাতিয়া
৯। ,, নন্দকুমার মলসুম
১০। ,, উপেন দুলাল জমাতিয়া।
১১। ,, অখিল জমাতিয়া
১২। ,, মঞ্জুকুমার জমাতিয়া
১৩। ,, তুইমনি মলসুম
১৪। ,, দয়াল রাংখল
১৫। ,, বিপদ মোহন জমাতিয়া
১৬। ,, হরিলীলা জমাতিয়া
১৭। ,, কবিতা জমাতিয়া
১৮। ,, মাখনলাল জমাতিয়া
১৯। ,, চন্দ্র জমাতিয়া
২০। ,, পূর্ণরাম রুপিনী
২১। ,, রাকেশ কুমার জমাতিয়া
২২। ,, বীরচন্দ্র মলসুম
২৩। ,, ললিত জমাতিয়া
২৪। ,, রাতা জমাতিয়া
২৫। ,, পশুরাম রিয়াং

২৬। ,, অসিরঙ্গা রিয়াং
২৭। ,, গোবিন্দ জমাতিয়া
২৮। ,, কান্তি কলই
২৯। ,, অনন্ত মানিক রাংখল
৩০। ,, রতনমনি কলই
৩১। ,, কৃপাসাধন জমাতিয়া
৩২। ,, দুর্গাপদ জমাতিয়া

কল্যানপুর থানা—

১। শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা
২। ,, গনেশ দেববর্মা
৩। ,, কর্নকুমার দেববর্মা
৪। ,, অলক দেববর্মা
৫। ,, রংথাঙ্গ জমাতিয়া
৬। ,, স..প জমাতিয়া
৭। ,, হীরালাল জমাতিয়া
৮। ,, হৃদয়মনি দেববর্মা
৯। ,, বলরাম দেববর্মা
১০। ,, সন্তোষ দেববর্মা
১১। ,, তপন দেববর্মা
১২। ,, গয়া দেববর্মা
১৩। ,, কঞ্জ দেববর্মা
১৪। ,, অনিল দেববর্মা
১৫। ,, উত্তম কুমার দেববর্মা
১৬। ,, বিজয় দেববর্মা

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

১৭। শ্রীমোহন দেববর্মা

১৮। ,, দেবেন্দ্র ত্রিপুরা

১৯। ,, জ্যোতির্ময় দেববর্মা

২০। ,, বীরকুমার দেববর্মা

২১। ,, রামচন্দ্র দেববর্মা

২২। ,, মঙ্গল দেববর্মা

২৩। ,, অনিল দেববর্মা

২৪। ,, সুরেন্দ্র দেববর্মা

বিশালগড় থানা —

১। শ্রীকার্ত্তিক দেববর্মা

২। ,, মদন দেববর্মা

৩। ,, সুব্র রিয়াং

৪। ,, সঙ্গীত দেববর্মা

৫। শ্রীমতী ললিতাবালা দেববর্মা

৬। শ্রীবিনো দেববর্মা

সিধাই থানা—

১। শ্রীকিশোর কুমার দেববর্মা

২। ,, সুশীল দেববর্মা

৩। ,, বুধাই দেববর্মা

৪। ,, পবন দেববর্মা

৫। ,, নৃপেন্দ্র দেববর্মা

৬। ,, বিনয় দেববর্মা

৭। ,, রবীন্দ্র দেববর্মা

৮। ,, কৃষ্ণমোহন দেববর্মা

৯। ,, নন্দ কুমার দেববর্মা

১০। শ্রীসুনীল দেববর্মা
১১। ,, শম্পারাই দেববর্মা
১২। ,, অরুন দেববর্মা
১৩। ,, সোনাচরণ দেববর্মা
১৪। ,, বলেন্দ্র দেববর্মা
১৫। ,, হীরণ দেববর্মা
১৬। ,, পবিত্র দেববর্মা
১৭। ,, রবীন্দ্র দেববর্মা
১৮। ,, বিশরায় দেববর্মা
১৯। ,, সুকরাম দেববর্মা
২০। ,, রসিক দেববর্মা
২১। ,, পরেশ দেববর্মা
২২। ,, উষারঞ্জন দেববর্মা
২৩। ,, বীরেন্দ্র দেববর্মা
২৪। ,, পদ্মকুমার দেববর্মা
২৫। ,, মানিকচন্দ্র দেববর্মা
২৬। ,, দিকরাম হরি জমাতিয়া

জিরাণীয়া থানা—

১। শ্রীদুরন্ত দেববর্মা
২। ,, সোনা দেববর্মা
৩। ,, সাধু নারায়ণ রুপিনী
৪। চতুন রুপিনী
৫। ,, সাক্ষী দেববর্মা
৬। ,, সুরেন্দ্র দেববর্মা
৭। ,, সাধন দেববর্মা
৮। ,, রঞ্জন দেববর্মা
৯। ,, গোবিন্দ রুপিনী

PAPERS LAID ON THE TABLE.
(Questions & Answers)

১০। শ্রীচন্দ্রশেখর দেববর্মা
১১। ,, অভিরাম দেববর্মা
১২। ,, মঙ্গল দেববর্মা
১৩। ,, ভুবন দেববর্মা
১৪। ,, কামিনী দেববর্মা
১৫। ,, নিশু দেববর্মা
১৬। ,, সুমরোং দেববর্মা
১৭। ,, সন্তোষ দেববর্মা
১৮। ,, সংক্রাম দেববর্মা
১৯। ,, জগৎবন্ধু দেববর্মা
২০। ,, নরেন্দ্র দেববর্মা
২১। ,, দেবেন্দ্র দেববর্মা
২২। ,, ধনিয়ারাম রূপিনী
২৩। ,, নিরঞ্জন দেববর্মা
২৪। ,, শ্যামাচরণ দেববর্মা
২৫। ,, বৈশাখ দেববর্মা
২৬। ,, বিধারাই দেববর্মা
২৭। ,, রাজেন্দ্র দেববর্মা
২৮। ,, সুনীল দেববর্মা
২৯। ,, ভীম দেববর্মা
৩০। ,, গিনেন্দ দেববর্মা
৩১। ,, নন্দ কুমার রূপিনী
৩২। ,, পুষিরাই দেববর্মা
৩৩। ,, সুরেন্দ্র দেববর্মা
৩৪। ,, শম্ভু দেববর্মা
৩৫। ,, দ্বারকা দেববর্মা
৩৬। ,, বিশরায় দেববর্মা

৩৭। ,, শম্ভু দেববর্মা
৩৮। ,, মঙ্গল দেববর্মা
৩৯। ,, বিজয় রূপিনী
৪০। ,, সুনীল দেববর্মা

দক্ষিণ ত্রিপুরা

অম্পি থানা—

১। শ্রী দিলীপ কলই
২। ,, রনধন জমাতিয়া
৩। ,, অমৃত জমাতিয়া
৪। ,, চৈত্র ত্রিপুরা
৫। ,, জহর সনচর
৬। ,, অজিতলাল কাইপেং
৭। ,, শম্ভুচরণ কাইপেং
৮। ,, সুরাম কলই
৯। ,, সুশীল কলই
১০। ,, অমূল্য কলই
১১। ,, হরেন্দ্র কলই
১২। ,, সুরেশ কলই
১৩। ,, ভগীরথ কলই
১৪। ,, সিন্ধুমনী জমাতিয়া
১৫। ,, রাম মানিক মলসুম
১৬। ,, আর্য্যমোহন জমাতিয়া
১৭। ,, কুমার কলই
১৮। ,, জিদু মলসুম
১৯। ,, বৈষ্ণ কলই

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

২০। ,, দিলীপ কুমার কলই

২১। ,, দোষলা কাইপং

বীরগঞ্জ থানা

১। শ্রী সঞ্জীব রিয়াং
(ওরফে সঞ্জয় রিয়াং)

২। ,, বিরহশক্তি জমাতিয়া

৩। ,, দেবনারায়ন জমাতিয়া

৪। ,, বিক্রম রিয়াং

৫। ,, বিষ্ণুরাম রিয়াং

৬। ,, গঙ্গারাম রিয়াং

৭। ,, আবদুল রহমরাই

৮। অমূল্য কলই

অমরপুর থানা—

১। শ্রী চিকনরাই জমাতিয়া

২। ,, পূর্ণ সাধন জমাতিয়া

৩। ,, অনন্তহরি জমাতিয়া

৪। ,, ইন্দ্রকুমার জমাতিয়া

৫। ,, আনন্দ কুমার জমাতিয়া

৬। ,, গৌরাঙ্গ জমাতিয়া

৭। ,, কর্ণসাধন জমাতিয়া

৮। ,, স্বপন জমাতিয়া

৯। ,, বিষ্ণুদাই জমাতিয়া

১০। ,, দিলীপ সিং কলই

১১। ,, মালালিয়াং হালম

১২। ,, রঞ্জনা রিয়াং

১৩। ,, মলেনারা রিয়াং

১৪। প্রবীর রিয়াং

১৫। নিরঞ্জন রিয়াং

সাব্রুম থানা—

১। শ্রীরেন্দ্র ত্রিপুরা
২। ,, জয় কুমার ত্রিপুরা
৩। ,, প্রেমানন্দ ত্রিপুরা
৪। ,, কমলাধন ত্রিপুরা

উদয়পুর থানা—

১। শ্রী দরবন সিং কলই
২। ,, বীরেন্দ্র কলই
৩। ,, শক্ত কুমার নোয়াতিয়া
৪। ,, পিবাস মারাক

নতুন বাজার থানা

১। শ্রী জিনারাম রিয়াং
২। ,, জিতেন রিয়াং

তৈইদু থানা—

১। শ্রীপূর্ণ কলই
২। ,, কুসুম কলই
৩। ,, মনীন্দ্র কলই
৪। ,, রামজয় জমাতিয়া
৫। ,, কাঞ্চন কলই
৬। ,, বীরঞ্জয় রিয়াং
৭। সজনরাই রিয়াং
৮। ,, জৈষ্টমনি রিয়াং
৯। ,, জনার্দন কলই
১০। ,, চিকেন্দ্র কলই

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions& Answers)

গন্ডাছড়া থানা—

১। শ্রী খোয়াঞ্জ্ রিয়াং
২। ,, মোকাম রিয়াং
৩। ,, সাপলৈহা রিয়াং
৪। ,, কোতারাম রিয়াং
৫। ,, মহেন্দ্র রিয়াং
৬। ,, নেত্রাই রিয়াং

বিলোনীয়া থানা—

১। শ্রী মরই রিয়াং
২। শ্রী সমরজিৎ রিয়াং
৩। শ্রী টিকেন্দ্র রিয়াং
৪। শ্রী ছোয়া রিয়াং
৫। শ্রী বহুরাম রিয়াং
৬। শ্রী রবীন্দ্র রিয়াং

বাইখোরা থানা—

১। শ্রী অনন্ত রিয়াং
২। শ্রী ধনঞ্জয় রিয়াং

শান্তির বাজার থানা—

১। শ্রীনবীন্দ্র রিয়াং

কিল্লা থানা—

১। শ্রীবীরচন্দ্র কলই
২। ,, বীরলাল দেববর্মা
৩। ,, সোনাধন জমাতিয়া

৪। শ্রীরবীন্দ্র কলই
৫। ,, নারায়ণ জমাতিয়া
৬। ,, হরিমঙ্গল কলই
৭। ,, শম্ভু মানিক কলই
৮। ,, হারাধন বংশী মলসম
৯। ,, কেদারনাথ মলসম
১০। উমেশ চন্দ্র জমাতিয়া
১১। ,, বীর বাহাদুর জমাতিয়া
১২। ,, কৃষ্ণ জমাতিয়া
১৩। ,, বালকমণি জমাতিয়া

উত্তর ত্রিপুরা

কাঞ্চনপুর থানা—

১। শ্রীবিনন্দ রিয়াং
২। ,, বাবাজয় রিয়াং
৩। ,, দয়ারায় রিয়াং
৪। ,, বীরমণি রিয়াং
৫। ,, উপরাই রিয়াং
৬। ,, পদমোহন ত্রিপুরা
৭। ,, হরিমোহন ত্রিপুরা
৮। ,, জয়থোরাই রিয়াং
৯। ,, তারাজয় রিয়াং
১০। ,, কালীকুমার রিয়াং
১১। ,, সবাইরাই রিয়াং
১২। ,, ধনসং রিয়াং
১৩। ,, রাজমনি রিয়াং
১৪। থাংরিহাম রিয়াং

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

১৫। শ্রীকৈষ্যরাণ রিয়াং
১৬। ,, কালাজয় রিয়াং
১৭। ,, উক্তিজয় রিয়াং
১৮। ,, ক্ষেত্রমোহন রিয়াং
১৯। ,, তারাজয় রিয়াং
২০। ,, আঠারবাবু হালাম
২১। ,, তুলারাম রিয়াং
২২। ,, কুহারাম রিয়াং
২৩। ,, প্রশান্ত কুমার রিয়াং
২৪। ,, পূর্বাজয় রিয়াং
২৫। ,, রাজেন্দ্র রিয়াং
২৬। ,, শম্ভরাম রিয়াং

মনু থানা—

১। শ্রীজগনবাহাদুর মরসুম
২। ,, আনন্দ রিয়াং
৩। ,, চরণ রূপিনী
৪। ,, ব্রজেন্দ্র রিয়াং
৫। ,, নবল কিশোর ত্রিপুরা
৬। ,, অভিমোহন ত্রিপুরা
৭। ,, লজ্জাবন্ত ত্রিপুরা
৮। ,, লালমোহন ত্রিপুরা
৯। ,, রাজন দেববর্মা
১০। ,, ব্রজলাল ত্রিপুরা
১১। ,, সামন্ত ত্রিপুরা
১২। ,, গতিমোহন ত্রিপুরা
১৩। ,, জীবমোহন ত্রিপুরা

১৪। ,, বিজয় দেববর্মা
১৫। ,, সুকরাই দেববর্মা
১৬। ,, শচীন্দ্র ত্রিপুরা
১৭। ,, মোহিনী ত্রিপুরা
১৮। ,, কোম্পানী কলই
১৯। ,, শচীহাইং ত্রিপুরা
২০। , দুরন্ত কলই
২১। ,, বীরেন্দ্র কলই
২২। ,, নরেন্দ্র কলই
২৩। ,, ইন্দ্রজিৎ কলই রিয়াং

আমবাসা থানা—

১। শ্রীবাসীরায় রিয়াং
২। ,, আনন্দ রিয়াং
৩। ,, কমকতারক কলই
৪। ,, ধর্মসিং মলসম
৫। ,, দহারাই মলসম
৬। ,, মালাচরণ মলসম
৭। ,, অতীন্দ্র আসলোং
৮। ,, লালসান বকি
৯। ,, বিরাট রাংখল
১০। , মংগাচন্দ্র দেববর্মা
১১। ,, কিশোরচন্দ্র কলই
১২। ,, মঙ্গল দেববর্মা
১৩। ,, রবীন্দ্র দেববর্মা
১৪। ,, নরেন্দ্র দেববর্মা

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

১৫। শ্রী বিধান দেববর্মা
১৬। ,, মহেন্দ্র কলই
১৭। ,, বি, কে, রাংকল
১৮। ,, কার্ত্তিক কুমার কলই
১৯। ,, জহিরবাবু কলই
২০। ,, রবিচন্দ্র কলই
২১। ,, শচীন্দ্র দেববর্মা
২২। ,, চিরমোহন ত্রিপুরা
২৩। ,, তপন কলই
২৪। ,, বুধাইরায় কলই
২৫। ,, হরিপদ রাংকল
২৬। ,, রবিকুমার কলই
২৭। ,, নন্দ মলসম
২৮। ,, লালিংসা কুকি
২৯। ,, বিধুরাম রিয়াং
৩০। ,, সুধীর রাংকল
৩১। ,, সীমন রাংকল (ওরফে সিরাম বাংকল
৩২। ,, কাবাজয় রিয়াং
৩৩। ,, ভুকের রুখ্মম
৩৪। ,, সীমন রিয়াং (ওরফে সিংজারাম রিয়াং)
৩৫। ,, নিলঙ্গ কলই
৩৬। ,, মনোবাসী মরসুম
৩৭। ,, দীপেন্দ্র দেববর্মা
৩৮। ,, রামবাবু রিয়া
৩৯। ,, মনহরি কলই
৪০। ,, অভিমান মলসম
৪১। থুকরাই কুকি
৪২। ,, আলো কলই

৪৩। ,, যতন লিয়ানা কলই

৪৪। ,, হিধীলা মারাক

৪৫। ,, মনুজিব মারাক

৪৬। ,, শ্রীমতী যশরাণী

৪৭। ,, রাতাজয় রিয়াং

ছামনু থানা —

১। শ্রীজাহানজয় ত্রিপুরা

২। ,, দশাজয় রিয়াং

৩। ,, শম্ভুজয় রিয়াং

৪। ,, মনীন্দ্র রিয়াং

৫। ,, ধজয় রিয়াং

৬। ,, মনীন্দ্র রিয়াং

৭। ,, তুলারাম রিয়াং

৮। ,, পাথাইরাই রিয়াং

৯। শ্রীমতি রতিবালা মলসম

১০। শ্রীকার্তিক চন্দ্র ত্রিপুরা

১১। ,, কুম্ভরাম রিয়াং

১২। ,, চন্দ্রমোহন রিয়াং

১৩। ,, রবীন্দ্র রিয়াং

১৪। ,, চোলামনি ত্রিপুরা

১৫। ,, বিশ রিয়াং

১৬। ,, ধ্রুবজয় রিয়াং

১৭। ,, বাঁতসা ত্রিপুরা (ওরফে বনমোহন ত্রিপুরা)

১৮। ,, সন্ধ্যু কুমার ত্রিপুরা

১৯। ,, কুকইরাম ত্রিপুরা

২০। ,, লাবরা রিয়াং

২১। ,, সুখজয় ত্রিপুরা

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

২২। শ্রীজমাসিং ত্রিপুরা
২৩। ,, বিশ্বজয় ত্রিপুরা
২৪। ,, বিশিন্দ্র ত্রিপুরা
২৫। ,, হরেনজয় রিয়াং
২৬। ,, সম্পদ ত্রিপুরা
২৭। ,, সুবনজয় ত্রিপুরা
২৮। ,, নূতনজয় ত্রিপুরা
২৯। ,, শক্তিজয় ত্রিপুরা
৩০। ,, [illegible]জয় ত্রিপুরা
৩১। ,, সাধকজয় ত্রিপুরা
৩২। ,, কর্ণজয় ত্রিপুরা
৩৩ ,, ভরত ত্রিপুরা
৩৪। ,, [illegible]জয় ত্রিপুরা
৩৫। ,, চূড়াজয় ত্রিপুরা
৩৬। ,, সুক্ষনা ত্রিপুরা
৩৭। ,, সহান কুমার রিয়াং
৩৮। ,, নিরাজয় ত্রিপুরা
৩৯। ,, সোনা রমাব ত্রিপুরা
৪০। ,, মনিজয় ত্রিপুরা
৪১। ,, বড়দা ত্রিপুরা
৪২। ,, দুর্জয়মনি ত্রিপুরা
৪৩। ,, হেমন্ত ত্রিপুরা
৪৪। ,, আনন্দ ত্রিপুরা
৪৫। ,, যদা কুমার ত্রিপুরা
৪৬। ,, চন্দ্রবিজয় ত্রিপুরা
৪৭। ,, অলিন্দ্র ত্রিপুরা
৪৮। ,, সপর্দ ত্রিপুরা
৪৯। ,, ছোটাকা ত্রিপুরা

কমলপুর থানা—

১। শ্রীননীজয় হালাম
২। ,, শরৎ কুমার জমাতিয়া
৩। ,, মঙ্গলকিশোর দেববর্মা
৪। ,, ধীরেন্দ্র দেববর্মা
৫। ,, কয়ান কুমার দেববর্মা
৬। ,, জয়রাম হালাম
৭। ,, জামিনেশ্বর হালাম
৮। ,, লেবা দেববর্মা
৯। ,, সমন্ত দেববর্মা
১০। ,, সত্যরঞ্জন দেববর্মা
১১। ,, অমিয় হালাম
১২। ,, পুতুল দেববর্মা
১৩। ,, কুমার হালাম
১৪। ,, অশ্বিন মোহন ত্রিপুরা
১৫। ,, চারপাইসোক হালাম
১৬। ,, চারিপুইলা হালাম
১৭। ,, সবল হালাম
১৮। ,, মোহন দেববর্মা
১৯। ,, নানা কুমার দেববর্মা
২০। ,, নকুল দেববর্মা
২১। ,, দেবজয় হালাম
২২। ,, দীনেশ দেববর্মা

গঙ্গানগর থানা—

১। শ্রীমানিক মলসম
২। ,, মহানারা মলসম

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

৩। ,, রবিচরণ মলসম
৪। ,, থনহিরাই রিয়াং
৫। ,, শরনজয় রিয়াং
৬। ,, মৈবারাং রিয়াং
৭। ,, রামবাদিয়া রিয়াং

ফটিকরায় থানা—

১। শ্রীনীহার মারাক
২। ,, হর মারাক
৩। ,, পাল ডারলং
৪। ,, বিজয় সাংমা
৫। ,, এশিয়া দেববর্মা

কৈলাশহর থানা—

১। শ্রীমতি মঙ্গলদেবী ত্রিপুরা
২। শ্রীআড্মা মোহন ত্রিপুরা

অস্ত্রের তালিকা—

১।	এল, এম, জি.—	৩টি
২।	এস. এল. আর—	৮টি
৩।	রাইফেল—	৩৩টি
৪।	চীনা রাইফেল—	১টি
৫।	জি, এফ. রাইফেল—	১টি
৬।	কারবাইন—	১টি
৭।	স্টেনগান	১টি
৮।	পিস্তল (৯ এম, এম.)—	১টি
৯।	রিভলবার (·৩৮)—	২টি
১০।	ডি, বি, বি, এল, গান—	১টি
১১।	এস. বি. বি. এল. গান—	৮টি

গোলা বারুদের তালিকা—

১।	গ্রেনেড—	২৮ (৯ ইউ. এস.)
২।	ব্যালেস্টিক কার্তুজ—	৪০ টি
৩।	বি, ডি, আর, (টি, টি, এন,) ·৩০৩	২২৭৭টি কার্তুজ
৪।	৭·৬২ বি, আর, আর,—	১১৬টি
৫।	এস, এম, জি, (৭·৬২)×৩৮—	৪৩২টি কার্তুজ
৬।	৯ এম, এম, বল—	৪৩২টি
৭।	ইগনেটার সেট ৪ সেক—	২টি
৮।	ইগনেটার সেট ৭ সেক—	৫টি
৯।	চার্জারের টাইপ—	৫০টি
১০।	বোমাডোলাইস—	৩টি

Admitted Starred Question No. 308.

Name of Member :— Shri Samar Choudhury,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to State—

১। বিলোনীয়া বাইখোরা. পি আর বাড়ী, সাব্রুম উদয়পুর এবং সোনামুড়া কোন্ থানায় গত ফেব্রুয়ারী থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ৮ মাসে বিভিন্ন প্রকার অপরাধের জন্য কত সংখ্যক অভিযোগ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

২। ইহা কি সত্য যে, উক্ত এলাকায় নারী ধর্ষন. খুন, গৃহে অগ্নিসংযোগ বে-আইনী অস্ত্র নিয়ে আক্রমনের দ্বারা আহত করা ইত্যাদি অনেক অভিযোগ থাকা সত্বেও দুস্কৃতকারী অপরাধীরা পরপর অপরাধমূলক কাজ ঘটানো সত্বেও থানা পুলিশ থেকে তাদের বিরুদ্ধে কেনে ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই ?

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions& Answers)

ANSWER

Name of the Minister :— **Shri Samir Ranjan Barman, Home Minister Tripura.**

১। গত ১-২-৮৮ ইং হইতে ৩১-১০-৮৮ ইং পর্যন্ত বিলোনীয়া বাইখোরা, পি আর বাড়ী, সাব্রুম, উদয়পুর এবং সোনামুড়া থানায় লিপিবদ্ধ বিভিন্ন প্রকার অপরাধের থানাভিত্তিক ও ঘটনা ভিত্তিক হিসাব নিম্ন তালিকায় দেওয়া গেল : –

থানার নাম	ডাকাতি	খুন	অপ-হরণ	দাঙ্গা হাঙ্গামা	সিঁধেল চুরি	চুরি	বলৎকার	অগ্নি সংযোগ	অন্যান্য	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
রাধাকিশোর-পুর	১	৫	১০	৫৬	১৩	৪১	৩	১৩	১৩৩	২৭৫
বিলোনীয়া	৬	৬	৮	১৮	১৯	৩৫	১	৮	১২৯	২৩০
সারুম	২	১	৪	৬	১৩	১৬	—	৮	৩৬	৮৬
বাইখোরা	—	১	—	৪	১০	৫	১	৬	৩৩	৬০
পি আর বাড়ী	১১	৩	—	১৭	১০	৫	—	২	২৯	৭৭
সোনামুড়া	৩	৩	১২	৩৭	৩৮	৫৮	২	৯	৭৩	২৩৫

২। ইহা সত্য নহে।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 36.

NAME OF MEMBER :— SHRI GOPAL CHANDRA DAS,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to State :—

১। গত ফেব্রুয়ারী ৮৮ থেকে এ পর্যন্ত রাজ্যে কয়টি খুন, আহত, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, আক্রমণ ডাকাতি, রাহাজানি, চুরি, ছিনতাই নারী-ধর্ষণ ইত্যাদি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।

২। এ সমস্ত ঘটনার সঙ্গে জড়িত কতজন দোষী ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার ও কতটি কেইসের চার্জসিট দাখিল করা হয়েছে। এবং

৩। এর মধ্যে কতটি কেইসে কতজনের শাস্তি হয়েছে ?

ANSWER

Name of the Minister :—Shri Samir Ranjan Barman, Home Minister, Tripura.

১নং, ২নং এবং ৩নং
প্রশ্নের উত্তর

গত ফেব্রুয়ারী ৮৮ থেকে [illegible] খুন, আহত, লুটপাট অগ্নিসংযোগ আক্রমণ, ডাকাতি, রাহাজানি, চুরি, ছিনতাই ও নারী ধর্ষণের ঘটনার সঙ্গে জড়িত দোষী ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের সংখ্যা কেইসের চার্জ সিট দাখিলের সংখ্যা এবং যে সমস্ত কেইসে শাস্তি প্রাপ্ত হয়েছে তাদের সংখ্যা নিম্নে তালিকা আকারে দেওয়া গেল ঃ

ঘটনার বিবরণ	ঘটনার সংখ্যা	গ্রেপ্তারের সংখ্যা	চার্জসীট দাখিলের সংখ্যা	শাস্তি প্রাপ্তের সংখ্যা
খুন	১১৩	৩২২	২৬	মামলা বিচারাধীন
আহত	৬৮২	[illegible]	২৫৩	,,
লুটপাট	৬৩৯	১৭৩৮	২৪৮	,,
অগ্নিসংযোগ	২৪২	৯২	২২	,,
আক্রমণ	১১	২৭	৭	,,
ডাকাতি	৫৯	[illegible]	২১	,,
রাহাজানি	৯৫	৭৯	১৮	[illegible]
চুরি-ছিনতাই	৯৭৩	৩২০	১২৬	,,
নারী-ধর্ষণ	৩৭	৪৩	১৭	[illegible]

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Answers & Questions)

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. :—40

Name of Member :— Shri Jitendra Sarkar.

Will the Hon'ble Minister in charge of the Information Cultural Affairs and Tourism Department be pleased to State :

প্রশ্ন	উত্তর
১। ফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ১৫ই নভেম্বর ১৯৮৮ ইং পর্যন্ত তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরে মোট কতজন কর্মচারীকে কতবার করে বদলী করা হয়েছে (তার শ্রেণী ভিত্তিক হিসাব	প্রথম শ্রেণী—নাই দ্বিতীয় শ্রেণী—১৫ জন। তৃতীয় শ্রেণী—[illegible]৫ জন। চতুর্থ শ্রেণী—১৩ জন। মোট—১২৩ জন কর্মীকে বদলী করা হয়েছে।
২। ঐ সব বদলীর জন্য সরকারের কত টাকা খরচ হয়েছে	১ লক্ষ ২৯ হাজার ১ শত ১৭ টাকা ৫১ পয়সা মাত্র।
৩। বামফ্রন্ট সরকারের দশ বছর কাল সময়ে এইরূপ বদলীর সংখ্যা কত ছিল এবং তার সরকারের কত খরচ হয়েছিল ?	১৪. জন। ১ লক্ষ ৬৮ হাজার ৩ শত ৪ টাকা ৭৫ পয়সা মাত্র। (প্রথম পর্যায়ে ১,৫[illegible],৩[illegible]০'২৫ পয়সা এই বাবদ খরচ হয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়ে চূড়ান্ত বদলী ভাতা বাবদ আ. ও ১৬,[illegible]৫০ পয়সা খরচ হয়েছিল)

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. :—41

Name of Members :- Shri Gouri Sankar Reang.

Will the Hon'ble Minister-In charge of the Home Department be pleased to State :—

১। ইহা কি সত্য যে ১৯৮[illegible] [illegible] লাইসেন্সযুক্ত সমস্ত বন্দুক সরকার জমা নিয়ে নিয়েছিলেন,

২। এবং এও কি সত্য যে উক্ত জমাকৃত বন্দুকের কিছু সংখ্যক বন্দুক ফেরৎ দেওয়া হয়েছে,

৩। যদি উভয় ক্ষেত্রে সত্য হয়ে থাকে তবে কত সংখ্যক বন্দুক জমা নেওয়া হয়েছিল, [illegible] ও থানা ভিত্তিক নাম ধাম সহ হিসাব

৪। এবং কত সংখ্যক বন্দুকই বা ফেরৎ দেওয়া হয়েছে? ([illegible] ও থানা ভিত্তিক নাম ধামসহ হিসাব)

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Samir Ranjan Barman,
Home Minister, Tripura.

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Un-Starred Qesution No. 24.

Name of the Member :— Shri Diba Chandra Hrangkhwal.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Departmentbe pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে রাজ্যে ফসল বীমা চালু আছে ;

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

২। ত্রিপুরা রাজ্যে মোট কতজন কৃষককে আজ পর্যন্ত ফসলবীমার আওতায় আনা হয়েছে।

৩। উক্ত ফসলবীমার আওতাধীন কৃষকেরা ফসলবীমা হইতে কি কি ধরনের সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকেন।

৪। বিগত সরকারের আমলে রাজ্যে কতজন উপজাতি কৃষককে ফসলবীমার আওতায় অন্তভুক্ত করেছিল (ব্লক ভিত্তিক)।

৫। বর্তমান সরকার এই আর্থিক বছরে আর কতজন কৃষককে উক্ত ফসলবীমার আওতায় আনার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন। (ব্লক ভিত্তিক)

A N S W E R

MINISTER IN-CHARGE OF AGRICULTURE
(SRI NAGENDRA JAMATIA)

১। হ্যাঁ

২। ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমান বৎসরে খরিফ খন্দ পর্যন্ত ২০.৮০৪ জনকে ফসলবীমার আওতায় আনা হয়েছে।

৩। ফসলবীমার আওতাধীন কৃষকেরা বীমা হতে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকেন সেগুলি এইরূপ :—

ক) ত্রিপুরা রাজ্যে আউস, আমন ও বোরো ধানকে বীমার আওতায় আনা হয়েছে।

খ) এই সমস্ত ধান ফসল চাষের জন্য ব্যাংক থেকে শস্য ঋণ দিয়ে ফসলকে অনিবার্য ভাবে বীমার আওতাভুক্ত করা হয়। বীমার প্রিমিয়ামের টাকা বীমাকারীকে নগদে দিতে হয় না। তাহা ঋণের অন্তভুক্ত থাকে।

গ) ক্ষুদ্র ও প্রান্তীক চাষীদের ক্ষেত্রে প্রিমিয়ামের শতকরা ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সমহারে ভর্তুকী হিসাবে বহন করে।

ঘ) প্রাকৃতিক দুর্যোগে বীমাকৃত ফসলের গড় ফলন নির্ধারিত ফলনের চেয়ে কম হলে বীমাকারী আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ পেয়ে থাকেন।

৪। বিগত সরকারের আমলে মোট কতজন উপজাতি কৃষককে ফসল বীমার আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল তার হিসাব বিভিন্ন ব্যাংক হইতে সংগ্রহাধীন। তবে সব মিলিয়ে যে সংখ্যক কৃষককে ঐ সময়ে ফসলবীমার আওতায় আনা হয়েছিল। কৃষি মহকুমা ভিত্তিক তার হিসাব এইরূপ ঃ—

	কৃষি মহকুমার নাম	বীমাকৃত কৃষকের সংখ্যা
১।	পানিসাগর—	৫১৮
২।	কাঞ্চনপুর —	[illegible]৩৫
৩।	কুমারঘাট —	১,৬৫২
৪।	ছামনু—	২৭১
৫।	সালেমা—	৯৮২
৬।	খোয়াই—	৩৫[illegible]
৭।	তেলিয়ামুড়া	৩১৮
৮।	জিরানিয়া—	১,৭১[illegible]
৯।	মোহনপুর—	৪২[illegible]
১০।	বিশালগড়—	১,৭৪৪
১১।	মেলাঘর—	১,৮৩০
১২।	মাতারবাড়ী—	১,৭২৫
১৩।	অমরপুর—	৩[illegible]৭
১৪।	গন্ডাছড়া—	৭৩
১৫।	কাফা—	৬৪৪
১৬।	রাজনগর—	৬৩৬
১৭।	সাতচান্দ—	৪৪৬
	মোট =	১৬,৭৫২

৫। বর্তমান সরকার এই আর্থিক বৎসরে আর কতজন কৃষককে উক্ত ফসলবীমার আওতায় আনার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন তার কৃষি মহকুমা ভিত্তিক হিসাব এইরূপ ঃ—

	কৃষি মহকুমার নাম	কৃষকের সংখ্যা
১।	পানিসাগর—	১৪০

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Answers & Questions)

২।	কাঞ্চনপুর—	৮০
৩।	কুমারঘাট—	২১০
৪।	ছামনু—	৬০
৫।	সালেমা—	২০০
৬	খোয়াই—	৮০
৭।	তেলিয়ামুড়া—	১৮৫
৮।	জিরানিয়া—	২৮৫
৯।	মোহনপুর—	১৮৫
১০।	বিশালগড়—	৪৮৫
১১।	মেলাঘর	৩৭৫
১২।	মাতারবাড়ী	৩৪০
১৩।	অমরপুর—	১৫০
১৪।	গন্ডাছড়া—	৭
১৫।	বগাফা—	১৫০
১৬।	রাজনগর—	১৫০
১৭।	সাতচাঁদ—	১৫০
	মোট=	৩,১৭২

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. :—45

Name of the M.L.A.—Shri Samar Choudhuri.

Minister in charge of the Statistical Department.

প্রশ্ন

১। গত ১লা এপ্রিল ১৯৮৮ ইং থেকে ৩০শে অক্টোবর ১৯৮৮ ইং পর্যন্ত সময়ে ত্রিপুরার বিভাগীয় শহর সমূহ রাজধানী শহর আগরতলা এবং সমষ্টি উন্নয়ন সংস্থা কেন্দ্র শহরগুলিতে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য সূচক ১৯৬১-১০০ ভিত্তিতে কত বেড়েছে? (প্রতিটি শহর ভিত্তিক পাইকারী ও খুচরা পৃথক পৃথক হিসাব)

উত্তর

১। রাজধানী আগরতলা শহরের মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের (খ.চ. I) ভোগ্যপণ্য মূল্য সূচক (১৯৬১-১০০) এপ্রিল ১৯৮৮তে ৭৪১ পয়েন্ট থেকে বেড়ে অক্টোবর ১৯৮৮তে ৮১৮ পয়েন্ট হয়েছে।

রাজধানী আগরতলা শহর ছাড়া অন্য কোন শহরের জন্য কোন রকম ভোগ্য পণ্য মূল্য সূচক তৈরী করা হয় না।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House (Ujjwayanta palace). Agartala on Friday, the 6th January, 1989 at 11 A.M.

PRESENT

Shri Jyotirmoy Nath, Speaker in the Chair the Chief Minister, 6 Ministers, 9 Ministers of State, the Deputy Speaker and 37 Members,

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম ডাকিলে তিনি তার নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে-কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক।

শ্রী অমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার— ৫২

শ্রী অরুণকুমার কর (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৫২

—: প্রশ্ন :—

১) বিলোনীয়া মহকুমার বি কে আই এবং আর্য্যকলোনী হাইস্কুল কম্বাইন স্কুল কি না,

২) ঐ স্কুলগুলির বাউণ্ডারী ওয়াল আছে কি না, এবং

৩) না থাকিলে বাউণ্ডারী ওয়াল করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

—: উত্তর :—

১) বিলোনীয়া মহকুমার আর্য্যকলোনী হাইস্কুল কো-এডুকেশানাল স্কুল কিন্তু বি কে আই কো-এডুকেশানাল স্কুল নয়।

২) বাউণ্ডারী ওয়াল নাই। ৩) বর্তমানে নাই।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপ্লিমেণ্টরী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, বাউণ্ডারী ওয়াল না থাকাতে যে কম্বাইন স্কুলে নানা ধরনের অসুবিধা সৃষ্টি হচ্ছে, কাজেই শিক্ষার স্বার্থে বাউণ্ডারী ওয়ালগুলি তাড়াতাড়ি করতে দেওয়া প্রয়োজন এবং এইটা এলাকাবাসীর দীর্ঘ।

তারিখ—৬'১/৮৯ইং,

দীর্ঘ দিনের দাবী এবং তৎসঙ্গে স্কুলগুলির সুশৃংখলা রক্ষার পক্ষে এই বাউণ্ডারী ওয়াল একান্ত প্রয়োজন কাজেই, এইটা তাড়িতাড়ি করার পরিকল্পনা সরকার হাতে নেবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅরুণকুমার কর (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অর্থ সংস্থানের উপর নির্ভর করে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নুতন কাজ হাতে নেওয়া হয়, তাই বর্তমানে শুধুমাত্র বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং বালিকা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি করার জন্য এবং তৎসংলগ্ন বালিকা ছাত্রীগুলির জন্য প্রয়োজনের ভিত্তিতে নুতন পাকা বাউণ্ডারী ওয়াল নির্মাণ করার প্রস্তাব আছে। কাজেই অর্থ সংস্থানের সুবিধা হলে পরবর্তীকালে উপযুক্ত সময়ে তা বিবেচনা ও পরীক্ষা করিয়া দেখা হবে।

শ্রীনকুল দাস (রাজনগর) :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই যে বালিকাদের ছাত্রী নিবাস সেই কথা হল তাতে সেই দুই তিন বছর আগে যে গুলির জন্য অর্থ মঞ্জুর করা আছে সেই সমস্ত কাজও এখনও হয়নি এই গুলির কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য দপ্তর কি উদ্যোগ নিবেন ?

শ্রী অরুণকুমার কর (মন্ত্রী) :— সুনির্দ্দিষ্টভাবে বললে তা দেখা হবে।

শ্রী গৌরী শংকর রিয়াং (শান্তিরবাজার) :— সাপ্লিমেন্টরী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদর জানিয়েছেন যে, বাউণ্ডারী ওয়ালগুলির কোন পরিকল্পনা নাই। আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন বিদ্যালয়গুলির মধ্যে শুধু বালিকা বিদ্যালয়ই না সমস্ত ধরনের বিদালয়গুলির মধ্যে বাউণ্ডারী ওয়াল না থাকাতে জিনিষ-পত্র স্কুল ঘর থেকে কেন, বিভিন্ন লাইট ও আসবাবপত্র প্রভৃতি দামী জিনিষপত্রগুলি দিনের পর দিন চুরি হয়ে যাচ্ছে এই ব্যাপারে কোন প্রটেকশান যদি না দেওয়া হয় তা হলে সরকার যতই উদ্যোগ নেন না কেন আমাদের প্রচেষ্টা সফল হবে না। এই জন্যই আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করছি যে, এই সব তথ্য তিনি নিশ্চয়ই জানেন বা যদি না জেনে থাকেন তাহলে তথ্য গুলি নিয়ে এইগুলির উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পরিকল্পনা করবেন কি না ?

Questions and Answers,

শ্রী অরুণকুমার কর (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্যের সঙ্গে আমিও একমত, যদি বাউণ্ডারী ওয়াল দেওয়া যেত তাহলে পরে সম্পত্তির নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা যেত, আমাদের অর্থের সংস্থানের প্রশ্নটা এইটার সঙ্গে জড়িত। কাজেই অর্থ সংস্থান করতে পারলে উপযুক্ত সময়ে তা বিচার বিবেচনা করে দেখা হবে।

শ্রী বাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) :— স্যার, বিলোনীয়ার বি কে আই যে স্কুলটা সেটা কম্বাইন না। যেহেতু বিজ্ঞান পড়ার সেখানে কোন সুযোগ নাই সেই জন্য মেয়েদেরকে সেই বি কে আইতে ভর্ত্তি করা হয়, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এইটা জানাবেন কি যে বিলোনীয়াতে দ্বাদশ বিদ্যালয় যেটা আছে মেয়েদের সেখানে বিজ্ঞান বিভাগ খুলে ছাত্রীদের আরও বিজ্ঞান পড়ার যাতে সুযোগ হয় তার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কি না ?

শ্রী অরুণকুমার কর (মন্ত্রী) :— এইটা আলাদা প্রশ্ন, আলাদাভাবে প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া যাবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী গৌরী শংকর রিয়াং।

শ্রী গৌরী শংকর রিয়াং (শান্তিরবাজার) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৭৬

মিঃ স্পীকার :— এডমিটেড কোয়াটার নাম্বার--৭৬।

শ্রী দ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৭৬।

প্রশ্ন

১। ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট এ বর্তমানে মোট কতজন উপজাতি কর্মচারী নিযুক্ত আছেন,

২। এই ডিপার্টমেন্ট-এর নিয়োগ এবং পদোন্নতির ক্ষেত্রে ১০০ পয়েন্ট রোস্টার মানা হয়েছিল কিনা,

৩। যদি না মানা হয়ে থাকে তবে তার কারণ ?

৪। বর্তমান সরকার এ ব্যাপারে কিরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের চিন্তা করছেন ?

উত্তর

১। ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট এ বর্তমানে ২৮৯ জন উপজাতি কর্মচারী নিযুক্ত আছেন।

২। এই ডিপার্টমেন্টে নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্র ১০০ পয়েন্ট রোস্টার মানা হয়েছিল।

৩। প্রশ্নই উঠেনা।

৪। প্রশ্নই উঠেনা।

শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা (আশারামবাড়ী) :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে ২৮৯ জন উপজাতি কর্মচারী আছে কিন্তু তার মধ্যে কোন লস্কর আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ?

শ্রী দ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, লস্কররা যেহেতু ট্রাইবেল নয় সেহেতু ২৮৯ জনই ট্রাইবেল।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী বিদ্যা দেববর্মা।

শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা (আশারামবাড়ী) — এডমিটেড কোয়েশ্চন নাম্বার—১৫২।

মিঃ স্পীকার :— এডমিটেড কোয়েশ্চন নাম্বার—১৫২।

শ্রী দ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৫২

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে কেন্দ্রীয় সরকার লস্কর সম্প্রদায়কে তফসিলী উপজাতি ভুক্ত বলে গণ্য না করার জন্য রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন ?

২ যদি সত্য হয় তবে সেই নির্দেশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং

৩। রাজ্য মন্ত্রী সভা এই সিদ্ধান্ত কবে থেকে কিভাবে কার্য্যকরী করছেন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, লস্কর সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদিগকে উপজাতি হিসাবে গণ্য না করিবার জন্য ভারত সরকারের কল্যাণ মন্ত্রক হইতে একটি নির্দেশ পাওয়া গিয়াছে।

২। যেহেতু লস্কর সম্প্রদায়ের নাম রাষ্ট্রপতি আদেশনামায় অন্তর্ভুক্ত ত্রিপুরার ১৯টি উপজাতি ভুক্ত গোষ্ঠির মধ্যে স্থান পায় নাই, সেহেতু উক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ ত্রিপুরায় উপজাতি হিসাবে গণ্য হইবে না।

৩। লস্কর সমপ্রদায়ভুক্ত কতিপয় ব্যাক্তি কর্তৃক সুপ্রিম কোর্টে রজুরিট আবেদনের উপর সুপ্রিম কোর্ট যে আদেশ দিয়াছিলেন, সে আদেশ সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার মন্ত্রকের সহিত পরামর্শক্রমে বিস্তারিত জানাইবার জন্য রাজ্য সরকার ভারত সরকারের নিকট অনুরোধ করিয়াছিলেন। উক্ত বিষয়ে ভারত সরকারের নিকট হইতে কোন উত্তর এখনও পাওয়া যায় নাই।

শ্রী গৌরী শংকর রিয়াং :-- সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে লস্কর সমপ্রদায় ত্রিপুরার ১৯টি উপজাতি ভুক্ত গোষ্ঠির মধ্যে স্থান পায় নাই। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে এতদিন তারা কি করে এস, টি বেনিফিট পেয়েছিল এটা মাননীয় মন্ত্রী খতিয়ে দেখবেন কি এবং এ ব্যাপারে সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেবেন কি ?

শ্রী দ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— মি. স্পীকার স্যার, লস্কর সমপ্রদায়ের ঘটনা গত ৪০ বছরের ঘটনা। মহারাজার আমল থেকে বাঙালী সমপ্রদায়ের একটা গোষ্ঠীকে দেশী ত্রিপুরী হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল এবং সেই দেশী ত্রিপুরী নামের সুবিধা তারা গত ৪০ বছর ধরে ভোগ করে আসছে। ১৯ ৮ সাল থেকে এই লস্কর সমপ্রদায়কে আর উপজাতি সার্টিফিকেট দেওয়া হয়নি।

শ্রী দীনেশ দেববর্মা (সালেমা) :—সাপ্লিমেন্টারি স্যার, এটা কি ঠিক যে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দেওয়া সত্বেও লস্কর সমপদায়কে চাকুরী-বাকুরী প্রভৃতি ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে ?

শ্রী দ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে ভারত সরকারের কল্যান দপ্তর থেকে যে নির্দেশ এসেছে তাহাতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, প্রাথমিক দিক দিয়ে এবং ভাষা ও চালচলন ইত্যাদি দিক দিয়ে এইটা উপজাতি ক্রাইটিরিয়াতে পড়েনা তারপর লস্কর সমপ্রদায় থেকে এই সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টে কেস করা হয় এবং সেখানে সুপ্রীম কোর্টের ইনটেরিম রায়ে এইটা বলা হয় যে, আগে যারা সার্টিফিকেট হোল্ডিং করছে তাদের ব্যাপারে যেন ষ্টেটাস কো মেনটেইন করা হয়।

শ্রী বাদল চৌধুরী :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এইখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে বিবৃতি দিলেন তার উপর আমি প্রথমতঃ বলতে চাই যে, এখানে সুপ্রীম কোর্ট কি রায় দিয়েছেন সেইটা নির্দিষ্ট করে বলা দরকার। কারণ আমরা যতটুকু জানি সুপ্রীম কোর্ট তার রায়ে বলেছেন যে, ভারত সরকার এই সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন এবং ভারত সরকারও এই সম্পর্কে তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু এখন যেহেতু এই জোট সরকারের মন্ত্রী সভা বিপাকে পড়েছেন কারন এখানে এই জোট

সরকারের স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীই এই লস্করদের হয়ে ওকালতী করছেন, তাদের ডেপুটেশন অরগেনাইজ করছেন, আর উপজাতি যুব সমিতির মাননীয় মন্ত্রীরা এবং নেতারা তাদের ছাত্র সংগঠনকে দিয়ে চাপ সৃষ্টি করেছেন। কাজেই এই সব বলে তারা এখানে এই ব্যাপারটাকে ঘোলাটে করবার চেষ্টা করছেন। এই ভাবে তারা উপজাতি গরীব জনগনের সুযোগ সুবিধা কমিয়ে দিয়ে তারা তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছেন এবং এই জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে মিথ্যা ভাষণ দিচ্ছেন, সঠিক তথ্য দিচ্ছেন না। কারণ এখন এই ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্টের কোন প্রশ্নই আসেনা। সেই ভারত সরকার সিদ্ধান্ত নেবার পর আবার তার বিবেচনার জন্য মতামত চাওয়ার জন্য এইটা কেনই বা এই প্রশ্ন আসে? এইটা কি উপজাতি অংশের মানুষের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা নয়! এইখানে তাদের কোটার মধ্যে অন্যান্য অংশের মানুষকে ঢুকিয়ে দেবার জন্যে মন্ত্রী সভার এই জঘন্য ষড়যন্ত্র-এইটা তারা পরিস্কার করবেন কি না?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্য মন্ত্রী) ;— মাননীয় স্পীকার স্যার, যারা সুপ্রীম কোর্টের কথা বলে তারা কিন্তু এই সুপ্রীম কোর্টের রায়, হাই কোর্টের রায় বা অন্য কোন কোর্টের রায় মানেন না। সেই জন্যই তারা এই সমস্ত কথাবার্তা বলছেন। এইটাতে আমার কেবিনেট সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, লস্কর এজ পার

দ্যা লেটার অব্ দ্যা গভার্ণমেন্ট অব্ ইণ্ডিয়া-দে আর নো লংগার দ্যা এস, টি। সেই অনুসারে সরকার নির্দেশ দিয়েছেন যে, নো সার্টিফিকেট উয়িল বি ইসুউড। সেকেণ্ড বলা হয়েছে যে, দৌজ হো আর হোল্ডিং দিজ সার্টিফিকেট দিজ কেননট বি কেনসেলড। এবং সে সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টেরও রায় রয়েছে। কারণ এই কথা বলেই সুপ্রীম কোর্ট একটা লাইন লিখেছে যে পারসন হো আর হোল্ডিং সার্টিফিকেট-দেয়'র বেনিফিট কেননট বি উয়িদ্‌ড্রন। কাজেই এই দিক দিয়ে এই দুইটি ক্ল্যারিফিকেসানের জন্য পাঠানো হয়েছে এবং এই সম্পর্কে ক্ল্যারিফিকেসান এলে সরকার সিদ্ধান্ত নেবেন।

শ্রী সমর চৌধুরী (ধনপুর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় হাইকোর্টের রুলস্ রেফার করেছেন। কিন্তু সুপ্রীম কোর্টের রায়ে কি বলেছেন এরা উপজাতি নয় এরা উপজাতি হতে পারে না। এবং এ ক্ষেত্রে ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত নেবার প্রশ্ন রয়েছে? কাজেই ভারত সরকারের কাছে সেটা কনসিডারেশনে রয়েছে এবং এই কনসিডারেশন থাকা অবস্থায় সুপ্রীম কোর্ট এই সম্পর্কে আর কোন ভারডিক্ট দেবার প্রয়োজন মনে করেন না। এটা খুবই পরিস্কার পাচ্ছি। দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো এরপর যদি কোথাও প্রশ্ন দেখা দেয় তবে নতুন করে মামলা করা

হবে ভারত সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। কাজেই আমরা বলতে চাই যে, রাজ্য সরকার ভারত সরকারের কাছ থেকে যে নোটিশ পেয়েছেন সেটা ইপ্লিমেন্ট করা হয়েছে কি না? আর কোন তারিখ এই সারকুলার রিসিভ করেছেন এই গভার্ণমেন্ট আর এখন পর্য্যন্ত কত দিনের মধ্যে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এইটা ইপ্লিমেন্টেশনের জন্য ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্য মন্ত্রী) — মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্ট যে ক্লিয়ারেন্স দিয়েছেন সেটাতে তারা কোথাও এই কথা বলেননি যে তারা এস. টি. বা এস. সি. কি না। সুপ্রীম কোর্ট সেটা ভার দিয়েছেন সরকারের উপর। সরকারের সিদ্ধান্ত সুপ্রীম কোর্টের কাছে গেলে পরে সুপ্রীম কোর্ট তার সিদ্ধান্ত দেবে। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে পার্লামেন্টারী কমিটি রিভিউ করবেন এবং সেই রিভিউ-এর পর আসে প্রকৃত সিদ্ধান্ত। কাজেই সেটা এখন সরকারের ক্ল্যারিফিকেশনের প্রয়োজন রয়েছে যেহেতু দ্যা কেস ইজ স্টিল পেণ্ডিং।

শ্রী সমর চৌধুরী :— স্যার, সুপ্রীম কোর্টের টোট্যাল রুলিং এখুনি এখানে উপস্থিত করা হোক। সমস্ত জিনিষটা থেকে মুখ্যমন্ত্রী ডাইভার্ট করছেন।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, দেওয়া হবে। এক ঘন্টা সময় আমি চাই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী সুকুমার বর্মণ

শ্রী সুকুমার বর্মণ (নলছড়) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭০।

শ্রী অরুণ কুমার কর (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭০।

প্রশ্ন	উত্তর
১। বর্তমানে রাজ্যে মোট কতটি ছাত্রী নিবাস আছে ?	১। ১২টি
২। প্রত্যেক ছাত্রী নিবাসের সাথে কেয়ার টেকার আছে কিনা এবং প্রত্যেক ছাত্রী নিবাসে প্রয়োজনীয় আসবাব ও ইউটেনসিল আছে কি ?	২। ছাত্রী নিবাসে কেয়ার টেকারের কোন পদ নাই। তবে প্রত্যেকটা ছাত্রী নিবাসে একজন শিক্ষক বা শিক্ষিকা সুপারিনটেনডেণ্টের দায়িত্বে থাকেন। প্রয়োজন অনুযায়ী আসবাবপত্র ও ইউটেনসিল সরবরাহের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়ে থাকে।
৩। মেলাঘর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী নিবাস এখনো চালু না করার কারণ কি ?	৩। ছাত্রী নিবাসটির নির্মাণ কাজ এখনও পুরো পুরি সম্পূর্ণ না হওয়ার জন্য চালু

	করা হয় নাই।
৪। উক্ত চলতি আর্থিক বছরে ছাত্রী নিবাসটি চালু করা হবে কিনা ?	৪। যথা সময়ে ছাত্রী নিবাসটি চালু করা হবে।

শ্রী সুকুমার বর্মণ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ,আমি যতটুকু জানি এটার কাজ শেষ এবং তাতে স্কুলের জায়গা না হওয়াতে এই ছাত্রী নিবাসের মধ্যে স্কুলের ক্লাস চলছে। এটা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে ?

শ্রী অরুণকুমার কর—মিঃ স্পীকার, স্যার, মেলাঘর ছাত্রী নিবাসের নির্মাণ কাজ এখনও শেষ হয় নাই। ৮।১২।৮৮ ইং তারিখের রিপোর্ট অনুযায়ী জানা যায় যে ছাত্রী নিবাসের ইউরিন্যাল, লেট্রিন এবং সুপারিণ্টেণ্টের কোয়ারটারের কাজ অসম্পূর্ণ আছে। ইহা ছাড়া ও বৈদ্যুতিকরণের কাজ এখনও শেষ হয় নাই। ছাত্রী নিবাসটি নির্মাণের কাজ শেষ হলেই অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে ছাত্রী নিবাসটি চালু করার ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়া বাউণ্ডারী ওয়াল তৈরী করা ও একান্ত প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার ডিপার্টমেণ্ট শুধু হোস্টেলের বাড়ী তৈরী করে। কেন্দ্রের পরিকল্পনা অনুযায়ী রাজ্য সরকারের খরচে কমপাউণ্ড ওয়াল, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কোয়ারটার, লেট্রিন, ইউরিন্যাল তৈরী ও বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থা করে মেয়েদের হোস্টেল চালু করতে সময় লাগে।

শ্রী মাখনলাল চক্রবর্তী (কল্যাণপুর):— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে খোয়াইতে বালিকা ছাত্রী নিবাসটি সেখানে দীর্ঘদিন যাবত কোন স্টাফ কোয়ার্টার নেই, সুপারিনটেডেণ্ট এর কোয়ারটার নেই এবং যে ওয়াল আছে সেটা ও ভাঙ্গা। সুপারিণ্টেণ্ডের কোয়ার্টার না থাকাতে উনি এখানে থাকতে পারছেন না। এইগুলি কবে পর্যন্ত করা হবে এবং এই ব্যাপারে সরকার কি চিন্তা করছেন ?

শ্রী অরুণকুমার কর (মন্ত্রী):— এটা আলাদা প্রশ্ন করলে জবাব দেওয়া হবে।

শ্রী মাখনলাল চক্রবর্তী:— আলাদা প্রশ্ন কেন হবে ? রাজ্যে কয়টা ছাত্রী নিবাস আছে এটা কেন আলাদা প্রশ্ন হবে ?

মিঃ স্পীকার— মাননীয় সদস্য শ্রী ফয়জুর রহমান (কুতি) এ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭৮।

শ্রী অরুণ কুমার কর (মন্ত্রী):— মিঃ স্পীকার, স্যার, এ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭৮

প্রশ্ন

১। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর মোট কতজন ক্লাশিক্যাল টিচারস ও কতজন এরাবিক টিচার্স নিয়োগ করা হয়েছে ?

২। যদি না হয়ে থাকে, তাহলে তার কারণ ?

উত্তর

১। কোন ক্লাসিক্যাল টিচার্স নিয়োগ করা হয় নি।
২। নিয়োগ করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

শ্রী ফৈজুর রহমান :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটা কি ঠিক যে বর্তমান সরকার শুধু ক্লাসিক্যাল বা এরাবিক শিক্ষকই নিয়োগ করেন নি, অন্যান্য দপ্তরের প্রয়োজনে কোন নিয়োগই করতে পারছেন না, কারণ প্রিন্সিপাল সেক্রেটারীর একটা সাকুলারে তার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে ?

শ্রী অরুণকুমার কর (মন্ত্রী) :— স্যার, যাবতীয় শিক্ষক নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এবং সেই ব্যবস্থা সম্পুর্ণ হলেই তাদের নিয়োগপত্র দেওয়া হবে।

শ্রী নকুল দাস :— শান্তির বাজার এবং বগাফাতে মাদ্রাসা স্কুল রয়েছে, এছাড়া আরও অনেক জায়গায় অন্যান্য স্কুল রয়েছে, সেগুলির মধ্যে এরাবিক শিক্ষকের অভাব, মোট কথায় কোন এরাবিক শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না। কাজেই এরাবিক জানেন এই রকম শিক্ষক পাওয়ার জন্য এবং যথাযথ শিক্ষক নিয়োগের জন্য সরকার কি উদ্যোগ নেবেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅরুণকুমার কর (মন্ত্রী) :— স্যার, ক্লাসিক্যাল শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে যথাযথ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে এবং তার যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পুর্ণ হলেই তাদেরকে নিয়োগপত্র দেওয়া হবে।

শ্রী রতনলাল ঘোষ (খয়েরপুর) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বিগত ১০ বছরে অর্থাৎ বামফ্রন্টের শাসন কালে এই রাজ্যে মোট কতজন এরাবিক শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছিল জানাবেন কি ?

শ্রী অরুণ কুমার কর (মন্ত্রী) :— স্যার, এর জন্য আলাদা প্রশ্ন করলে, আমি তার জবাব দেব।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস (সুরমা) :— ক্লাসিক্যাল অথবা এরাবিক শিক্ষকের নিয়োগের জন্য সরকার কি কি উদ্যোগ নিয়েছেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী অরুণকুমার কর (মন্ত্রী) :— বিভিন্ন শূন্য পদে নিয়োগের জন্য সরকার ইতিমধ্যে জব ফর্ম এবং এ্যাপ্লিকেশান আহ্বান করেছেন, সেগুলির প্রসেসের কাজ শুরু হয়ে গেছে। কাজেই যাবতীয় কাজ সম্পূণ হলেই আমরা যথা সময়ে নিয়োগপত্র দিতে পারব।

শ্রী রসিকলাল রায় (সোনামুড়া) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা কি ঠিক যে, গত ১০ বছরে অর্থাৎ বিগত বামফ্রন্টের আমলে একজন এরাবিক শিক্ষকও নিয়োগ করা হয়নি যদিও বিভিন্ন সময়ে যারা

এ পদে ছিল, তাদের রিটায়ারমেন্ট অথবা মারা যাওয়ার পর অনেক শূন্য পদ পড়ে থাকা সত্বেও ?

শ্রী অরুণকুমার কর (মন্ত্রী) :— স্যার, মক্তব বা মাদ্রাসার জন্য যে-সব শিক্ষক নিয়োগ করা হয়, তা একটা বে-সরকারী কমিটিই নিয়োগ করে থাকেন এবং তারা নিয়োগপত্র দেওয়ার পর সরকারের এ্যাপ্রুভালের জন্য পাঠাইলেই তার এ্যাপ্রুভাল দিয়ে দেওয়া হয় ।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, যে এই সব ক্লাসিক্যাল এবং এরাবিক শিক্ষক নিয়োগের জন্য জব ফর্ম এবং এ্যাপ্লিকেশান আহ্বান করা হয়েছে। তা যদি হয়, তাহলে এসব বে-সরকারী নিয়োগের ক্ষেত্রে জব ফর্ম পূরণ করার আওতায় আসে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে এই প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি। আমরা লক্ষ্য করছি যে ক্লাসিক্যাল টিচাস নিয়োগের জন্য বিরোধী দলের সদস্যরা ভীষণ উদ্‌বিগ্ন, কারণ তাদের দশ বছরের শাসন কালে একজন এরাবিক টিচারকেও এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেন নি। আমরা জানি যে পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের সিলেবাস অনুযায়ী এটাথার্ড লেঙ্গুয়েজ ছিল, সাধারণত ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত কোন ছাত্র ছাত্রী সংস্কৃত অথবা এরাবিক নিয়ে পড়াশুনা করতে হত, আর এটাই ছিল রীতি। অথচ বিগত সরকার এর জন্য একজন এরাবিক টিচারও নিয়োগ করেন নি। এটা হচ্ছে চিত্র। এবং সেই ক্লাসিকেল ল্যাংগুয়েজকে তাঁরা কোথায় এনে দাঁড় করিয়েছে। স্যার, এখানে ক্লাসিকেল এডুকেশানের প্রশ্নে এটা আনা হয় নাই। এটা আনা হয়েছে একটা সামপ্রদায়িক জিগির তোলার জন্য। এটা খুব খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে এটা করা হচ্ছে-আমি তাদের হুসিয়ার করে দিতে চাই। আর ২ নম্বর হচ্ছে বঞ্চিত হচ্ছে যারা মাইনরিটি তারা। যার ফলে বহু ডিপ্রাইভেশান হচ্ছে-যারা এরাবিক শিক্ষা নিচছে তারা। এবং এই সরকার ক্লাসিকেল এডুকেশানের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করছে। (ইন্টারাপশান) এবং এখন থেকে আমরা সেই ব্যবস্থা নিচছি। (ইন্টারাপশান)।

মিঃ স্পীকার :— নো আদার সাপ্লীমেন্টারী-প্লীজ সিট ডাউন-মাননীয় সদস্য শ্রী দিবা চন্দ্র রাঙ্খল।

শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল (কুলাই) :— কোয়েশ্চান নং ২০৯

শ্রী দ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— কোয়েশ্চান নং ২০৯

প্রশ্ন	উত্তর
১। উপজাতি ছাত্র ছাত্রীদের সুবিধার্থে শিলং,	শিলং এবং দিল্লীতে এই ধরনের ছাত্রাবাস

গৌহাটি ও দিল্লীতে উপজাতি ছাত্রবাস ও ছাত্রী-বাস তৈরী করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

তৈরীর পরিকল্পনা সরকারের আছে। গৌহাটিতে এই ধরনের ছাত্রাবাস বা ছাত্রীর-আবাস তৈরীর পরিকল্পনা সরকারের নেই।

২। যদি থাকে তাহা হইলে কবে নাগাদ কাজটি হাতে নেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ?

১৯৮৯-৯০ সনের খসড়া পরিকল্পনায় দিল্লীতে ও শিলংয়ে দুটি ছাত্রাবাস তৈরী করার প্রস্তাব রাখা হইয়াছে। যোজনা কমিশনের অনুমোদন ও উপযুক্ত জমি পাওয়া গেলে ছাত্রাবাস তৈরীর কাজে হাত দেওয়া হবে।

৩। যদি না থাকে তাহা হইলে তার কারণ ?

প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল :— মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন শিলং এবং দিল্লীতে উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ছাত্রাবাস করার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছেন। কিন্তু শিলংয়ে যে আবাসটি তৈরী করা হচছে সেটি কি শুধু ছাত্রদের জন্য না সেখানে ছাত্রীরাও থাকতে পারবে-আর সেখানে আসন সংখ্যা কত ? আর সেখানে মেয়েদের জন্য কোন মহিলা ইনচার্জ রাখার ব্যবস্থা আছে কি না ?

শ্রী দ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা সরকারে আসার পর বাহিরে পড়াশুনা করার জন্য উপজাতি ছাত্র ছাত্রীদের জন্য শিলং এবং দিল্লীতে হোস্টেল করার একটা পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি। আপাততঃ ছাত্রীদের ব্যবস্থা না হলেও ছাত্রদের জন্য শিলং-এ একটা ঘর ভাড়া করা হয়েছে. ৫০ জন ছাত্র থাকতে পারবে এবং এর মাসিক ভাড়া হলো ৬ হাজার টাকা। মেঘালয় সরকার যখন আমাদেরকে জায়গা দেবেন তখন আমরা ছাত্রাবাস তৈরী করব। আরেকটা আমরা দিল্লীতে লেখালেখি করেছি জায়গা অ্যালটমেনটের জন্য, আমাদের সম্মতি চাওয়া হয়েছে, আমরা সম্মতি দিয়েছি আমরা যমুনার কাছে একটা জায়গা দেখেছি। এটা ম্যাটেরিলাইজ করতে একটু সময় লাগবে। এর জন্য গত যোজনা কমিশনের মিটিং-এ ৫ লক্ষ টাকা ইয়ার-মার্ক করে রাখা হয়েছে।

শ্রী সমর চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কোন্ কোন্ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্য সরকার এই ছাত্রাবাসগুলি নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছেন যেখানে ত্রিপুরাতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, এখানে ও তারা শিক্ষা নিতে পারে। কিন্তু সেটা না করে কি কি বিষয়ে উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য সরকার দিল্লী এবং শিলং এ হোস্টেল করার সিদ্ধান্ত নিলেন সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রী দ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি খুব আনন্দিত এই জন্য যে শিলং এবং দিল্লীতে উপজাতি ছাত্র ছাত্রীদের জন্য সরকার যে হোস্টেল করছেন তার বিরোধীতা করে বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য যিনি এক সময় মন্ত্রী ছিলেন, তিনি বিরোধীতা করছেন। উনি বলেছেন কি কি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হবে। "এ" থেকে "জেড" আরম্ভ করে সমস্ত কিছুই শিক্ষা দেওয়া হবে।

শ্রী সমর চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে সরকারী যে ব্যবস্থা রয়েছে সেই ব্যবস্থার মধ্যে এখানকার ট্রাইবেল এবং নন ট্রাইবেল ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

শ্রী দ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না উনি কি বলতে চাইছেন। আগরতলাতে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। সেখানেও ছাত্ররা পড়াশুনা করছে। ভারতবর্ষে তো অনেক কিছু আছে, তবু ওয়াশিংটনে চীনে, রাশিয়াতে ছাত্র ছাত্রীদের পাঠান হয়। এখানে ট্রাইবেলদের শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, তবুও আমরা বিবেচনা করছি, বাইরেও পড়ার ব্যবস্থা করার জন্য। আমরা শুধু কমিউনিজমের শিক্ষার কথা ভাবি না, সব শিক্ষাই যাতে পেতে পারে সেই ব্যবস্থা করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস।

শ্রী গোপালচন্দ্র দাস (শালগড়া) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এ্যাডমিটেড স্টাফ কোয়েশ্চান নং ২৩১।

মিঃ স্পীকার :— এ্যাডমিটেড স্টার্ট কোয়েশ্চান নং— ২৩১।

শ্রী অরুণকুমার কর :— মিঃ স্পীকার, স্যার, এ্যাডমিটেড স্টার্ট কোয়েশ্চান নং— ২৩১।

প্রশ্ন

১। বিদ্যালয়ের সকল স্তরের ছাত্র ছাত্রীদের সস্তা দরে পাঠ্য পুস্তক ও শিক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। থাকিলে সরকার এ ব্যাপারে এ পর্য্যন্ত কি কি উদ্যোগ নিয়েছেন ?

উত্তর

১। আপাততঃ নেই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী গোপালচন্দ্র দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এটা জানা আছে কি, কংগ্রেসী নির্ব্বাচনী ইস্তাহারে যে ২৬ দফা কর্ম্মসূচী অন্তভুক্ত ছিল বিদ্যালয়ের সকল স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের সস্তা দরে পাঠ্য পুস্তক সরবরাহ করা হবে। কিন্তু আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম, জোট সরকারের উত্তর দেখে যে, কোন পরিকল্পনাই নেই তাহলে ত্রিপুরার জন সাধারণকে যেসব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তা রক্ষা করা হবে কিনা তা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন ?

শ্রী অরুণকুমার কর(মন্ত্রী) :— সরকার বাজার মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে ন্যাশনালাইজড টেকস্ট বুক ১ম থেকে ৫ম শ্রেণী পর্য্যন্ত সরবরাহ করে থাকেন। আর কক-বরক পুস্তক বিনা মূল্যে ১ম থেকে ৫ম শ্রেণী পর্য্যন্ত সরবরাহ করে থাকেন। কাজেই সকল স্তরের ছাত্র ছাত্রীদের সস্তা দরে না দেওয়া হলেও, নির্ব্বাচনের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যা আছে তা সবই ধাপে ধাপে রক্ষা করা হবে।

শ্রী গোপালচন্দ্র দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে উত্তর দিলেন তা নট সেটিসফেক্টরি। বিদ্যালয়ের সকল স্তরের ছাত্র ছাত্রীদের সস্তা দরে পাঠ্য পুস্তক সরবরাহ করা হবে বলে জোট সরকারের নির্ব্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, সে সম্পর্কে আপনি অবগত আছেন কিনা ?

শ্রী অরুণকুমার কর (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি সুস্পষ্ট ভাবে উত্তর দিয়েছি, বিদ্যালয়ের সকল স্তরের ছাত্র ছাত্রীদের সস্তা দরে বই দেবার ব্যবস্থা ধাপে ধাপে করা হবে, এবং আমরা ইতিমধ্যেই বাজার হইতে কম মূল্যে ১ম হইতে ৫ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ন্যাশনালাইজও টেক্সট বুক দিচ্ছি, এবং বিনামূল্যে কক-বরক বই দিচ্ছি, ১ম হইতে ৫ম শ্রেণী পর্য্যন্ত।

শ্রী সমর চৌধুরী — বামফন্ট সরকারে থাকা অবস্থায় প্রতিটি স্কুলে বুক ব্যাঙ্ক করা হয়েছিল গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনার সুযোগ করে দেবার জন্য। বর্তমান সরকারও ঠিক অনুরূপ ভাবে স্কুল থেকে কলেজ স্তর পর্য্যন্ত এই বুক ব্যাঙ্ককে সম্প্রসারিত করার কথা বিবেচনা করে দেখবেন কি ?

শ্রী অরুণকুমার কর (মন্ত্রী) এটা আলাদা প্রশ্ন। আলাদা ভাবে করলে উত্তর দেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী বাদল চৌধুরী ও শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল (ব্র্যাকেটেড)।

শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল (কুলাই) অ্যাডমিটেড স্টাফ কোয়েশ্চান নং— ২৮৭।

মিঃ স্পীকার :— অ্যাডমিটেড স্টাফ কোয়েশ্চান নং— ২৮৭।

শ্রী অরুণকুমার কর (মন্ত্রী) স্যার, অ্যাডমিটেড স্টাফ কোয়েশ্চান নং— ২৮৭।

প্রশ্ন

১। রাজ্যের প্রস্তাবিত তিনটি নবোদয় বিদ্যালয় কোথায় স্থাপন করা হচ্ছে,

২। কবে নাগাদ এই বিদ্যালয়গুলিতে পঠন পাঠন শুধু করা হবে, এবং

৩। বিদ্যালয়গুলি চালু করার জন্য মোট কত টাকা কেন্দ্রীয় সাহায্য পাওয়া গিয়াছে ?

উত্তর

১। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার নবোদয় বিদ্যালয়টি খোয়াই মহকুমার রামচন্দ্রঘাটে স্থাপন করা হয়েছে। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার নবোদয় বিদ্যালয়টি বিলোনীয়া মহকুমার বীরচন্দ্র মনুতে স্থাপন করার প্রস্তাব আছে। উত্তর ত্রিপুরা জেলার নবোদয় বিদ্যালয়টি স্থাপনের জন্য স্থান সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নাই।

২। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার নবোদয় বিদ্যালয়টিতে গত ২২-১২ ৮৮ ইং থেকে ছাত্র ভর্তি শুরু হয়েছে। অবিলম্বে পঠন পাঠন শুরু হচ্ছে।

দক্ষিণ ত্রিপুরা ও উত্তর ত্রিপুরাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে যথা শীঘ্র পঠন পাঠন শুরু করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

৩। নবোদয় বিদ্যালয় প্রকল্পটি কেন্দ্রীয় সরকারের। নবোদয় বিদ্যালয় সমিতি আনুষঙ্গিক ব্যয় ভার বহন করেন। রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকার নবোদয় বিদ্যালয় সমিতির কাছ থেকে এখন পর্যন্ত কোন মঞ্জুরী পান নি।

শ্রী শিবাচন্দ্র রাংখল :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার পশ্চিম ত্রিপুরায় নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপন করার জন্য জায়গা ঠিক করা হয়েছে, দক্ষিন ত্রিপুরায় স্থাপন করার প্রস্তাব আছে। কিন্তু উত্তর ত্রিপুরায় কোথায় স্থাপন করা হবে সে সম্পর্কে এখনও কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমি এই ব্যাপারে জানতে চাই যে দক্ষিণ ত্রিপুরায় কবে স্থাপন করা হবে এবং উত্তর ত্রিপুরায় কবে এবং কোথায় করা হবে এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়ে এত বিলম্ব হওয়ার কারণ কি ? আমি জানতাম যে উত্তর ত্রিপুরায় নবোদয় বিদ্যালয়টি স্থাপন করার জন্য ৮২ মাইলে অলরেডি জায়গা নেওয়া হয়েছে এবং অলরেডি হ্যাণ্ডেড ওভার টু দ্য এডুকেশ'ন ডিপার্টমেন্ট। সেখানে নবোদয় বিদ্যালয়টি স্থাপন করার জন্য বেশ কিছু পরিবারকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে এবং সরকারী ভাবে তাদেরকে ক্ষতি পুরণও দেওয়া হয়ে গেছে এবং কয়েক দ্রোন জমিও নেওয়া হয়ে গেছে। সুতরাং উত্তর ত্রিপুরায় নবোদয় বিদ্যালয়টি স্থাপন করার সিদ্ধান্ত না নেওয়ার কারণ কি মাননীয়

মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী অরুণকুমার কর (মন্ত্রী) :— স্যার, উত্তর ত্রিপুরা প্রস্তাবিত নবোদয় বিদ্যালয়টি ৮২ মাইল-এর নাল কাটায় স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বিদ্যালয় যারা তৈরী করবেন এন পি. সি, সি, তারা স্থানটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর জানান যে ওখানে বিদ্যালয়টি স্থাপন করলে আর্থিক ব্যয় অনেক বেশী হবে। এই কারণে বিকল্প জায়গায় খোঁজ-খবর নেওয়া হয় এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ঐ জেলার যারা নির্বাচিত প্রতিনিধি, তাঁরা কতগুলি বিকল্প স্থান নির্বাচন করেন। আমরা নবোদয় বিদ্যালয় সমিতিকে ঐ স্হানগুলি পরীক্ষা করে উপযুক্ত স্থান নির্দ্ধারণ করার জন্য বলেছি। নবোদয় বিদ্যালয় সমিতি মতা মত জ্ঞাপন করলে যথা সময়ে যথাযথ ব্যাবস্হা নেওয়া হবে।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গত বিধানসভায়ও এই বিষয়ে আলাপ আলোচনা হয়েছিল। তখন বলা হয়েছিল যে পশ্চিম ত্রিপুরার নবোদয় বিদালয়টি তেলিয়ামুড়ার তুইসিন্দ্রায়ে স্থাপন করা হবে। কিন্তু পরবর্তীকালে মত পাল্টিয়ে খোয়াই মহকুমার রামচন্দ্রঘাটে যে সরকারী হাইস্কুল আছে সেখানে চালু করা হয়েছে। ছয় মাসের মধ্যে স্হানটি পাল্টিয়ে ফেলা হয়েছে। অথচ তুইসিন্দ্রাই একটা অনুন্নত এলাকা। সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেখানে বিদালয় না হওয়ার কারণ কি ? দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে কোন আর্থিক সাহায্য পাচ্ছেন না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানেন কিনা যে, দক্ষিণ ত্রিপুরায় প্রস্তাবিত জায়গায় বিদ্যালয় তৈরীর কাজ শুরু করার জন্য দক্ষিন ত্রিপুরার জেলার ডি এম. কে সরাসরি টাকা দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে ঘুমে রেখে এই কাজ করছেন সেটা সম্পর্কে রাজ্য সরকারের বক্তব্য কি ?

শ্রী অরুণকুমার কর :— মন্ত্রী স্যার আমি আগেই বলেছি যে স্থান নির্বাচন করে নবোদয় বিদ্যালয় সমিতি। পূর্বতন সরকার দল বাজী করার জন্য বিকল্প কোন স্থান দেন নি। পরবর্তী কালে বিকল্প স্থানটি দেওয়া হয় এবং রামচন্দ্র ঘাট জায়গাটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর নবোদয় বিদ্যালয় সমিতি সেখানেই নবোদয় বিদ্যালয়টি স্থাপন করেন। দ্বিতীয়ত: আমি পূর্বেই প্রশ্নোত্তরে বলেছি এখন পর্যন্ত নবোদয় বিদ্যালয় পরিচালনা, বিদ্যালয় ব্যয় ভার নবোদয় বিদ্যালয় সমিতি বহন করে থাকেন, যেহেতু প্রকল্পটি কেন্দ্রীয় সরকারের।

কাজেই এখন পর্য্যন্ত রাজ্য সরকার নবোদয় বিদ্যালয় সমিতি বা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কোন অনুদান পান নি বা মঞ্জুরী পান নি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী রতন লাল ঘোষ।

শ্রী রতনলাল ঘোষ (খয়েরপুর) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩০৫।

শ্রী রতন চক্রবর্তী (রাষ্ট্র মন্ত্রী) মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩০৫।

১। (প্রশ্ন)— রাজ্যের ক্রীড়া মানোন্নয়নের জন্য স্পোর্টস' ডিরেকটরিয়েট করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি,

(উত্তর)-আছে।

২। (প্রশ্ন)— যদি থাকে তবে কবে নাগাদ তা বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা যায় ?

(উত্তর)—অতি সত্বর।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ মন্ত্রী) :— স্যার, আমি আগে বলেছিলাম এক ঘণ্টার মধ্যে সুপ্রীম কোর্টের যে রায় সেটা উপস্থাপিত করব।

(গণ্ডগোল)

SUPREME COURT OF INDIA

Civil Miscellaneous petion NO. 23897/87 (In CA Nc—479/86)

Shrish Choudhury Versus

STATE OF TRIPURA

Date— 17 3.88.

We have heard learned counsel for the parties. The order which we made in this court on April 21, 1987 is quite clearod does not require any clarification. what we have decided there in in that the certificate which has already been granted would remain operative and would not be uplifted. It is agreed at Bar before us

unless legislation as provided under Art. 342 (2) of the constitution is undertaken, presidential order would not be open to variation. It is for the Union of Government to decide whether any such legislation would be undertaken CMP is disposed of accordingly.

গণ্ডগোল

স্যার, এখানে যে সার্টিফিকেট which has already been granted would remain operative and would not be uplifted আমরা কি বলেছি ? as far the order of the Government of India that Lashkar are not St, that is clear, But regarding certificate which has already been granted would remain operative according to the Supreme Court order and would not be uplifted, it is clear.

(ভয়েসেস্ ফ্রম দি অপজিশ্যান ব্যাঞ্চ এটা পরিষ্কার বুঝা যাচছে না)।

না. না, আপনারা কখনও পরিষ্কার বুঝবেন না। এর পরে আর কি পরিষ্কার স্যার, এরা আর কি পরিষ্কার চান। ইট ইজ এন অর্ডার।

গণ্ডগোল

শ্রী সমর চৌধুরী :— এটা খুব পরিষ্কার পরিচছন্ন ভাবে আছে যে, সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট উইল টেইক দি ডিসিশ্যান। সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট ডিসিশ্যান নেওয়ার সাপেক্ষে কোন রকম কোন প্রশ্ন নেই, যে-হেতু সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট কনসিডার করেছেন কাজেই সে জন্য সুপ্রিম কোর্ট কোন সিদ্ধান্ত তখন নেন নি, তাহলে তাঁরা রায় দিতেন এটাই পরিষ্কার।

Sri Samir Rn. Barman (Minister) - It is not there, it is agreed at Bar before legislation as provided under Art. 342 (2) of the Constitution us unless is under taken.

গণ্ডগোল

আমি আইন মন্ত্রী, বসুন। শিখতে চেষ্টা করুন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সুপ্রিম কোর্ট পরিষ্কার বলেছেন যে, সার্টিফিকেট যেগুলি অলরেডি গ্র্যানটেড হয়ে গেছে this things cannot be

uplifted and their will be gatting the benifit Number. 1. Number (2) parliament will make necessary.

lagislation, that is, there is to made necessary amendment of the article 342 Sub-Clause-2, Before that presidential power ও নেই কোন কিছু করার।

This is the order.

(Noise)

It is agreeded but unless legislation as provided under article, Sub clause-2 of the constitution is undertaken. presedential order could not be open to variation that is presedential order-এর মত ভেরী করতে পারবে না যে অর্ডার দিয়েছেন Now the parliament is to amend article 342 (2) of the constitution Sub-clause 2.

গণ্ডগোল

শ্রী সমর চৌধুরী :— স্যার, এইখানে পুরোপুরি বায়টা আনা হয়নি। আমরা দেখেছি, জেনেছি, সুপ্রীম কোর্টের যে বায়, লস্কর বা ট্রাইবেল যারা এই সম্পর্কে প্রশ্নে আমরা কোন মতামত দিচ্ছি না এই জন্য যেহেতু .....

গণ্ডগোল

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্যরা বসুন।

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য ২১শে এপ্রিল, ১৯৮৭ সালেব মান্ধাতা আমলের অর্ডার নিয়ে চিৎকার করছেন। এই অর্ডাবটা হল ১৭।৩।৮৮ ই তাবিখেব। উনি ৮৭ সালের অর্ডারটা নিয়ে খোয়াব দেখছেন। এই অর্ডারটা হল ১৭।৩।৮৮ সালের। চীৎকাব কবলে ত হবে না, তখন উনি মন্ত্রী না।

শ্রী সমর চৌধুরী :— স্যার, উনি এখানে অসত্য তথ্য পবিবেশন করছেন। সুপ্রীম কোর্টের যে বায়, সেই বায়কে ভিত্তি কবে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট সার্কুলাব ইস্যু করেছেন। আমি আশা করছি আপনি আদেশ দেবেন কেন্দ্রীয় সরকারেব কল্যাণ দপ্তরের যে সার্কুলার সেটা উপস্থিত করা হোক।

(গণ্ডগোল)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আপনারা বসুন। গণ্ডগোল করবেন না।

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ইউনিয়ন গভর্ণমেন্ট কোন কবে স প ওন কবেননি। একজন জয়েন্ট সেক্রেটারী অফ দি ডিপার্টমেন্ট উনি একটা চিঠি দিয়েছেন। ইউনিয়ন গভর্ণমেন্ট কোন ডিশিসান দেন নি। দিয়েছেন জয়েন্ট সেক্রেটাবী অ্যাণ্ড

দ্যাট ইজ অলসো বিফোর দিস অর্ডার। এই অর্ডারের আগে জয়েন্ট সেক্রেটারী অব দি ডিপার্টমেন্ট উনি একটা চিঠি দিয়েছেন টু দি সেক্রেটারী অফ দি গভর্ণমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া।

(গণ্ডগোল)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি, প্রশ্নের উত্তরের সময় যেটা দেওয়ার কথা ছিল সেটা উঠেছে। এখন আপনারা বসুন। ইন্টারাপশান করবেন না। ইন্টারাপশান করবেন না।

(গণ্ডগোল)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আপনারা ইন্টারাপশান করবেন না। আপনারা বসুন।

(গণ্ডগোল)

শ্রী গোপালচন্দ্র দাস :— স্যার সারকুলার পেশ করা হোক।

[গণ্ডগোল]

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আপনারা শুনুন, আপনারা বসুন।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— না এইটা পরিস্কার করুন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রী ধীরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ [মোহনপুর] মিঃ স্পীকার স্যার' এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার — ৬৩০।

শ্রী তরুণকুমার কর [মন্ত্রী] মিঃ স্পীকার স্যার' এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৬৩০

প্রশ্ন

১। ক] বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চতর মহিলা বিদ্যালয়ের সংখ্যা কত,

খ] বর্তমানে আর্থিক বর্ষে মোহনপুরে [সিধাই] একটি মাধ্যমিক মহিলা বিদ্যালয় স্থাপন করিবার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের নিকট আছে কি,

গ] যদি থাকে তবে কবে নাগাদ হবে বলে আশা করা যায়, এবং

ঘ] যদি স্থাপন না করার পরিকল্পনা থাকে তবে তাহার কারণ কি ?

উত্তর

১। ক) বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা পনেরটি এবং উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা তেরটি।

খ) প্রস্তাবটি পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে।

গ) যথাসময়ে সিদ্ধান্ত লওয়া হইবে। ঘ) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী ধীরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ :— সাপ্লিমেন্টরী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি যে, মোহনপুর দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে যেভাবে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে সেখানে এই স্কুলটাকে আলাদা করে দুইটা স্কুল করে, মহিলা স্কুল দেওয়ার জন্য জায়গা পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছিল যার জন্য বিগত বিধানসভায় সেটা দেওয়ার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছিলেন। তা কয় দিনের মধ্যে সেই স্কুলের কাজ শুরু করা হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী অরুণকুমার কর (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, বার্ষিক যোজনা বরাদ্দে বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য আলাদা কোন সংস্থান থাকে না। বিদ্যালয় উন্নীত করবেন সাধারণ সংস্থান হইতেই বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করার বিষয়টি বিবেচিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ মধ্য বিদ্যালয়কে উন্নীত করিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত করা হয়। মোহনপুরের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মোহনপুর ব্লক হেড কোয়ার্টারে কোন মধ্য বিদ্যালয় নাই যাহাকে উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত করা যাইতে পারে। কাজেই মোহনপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংলগ্ন প্রাথমিক বিভাগটি ঐ বিদ্যালয় হইতে পৃথকী করণ করিয়া বিদ্যালয়ে পরিদর্শকের তত্ত্বাবধানে আনা হইয়াছে যাহাতে উহাকে ভবিষ্যতে একটি উচ্চ বুনিয়াদী বালিকা বিদ্যালয়ে উন্নীত করার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায় যে বর্তমানে ঐ বিদ্যালয়ের স্থান সংকুলান যথেষ্ট নয়। কাজেই ঐ স্থানে পৃথক বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ করিয়া কিংবা অন্য কোন উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করিয়া ও সেই স্থানে বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ করিয়া বিদ্যালয়টিকে উচ্চ বুনিয়াদী বালিকা বিদ্যালয়ে বর্তমান আর্থিক বৎসরেই উন্নীত করা যায় কি না তাহা শিক্ষা বিভাগ পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— যে সমস্ত তারকা (★) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি (ANNOXURES— A' and 'B')।

শ্রী সমর চৌধুরী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই জিরো আওয়ারের সুযোগ নিয়ে আমি একটা জিনিষ বলছি এবং এইটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় .....

গণ্ডগোল

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আজকের রেফারেন্সগুলির মধ্যে প্রথম রেফারেন্সটির উপর শিল্প দপ্তরের ভার প্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন শিল্প দপ্তরের ভার প্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর একটি বিবৃতি দিতে অনুরোধ করছি।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি বসুন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— বিষয় বস্তু হল—"গত ৫-১২-৮৮ ইং রাত্রে বিলোনিয়া বিভাগের শান্তির বাজারস্থিত পূর্বাশার বিক্রয় কেন্দ্র থেকে মালপত্র চুরির ঘটনা সম্পর্কে।

(গণ্ডগোল)

[বিরোধী সদস্যদের সভা কক্ষ ত্যাগ]

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্র মন্ত্রী) — মিঃ স্পীকার স্যার, বিলোনীয়া বিভাগের শান্তির বাজারস্থিত পূর্বাশা বিক্রয় কেন্দ্রটি ত্রিপুরা হস্ত তাঁত ও কারু শিল্প উন্নয়ন নিগমের পরিচালনাধীন। উক্ত বিক্রয় কেন্দ্রে গত ৫-১২ ৮৮ ইং রাত্রে চুরি সংঘটিত হয়। ৫।১২।৮৮ ইং তারিখ পূর্ণ দিবস এবং ৬।১২।৮৮ ইং তারিখ অর্ধ দিবস উক্ত বিক্রয় কেন্দ্রের সাপ্তাহিক নির্ধারিত ছুটির দিন। বিগত ৬-১২-৮৮ ইং তারিখে শান্তির বাজার পুলিশ উক্ত বিক্রয় কেন্দ্রে কর্মরত চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী শ্রী নিমাই দেবনাথকে উক্ত বিক্রয় কেন্দ্র থেকে অপহৃত কিছু তাঁত বস্ত্র-সহ গ্রেপ্তার করেন এবং জেল হাজতে রাখেন। শান্তির বাজারস্থিত নিগমের সুপারভাইজার ৭-১২-৮৮ ইং তারিখে উক্ত চুরির বিবরণ এবং শ্রী নিমাই দেবনাথের গ্রেপ্তারের সংবাদ বিশেষ বার্তাবাহক মারফৎ লিখিতভাবে নিগমের কেন্দ্রীয় অফিসে প্রেরণ করেন। শান্তির বাজার পুলিশ আউট পোষ্টের অফিসার-ইন-চার্জ সিগন্যাল

মারফৎ উক্ত চুরির ঘটনা এবং শ্রী নিমাই দেবনাথের গ্রেপ্তারের সংবাদ ১২-১২-৮৮ ইং তারিখে নিগমের আগরতলাস্থিত কেন্দ্রীয় অফিসে প্রেরণ করেন। উক্ত চুরির বিষয় শান্তির বাজারস্থিত পুলিশ আউট পোষ্ট সি. নং এ (১২) ৮৮ ইউ। এস, ৩৮০ আই, পি. সি. মূল্যে লিপিবদ্ধ করেন। ৭-১২-৮৮ ইং তারিখে সুপারভাইজারের পত্র মারফৎ চুরির ঘটনার সংবাদ পাওয়ার পর উক্ত চুরির ঘটনায় ঠিক কত টাকার তাঁতবস্ত্র (শাড়ী, ধুতি, লুঙ্গি, গামছ ইত্যাদি) চুরি গিয়েছে তা নিরুপনের জন্য ৯।১২।৮৮ ইং তারিখে ত্রিপুরা হস্ত তাঁত ও কারু শিল্প নিগমের দুইজন অফিসারকে (যথা এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার এবং একাউন্টস্ অফিসার) পাঠানো হয় এবং তাদের ১২-১২-৮৮ ইং তারিখের দেয় প্রতিবেদন থেকে জানা গিয়েছে যে উক্ত ঘটনায় আনুমানিক ১২।১৩ হাজার টাকার তাঁত বস্ত্র চুরি গিয়েছে।

পুলিশ কর্তৃক ১] ষ্টক রেজিস্ট্রার, ২) ক্যাশ মেমোবুক ৩] কনসাইনমেন্ট অবগুডস্ রিসিভড্ ফ্রম হেডকোয়াটার ইত্যাদি সিজ করায় সেগুলি ফেরৎ না পাওয়া পর্য্যন্ত ঠিক ঠিক কত টাকার তাঁত বস্ত্র চুরি গিয়েছে তা বাহির করা অসম্ভব।

পুলিশের সহযোগীতায় চুরি যাওয়া তাঁত বস্ত্রের সঠিক হিসাব নিরুপনের কাজ শুরু করা হয়েছে। কিছু দিনের মধ্যে সঠিক তথ্য জানা যাবে বলে আশা করা যায়।

শ্রী দেবনাথকে গত ৬ ১২-৮৮ ইং তারিখ হতে সাস্পেনশন করা হয়েছে এবং কর্তৃপক্ষে আদেশ ব্যতীত শান্তির বাজার ত্যাগ না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্রী নিমাই দেবনাথ সি পি এমের একজন উগ্র সমর্থক বলে খবর পাওয়া গেছে।

শ্রী **অমল মল্লিক** (বিলোনীয়া) :— প.য়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছের এই তথ্য আছে কি না যে, এই শান্তির বাজারস্থিত পূর্বাশা বিক্রয় কেন্দ্রে গত দুই তিন বছর পর পর চুরি হয়েছিল এই ভাবে। এই চুরি হবার পর থানায় কেসও করা হয়েছিল কিন্তু সে চুরির কোন সুষ্ঠ তদন্ত করা হয়নি। এবং এইবার দেখা যাচ্ছে যারা চুরির সঙ্গে যুক্ত যে জায়গায় এলাকার পাবলিক বাজার থেকে ফেরার পথে হঠাৎ করে সেখানকার কর্মী নাইট গার্ড নিমাই দেবনাথ যে আবার কো-অর্ডিনেশন কমিটির একজন সক্রিয় সদস্যও তাকে বেরিয়ে যেতে তারা দেখেন। তার সহযোগী ছিল লেবার হারাধন দেবনাথ, সেও সিটুর কর্মী। তারপর পুলিশকে ইনফরমেশন দেবার পর দেখা গেল কালাছড়ায় গোপী দেবনাথের বাড়িতে পূর্বাশার এক গাঁট কাপড় পাওয়া যায় এবং সেখান থেকে এসে পুলিশ বাজারের মধ্যে মতিলাল মজুমদারের ঘরের মধ্যে আরো কাপড় পাওয়া যায়। সেখানে তারা এই কাপড় থেকে পূর্বাসার সিল উঠিয়ে নিচ্ছিল। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী

মহোদয়ের কাছে আছে কি না ? এবং এই ভাবে বিভিন্ন সময়ে বিলোনীয়া পূর্বাসায় শান্তির বাজার পূর্বাসায় চুরির সমস্ত সি. পি এমের পাটি ফাণ্ডে জমা পড়ত। এই তথ্যও মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না ?

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্র মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে; নিমাই দেবনাথ সি পি. এমের একজন সক্রিয় কর্মী এবং তাকে চুরির সময় হাতে নাতে ধরা হয়েছে। সেটা আমার বিবৃতির মধ্যেই পরিস্কার হয়ে গেছে। এবং শান্তির বাজারস্থিত পুলিশ আউট পোস্টে কেস করা হয়েছে এবং এই চুরির জিনিস পত্র সিজ করা হয়েছে সেটা আমি বলেছি তবু মাননীয় সদস্য যখন বলছেন তখন আমি নিশ্চয়ই সেটা তদন্ত করে দেখব এবং যারা চুরির সঙ্গে যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে

শ্রী গৌরী শংকর রিয়াং [শান্তির বাজার] :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, এই পূর্বাসায় বিশেষ করে শান্তির বাজার পূর্বাসায় বিক্রয় কেন্দ্রে গত ১৯৮৬, ১৯৮৭, এবং শেষ ১৯৮৮ ইং মোট তিন বার চুরি হয়েছে। প্রথম বারে চুরি যায় ২০ হাজার টাকার কাপড় দ্বিতীয় বারে চুরি যায় প্রায় ১,৫০ লক্ষ টাকার কাপড় এবং শেষবারে কত টাকার কাপড় চুরি গেছে তার হিসেব করা হয়নি তবে জানা গেছে যে তিন গাঁট কাপড় চুরি গেছে। এই তিনটি চুরির ঘটনার পেছনেই জড়িত আছে সেখানকার আমার অপোন্যাণ্ট মানিক মজুমদার সে তার পাটির ফাণ্ডের টাকার যোগার এই ভাবে করেছে। এই হারাধন দেবনাথ গোপী দেবনাথ মনি মজুমদার এরা সকলে তার বাড়িতে রাত্রি বেলায় মিটিং করেছিল এবং পরে এই জিনিসগুলি ক্রমান্বয়ে গত তিন বছর ধরে চুরি করেছিল। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না এবং যদি থাকে তবে এই ঘটনার তদন্ত করে দেখা হবে কি না ?

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্র মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে শুধু ৫ ১২ ৮৮ ইং তারিখে রাত্রি বেলায় যে চুরি হয়েছিল তার কথা বলা হয়েছে। তবে মাননীয় সদস্য যখন বলেছেন তখন সেটা নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখা হবে। এবং দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার :— দ্বিতীয় উল্লেখ্য বিষয়টি গত ৬,১ ৮৯ তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নলিখিত বিষয় বস্তু উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয় বস্তুর উপর একটি বিবৃতি দেবার জন্যে। বিষয় বস্তুটি হলো :—

"গত ১২.১২.৮৮ ইং তারিখে রাত্রি বেলা বিলোনীয়া বিভাগের ভাতখোলা (পশ্চিম পিপরিয়া খোলা) বাজারে পরিকল্পিত ভাবে আগুন লাগিয়ে ধ্বংস করা সম্পর্কে।

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মণ (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী):— বিগত ১২-১২ ৮৮ ইং রাত্রি অনুমান ১২টার সময় অভয়গঞ্জ (ভাতখোলা) বাজারে এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে বাজারে অবস্থিত প্যাকস্ ও কিছু দোকান পাট পুড়িয়ে যায়। কোন অজ্ঞাতনামা দুষ্কৃতকারী ঐ প্যাকসের মধ্যে আগুন লাগানোর ফলে ঐ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে বাজারের প্যাকস্ এবং ভি. এল. ডবলিউ. স্টোর সহ মোট ১৭টি দোকান ভষ্মীভূত হয়। মোট ক্ষতির পরিমাণ ১ ৮৭,০০০ (এক লক্ষ সাতাশী হাজার টাকা)।

এই ঘটনায় শ্রী মানিক লাল দাসের (ম্যানেজার বিবেকানন্দ প্যাকস অভয়গঞ্জ, ভাতখোলা) অভিযোগ মূলে ভারতীয় দণ্ড বিধির ৪৩৬ ধারায় পুরান রাঁজ বাড়ী থানায় ৪.১২.৮৮ নং মোকদ্দমা নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য আরম্ভ করেন। যদিও ঐ এলাকার জনসাধারণের ধারণা এই অগ্নিকাণ্ডের ব্যাপারে সি পি. আই (এম) জড়িত তথাপি অজ্ঞাতনামা দুষ্কৃতিকারীরা গভীর রাত্রে এই ঘটনা করায় পুলিশ কাহাকেও গ্রেপ্তার করিতে পারেন নাই। পুলিশ তদন্ত কার্য চালিয়ে যাচ্ছে।

শ্রী অমল মল্লিক :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে সেখানকার প্রাক্তন প্রধান রাধেশ্যাম সরকার এবং তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী নিত্যানন্দ দাস ঐ প্যাকস্-এর ম্যানেজার ছিলেন এবং ঐ প্যাকস্ এ দীর্ঘদিন কোন অডিট হয় নি. যখন অডিট-এর কাজ সুরু হয়েছিল ঠিক সেই সময়ে আগুন লাগিয়ে নিত্যানন্দ দাস, যার বিরুদ্ধে এক লক্ষ টাকা তছ রূপের অভিযোগ আছে, সেটাকে ঢাকা দেবার জন্য এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটিয়েছে এবং এই ভাবে বিভিন্ন বাজার পুড়িয়ে আরও ঘটনা ঘটাচ্ছে. এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আছে কিনা ?

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মণ (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেহেতু বিষয়টা তদন্তাধীন কাজেই আমি কিছু বলছি না। তবে এটা ঠিক যে এই এলাকার জনসাধারণের ধারণা এই অগ্নিকাণ্ডের ব্যাপারে সি. পি আই (এম) পার্টির দুষ্কৃতিকারীরা জড়িত এবং পুলিশ এই ব্যাপারে তদন্ত করছে।

শ্রী রতনলাল ঘোষ (খয়েরপুর) :— ঠিক এমন ভাবে বিগত দশ বছরে বহু জায়গায় আমরা দেখেছি যখনি অডিটের সময় হত তখনই যেখানে প্যাক্সগুলি রয়েছে সেখানে বিভিন্ন বাজারে আগুন

লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির দুস্কৃতিকারীরা জড়িত। এই তথ্য থেকে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সেগুলি তদন্ত করে দেখবেন কিনা ?

[বিরোধী সদস্যদের সভা কক্ষে প্রবেশ এবং আসন গ্রহণ]

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মণ (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) : – মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্যের মত আমিও বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এই রকম দেখেছি। তবে স্পেসিফিক ঘটনা জানালে উত্তর দেওয়া যাবে। ভাতখোলা বাজারের ঘটনা সম্পর্কে আমি বলেছি স্থানীয় জনসাধারণের ধারণা যে এতে সি, পি, আই, (এম) দুস্কৃতিকারীরা জড়িত। যেহেতু তদন্ত চলছে সেই হেতু এখানে এর বেশী কিছু বলতে পারছি না।

শ্রী বাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) : – পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এটা জানাবেন কিনা, প্রথম আগুন লাগানো হয়েছিল মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি অফিসে এবং সেই আগুন সমস্ত বাজারে ছড়িয়ে পড়েছিল। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে গত দশ দিনে বিলোনীয়ার বিভিন্ন জায়গায় এই ধরনের মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির অফিস গত ৩১শে জানুয়ারী (ডিসেম্বর) পাইখলাতে পার্টি অফিস, এর আগে ২২শে ডিসেম্বর মুহুরীপুরের পার্টি অফিস, ১৭ই ডিসেম্বর কলসীমুখ সিটু অফিস এবং এই ধরণের পার্টি অফিস অন্তত : দশটার উপর তারা পুড়িয়েছে এবং এই ঘটনার উদ্দেশ্য হচ্ছে সমগ্র মহকুমার মধ্যে মার্ক্সবাদী পার্টির কাজকর্ম স্তব্ধ করে দাও, পার্টি অফিসকে পুড়িয়ে দাও যাতে সেখানে কোন লোক কাজকর্ম করতে না পারে এবং গত ২রা জানুয়ারী বড় পাথারীতে সমন্বয় কমিটির অফিস কংগ্রেস (আই)-এর লোকেরা দখল করে রাত্রি বেলা। সেখানে তাদের সাইন বোর্ড লাগিয়ে দেয়, পতাকা লাগিয়ে দেয়। একটা গণতান্ত্রিক দলের গণতান্ত্রিক কাজকর্মকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য অত্যন্ত পরিকল্পিত ভাবে এই সমস্ত ঘটনা চলছে এবং ভাতখোলা পার্টি অফিসে আগুন দেওয়া, এটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় এবং এটা দুর্ভাগ্যজনক যে পার্টি অফিস পোড়াতে গিয়ে সমগ্র বাজারটাকে পুড়িয়ে দেওয়া হল।

এগুলি সবই বর্তমান সরকারের পরিচালনাধীন কংগ্রেসী দুস্কৃতিকারীদের কুকর্ম। তাই আমি অনুরোধ করছি যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এগুলি তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মণ (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :— স্যার যে আগুন লাগানোর কথা বলা হয়েছে, সেটা সেখানকার এ্যাপেক্সের ঘরে লাগানো হয়েছে এবং ঐ এলাকার দলমত নির্বিশেষে সবাই বলেছে যে এটা সি, পি, এম, দুস্কৃতিকারীদের কাজ। স্যার যেহেতু এই ব্যাপারে তদন্ত চলছে সেহেতু আমি এই বিষয়ে বেশী কিছু বলছি না।

শ্রী অমল মল্লিক :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে পরিকল্পিত ভাবে সি, পি, এম, বিধায়করা মিটিং করে গত ১০-১২-৮৮ইং তারিখে নেপাল দেবনাথের সহযোগে ছোত্তাখোলা বাজারে আগুন লাগিয়েছে তাতে জনগণের লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষতি করা হয়েছে। এছাড়া, মাননীয় সদস্য বাদল বাবু যে কথা বললেন যে, তাদের পার্টি অফিসগুলি পুড়ানো হচ্ছে, এটা আদৌ ঠিক নয়। আমি এই হাউসের মধ্যে আহ্বান করছি, যে আপনারা যদি এক্ষুনি ঐ উত্তর সোনাইছড়ি বাজারে যান, তাহলে দেখবেন যে ঐ বাজারে সি, পি, এমের পার্টি অফিসটি এখনও অক্ষুন্ন আছে, সেখানে ওদের পার্টি অফিস পুড়ানোর কোন ঘটনাই ঘটে নি। বরং উনারা নিজেরা রাজনৈতিক ফয়দা তোলার জন্য নিজেরাই নিজেদের পার্টি অফিসগুলি পুড়িয়ে দিচ্ছে, যাতে জোট সরকারের উপর দোষারূপ করা যায়। আর কলসি মুখ, দেবদারু, ঠাকুরছড়া তাদের যে পার্টি অফিসগুলি ছিল, সেগুলি বিগত ৪/৫ বছর ধরে ব্যবহার করা হচ্ছে না, সেগুলি পুড়িয়ে দেওয়ার পর দেখা যাচ্ছে যে সেগুলির মধ্যে কোন জিনিষপত্র পাওয়া যাচ্ছে না, এমন কি চেয়ার টেবিল পর্য্যন্ত থাকে না। অথচ আমরা জানি যে, তাদের পাইখোলা পার্টি অফিসে অনেকগুলি দামী জিনিসপত্র ছিল। তারা ঐসব জিনিসপত্র সরিয়ে দিয়ে নিজেদের পার্টি অফিসে আগুন লাগিয়ে আমাদের শান্তিপ্রিয় কংগ্রেস কর্মীদের নামে একটা বদনাম সৃষ্টি করার জন্যই এই ধরণের সব চক্রান্ত করছে। এই ধরণের তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, আমরা বিভিন্ন সূত্র থেকে খবর পেয়েছি যে ঐসব এলাকার বিধায়কেরাই এই ধরণের বিভিন্ন অসামাজিক কাজে লিপ্ত রয়েছে বিশেষ করে বিলোনীয়াতে, বাদলবাবু এবং নকুলবাবুই এই সঙ্গে জড়িত, আমরা এই ব্যাপারে বিভিন্ন এলাকার জনগণের কাছ থেকে অভিযোগ পেয়েছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আমি আপনাদের বলছি আপনারা যদি অসত্য ভাষণের অভিযোগ আনতে চান তাহলে নর্মেল প্রসিডিউর অনুযায়ী আনুন (ইন্টারাপশান) দ্বিতীয় উল্লেখ্য বিষয়টি হল "গত ৩/১/৮৯ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুর উপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন।" এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি। নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুর উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তু হল "গত ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮ইং সদর মহকুমার আগরতলা শহর পর্যন্ত অভয়নগর গ্রামের ছাত্রনেতা মমিন চৌধুরী একদল দুস্কৃতকারী কর্তৃক নিহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ (রাষ্ট্রমন্ত্রী):— মিঃ স্পীকার স্যার, গত ১৪/৯/৮৮ই- বেলা অনুমান ৪-৩০ মিঃ এর সময় পূর্ব আগরতলা থানাধীন নন্দননগর নিবাসী দেবেন্দ্র দেবনাথের পুত্র শ্রীতপন দেবনাথ জি, বি, পুলিশ ফাঁড়ির সহকারী সাব-ইন্সপেক্টার শ্রীসুনীল দাসের নিকট এক লিখিত দরখাস্তমূলে জানায় যে গত ১৪/৯/'৮৮ইং তারিখে বেলা অনুমান ১২ ঘটিকার সময় তিনি এবং তাহার সঙ্গী সর্বশ্রী গিরীন্দ্র সরকার, সহদেব দেবনাথ, সুশান্ত চৌধুরী, আবদুল মমীন চৌধুরী, স্বপন লোধ, সুশেন বসাক এবং আরও ১০/১২ জন সহকারে নন্দননগর স্কুল চৌমুহনী হইতে বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়া যখন নন্দননগরস্থিত ছিনতাই চৌমুহনীতে পৌছে তখন টি, আর, ওয়াই --৩০ নং একটি মেটাডোর গাড়ী জি, বি, হাসপাতালের দিক হইতে নন্দননগর স্কুলের দিকে যাওয়ার সময় তাহাদের নিকট থামে এবং উক্ত গাড়ী হইতে দা, লাঠি, লোহার রড সহকারে ২৫/৩০ জন যুবক নামিয়া তাহাকে এবং তাহার সঙ্গীদের উপর আক্রমণ করে। কিন্তু আবদুল মমীন চৌধুরী ছাড়া তাহারা সকলেই পালাইয়া যাইতে সক্ষম হয়। দুস্কৃতকারীরা আবদুল মমীন চৌধুরীকে দা, লাঠি, লোহার রড সহকারে আক্রমণ করে রক্তাক্ত জখম করে এবং সেখানে ফেলে যায়, তারপর তিনি এবং তাহার অন্যান্য সঙ্গীরা আহত আবদুল মমীন চৌধুরীকে চিকিৎসার জন্য জি, বি, হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং ঐ দিনই আহত আবদুল মমীন চৌধুরী তাহার এই আঘাতজনিত কারণে মারা যায়।

এই অভিযোগটি পূর্ব আগরতলা থানায় ভারতীয় দণ্ড বিধির ১৪৮/১৪৯/৩০২ ধারায় মোকদ্দমা নং ২১(৯)৮৮ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্যাশুরু করে।

শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষ্ণপুর) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, গত ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮ ইং দিনটি ছিল আমাদের 'ত্রিপুরা বন্ধের' দিন সেদিন আমাদের ছাত্রনেতা মমিন চৌধুরী পিকেটিং সেরে টি, আর, ওয়াই—৩৬ নং মেটাডোর গাড়ী দিয়ে যখন উনার বাড়ীতে ফিরেছিলেন তখন উনার বাড়ীর পাশে গাড়ী থামিয়ে দা, লোহার রড ইত্যাদি ধারাল অস্ত্র দিয়ে কংগ্রেস (আই)-এর সমাজ বিরোধীরা তাকে খুন করেছিল এই তথ্য আছে কি না ?

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্ম্মণ (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, শ্রী তপন দেবনাথ যে এজাহার দিয়েছে সেখানে কংগ্রেস (আই)র কোন লোক জড়িত আছে অথবা আসামীদের মধ্যে কংগ্রেস (আই)র কেউ জড়িত আছে এই ধরনের কোন অভিযোগ থানায় লিপিবদ্ধ করেন নাই।

শ্রী দীপক নাগ (মজলিসপুর) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় গত ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৮ ইং তারিখে যে ঘটনাটির কথা বললেন তাতে ছিনতাই চৌমুহনীর কথা বললেন সেই বন্ধের দিনে যানবাহন চলছিল এবং সেই সব যান বাহনের উপর ছিনতাই ও হামলা করার উদ্দেশ্যে তারা সেখানে

জমা হয়েছিল এবং পরবর্তী সময়ে জনরোষের বলি হিসাবে এই ঘটনা ঘটেছে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না ?

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মণ (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, নন্দননগরস্থিত ছিমতাই চৌমুহনী থেকে টি, আর, ভি একটি মেটাডোরে নন্দননগর স্কুলের দিকে যাওয়ার সময় কিছু দুস্কৃতকারী একজন মেয়ে লোকের হাত ধরে গাড়ী থেকে নামিয়ে দেয়। এর ফলে যাত্রী এবং জন সাধারণের মধ্যে মারধোর হয়।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার (চণ্ডীপুর) :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এক সেকেণ্ড আগে মাননীয় মন্ত্রী একটি ষ্ট্যাটমেন্ট করলেন যে তপন দেবনাথ একটা লিখিত অভিযোগ করে বলছে যে গাড়ীটি নন্দননগর স্কুলের দিকে যাওয়ার সময় কিছু লোক তাদেরকে লাঠি, বল্লম নিয়ে আক্রমণ করে। কিন্তু এক মুহূর্ত পরে তিনি উল্টা কথা বলছেন। হাউসকে বিভ্রান্ত করেছেন এটা চলতে পারে কি না ?

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মণ (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় প্রাক্তন প,র্তমন্ত্রী না শুনেই এই কথা বলছেন। আমি বলেছি যে তপন দেবনাথ জি, বি, থানায় সাব ইন্সপেক্টর সুনীল দাসের নিকট লিখিত অভিযোগ করেছেন এবং এই সমস্ত বক্তব্য রেখেছেন।

মিঃ স্পীকার :— আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণ নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। নোটিশটি উত্থাপন করেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস। নোটিশটির বিষয় বস্তু হল :— গত ৩রা জানুয়ারী ১৯৮৯ইং দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত টি, এন, ভির সংখ্যা নিয়ে নতুন করে দাবী উঠায় সরকার বিভ্রান্ত সংবাদ সম্পর্কে আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মণ (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় গত ৩রা জানুয়ারী ৮৯ দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত টি, এন, ভির সংখ্যা নিয়ে নতুন করে দাবী উঠায় সরকার বিব্রত, সংবাদ সম্পর্কে। টি. এন, ভির সহিত মেমোরেনডাম অব সেটেলমেন্ট অনুসারে ৪৩৭ জন টি, এন, ভি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছেন। এর বাহিরে কোন সংখ্যার কথা সরকারের রেকর্ডে নেই। ৪৩৭ জনের বাহিরে কোন টি. এন, ভির অস্তিত্ব সরকার স্বীকার করে না।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস (শালগড়া) :- পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, টি, এন, ভি প্রধান বিজয় রাংখল নতুন করে দাবী উত্থাপন করেছেন যে টি, এন, ভির আরো তিন হাজার সদস্য সমর্থক রয়েছে সম্প্রতি টি, এন, ভি প্রধান রাজ্য মন্ত্রী সভার সদস্যদের কাছে একটি চিঠি দেন। এই চিঠিতে তিনি প্রত্যেক মন্ত্রীকে জানিয়েছেন যে টি. এন. ভির আরো তিন হাজার সদস্য সমর্থক

রয়েছে। এই সদস্য সমর্থকদের সরকারী চাকুরী এবং অর্থনৈতিক ভাবে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য তিনি মন্ত্রীদের অনুরোধ করেছেন। এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের বক্তব্য কি ?

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, টি এন, ভি, নেতা বিজয় রাংখলের সঙ্গে উনাদের দীর্ঘ দিনের যোগাযোগ। এখনও সেই যোগাযোগ অব্যাহত আছে। সেটা সবাই ভাল করেই জানেন। ত্রিপুরা রাজ্যে ৪৩৭ জন টি, এন, ভি এর মধ্যে এ পর্য্যন্ত ৩১০ জনের সরকারী চাকুরী হয়েছে। আর বাকী টি, এন, ভি রা স্ব-নির্ভর প্রকল্পে আসতে আগ্রহী হওয়ায় তাদেরকে ২০ হাজার টাকা করে অনুদান হিসাবে দেওয়া হবে। এর বাইরে কোন টি, এন, ভি আছেন বলে রাজ্য সরকার স্বীকার করেন না। টি, এন, ভি নেতা বিজয় রাংখল এ ধরণের কোন দাবী সরকারের কাছে করেনও নি। কিংবা করলেও বিচার বিবেচনা করার কোন প্রশ্নই উঠে না যেহেতু ৪৩৭ জনের বেশী টি, এন, ভি, ত্রিপুরা রাজ্যে নেই।

শ্রী অমল মল্লিক :— স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে ১০ বছরের রক্তাক্ত ইতিহাসের, অত্যাচারের, অনাচারের হাত থেকে ত্রিপুরার মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এস, জোট সরকার সর্বতো ভাবে চেষ্টা করে চলেছিল, যখন ওরা আত্মসমর্পণ করার জন্য প্রস্তুত সে সময় উনারা ত্রিপুরার জন সাধারণকে বিভ্রান্ত করার জন্য বলে চলছিলেন, ওরা সত্যিকারের টি, এন, ভি নয় ওরা নকল টি, এন, ভি, সাবেণ্ডার করছে। এতথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা তা আমি জানতে চাই ?

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) ঃ— স্যার' ওদের একই অঙ্গে অনেক রূপ। এটা অবশ্য ওদের চির কালের অভ্যাস। এখনও ওরা তাঁদের সেই রূপ বদলাতে পারেন নি। এটাই ওদের ধর্ম ওদের বিশ্বাস ওদের নীতি কাজে কাজেই তা অবশ্যই বলতে পারেন তার আর নুতন কথা কি ?

মিঃ স্পীকার ঃ উল্লেখ্য বিষয়ের পঞ্চমটি গত ৪-১-৮৯ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রী সুকুমার বর্মণ মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয় বস্তুটির উপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয় বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দিতে।

বিষয় বস্তুটি হলো : — গত ১০ ই ডিসেম্বর ১৯৮৮ইং সোনামুড়া মহকুমার কাঁঠালিয়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রী হারলাল পোদ্দারকে স্কুলের ভিতরে কতিপয় দুস্কৃতকারী কর্তৃক গুরুতর আহত করার ঘটনা সম্পর্কে।

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মণ (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) ঃ মিঃ স্পীকার স্যার' গত ১০ ই ডিসেম্বর, ১৯৮৮ ইং

সোনামুড়া মহকুমার কাঁঠালিয়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রী হরিলাল পোদ্দারকে স্কুলের ভিতরে কতিপয় দুস্কৃতকারী কর্তৃক গুরুতর আহত করার ঘটনা সম্পর্কে।

গত ১০-১২-৮৮ ইং তারিখ প্রায় ৪-৩৫ মিঃ সময় যাত্রাপুর থানাধীন কাঁঠালিয়া হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রী হরিলাল পোদ্দার একটি লিখিত দরখাস্তমূলে যাত্রাপুর থানায় জানায় যে ঐ দিন বেলা প্রায় ১-৩০ মিঃ সময় ঐ স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র শ্রী সুব্রত ঘোষ এবং ২ জন প্রাক্তন ছাত্র সহ লাঠি ও রড নিয়া প্রধান শিক্ষক শ্রী পোদ্দারের অফিস গৃহে প্রবেশ করে এবং তাহাকে মারিতে আরম্ভ করে। ইহার ফলে তিনি মাথায় ও মুখে রক্তাক্ত জখম প্রাপ্ত হন। উক্ত অভিযোগ মূলে ভারতীয় দণ্ড বিধির ৪৪৮/৩২৫/৩৫৩ ধারায় যাত্রাপুর থানায় মোকদ্দমা নং ১ (১২) ৮৮ নথিভুক্ত করিয়া পুলিশ তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করে।

আহত শ্রী পোদ্দারকে ঐ দিন (১০/১২/৮৮ ইং) কাঁঠালিয়া প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসান্তে আগরতলা জি. বি, হাসপাতালে প্রেরণ করা হয় এবং গত ১৮/১২/৮৮ ইং তিনি জি. বি. হাসপাতাল হইতে ছাড়া পান।

তদন্ত কালে পুলিশ এফ, আই, আর-এ বর্নিত আসামী শ্রী সুব্রত ঘোষকে পিতা হিরন্ময় ঘোষ সাং মহেশপুর গত ১২/১২/৮৮ ইং তারিখে গ্রেপ্তার করিয়া মাননীয় আদালতে প্রেরণ করেন। ঐ দিন সে মাননীয় আদালত হইতে জামিনে মুক্তি পায়।

উক্ত মোকদ্দমার তদন্ত কার্য্য অব্যাহত আছে।

শ্রী সমর চৌধুরী (ধনপুর) :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সুব্রত ঘোষের পরিচয় দিলেন এফ, আই, আর এ স্টুডেন্ট-এটা কি পুলিশ রিপোর্ট? যদি তাই হয় তার পিতার নাম হচ্ছে ব্রজেন্দ্র ঘোষ এই সুব্রত ঘোষ সেই এলাকার মধ্যে শুধু কংগ্রেস (আই) এর নেতা নন ওখানকার যে মনোনিত উন্নয়ন কমিটি তৈরী হয়েছে সে কমিটির সে চেয়ারম্যান ও। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে পরিচয়টা দিয়েছেন সেটা ভুল তথ্য। উনি নিয়মিত এন. এস. ইউ. আই-এর নেতা। দ্বিতীয়তঃ যে তারিখে এখানে ঘটনাটা ঘটল সে তারিখে সুব্রত ঘোষ রাখাল বৈদ্য ওরা ৩ জন যারা নাকি ছাত্র নয় তারা পটাস কুচ, লাঠি বল্লম প্রভৃতি দিনের বেলায় স্কুলের পাশে একটা ক্লাব ঘরে বোঝাই করে রেখেছিল তারপর স্কুল থেকে মাষ্টার মহাশয়রা যখন মিটিং করে বেড়িয়ে আসছিলেন তখন সেখানে রঙ্গহরি পাল বিকাশ সাহা খোকন দেব এই তিন গার্জিয়ান পরীক্ষার ফলাফল জানতে গিয়েছিন এবং মাষ্টার মহাশয়দের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতেও গিয়েছিলেন। মাষ্টার মহাশয়দের সঙ্গে তাদের কথা হয়েছিল

১২ তারিখে বিকালের মধ্যে সমস্ত গার্জিয়ানরা যাদের ছেলে মেয়েরা ফেল করেছে তাদের নিয়ে বসে মিটিং করে যে গার্জিয়ানদের ছাত্র ছাত্রীদের সম্পর্কে কি দায়িত্ব নেবে। সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ভাবে মাষ্টার মহাশয়দের কাছে কিছু বলার পর মাষ্টার মহাশয়রা আবার সিদ্ধান্ত নেবেন যে তাদের কাউন্সিল থেকে এই সম্পর্কে আরও কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে এগাউ করা যায় কিনা ঠিক সেই পরিস্থিতিতে রঙ্গরবি পাল বিকাশ সাহা খোকন দেব এই গার্জিয়ানদের সামনে অতর্কিতে এই সুব্রত ঘোষ সহ এন, এস, ইউ, আই-এর সমস্ত বাহিনী মাষ্টারদের উপর আক্রমণ করে হেড মাষ্টার মহাশয়ের মাথা ফাটায়, শিক্ষিকাদের লাঞ্ছিতা করে, অন্যান্য শিক্ষকদের পেটায়, এমনকি রঙ্গরবি পাল এবং তার ছেলে শিক্ষক তাকেও পেটায়, বিকাশ সাহা এবং খোকন দেবকে পেটায় এবং অন্যান্য গার্জিয়ানদেরও তারা মারধর করে। এই সমস্ত তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ?

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :— স্যার প্রধান শিক্ষক হরিলাল পোদ্দার লিখিত যে দরখাস্ত দিয়েছেন, সে দরখাস্ত এফ, আই আর, হিসাবে নেওয়া হয়েছে। সেই দরখাস্তে উনি সুব্রত ঘোষের নাম বলেছেন। তিনি কোন মিস্ট্রেসদের মা বাবা কথা বলেন নি, বা কোন পটকার কথা বলেন নি। সুব্রত ঘোষের পিতা ব্রজেন্দ্র ঘোষ নন, পিতা-হিরন্ময় ঘোষ, সাকিন-মহেশপুর।

শ্রী সমর চৌধুরী : পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, যদি তাই সত্য হয়, তা হলে আমি বলব এই হিরন্ময় ঘোষ একজন সাধারণ কংগ্রেস কর্মী নন, সে অঞ্চলের কংগ্রেসের একজন একনিষ্ঠ কর্মী। দ্বিতীয় পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশানটি হলো—হেমন্ত দেবনাথ, যিনি খুন হয়েছিলেন, তাঁর খুনের আসামী হচ্ছে রাখাল বৈদ্য ও শম্ভু পাল। তারা সবাই কংগ্রেস (আই) কর্মী। এই রাখাল বৈদ্যকে এখন পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয় নি। সেখানকার জন সাধারণ দাবী করছে, অথচ এখন পর্যন্ত রাখাল বৈদ্যকে গ্রেপ্তার করা হয় নি।

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মণ (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :— স্যার এটা বানানো গল্প।

মিঃ স্পীকার : — উল্লেখ্য বিষয়ের ষষ্ঠটি গত ৪-১-৮৯ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয় বস্তুর উপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয় বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয় বস্তুটি হলো :—

"গত ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮ ইং কমলপুরে কতিপয় দুস্কৃতকারী কর্তৃক বিধায়ক শ্রী বিমল সিংহকে আক্রমণ করে গুরুতর আহত করার ঘটনা সম্পর্কে"।

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মণ (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়,

'গত ১৪ ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮ ইং কমলপুরে কতিপর দুস্কৃতকারী কর্তৃক বিধায়ক শ্রী বিমল সিংহকে আক্রমণ করে গুরুতর আহত করার ঘটনা সম্পর্কে'।

গত ১৪-৯-৮৮ ইং তারিখ আনুমানিক ১০ · ৩০ মিঃ সময় সি, পি, আই (এম) বিধায়ক শ্রী বিমল সিংহার নেতৃত্বে একদল সি, পি, আই (এম) কর্মী ত্রিপুরা বন্ধের সমর্থনে কমলপুর শিববাড়ী হাইস্কুলের সামনে পিকেটিং করিয়া ঐ স্কুলের ছাত্র ও কর্মীদের স্কুলে প্রবেশ করার সময় আটকাইতেছিলেন। বেলা প্রায় ১১ · ২০ মিঃ সময় পিকেটকারীরা একজন কংগ্রেস (আই) সমর্থক শ্রী কমল কান্তি পালের উপর একটি বোমা নিক্ষেপ করে। বোমাটি ফাটার ফলে কমল কান্তি পালের মৃত্যু হয় এবং একজন ছাত্রী কুমারী স্মৃতি ঘোষ আহত হয়।

এই ঘটনার সংস্রবে ভারতীয় দণ্ড বিধির ১৪৭/৩০২ ধারায় এবং বিস্ফোরক আইনের ৩/৫ ধারায় কমলপুর থানায় শ্রী বিমল সিংহা এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে মামলা নং ৬ (৯) ৮৮ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য আরম্ভ করেন।

তদন্তকালে পুলিশ বিধায়ক শ্রী বিমল সিংহা সহ ৩ (তিন) জনকে গ্রেপ্তার করেন। অন্য আরও ৯ (নয়) জন বিবাদী মাননীয় আদালতে আত্ম সমর্পন করে।

উপরোক্ত ঘটনায় কমলপুরের একদল স্থানীয় লোক উত্তেজিত হইয়া ঐ তারিখ (১৪-৯-৮৮) ইং বেলা প্রায় ১২—৩০ মিঃ সময় কমলপুরে সি, পি. আই (এম) পার্টি অফিসটি আক্রমণ করে এবং ইট পাটকেল ছুড়িতে থাকিলে বিধায়ক শ্রী বিমল সিংহা ইট পাটকেলের আঘাতে আঘাত প্রাপ্ত হয়।

এই ঘটনার সংস্রবে বিধায়ক শ্রী বিমল সিনহার অভিযোগ মূলে ভারতীয় দণ্ড বিধির ১৪৭/১৪৯/৩৫৭/৩২৩ ধারায় কমলপুর থানায় মামলা নং ৯ (৯) ৮৮ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করেন।

উপরোক্ত ঘটনার প্রতিশোধে বিধায়ক শ্রী বিমল সিংহের নেতৃত্বে একদল সি. পি, আই, (এম) সমর্থক কমলপুর বাজারের কতিপয় কংগ্রেস (আই) সমর্থকের দোকানে লুট পাট করে।

এই ঘটনায় ভারতীয় দণ্ড বিধির ৪৪৭/৩৯৫ ধারায় কমলপুর থানায় মামলা নং ৭ (৯) ৮৮ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করেন।

তদন্তকালে এফ, আই, আর-এ উল্লিখিত ৭ জন বিবাদী মাননীয় আদালতে আত্মসমর্পন করে এবং তাহারা জামিনে আদালত হইতে মুক্তি পায়।
উপরোক্ত তিনটি মামলাই তদন্তাধীন আছে।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস (সুরমা) —পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অবগত আছেন কিনা যে, কমলকান্তি পাল এন, এস, আই-এর ছাত্র হিসাবে যার নাম, তিনি উল্লেখ করেছেন সে তিন বছর আগেই পড়াশুনা ছেড়েছে এবং মানিক ভাণ্ডারের হরচন্দ্র স্কুলে চার বার ফেল করার পর এবং স্কুলে অনেক কুকীর্ত্তির ফলে স্কুলের শিক্ষক মহাশয়রা সিদ্ধান্ত করে তাকে স্কুল থেকে বহিস্কার করেছেন তার বাবাকে ডেকে এনে বলে দিয়েছেন। সে শিব বাড়ীর সিনিয়ার বেসিক স্কুলে ভর্ত্তি হয়েছে এবং সেখানে প্রায় ১৫ দিন স্কুলে যাওয়ার পর সে আর কোন দিন স্কুলে যায় নি। ১৪ই সেপ্টেম্বর 'ত্রিপুরা বন্ধের' দিন যখন শান্তিপূর্ণ ভাবে পিকেটিং হচ্ছিল তখন সে কমলপুরের মানিক ভাণ্ডারে ছিল এবং দীপক চক্রবর্তী যারা নাকি কংগ্রেস হিসাবে সমীর বাবুদের সেই হীরার টুকরা ছেলে মানিক ভাণ্ডারের বাজার থেকে প্লাষ্টিকের ব্যেগে করে বোমা নিয়ে এসে শিববাড়ীর স্কুলে গিয়ে সেখানে তারা বলে আমাদের লোক যারা আছে তোমরা সব ছড়ে পড় এবং সে বেশ কিছু বোমা বের করে এবং সে বোমা তার হাতেই ফেটে যায় এবং সেই বোমার আঘাতে সে নিহত হয়। সেই ডেড বডি যখন কমলপুরে যায় সজল চক্রবর্ত্তী যিনি গত নির্বাচনে বিমল সিনহার সঙ্গে পরাজিত হয়েছিলেন শ্যামল চক্রবর্ত্তী যিনি কংগ্রেসের নেতা বলে পরিচিত সুপ্রিয় দত্ত প্রাক্তন বিধায়ক সুনীল দত্তের ছেলে সহ তাদের নেতৃত্বে একদল দুস্কৃতকারী কমলপুর পার্টি অফিস আক্রমণ করে, ভাঙ্গচুর করে কাগজপত্র ছুড়ে ফেলে দেয় এবং সেই সময় বিমলবাবু অফিসের সামনে ছিলেন। বিমলবাবুর উপর ইটপাটকেল ছুড়ে এবং উনাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করেন। ইটের আঘাত উনার মাথা এবং বুকে লাগে. এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আছে কিনা ?

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মণ (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী):—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কমলপুর পার্টি অফিস. কাগজ পত্র পোড়া পার্টি অফিস ভাঙ্গা এই ধরণের কোন ঘটনা থানায় বিমল সিনহা মহাশয় লিপিবদ্ধ করাননি। উনি যে কেইস দিয়েছেন তার ধারা হল ১৪৭, ১৪৯ ৩২৩। কাজেই এই অভিযোগ ঠিক নয়। দ্বিতীয় কথা হল কমলকান্তি পাল ছাত্র এবং উনি লেখাপড়া করেন এটাও ঠিক নয়, উনি লেখাপড়া করেন না। কমলকান্তি পালকে বিমল সিনহার নেতৃত্বে বোমা দিয়ে মারা হয় এবং ৩০২ ধারায় মোকদ্দমা হয়। সি. আই ডির তত্বাবধানে তদন্ত হচ্ছে এবং বিমল সিন্হা কোর্ট থেকে জামিনে এসেছেন। অ্যারেষ্ট করে যখন বিমল সিনহাকে নিয়ে যাওয়া হয় তখন বিমল

সিনহা সমস্ত কথা তুলে ধরে, কোর্ট পরিষ্কার লিখে দিয়েছে এই সমস্ত কথা আমরা বিশ্বাস করি না। কিন্তু যেহেতু উনি অসুস্থ বলেছেন এবং উনি একজন প্রাক্তন ডেপুটি স্পীকার ছিলেন, তার জন্য কনসিডারেশনে এনে উনাকে জামিনে মুক্তি দেন।

মিঃ স্পীকার :—উল্লেখ্য বিষয়ের সপ্তমটি গত ৫-১-৮৯ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুর উপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো :— গত ৩-১-৮৯ ইং তারিখ সকাল ৮ ঘটিকার সময় কাম্বোকছড়াতে কুমার দেববর্মাকে খুন করার চেষ্টা সম্পর্কে।

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) : - মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় নোটিশটি হল 'গত ৩-১-৮৯ইং তারিখে সকাল ৮ ঘটিকায় সময় কাম্বোকছড়াতে কুমার দেববর্মাকে খুন করার চেষ্টা সম্পর্কে।" উত্তরটা হল :—গত ৩,১,৮৯ইং সকাল ৮ ঘটিকার সময় কাম্বোকছড়ার কুমার দেববর্মাকে খুন করার চেষ্টা সম্পর্কে কোন প্রকার খবর পুলিশের নিকট নাই। তবে গত ৩ ১. ৮৯ইং বেলা ৩-২০ মিঃ এর সময় সিধাই থানাধীন কামবুকছড়া নিবাসী শ্রীকৃষ্ণমণি দেববর্মার পুত্র শ্রীশচীন্দ্র দেববর্মা পুলিশের নিকট এই মর্মে এজাহার করে যে. গত ৩. ১. ৮৯ইং তারিখ সকাল ৮ ঘটিকায় সময় দুইজন অজ্ঞাতনামা পাহাড়ী যুবক লাঠি সহকারে তাহার বাড়ীতে প্রবেশ করে তাহার নিকট টি, এন. ভির নামে ৫০০ টাকা চাঁদার দাবী করে। সে চাঁদা দিতে অস্বীকার করিলে পর উক্ত যুবকদ্বয় পিস্তল দিয়ে তাহাকে হত্যার হুমকি দেয়। শ্রীশচীন্দ্র দেববর্মা ভয়ে তাহাদিগকে ৫০ টাকা দেয়। তারপর দুস্কৃতকারীদ্বয় শ্রীশচীন্দ্র দেববর্মার বড় ভাই শ্রীউপেন্দ্র দেববর্মার ঘরে গিয়া তাহার নিকট ও টি. এন. ভির নামে চাঁদা বাবদ ৩০০ টাকা দাবী করে। ঘটনাটি তাহাদের প্রতিবেশীরা জানতে পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উক্ত যুবকদ্বয়কে ধরিয়া ফেলিতে সক্ষম হন এবং তাহাদের নিকট হইতে নকল পিস্তল (যাহা একটি খেলনা পিস্তলের মধ্যে লোহার নল লাগানো) উদ্ধার করেন।

উক্ত অভিযোগটি সিধাই থানায় ভারতীয় দণ্ড বিধির ৩৯২ ধারায় মোকদ্দমা নং ২(১ ৮৯ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য্য শুরু করে।

তদন্তকালে পুলিশ গত ৩-১ ৮৯ইং তারিখে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে গ্রেপ্তার করে। তাহাদের নিকট হইতে একটি খেলনা পিস্তল যাহাতে লোহার নল লাগানো আছে, একটি লাঠি এবং ৫০ টাকা (যারা)

শ্রীশচীন্দ্র দেববর্মার নিকট হইতে টি, এন, ভি'র নামে চাঁদা বাবদ আদায় করেছিল) উদ্ধার করেন ।

ধৃত ব্যক্তিগণের নাম

১। শ্রীরেবতী দেববর্মা : - পিতা মৃত কৃষ্ণ রাম দেববর্মা, গ্রাম গয়াফাও, থানা খোয়াই ।

২। শ্রীদুর্জয় দেববর্মা : পিতা মৃত জ্ঞান দেববর্মা, গ্রাম রাধাপুর, থানা সিধাই ।

ধৃত ব্যক্তিদ্বয়কে গত ৪-১ ৮৯ইং তারিখ মাননীয় আদালতে প্রেরণ করা হয় এবং ঐ দিনই তাহাদিগকে ৭ দিনের জন্য পুলিশ রিমান্ডে নেওয়া হয় ।

অভিযোগকারী শ্রীশচীন্দ্র দেববর্মা এবং তাহার বড় ভাই শ্রীউপেন্দ্র দেববর্মা ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির সমর্থক এবং গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিদ্বয় সি. পি. আই, (এম)- এর উপজাতি সংগঠন গণমুক্তি পরিষদের সদস্য বলে প্রকাশ। মোকদ্দমাটির তদন্তকার্য্য অব্যাহত আছে ।

শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ, (মোহনপুর) :—পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা যে, সিমনা নির্বাচনের দিন যেই এগিয়ে আসছে সেখানে তখন মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টিরা একটা সাম্প্রদায়িকতা আরম্ভ করেছিলেন এবং সি পি আই (এম) এর কিছু লোক সেখানে উগ্রপন্থীর নাম নিয়ে লুট ও সন্ত্রাস চালাচ্ছিল এবং খুনের হুমকি দিচ্ছেন তার একটা প্রমাণ হচ্ছে এই দিন তারিখ ৭ ঘটিকার সময় ছনখোলা বাজার থেকে আসার পথে একটা ট্রাক আক্রমণ করা হয়েছিল এবং সেখানে ১৪ জন লোককে আহত করা হইয়াছে এবং বর্তমানে ২ জন জি. বি. হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। তাছাড়াও প্রায় দুই মাস আগে একটা ট্রাককে আক্রমণ করা হয়েছিল তারপর যারা যারা সেই ট্রাককে আক্রমণ করেছিল তারা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আত্ম সমর্পণ করেছে এবং তারা সি পি আই [এম]-এর কর্মী, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের আছে কি ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ।: মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি অনেকবার এই হাউসে বলেছি যে তাদের দলীয় গণমুক্তি পরিষদই বলুন, আর, এস, এফ আইই বলুন, সি, পি, আই (এম) ই বলুন তাদের দলীয় সমর্থকরা সারা রাজ্যে লুঠতরাজ শুরু করেছে উত্তর জেলা, দক্ষিণ জেলা, সদর উত্তর অঞ্চল প্রভৃতি জায়গায় যারাই যখন ধরা পড়েছে তখন তারা হয় পুলিশের কাছে না হয় কোর্টে গিয়ে বলছে যে আমরা সি পি আই (এম) এর সমর্থক, আমরা গনমুক্তি পরিষদের সমর্থক আমাদের যে তারা আমাদের বলেছে এইভাবে তোমরা নৃত্য কর তাহলেই রাষ্ট্রপতির শাসন আসবে এবং আমরা আবার যেতে পারব এবং এইভাবেই তারা এই । করছেন

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা (আশারাম বাড়ী):— স্যার, উনি ওনার প্রশ্নের উত্তরটা ঠিকভাবে দিচ্ছেন না, এড়িয়ে যাচ্ছেন।

মিঃ স্পীকারঃ — উল্লেখ্য বিষয়ে অষ্টমটি গত ৫.১.৮৯ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লিখিত বিষয় বস্তুর উপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভার প্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয় বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো :— গত ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮ইং খোয়াই বিভাগের তেলিয়ামুড়ার বিধায়ক শ্রীজীতেন্দ্র সরকারকে একদল দুষ্কৃতকারী কর্তৃক হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করে গুরুতর আহত করা সম্পর্কে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৮ ইং খোয়াই বিভাগের তেলিয়ামুড়ার বিধায়ক শ্রীজিতেন্দ্র সরকারকে হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করে গুরুতর আহত করা সম্পর্কে।

গত ১৪, ৯, ৮৮ইং তারিখ রাত ৮—২০ মিঃ এর সময় তেলিয়ামুড়া যুব কংগ্রেস (আই) সভাপতিত্বে তেলিয়ামুড়া থানায় এই মর্মে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন যে, ঐদিন বেলা ১০-৩০ মিঃ এর সময় তেলিয়ামুড়া তৃপ্তি হোটেলের নিকট একটি কংগ্রেস (আই) জমায়েত এর উপর বিধায়ক শ্রী জীতেন্দ্র সরকার তাহার দেহরক্ষীর নিকট হইতে পিস্তল ছিনাইয়া নিয়া গুলি ছোড়ে। সৌভাগ্যের বিষয় যে, এই গুলি বর্ষনের ফলে কেহই হতাহত হন নাই অভিযোগে ইহাও উল্লেখ করা হয় যে, বিধায়ক শ্রী জীতেন্দ্র সরকারের সঙ্গী শ্রী সজল দের নিকটও একটি পিস্তল ছিল। এই অভিযোগটি তেলিয়ামুড়া থানায় অস্ত্র আইনের ২৫ (ক) ধারার মোকদ্দমা নং ১০ [৯ ' ৮৮ নথিভূক্ত করে পুলিশ তদন্ত শুরু করে।

তদন্তকালে পুলিশ রিভলবারটি সিজ করে বিধায়ক শ্রী জীতেন্দ্র সরকারকে গত ১৭. ৯. ৮৮ইং তারিখ গ্রেপ্তার করা হইলে খোয়াই মহকুমার বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট তাহাকে জামিনে মুক্তি দেন।

ঐ দিনই অর্থাৎ ১৪, ৯, ৮৮ ইং বেলা ৩ ২৫ মিঃ এর সময় বিধায়ক শ্রী জীতেন্দ্র সরকার তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে তেলিয়ামুড়া থানার দারোগা বাবুর নিকট এই মর্মে একটি এজাহার করেন যে, ঐদিন বামফ্রন্টের ডাকা বন্ধের সমর্থনে একটি মিছিলকে তিনি তেলিয়ামুড়া বাজারস্থিত ফলের দোকান পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে যখন পার্টি অফিসের সি পি আই (এম) দিকে ফিরিয়া আসিতেছিলেন তখন

তিনি দেখিতে পান যে রাজদূত ক্লাবের দিক হইতে কিছু সংখ্যক সমর্থক সদস্য তাহাদের পতাকা ও লাঠি হাতে দৌড়াইয়া আসিতেছে। তখন তাহার দেহরক্ষী সহ তৃপ্তি হোটেলের পিছন দিকে আশ্রয় নেন। কিন্তু জনতা তাহাকে তৃপ্তি হোটেলের পিছনেও ঘেরাও করে ইট পাটকেল ছুরিতে থাকে। তখন তাহার একজন দেহরক্ষী তাহার পিস্তল হইতে এক রাউণ্ড গুলি ছোড়ে। বিধায়ক শ্রী সরকার তৃপ্তি হোটেলের ভিতর ঢুকিয়া পড়েন। তখন উত্তেজিত জনতা উত্তেজিত হয়ে আরও বেশী পরিমাণ ইট পাটকেল ছুরিতে থাকে। কিছুক্ষণ পর তিনি হোটেল হইতে বাহির হইয়া আসিলে তেলিয়ামুড়া নেতাজী নগর বাসিন্দা শ্রী রানা দাস বিধায়ক শ্রী সরকারের মাথায় লাঠি দিয়া আঘাত করে ফলে তাহার মাথা ফাটিয়া রক্তাক্ত জখম হন এবং অজ্ঞান হইয়া পড়েন।

এই অভিযোগটি ভারতীয় দণ্ড বিধির ১৪৮। ১৪৯। ৩২৫। ৪২৭। এবং বিস্ফোরক আইনের ৩ ধারায় মোকদ্দমা নাম্বার ৮। ৯ ।৮৮ইং নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত আরম্ভ করে। তদন্তকালে পুলিশ অভিযোগমূলে জিতেন সরকার ও তার দেহরক্ষী রানা দাসকেও গ্রেপ্তার করে। বর্তমানে সে জামিনে আছে। বিধায়ক শ্রীজিতেন সরকার প্রথমে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে চিকিৎসিত হন ও পরে জি বি. হাসপাতালে আসেন। উভয় ঘটনার তদন্ত চলিতেছে।

শ্রী মাখনলাল চক্রবর্ত্তী (কল্যাণ পুর) :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এটা জানেন কি যে ১৪ তারিখ তেলিয়ামুড়াতে যখন শান্তিপূর্ণভাবে সর্ব্বাত্মক বন্ধ পালিত হচ্ছিল পুলিশের পারমিশান নিয়ে এবং আমাদের ছেলেরা যখন একটি মিছিল করছিল শান্তিপূর্ণভাবে তখন বিধায়ক জিতেন সরকার সেই মিছিলে ছিলেন না। মিছিল স্টার্ট হওয়ার পর ক্ষুধার্ত শ্রীসরকার তৃপ্তি হোটেলে ঢুকেন খাবার জন্য। কিন্তু বন্ধ সর্ব্বাত্মক দেখে ঐ কেন্দ্রের পরাজিত কংগ্রেস প্রার্থী অশোক বৈদ্যের নেতৃত্বে একদল দুষ্কৃতকারী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে, তারা রাজদূত ক্লাবের ছেলে এবং এই ছেলেরা উত্তেজিত অবস্থায় তৃপ্তি হোটেলে ঢুকে ও হোটেলের মালিক এবং জিতেনবাবুকে মারধোর করে তখন সেখানে পুলিশও উপস্থিত ছিল যখন জিতেনবাবুকে হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করেছিল এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্ম্মণ (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জিতেন সরকার আহত এটা আমি আগে ও বলেছি তবে এটা ঠিক নয় যে জিতেন সরকারের উপর আগে আক্রমণ হয়েছিল। প্রথমে জিতেন সরকার তার দেহ রক্ষীর নিকট থেকে পিস্তল নিয়ে গুলি করেন কারণ ঐদিন ঐ এলাকায় বন্ধ একেবারেই হয়নি গাড়ী ঘোড়া চলছিল দোকান পাট খোলাছিল, জনসাধারণ শান্তি শৃঙ্খলা মেনে চলছিল আর জিতেন সরকারের এ ধরনের ক্রিমিন্যাল কাজ এটাই প্রথম নয় বামফ্রন্টের

আমলেও জিতেন সরকারকে খুনের দায়ে কোর্টে হাজির হতে হয়েছিল কিন্তু পরবর্তী সময়ে আদালত থেকে ওয়ারেন্ট দেওয়া সত্বেও তাকে আদালতে হাজির করা যায়নি এবং কেইসও আরম্ভ করা যাচ্ছিল না। এই কেইস নৃপেনবাবুর আমলে হয়েছিল। যাই হউক ঐদিন জিতেন সরকারকে কংগ্রেসের পরাজিত প্রার্থী বা তার দল আক্রমণ করেছিল যেটা বলা হয়েছে সেটা ঠিক না। জিতেন সরকারই প্রথমে গুলী ছোড়ে যেহেতু সেদিন তেলিয়ামুড়াতে বন্ধ হয়নি এবং গণ্ডগোল করছিল।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্য্যসূচীতে বাকী যেসব রেফারেন্স রয়েছে সেগুলি রিসেসের পরে হবে। দ্যা হাউজ ইজ অ্যাজার্ন টিল ২ পি, এম, ।

AFTER RECESS AT 2'00 PM

(মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আসন গ্রহন করা মাত্রেই বিরোধী বেঞ্চ থেকে মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী মহোদয় উঠে দাঁড়িয়ে বলতে থাকেন)

শ্রী সমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ★ ★ ★ ★

মিঃ স্পীকার : -আপনি বসুন, আপনি যা বলেছেন বিধানসভার রুলস্ এণ্ড প্রসিডিউরস -এর মধ্যে সেটা পড়ে না। আপনি বসুন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আমি বলছি যে রুলস এণ্ড প্রসিডিউরস্ এর কোথাও লেখা নাই হোয়েন দ্যা স্পীকার গিভস এ রুলিং। এই রুলিং অভার টেক করার মত কোন সুবিধা নাই। সুতরাং হোয়াট ইজ গিভেন ইট ইজ গিভেন রাইটলী।

এখন সভার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আজকের কার্য্যসূচীতে যেসকল রেফারেন্স এবং কলিং এটেনসনের জবাব দেওয়া সম্ভব হয় নাই, সেগুলির লিখিত জবাব প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে মাননীয় সদস্যগণ যেন সংগ্রহ করে নেন। (ANNEXURE—'C')

The statements on the Reference cases and the calling Attention Notices as laid on the Table of the House are as follows : –

1. Matter raised by Shri Sunil Kr Choudhury on 5/1/89 regarding—

"গত ১৬ নভেম্বর, ১৯৮৮ ইং সোনামুড়া বিভাগের কেমতলী গ্রামে নিজ বাড়ীর কাছে বিধায়ক শ্রীসুকুমার বর্মণ একদল দুষ্কৃতকারী কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে গুরুতর আহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে"।

★ ★ Expunged as ordered by the Chair.

Written Statements on the Calling Attention Notices

2. Calling Attention given Notice of by Shri Nakul Das on 2/1/89 regarding—

"গত ২৫শে আগষ্ট, ১৯৮৮ ইং বিলোনীয়া বিভাগ অন্তর্গত রাধানগর নামক স্থানে একদল সশস্ত্র দুষ্কৃতকারী কর্তৃক রাজ্যে সফরং : সাংসদ সদস্যদের টিমের উপর আক্রমণ করার ঘটনা সম্পর্কে"।

3 Calling Attention given Notice of by Shri Fayzur Rahaman on 3/1/89 regarding—

'গত ১৪ই আগষ্ট ১৯৮৮ ইং সাব্রুম বিভাগের মাধবনগর নামক স্থানে বিধায়ক শ্রী সুনীল চৌধুরীর উপর একদল দুষ্কৃতকারী কর্তৃক হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করার ঘটনা সম্পর্কে"।

4. Calling Attention given Notice of by Shri Bidhu Bhusan Malakar on 3/1/89 regarding -

'গত ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৮৮ ইং ধর্মনগর মহকুমার বাগান গ্রামের বিকলাঙ্গ মেয়ে রোসনা বেগমের ধর্মনগর হাসপাতালে মৃত্যুর সম্পর্কে"।

5. Calling Attention given Notice of by Shri Bidhu Bhusan Malakar on regarding -

"গত ১৩ই সেপ্টম্বর ১৯৮৮ ইং আগরতলা শহরে বটতলাস্থিত ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র অফিসঘর বিরাট সংখ্যক দুষ্কৃতকারী কর্তৃক অবরোধ করে প্রায় ৭৫ জন পার্টির কর্মী ও নেতাকে হত্যা করার চক্রান্তের ঘটনা সম্পর্কে"।

6. Calling Attention given Notice of by Shri Bidhu Bhusan Malakar on 4/1/12 regarding—

'গত ১৪ নভেম্বর, ১৯৮৮ ইং এ. ডি. সি সদস্য শ্রীগজেন্দ্র ত্রিপুরাকে কৈলাশহর মহকুমার বিরাশী মাইলে তার বাড়ীতে গভীররাতে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে মারার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে"।

7 Calling Attention given Notice of by Shri Rudreswar Das on 5/2/89 regarding—

"গত ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮ ইং কমলপুর মহকুমার আমবাসা থানাধীন কুলাইতে কতিপয় দুষ্কৃতকারী কর্তৃক অমরেন্দ্র দে কে ধারালো অস্ত্র দিয়ে গুরুতর আহত করা এবং পরে জি, বি, হাসপাতালে মৃত্যু হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে"।

8. Calling Attention given Notice of by Shri Nakul Das on 5/1/89 regarding—

"গত ২৮শে জুলাই, ১৯৮৮ ইং বিলোনীয়া বিভাগের চিত্তমারা গ্রামের সুবীর পালকে প্রকাশ্য দিবালোকে ট্রাক গাড়ীতে তোলে নিয়ে হত্যা করার ঘটনা সম্পর্কে'।

(গোলমাল)

মিঃ স্পীকার :—আমি বলছি, দ্বিতীয় বেলা মিটিং আরম্ভ হওয়ার পর যে বিবৃতি মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী রেটেছেন দ্যাট উইল বী একস্ পাঞ্জ ফ্রম দি প্রসিডিংস। আপনারা শান্ত হোন [গোলমাল এবং শ্লোগান দিতে দিতে বিরোধী দলের সমস্ত সদস্যরাই ওয়াক আউট করেন]

শ্রী জওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) : - মাননীয় স্পীকার, স্যার এবার তো আগরতলায় যাত্রার দল আসেনি। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির লোকেরা জনগনের কল্যাণের জন্য কাজ না করে তাদের কথা চিন্তা না করে যাত্রার দলের অভিনয় করতে এসেছেন হাউসের ভিতরে।

মিঃ স্পীকার :— রিসেসের পর মিটিং আরম্ভ হওয়ার পরে মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী যে বক্তব্য রেখেছেন তা প্রেসিডিংস থেকে বাদ যাবে

শ্রী বুদ্ধ দেববর্মা (গোলাঘাটি):— স্যার এই মাত্র আমি খবর পেলাম যে হিন্দি স্কুলের টিচাররা অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ধর্মঘটে নেমেছেন। এই ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি এই ব্যাপারে ওদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে ব্যবস্থা নেব বলে জানিয়ে দিয়েছি।

LAYING OF PAPERS ON THE TABLE

Mr. Speaker :— Now, Laying of the Tripura Sales Tax (Eighth Amendment) Rules, 1988, as required under Sub-Section (3) of Section 44 of the Tripura Sale Tax Act. 1976

এখন আমি রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি রুলসটি সভার টেবিলে পেশ করার জন্য।

শ্রী কালিদাস দত্ত (রাষ্ট্র মন্ত্রী): - Mr Speaker, I beg to lay before the House a copy of "The Tax (Eighth Amendment) Rules, 1988,

as required under Sub Section (3) of Section 44 of the Tripura Sales Tax Act, 1976

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের সভায় পেশ করা রুলস্‌টির প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবেন।

LAYING OF REPLIES TO POST PONED QUESTIONS ON THE TABLE (ANNEXURE—D)

Mr. Spekar :— Now, Laying of replies to the postponed questions. বিধানসভায় গত অধিবেশনে পোস্টপোণ্ড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৫, ২৫৯, ৩০০ এবং পোস্ট পোণ্ড আন স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩১ ও ৪০ এর উত্তর দেয়া সম্ভব হয়নি।

এখন আমি তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি পোষ্টপোণ্ড আনটার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার — ৩১ এর উত্তর পত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য।

Shri Ratan Chakraborty (State Minister) :—Mr, Speaker Sir, I beg to lay on the Table of the House the reply of the postponed Unstarred Question No 31.

মিঃ স্পীকার : —এখন আমি শিক্ষা দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি পোস্টপোণ্ড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৫৬, ২৫৯, ও ৩০০ এবং পোস্ট পোণ্ড আন স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪০ এর উত্তর পত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য।

Shri Arun Kr. Kar (Minister) :—Mr. Speaker, I beg to lay on the Table of the House the replies of the postponed Starred questions Nos. 56, 259, 300, and postponed Unstarred No. 40.

GOVERNMENT BILL

Mr. Speaker :-- Now, question before the House is the Motion to be moved by the Minister-in-charge of the Agriculture Deptt. that the Tripura Agricultural Produce Markets (Second Amendment) Bill, 1988 Tripura [Bill No. 7 of 1988] be taken in to consideration

Now, I would request the Hon' ble Minister in-charge of the Agriculture

Department to move his motion.

[বিরোধী সদস্যদের সভা কক্ষে প্রবেশ এবং আসন গ্রহণ]

শ্রীবিমল মিত্রা [রাষ্ট্র মন্ত্রী] :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে The Tripura Agricultural Produce Markets [Second Amendment] Bill, 1988 [Tripura Bill No. 7 of 1988] বিবেচনা করা হউক।

স্যার, কৃষকরা তাদের উৎপাদিত কৃষিজাত সমাগ্রী বেচা কেনার সময় যাতে উৎপাদিত সামগ্রির লাভজনক মূল্য পেতে পারে এবং তদুপরি তাদেরকে ব্যবসায়ী কুলের শোষণের হাত থেকে বাঁচাতে যথোযুক্ত সুবিধা সম্প্রসারণের প্রয়োজনে ত্রিপুরা রাজ্যে নিয়ন্ত্রিত বাজার স্থাপনের লক্ষ্যে বোম্বাই কৃষিজাত পণ্য বাজার আইন, ১৯৩৯ এই রাজ্যে ১৯৫৬ সালে সম্প্রসারিত হয়েছিল। অতঃপর রাজ্যের স্থানীয় পরিস্থিতির ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সর্ত্তাদি প্রনয়নের মাধ্যমে রাজ্যের নিজস্ব একটি বাজার আইন প্রনয়ন করতে এবং এই ব্যাপারে ভারত সরকারের ক্রমাগত পরামর্শে ত্রিপুরা কৃষি পণ্য বাজার আইন, ১৯৮০ প্রবর্ত্তিত হয়, যা ১৯৮৫ ইং সনে বলবৎ হয়। এই ভাবে রাজ্যের নিজস্ব বাজার আইন প্রবর্ত্তনের সাথে সাথে পুরানো আইনটি বাতিল হয়ে যায়। এরপর বিধিবদ্ধ বাজার কমিটিগুলোর উপযুক্ত দেখাশুনা ও সমন্বয় সাধারণের জন্য রাজ্য কৃষিপণ্য বাজার পর্ষদ গঠনের উদ্দেশ্য ত্রিপুরা কৃষিপণ্য বাজার সংশোধনী আইন ১৯৮৩ নামে প্রথম সংশোধনীটি প্রনীত হয় এবং সংশোধনী আইনের অন্তর্গত ব্যবস্থা অনুযায়ী একটি রাজ্য স্তরের বাজার পর্ষদ গঠনের ব্যবস্থা আছে।

বর্ত্তমান ত্রিপুরা কৃষিপণ্য বাজার আইন ১৯৮০ এর শর্ত্তাবলীর অধীনে রাজ্যে নিয়ন্ত্রিত বাজার সমূহ চালু রয়েছে, যার সংখ্যা হলো বর্ত্তমানে ১১টি। উপরোক্ত আইনের ৭নং ধারার অন্তর্গত একটি ব্যবস্থা রয়েছে যাতে ক্রয় বিক্রয়, মজুত ইত্যাদি অধিকতর সনিয়ন্ত্রণের জন্য বাজার কমিটি গঠনের সংস্থান রয়েছে। আইনটির বর্ত্তমান ব্যবস্থানুসারে ১১ সদস্য সমন্বিত ঐরূপ কমিটি এতদসহ এর সভাপতি রাজ্য সরকার প্রথম বার এক বৎসর কালের জন্য মনোনীত করতে পারবেন এবং এই মেয়াদ কেবল মাত্র আর এক বৎসরের জন্য বাড়ানো যাবে। বর্ত্তমানের ব্যবস্থানুযায়ী কেবল মাত্র নির্বাচনের মাধ্যমে বাজার কমিটি গঠন আর কোন অবস্থাতেই এই আইনে মনোনীত কমিটিগুলোর কার্য্যকাল ২ দুই বৎসরের অধিক সময়ের জন্য বাড়ানোর সুযোগ নাই। কিন্তু সদস্য নির্বাচন, পরিচালনা ও নির্বাচিত সংস্থা গঠনের জন্য এখনো পর্য্যন্ত নিয়ম বিধি প্রণয়ন করা সম্ভব হয় নি।

উপরে উল্লিখিত অবস্থার জন্য ২১টি নিয়ন্ত্রিত বাজারের জন্য গঠিত প্রথম বারের মনোনীত কমিটিগুলোর কার্য্যকাল ইতিমধ্যেই ১৯৮৮ সালের মে মাসে শেষ হয়ে গেছে এবং কার্য্যতঃ এই সমস্ত বাজার কমিটিগুলো এখন নিষ্ক্রিয় হয়ে রয়েছে এবং এগুলোকে এদের দৈনন্দিন কার্য্য চালিয়ে যাওয়ার জন্য আর সুযোগ দেওয়া যাচ্ছে না। উপযুক্ত বাধা দূর করতে মূলতঃ কমিটি গঠন করার উদ্দেশ্যে এই আইনের নির্দিষ্ট কতগুলো সর্তের পুনঃ সংশোধনী এবং উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব প্রদানে বাজার কমিটির সদস্য সংখ্যা বাড়ানো, রাজ্য সরকার কর্ত্তৃক কমিটির সদস্য ও সভাপতি নিয়োগ বাজার কমিটির সদস্যদের কার্যকাল ও এর পুনর্গঠন, এই সবের জন্য এই আইনের অন্যান্য কিছু সংখ্যক ধারায় জরুরী সংশোধনীর প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তাই, ত্রিপুরা কৃষিপণ্য বাজার [দ্বিতীয় সংশোধনী] বিল ১৯৮৮তে রাজ্যের উৎপাদক, বিক্রেতাদের বৃহত্তর স্বার্থে, এই আইনের বিভিন্ন ধারার সঠিক রূপায়নের মাধ্যমে উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলো সফল করতে চাওয়া হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আশা করি এই হাউসের বিরোধী পক্ষ সহ সমস্ত মাননীয় সদস্যগণ আমার এই সংশোধনী প্রস্তাব সমর্থন করবেন। কারণ বিলটি বামফ্রন্টের আমলেই প্রথম আনা হয়েছিল। এবং তার ফাইল নাম্বার হল F-6 [29]—Agri [M]/84—85 dated 17.1.87—কাজেই আমি আশা করব হাউসের সমস্ত মাননীয় সদস্য এটাকে সমর্থন জানাবেন, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রী সমর চৌধুরী (-নপুর) :—Mr. Speaker Sir, The Tripura Agricultural Produce Market Act 1980—এটা হচ্ছে নায্য। Principal Act এই এক্টের উদ্দেশ্য ছিল কৃষিপণ্যের দাম। কৃষকেরা পায় না, তাদের ঠকতে হয়, বাজারগুলিতে ট্রেডার্সদের একটা চক্র আছে সেই চক্র বাজারগুলিকে দখল করে রেখেছে অধিক মুনাফার জন্য হোর্ডিং হচ্ছে। এর ফলে কৃষকদের উৎপাদিত সমস্ত কৃষি পণ্যের নায্য মূল্য থেকে কৃষকদের ঠকান হচ্ছে অপর দিকে কনজিউমার-দেরও ঠকান হচ্ছে। মাঝখানে থেকে ট্রেডার্সরা মেকসিমাম মুনাফা লুঠে নিচ্ছে সেটাকে রেগুলেট করার জন্য এবং পাশাপাশি ত্রিপুরার মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য তাদের সেই ব্যাপারে আলোচনা করার অধিকার দেওয়ার জন্য সমস্ত অংশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করার জন্য এই এক্টের মাধ্যমে ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। এবং তার পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারী যে সংস্থা গুলি আছে বা বিভিন্ন এজেন্সিগুলি আছে তাদেরও প্রতিনিধি সরকারী ভাবে এপয়েন্টমেন্ট দিয়ে নিয়োগ করে একটা কমিটি করার সংস্থান এই এক্টের রাখা হয়েছিল। স্যার, এখানে ১০টা

সেকশানকে এমেণ্ড করার প্রস্তাব আনা হয়েছে এই বিলের মাধ্যমে। এই ১০টা সেকশানে নির্দ্দিষ্ট ভাবে সেখানে মূল আইনে কৃষকদের, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কে অপারেটিভ সোসাইটিগুলির নির্বাচিত প্রতিনিধিদের থাকার অধিকার ছিল সেই সমস্ত অধিকারগুলি কার্টেল করা হচ্ছে। এমন কি যে কমিটি হবে তাতে কে চেয়ারম্যান হবেন কে প্রেসিডেন্ট হবেন—যে অধিকারগুলি ছিল সেগুলিকে কার্টেল করে বর্তমান সরকার গত ১১ মাসে কে পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে যে ভাবে।

নোটিফায়েড অ্যাকট, মিউনিসিপ্যালিটি অ্যাকট এই সবের মধ্যে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ করছেন। এই আইনটাতে যাতে মানুষের কোন রকম গণতান্ত্রিক অধিকার না থাকে তার জন্যই চেষ্টা করা হচ্ছে। স্যার, গ্রামাঞ্চলে মহাজনী শোষণ চলছে, ব্যবসায়ী হোর্ডার ও মজুতদারদের শোষণ চলছে। সেখানে কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য দাম পাচ্ছে না। এমনকি তারা বার্গেনিং করার সুযোগ পাচ্ছে না। নির্দ্দিষ্ট তিনটা অংশ কৃষি অ্যানিমেল হাসবেনড্রি কো-অপারেটিভ এগুলিতে সাধারণ মানুষের যে গণতান্ত্রিক অধিকার ছিল এই সরকার সেটা মানতে চান না। সাধারণ মানুষের যাতে প্রতিনিধিত্ব থাকে, নিজেদের অধিকার তারা যাতে বুঝে নিতে পারে সেই সমস্ত সুযোগ এই সংশোধনী দ্বারা কেটে দেওয়া হচ্ছে। সমস্ত বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে দশটা সেকশন সবগুলি নির্দিষ্ট ভাবে আছে। যেখানে ইলেকশানের প্রশ্ন, পিপ্‌ল রিপ্রেজেনটেশনের প্রশ্ন কো-অপারেটিভ কৃষকদের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন সবগুলি বাতিল করা হচ্ছে। সেখানে সরকারের নির্দিষ্ট কতকগুলি ব্যক্তিকে বসানো হচ্ছে। ত্রিপুরার কোন কৃষক, ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ এটাকে মানতে পারে না। এই সংশোধনীর দুই একটা ধারার কথা উল্লেখ করতে চাই যে সেকশান ৭, সাব, সেকশান—১০ এখানে মূল যে আইন মার্কেট কমিটি কনস্টিটিউটেড ফর দি ফার্স্ট টাইম সেখানে মেম্বার থাকবে ইনকলুডেড প্রেসিডেন্ট। প্রেসিডেন্ট শেল বি ইলেকটেড বাই দি স্টেট গভার্ণমেন্ট। এটা উল্লেখ করা হয়েছিল। কিসের জন্য? কারণ ইলেকশন করার জন্য একটা আইনকে চালু করবার জন্য জনগণের অধিকার সৃষ্টি করার জন্য একটু সময় লাগবে

সেই সময়টাকে অতিবাহিত করার জন্য, ইলেকটেড কমিটি গঠন করার জন্য, বামফ্রন্ট সরকার এই আইনকে তৈরী করেছেন কৃষকদের স্বার্থে সাধারণ মানুষের স্বার্থে এই আইনটাকে কার্যকরী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাতে কি ছিল? সাব-সেকশান [১]] এ। তাতে ছিল ৬ জন মেম্বার্স to be elected by the agriculturist. b] 1] the traders holding licences to operate as such in the market area and ii] the Co-operative Societies op rating in that market area elected by the traders or as the case may

be the Societies, in the manner as may prescribed. কো- অপারেটিভ যে ম্যানার ঠিক করে দিবে সে ভাবে ট্রেডার্সদের আসতে হবে কমিটিতে। বর্তমান জোট সরকার এটাকে সম্পূর্ণ কেঁটে দিয়ে এই অংশটাকে আইন থেকে বাদ দিয়েছেন।

যেখানে কোন সোসাইটি নেই। এই আইনের মাধ্যমে কমিটি করার ক্ষেত্রে যে প্রভিশান ছিল, বর্তমান জোট সরকার তা ছেটে ফেলেছেন Tow members to be elected by the members of the local authority within the local limits of whose juridiction the Principal market in relation to that Market Committee is situated, কিন্তু এটাকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েত নোটিফাইড এরিয়া কমিটগুলিতে প্রতিনিধিত্ব করায় যে সুযোগ ছিল; পঞ্চায়েত ইলেক্টেড রিপ্রেজেনটেটিভের যে সুযোগ ছিল সে সুযোগগুলি তারা নষ্ট করে দিচ্ছেন, এবং কোনদিন যাতে আইনের সুযোগ গ্রহণ করতে না পারে, মার্কেট কমিটিতে যাতে না আসেতে পারে তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন এই জোট সরকার। স্যার, তাতে আরো ছিল, One member each to represent the departments of the State Government dealing with Agriculture and Animal Husbandry, to be appointed by the State Government. স্টেট গভর্ণমেন্টের এই সম্পর্কে কোন অসুবিধা থাকার কথা নয়। রাজ্য সরকার তার নিয়ন্ত্রণ তার মধ্যে কি করে রাখবেন, রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলিকে, উন্নয়নমূলক কর্মসূচীকে কি করে নেবেন তার জন্য রাজ্য সরকারের কর্মচারী, রাজ্য সরকারের অফিসাররা এবং সাধারণ মানুষ উভয়কে কি করে একটি কমিটির মধ্যে যুক্ত করা যায় এবং জনগণের কথাবার্ত্তা শুনে এবং জনগণের দ্বারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কথাবার্তা শুনে অফিসাররা কি করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন সেগুলি এর মধ্যে উল্লেখ করা ছিল, যখন বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় ছিলেন। সেগুলিকে সমস্ত বাতিল করে দিয়ে আজকে সেকশান-সেভেনে যেখানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল, নিবাচনের ব্যবস্থা ছিল, সব বাতিল করে দিচ্ছে। সেকশান-সেভেন-এর (থ্রিতে) পরিস্কার বলা আছে, Subject to the provision of sub-section (2) every Market Committee shall elect one of its elected members to be its President. প্রেসিডেন্ট কে! প্রেসিডেন্টকেও ইলেকটেড হতে হবে ঐ কমিটির যারা মেম্বার, যারা ইলেকটেড হয়েছেন, যারা কমিটির মেম্বার হিসাবে মূল্য পেয়েছেন মর্যাদা পেয়েছেন সেই মেম্বাররা তাদের মধ্য থেকে ইলেকশনের মাধ্যমে তাদের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করবেন, স্যার এই ব্যবস্থা মূল আইনে ছিল। সেকশান নাইনে-ইলেকশন অ্যাণ্ড টার্ম অব

অফিসার তার মেম্বারর্স, এটা ছিল মূল বিষয়বস্তু Section 9-(1) the members of a Market Committee shall be elected by the individual, authorities or bodies referred to in sub-section (1) of section 7, which have provided 12 members Committee under 1 [a], 1 [b], 1 [c], 1 [d]

মিঃ স্পিকার :—টাইম ইজ ওভার।

শ্রী সমর চৌধুরী :—স্যার, তার চেয়ে বলুন না এটার মধ্যে আলোচনা করার অধিকার আপনাদের নেই ? আমাদের মাত্র দু'জন বলবেন তাতেই সময় শেষ ?

মিঃ স্পীকার :—আমি ১০ মিনিট সময় এলাউ করেছি।

শ্রী সমর চৌধুরী :—সোজা কথায় এই যে দশটি সেকশান যেখানে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ ছিল তা সম্পূর্ণ হরণ করা হয়েছে এই সংশোধনী প্রস্তাবের মাধ্যমে। কাজেই এই সংশোধনী প্রস্তাবকে আমি একেবারেই সমর্থন করতে পারি না। স্যার, এটা সম্পূর্ণ কৃষকের স্বার্থের বিরুদ্ধে, সাধারণ মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধে আর একটা আক্রমন রচনা করলেন এই জোট সরকার জনগণকে তার বিরুদ্ধে লড়তে হবে। আমরাও তাদের সঙ্গে বাইরে থেকে লড়ব এইটুকু বলে শেষ করছি।

মিঃ স্পিকার :—শ্রী জওহর সাহা। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী জওহর সাহা (রাষ্ট্র মন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় কৃষি দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় এই হাউসে ত্রিপুরা কৃষি পণ্য বাজার ২য় সংশোধনী বিল ১৯৮৮ যা পেশ করেছেন এখানে তাকে আমি সমর্থন করছি। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, বিরোধী দলের পক্ষ থেকে এটার কেন বিরোধীতা করা হয়েছে মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ৩০শে ডিসেম্বর তারিখ থেকে আমাদের এই অধিবেশন শুরু হয়েছে এতে বিরোধীদের যে ভূমিকা বিধান সভার ভেতরে নিচ্ছেন তাতে ব্যাপারটা হয়ত উনাদেরও ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না। তবে অধিবেশন শেষ যখন তাঁরা তাদের নিজেদের নির্বাচনী এলাকায় যাবেন তখন সেখানে জনগণের হাত থেকে তাঁদের রক্ষা করার জন্য আমাদের পুলিশ রাখতে হবে। কারণ জন কল্যাণ মূলক যে সব প্রকল্প এই হাউসে এসেছে তাঁরা তার বিরোধীতা করেছেন নয়ত হৈ হল্লা করেছেন, নতুবা যাত্রা অভিনয় করেছেন, নাটক অভিনয় করেছেন। ঠিক যেন এই হাউস তাঁদের কাছে একটি নাট্য মঞ্চ।

স্যার, জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে যাঁরা এখানে এসেছেন আমি তাঁদের দায়িত্ব সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে মানুষের অনেক কষ্টার্জিত এই গণতান্ত্রিক অধিকার, সে অধিকারের প্রতি

তাঁদের একটু মূল্যবোধ থাকা দরকার। এই ভাবে বিরোধীতা করলে তাঁদেরকে নিশ্চয়ই জন-রোষের সামনে পড়তে হবে। আজকে কংগ্রেস (আই) এবং টি, ইউ, জে এস, জোট সরকার প্রতিষ্টিত। আমরা নিশ্চয়ই বিরোধীদের সমালোচনাকে নিশ্চয়ই মূল্য দেব যদি সেই সমালোচনা গঠণ মূলক হয়। আমরাও আপনাদেরকে সাথে নিয়ে কাজ করতে চাই। তাই আপনাদের কাছে আমার আবেদন, আপনারা গঠণ-মূলক সমালোচনা করুন। এখানে যে সমালোচনা করছেন সেটা তো শুধু সমালোচনার জন্যই সমালোচনা করা। স্যার, মাননীয় সদস্য বাদল চৌধুরী এখন হাউসে উপস্থিত নেই। উনি কৃষিমন্ত্রী থাকা কালীন ১৯৮৭ইং সালের ১লা জুলাই ফাইল নং এফ, ৬ (১৯) এগ্রি-এম। ৮৪-৮৫, এই যে বিলটা এখানে এসেছে সেটার এপ্রোভাল উনি দিয়েছিলেন। আজকে এখানে এসে উনারা বলেছেন-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আমরা ধ্বংস করছি। আপনারা যখন মন্ত্রীত্বে ছিলেন তখন কি আপনারা এই বিলটার বিরোধীতা করেছেন? আপনাদের কোন সদস্য কি এই বিলের বিরুদ্ধে কোন বক্তব্য রেখেছেন বলতে পারবেন? সেদিন যদি কোন বিরোধী বক্তব্য না রেখে থাকেন তাহলে আজ কেন বিলের বিরোধীতা করছেন? এটাতো আপনাদের তৈরী করা বিল, আমরা শুধু সামান্য দুই-একটা সংস্কার করছি মাত্র। স্যার, আরও মজার ব্যাপার হচ্ছে, যাকে উনারা মুক্তির সূর্য বলে থাকেন, সেই পশ্চিম বাংলার মুখ্য মন্ত্রী জ্যোতি বসুর রাজ্যে এই বিলটা চালু আছে। উনারাই হুবুহু জ্যোতি বসুর বিলটা নকল করেছেন। আমরা উনাদের তৈরী করা বিলই এখানে এনেছি, শুধু জন কল্যাণ মূলক স্বার্থে দুই-একটা সংস্কার করেছি। যে বিলকে উনারা এপ্রোভাল দিয়েছিলেন ক্ষমতায় থাকা কালীন, আজকে সেই বিলকেই উনারা বিরোধীতা করছেন বিরোধী হিসাবে। আসলে পবিত্র বিধান সভাটাকে উনারা ভেবেছেন রঙ্গমঞ্চ, আর তাই এখানে এসে নানা ধরণের অভিনয় করে যাচ্ছেন। ত্রিপুরার মানুষ আপনাদের চরিত্র বুঝে ফেলেছে। ত্রিপুরার মানুষের কাছে আজকে আপনাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে। স্যার, মাননীয় সদস্য সমরবাবু এখানে বলেছেন যে বিলে নাকি আমরা নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখিনি। আমি উনাকে বলতে চাই, মন্ত্রী সভা থেকে আপনাকে বাইরে রাখায় আপনি সোনামুড়া নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন দীর্ঘদিন। বিগত ১০ বৎসর ক্ষমতায় থাকাকালীন সময় একবারও কি সোনামুড়া নোটিফায়েড এরিয়ার নির্বাচন করেছিলেন? তখনতো আমরা বিরোধী দল থেকে বারবার নির্বাচন করার জন্য দাবী জানিয়েছিলাম। আমাদের বিধান সভার নেতা, শ্রদ্ধেয় সুধীর রঞ্জন মজুমদার বিরোধী দলের নেতা থাকা কালীন এই সম্পর্কে বারবার প্রস্তাব এনেছিলেন কিন্তু আপনারা কর্ণপাত করেন নি। আজকে আমরা সেই দাওয়াই আপনাদের খাওয়াচ্ছি। এই রাজ্যের

গণতন্ত্রকে সুরক্ষা করার জন্য যে দওয়াইয়ের দরকার হয় আমরা সেই দওয়াই আপনাদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

মনে রাখতে হবে আমরা মিউনিসিপ্যালিটি নির্বাচন করতে চলেছি, আমরা পঞ্চায়েত নির্বাচন করতে যাচ্ছি এবং নোটিফায়েড এরিয়ার মধ্যে আমরা আইন প্রনয়ন করে নির্বাচন যাতে করা যায় সে দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের সরকার এগিয়ে চলেছে। মিঃ স্পীকার স্যার, আমার একটা অনুরোধ শুধুমাত্র বিরোধীতার জন্য বিরোধিতা করা নয়।

শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, যে বিলটা উৎথাপিত হয় নি সেই বিলটার উপর বক্তব্য না রেখে কোথায় কি সব বলে যাচ্ছেন ?

শ্রী জওহর সাহা (রাষ্ট্র মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আপনার কাছে অনুরোধ রাখব যে বিধান সভার ভিতরে আর একটা চিকিৎসালয় রাখা উচিত কারণ এই হসপিটাল হচ্ছে সাধারণ রোগীদের জন্য কিন্তু যেখানে যারা পাগলামী করে এখানে যারা মাতলামি করে তাদেরকে চিকিৎসা করার দায়িত্ব আপনাকে নেবার জন্য অনুরোধ করছি কারণ তারা তো যে সে মানুষ নয় বক্তৃতায় তারা বলেছেন তারা অবাধ ক্ষমতার অধিকারী।

(গণ্ডগোল)

আমি স্যার, আপনার মাধ্যমে তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি তারা এই প্রস্তাবটা তুলেছেন বলে তাদের ধন্যবাদ জানাই। এটা নয় ব্যাপারটা হলো আজকে মনে রাখা উচিত ত্রিপুরায় এখন জঙ্গলের রাজত্ব নেই, ত্রিপুরার মানুষ দ্বিতীয় স্বাধীনতা লাভ করেছে, তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরে পেয়েছে। বিধান সভায় গুণ্ডামী করে, বিধান সভায় হামলা করে বিধান সভার বাইরে গুণ্ডামী করে হামলা করে, মা বোনদের ইজ্জত নষ্ট করে আর অরাজকতার সৃষ্টি করা যাবে না। টি, এন, ভি সমস্যার সমাধান।

মিঃ স্পীকার :— অনারাবেল মিনিষ্টার

জওহর সাহা (রাষ্ট্র মন্ত্রী) :— আমি শেষ করছি স্যার। এটা ১৯৮০ সাল নয়, ১৯৭৮ সাল নয় ১৯৮৭ সাল নয়, এটা ১৯৮৯ সাল ত্রিপুরার মানুষ আপনাদের দাওয়াই দেবে ত্রিপুরার মানুষের কাছে আপনাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত। আমরা অতীতে দেখেছি নূতন নূতন বাজার মেড তৈরী করে এটা নিজেদের লোকদের মধ্যে দেওয়া হত কিন্তু আমরা চাই যারা গ্রামের মানুষ যারা প্রকৃত কৃষক তাদের উৎপাদিত পণ্য যাতে সুষ্ঠ ভাবে বাজারে বিক্রি করতে পারে, বসার একটা জায়গা থাকে সেই লক্ষ্য রেখে আমরা এই বিল এনেছি। আমার মনে হয় রাজ্যের

এই সকল কৃষকদের কথা চিন্তা করে এই বিলের বিরোধীতা করে আসুন আমরা বরং কি ভাবে প্রকৃত চাষীদের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়ে তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারে যাতে বিক্রি করে তাদের জীবন-জীবিকা রক্ষা করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে কোন প্রস্তাব থাকে যদি আপনারা দেন নিশ্চয়ই আমরা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আপনাদের প্রস্তাবকে বিবেচনা করব। এই বিলকে সমর্থন করবেন, আমি আশা করব বিরোধীরা এক মত হবেন এই বিল যাতে সর্ব সম্মত ভাবে পাশ হয়ে যায় তার জন্য এগিয়ে আসবেন। আমি ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পিকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস।

Shri Nakul Das (রাজনগর) :—This amendment will be mainly Frustrate the Tribal People of the State.

The poor Scheduled Caste fishermen and the producers of the State as a whole.

So, this announcement should be rejected now at once.

একচুয়্যালি স্যার, এই বিলটার মধ্যে যে এ্যামেণ্ডমেণ্ট আনা হয়েছে সেটা হচ্ছে আগে ছিল ১২ জন মেম্বার এবং বাকীরা হচ্ছে বিভিন্ন সংগঠণ থেকে মনোনিত বা তাদের নির্বাচিত। মূলত নির্ব্বাচনের মাধ্যমে ১২ জনের কথা ছিল কিন্তু এখন ১৪ জন করা হয়েছে আর বাকীরা সব হচ্ছে প্র্যাকটিক্যালি সেই এপয়েনটেড।

এই হচ্ছে একটা স্যার, যেখানে এই খানে গণতন্ত্রের যে ব্যালেন্স সেটা রক্ষা করা দরকার এবং গভর্ণমেন্ট নমিনেটেড এবং ইলেক্‌টেড সেই ব্যালেন্স এইখানে রক্ষা হচ্ছে না। নাম্বার-২ হচ্ছে, অল দিস মেম্বারস্ অফ দি কমিটি উড বি অ্যাপয়েন্টড। এখন এইটা ২-১ টা জায়গায় ছিল সেইটা গভর্ণমেন্টের নমিনেটেড। বাকীটা এই বিভিন্ন সংস্থার ইলেক্‌টেড। আর এখন হচ্ছে অ্যাপয়েন্টেড কাজেই গণতন্ত্রও নেই, গভমেণ্টের নমিনেশানের প্রশ্নও নেই। অ্যাপয়েন্টেড। ইট ইজ কমপ্লিটলি ব্যুরোক্রেটিক সিস্টেম। আমার অবজেক্‌শ্যান হচ্ছে সেখানে যেখানে বুরোক্রেটিক প্রসেস থাক্‌বে, সেই ডেমোক্রেটিক প্রসেসকে ভেঙ্গ দিয়ে সেখানে বুরোক্রেটিক প্রসেসের দিকে ওরা নিয়ে যাচ্ছে। এইটা হচ্ছে আমার মেইন বিষয়। তার মধ্যে সমস্ত দিকে আমি যাচ্ছিনা, মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী বলেছেন। এই বিলটার মুল যে উদ্দেশ্য, সেই উদ্দোশ্যটা হচ্ছে, এই রাজ্যের মধ্যে যারা কৃষক, জুমিয়া, সিড্যুল কাষ্ট মেইনলি যারা ফিশারম্যান এবং অন্যান্য অংশের মানুষ হাস মুরগী বিভিন্ন জিনিস নিয়ে যারা বাজারে আসেন এইটা ভু ভারতে এই রকম সিস্টেম শুরু হয়নি এবং আমাদের এই রাজ্যের মধ্যেও ছিলনা, এইটাই বামফ্রন্ট সরকারের সব চেয়ে বড় লক্ষ্য ছিল এই মানুষগুলি যারা বাজারে জিনিষগুলি নিয়ে আসে, এখনও তাদের মেইনলি ফরিয়াদের নির্ভর করতে হয়। তারা বাজারে এসে জিনিসগুলি যদি বিক্রী করতে না পারেন, কোথায় রেখে যাবেন এই রকম একটা

জায়গা নেই। ... দিন রেখে পরে বিক্রী করবেন এই রকম জায়গা নেই। একটা কোল্ড স্টোরেজের ব্যবস্থা নেই, প্রিজারভেশানের ব্যবস্থা নেই। সেখানে কোল্ডস্টোরেজ করে কোল্ড স্টোরেজের ব্যবস্থা করে, প্রিজারভ করা যায়, কি আমার গরীব ট্রাইবেল ভাইয়েরা যে সমস্ত লাকড়ী বিক্রী করেন সেই লাকড়ী ফরেষ্ট প্রোডিউস যেগুলি সেগুলি এই মার্কেট কমিটি সেগুলিকে প্রিজারভেশানের দায়িত্ব নেবেন, যাতে সেগুলি ব্যবহার করতে পারা যায়। সেগুলিকে রক্ষা করবেন যদি সেগুলি বিক্রী না হয়। যাতে বারগেনিং-এর মধ্য দিয়ে তারা তাদের ন্যায্য দাম পেতে পারে এইটা হচ্ছে আজকে বিলের উদ্দেশ্য। কাজেই এইটাকে রেগুলেটেড করা জিনিষপত্রের দামকে অন্তত: যারা প্রডিউসার তারা যাতে সঠিক মুল্য পেতে পারে, অন্যান্য ভোক্তা সাধারণ যাতে সঠিক মুল্যে জিনিস কিনতে পারেন সেই বাজার থেকে সেইটাকে রেগুলার করা হচ্ছে মেইন উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্যটাকে সঠিক ভাবে সফল করার জন্য একটা গণতান্ত্রিক সিসটেমের মধ্য দিয়ে এই কমিটিটাকে গঠণ করার তার ফাংশানিংটাকে চালু করা। সেখানে কৃষক হচ্ছে মুল তার জন্য কৃষকের প্রতিনিধি হল ৬ জন, কোপারেটিভ যদি থাকে, সেখানে কোপারেটিভের প্রতিনিধি থাকবে, এইখানে কোন অটোনোমাস বডি যদি থাকে তারা সেখানে লোকাল অথরিটি ২ জনকে নমিনেইট করবে। কিন্তু এখনও বলা হচ্ছে কোপারটিভ না থাকলে সেখানে ট্রেডারস থেকে মেম্বার নেওয়া হবে। তাহলে স্যার আজকে ট্রেডারনের হাত থেকে, ফরিয়াদের হাত থেকে সেই কৃষক সাধারণকে ক্ষুদ্র প্রডিউসারকে সেইফ গার্ড দেওয়ার জন্য সেই যে বিল আজকে বিলের মাধ্যমে সম্পূর্ণ ভাবে নতুন করে তাদের হাতে সমস্ত আবার সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। আর এই জন্যই স্যার এই বিলটাকে আমি বিরোধীতা করছি। কারণ ব্যাপারটা হচ্ছে যে, এই বিলের মধ্যে এই সরকারের আসল যে শ্রেণী চরিত্র, এই শ্রেণী চরিত্র উদ্ঘাটিত হচ্ছে। বনে পাহাড়ে জুমিয়া ভাইয়েরা এখনও যারা তুলা আনেন, তিল আনেন, কার্পাস আনেন বাজারের মধ্যে সেগুলি কিভাবে ৫ মণ মাপতে গিয়ে ১ মণ হয়ে যায়। আবার ওরাই যখন সরিষার তৈল কিনতে যায় হয়ত ওরা ১ লিটার সরিষার তৈল কিনতে গিয়ে ৫০০ ও পান না। এই জিনিসগুলি হয়। কাজেই এই মানুষগুলি যাতে বঞ্চিত না হন, সঠিকভাবে যাতে তারা মুল্য পেতে পারে, এইটাই ছিল এই বিলের মুল উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যটাকে সামনে রেখে ভারতবর্ষের মধ্যে এই রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারই হচ্ছে একমাত্র সরকার যে এই বিলটা এনেছিলেন। আমি বুঝলামনা, একজন মাননীয় মন্ত্রী এই খানে বক্তৃতা করেছেন আমরা নাকি বিলটাকে বিরোধীতা করেছি। মুল বিলটাকে বিরোধীতা করার কোন প্রশ্নই উঠেনা। এই বিলটা ইমপ্লিমেণ্টেশান হোক, এইটা আমরা চাই। কিন্তু আজকে আমাদের সমস্ত উদ্দেশ্যটাকে নস্যাৎ করে দিয়ে আজকে ফরিয়াদের হাতে, লিটেরাদের হাতে, বাটপারের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে, তার জন্যই আমাদের এই বিলের প্রতি সবচেয়ে বেশী বিরোধীতা। সেদিকে লক্ষ্য রেখে আজকে যদি এই বিল পাশ হয় তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব প্রডিউসার যারা কি ট্রাইবেল, কি সিডুাল কাষ্ট,

কি অন্যান্য অংশের মানুষ তাদের স্বার্থকে দারুণভাবে বিঘ্ন করবে। এই জন্য এই অ্যামেণ্ডমেন্টকে সম্পূর্ণ বাতিল করে দিয়ে অরিজিন্যাল বিলের মধ্যে যেগুলি আছে সেগুলি গ্রহণ করা হোক এই বক্তব্য রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় কৃষি মন্ত্রী যে অ্যামেণ্ডমেন্ট বিলটা এনেছেন দি ত্রিপুরা অ্যাগ্রিকালচারেল প্রডিউস মার্কেটস (সেকেণ্ড অ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল ১৯৮৮ (ত্রিপুরা বিল নং ৭ অফ ১৯৮৮) এইটাকে সমর্থন করছি। এইটাকে গ্রহণ করার আবেদন রাখছি এই কারণে যে বিলটা অ্যামেণ্ডমেন্ট করার প্রস্তাব পূর্বতন সরকার নিয়েছিলেন। তারা যে ভাবে নিয়েছে ১-২ জায়গায় একটু স্লাইট মডিফিকেশান করে আমরা সেটাকে হাউসে এনেছি। অনেক কথা বলেছেন অনেক কৃষকের স্বার্থ রক্ষা করেছেন সবাইর স্বার্থ রক্ষা করেছেন। তবে সাক্ষী ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষ কি স্বার্থ রক্ষা করেছেন। আমি ১-২ টা কথা বলছি। খুব উদাহরণ দিতে যাচ্ছি না। ১-২ টা কথা বললেই বুঝা যাবে যে কিভাবে স্বার্থ রক্ষা করেছেন। ভারত সরকার কৃষি উন্নয়ন সাপোর্ট প্রাইস, মানে এইটা দেওয়ার জন্য টাকা পয়সা ওদের হাতে দিত, সেখানে কি হয়েছে? মাল কিনবার দায়িত্ব ওরা দিয়েছেন তাদের ক্যাডারদের হাতে আর ক্যাডাররা কি করতেন? এ ব্যাপারে আমার নিজের একটা অভিজ্ঞতা আছে। জোলাইবাড়ী বাজারে কৃষকরা মাল বিক্রী করতে নিয়ে আসত তারা ভাবত যে সাপোর্ট প্রাইস পাবে, তারপর বলা হত ওদের যে না আজকে বস্তা নাই, কালকে টাকা নাই তার পর কৃষকরা তো মাল নিয়ে বাজারে পৌঁছেছে কি করবে? তারপর কি হত? গোপন পথে আর একজন ক্যাডারকে বলত যে, যা বল গিয়ে দুই টাকা কমে দেবে কি না, শেষে দুই টাকা কম দামেই বিক্রী হত মানে মাঝখান থেকে ওকে মারিং করেছে। আমি জানি না আপনারা সেটাকে কি বলবেন এই ব্যবসা বামফ্রন্ট সরকার করছে। এই ব্যাপারে যদি ওনারা চেলেঞ্জ করেন আমি হাজার হাজার মানুষকে দিয়ে তার প্রমাণ দিতে পারব। তারপর দ্বিতীয় কথাটা হচ্ছে আইনটাতো পেশ করলেন ওনারা নির্বাচনের কথা বলছেন, কয়টা নির্বাচন করেছেন? কোথায় নির্বাচন হয়েছে? কোন দিন হয়নি করেন নি করতে পারেন নি। কারণ তার বাস্তব অসুবিধা আছে এবং সেই বাস্তব অসুবিধা অনুভব করেই এমেণ্ডমেন্টের প্রস্তাব করেছে, আমি সেটাকে অন্যায় বলিনি। কমিটির কি হল আমি জানি না যে প্রাক্তন বিধায়ক সোনামুড়ার সুবল রুদ্র যিনি তিনি কোন কৃষি করতেন, তবে একটা কৃষি ছিল তার, তাকে কৃষিও বলতে পারেন শিল্পও বলতে পারেন সেটা হচ্ছে বোমা তৈরীর শিল্প এবং সেটার যে দুর্ভোগ জীবনে ভুগেছেন হাসপাতালে তার বহু রেকর্ড আছে সেই লোকটাকে দিয়ে তিনি সেখানকার মার্কেটের কি না করেছেন এবং এইভাবে ক্যাডারদের দিয়েছেন। স্যার, তারপর ওনারা এত গণতন্ত্রের কথা বলছেন যে, গণতন্ত্র ধ্বংস হয়ে গেল এই প্রশ্নটা জ্যোতিবাবুকে করেন না কেন? জ্যোতিবাবুকে বলুন যে কেন আপনি এই আইনটা এইভাবে করলেন, একই মডেল, এতে ওখানে

গণতন্ত্রে রয়ে গেল আর এখানে গণতন্ত্র চুলোয় গেল। আপনারা যখন এইটাকে প্রস্তাব করলেন তখন গণতন্ত্র থেকে যেত। স্যার, সেই সমস্ত অসুবিধা বিবেচনা করে এই কমিটির কথা বলা হয়েছে, এই অ্যামেণ্ডমেন্ট আনা হয়েছে, বাস্তব অসুবিধাটাকে দূর করার জন্য প্রকৃত কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য এইটা আনা হয়েছে। ওনারা অনেক কথায় বললেন যে, ব্যালেন্স অফ দ্যা রিপ্রেজেনটেশান।

এইখানে দুইজন আমরা বাড়িয়েছি। এখানে রিপ্রেজেনটেশানে কি বলা হয়েছে যে যা রাখা হয়েছে সমস্ত সেকশানকে কাভার করার জন্য যাদের থাকলে পরে এই কমিটি সত্যিকারের কাজ করতে পারবে সেটা কাভার হচ্ছিল না বলে সেটা করা হয়েছে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, তার ডিউরেশান, যেখানে দুই বছর ছিল বর্তমান আইনে সেটাকে এক বছরের কমিটি করেছেন, এক বৎসর সরকার ইচ্ছা করলেই করতে পারত। দ্বিতীয়ত, ওনারা যেটা করেছেন, আমি তো বললাম যে প্র্যাকটিকেল ডিফিকালটিজ ছিল বলে পালন করেন নাই এবং আপনারা কোন দিন ইলেকশান করতে পারেন নাই। আপনারা ফেইল করেছেন। আজকে সেটা করা হচ্ছে। স্যার, আজকে এখানে রিপ্রেজেনটেশনে ইম্ব্যালেন্স হয়ে গেছে বলছেন। এখানে কি বলা হয়েছে? এখানে বলা হয়েছে ৬ জন এগ্রিকালচারিষ্ট তারপরে বলেছে, ওয়ান মেম্বার ইজ টু বি ইলেকটেড ফ্রোম দ্যা ট্রেডার্স হোল্ডিং লাইসেন্স। যারা এই ব্যাপারে ব্যবসা করবেন তাদের একজন রিপ্রেজেনটেটিভ থাকবে। এখানে ফরিয়া মজুতদার, সেটা কি হচ্ছে, তা আমি জানিনা। সরকার যাকে লাইসেন্স দেবে তিনি এই মার্কেট এরিয়াতে লাইসেন্স নিয়ে ব্যবসা করবেন বলে তাদের মধ্য থেকে একজন থাকবেন। কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ অপারেটিং ইন দ্যা এরিয়া, ভিলেইজ মোস্টলি এগ্রিকালচারেল বেইসড্। সুতরাং কো-অপারেটিভগুলি এগ্রিকালচারেল বেইসড্। মেসার্স নোমিনেটেড বাই দ্যা লোকেল অথরিটি পঞ্চায়েত থেকে ২ জন দেওয়া হবে। সেখানে ইলেকটেড বডি থাকবে। তাহলে ৬ আর ১ জন ৭ জন, আরও এক জন হচ্ছে ৮ জন, এতএব এই ১৪ জনের কমিটিতে ৮ জন এগ্রিকালচারিষ্ট-রিপ্রেজেন্ট করছে যেহেতু লোকেল অথরিটির ২ জনও এগ্রিকালচারিষ্ট কারণ মোষ্ট অব্ দ্যা-পিপল অব্ দ্যা ভিলেইজ আর এগ্রিকালচারিস্ট। ডিপার্টমেন্টের ২ জন প্রতিনিধি থাকবে তার মধ্যে একজন থাকবে এনিমেল হাজবেন্ড্রি আরেকজন থাকবে এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট থেকে। দ্যা মেম্বার অব দ্যা মার্কেট কমিটি শ্যাল বি এপয়েনটেড বাই দ্যা ষ্ট্যাট গভর্ণমেট। গভর্ণমেট এইজন কে দেবেন তিনি হবেন প্রেসিডেন্ট। মাননীয় বিরোধী দলের সদসস্যরা যে সব কথা বলেছেন এসব কথা এখানে না বলে জ্যোতিবাবুকে জিজ্ঞাসা করুন, কারণ আমাদের এটা ওনাদের মার্কেট বিলের মতনই ফটো টাইপড। সুতরাং এই যে অ্যামেণ্ডমেন্ট করা হচ্ছে এই আমেণ্ডমেন্ট বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে করা হচ্ছে যাতে প্রকৃতই কাজ করা যায় এবং এই কাজ করার স্বার্থে, যেহেতু আগে করা হয়নি যদিও ১৯৮০ সালে এই আইন পাশ করা হয়েছিল সেহেতু আজকে এই আইনকে আমেণ্ডমেন্ট করা হচ্ছে সত্যিকারের কাজ করার জন্য। আমি আশা করি এই আইনকে হাউজ সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহন করবেন, ত্রিপুরায় যারা কৃষি পণ্য উৎপাদন করে তাদের স্বার্থে। ধন্যবাদ,

মিঃ স্পীকার ঃ - এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় কৃষি দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো ঃ—
"The Tripura Agricultural produce Markets (second Amendment) Bill, 1988." (Tripura Bill No. 7 of 1988) বিবেচনা করা হউক।"

(প্রস্তাবটি ধ্বনিভোটে গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। "বিলের অন্তর্গত ১ নং হইতে ৮ নং পর্য্যন্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।"

(বিলের ১ নং হইতে ৮ নং পর্য্যন্ত ধারাগুলি ধ্বনিভোটে গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো ঃ— "বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক"।

(বিলের শিরোনাম টি বিলের অংশরূপে ধ্বনিভোটে গণ্য করা হয়।)

মিঃ স্পীকার ঃ— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো ঃ— "The Tripura Agricultural Produce Markets (Second Amendment) Bill, 1988"(Tripura Bill No. 7 of 1988).

পাশ করার জন্য প্রস্তাব উৎথাপন। আমি মাননীয় কৃষি দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উৎথাপন করতে।

শ্রী [illegible] ([illegible]) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি প্রস্তাব করছি যে, "The Tripura Agricultural Produce Markets (Second Amendment) Bill, 1988 (Tripura Bill No. 7 of 1988.) পাশ করা হইক।"

মিঃ স্পীকার ঃ এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় কৃষি দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো ঃ—
"The Tripura Agricultural Produce Market (Second Amendment) Bill, 1988" (Tripura Bill No. 7 of 1988.) পাশ করা হউক।'

(ধ্বনি ভোটে প্রস্তাবটি পাশ হয়)।

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS

মিঃ স্পীকার ঃ— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো, "প্রাইভেট মেমবারস্ রিজোলিউশান"। আজকের কার্য্যসূচীতে তিনটি প্রাইভেট মেমবারস্ রিজোলিউসান আছে। প্রথম রিজোলিউশানটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী রসিকলাল রায় মহোদয়, দ্বিতীয়টি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী চিত্তরঞ্জন সাহা মহোদয় এবং তৃতীয়টি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস মহাশয়।

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী রসিকলাল রায় মহোদয়কে উনার রিজোলিউশানটি সভায় উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীরসিকলাল রায় (সোনামুড়া) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার রিজোলিউশানটি সভায় উত্থাপ করছি। রিজোলিউ-সানটি হলো :—

"এই বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে যে,, ত্রিপুরা রাজ্যে যে পরিমান গ্যাস পাওয়া গিয়েছে তাহা দিয়া সত্বর সরকারী তৎপরতায় গ্যাস ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করিয়া বিদ্যুতের ঘাটতি পুরনের ব্যবস্থা নেওয়া হউক।"

শ্রী সমর চৌধুরী (ধনপুর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই রিজোলিউশানটির উপর আমার একটি সংশোধনী প্রস্তাব ছিল—

মিঃ স্পীকার : — ইট ইজ নট এলাউড্। আপনার এমেণ্ডমেণ্টটি মূল প্রস্তাবের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়, সেই কারনে সেটাকে বাতিল করা হয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী : — স্যার, গ্যাস ভিত্তিক একটি প্রকল্পের প্রস্তাব এসেছে। আরও বেশী বিদ্যুৎ পাওয়া যাক, এটা ভাল। সেই পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য রেল সম্প্রসারণ আগরতলা অবধি করা দরকার।

শ্রী রসিকলাল রায়(সোনামুড়া) : - মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আমার প্রস্তাবটি পুনরায় উত্থাপন করছি।

"এই বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে যে ত্রিপুরা রাজ্যে যে পরিমাণ গ্যাস পাওয়া গিয়েছে তাহা দিয়া অতি সত্বর সরকারী তৎপরতায় গ্যাসভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করিয়া বিদ্যুতের ঘাটতি পুরণের ব্যবস্থা নেওয়া হউক"।

আমি এই প্রস্তাবটা এনেছি যেহেতু বর্তমান ত্রিপুরা সরকার, নবগঠিত সরকার তথা মুখ্যমন্ত্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার এই ত্রিপুরা রাজ্যে শিল্প স্থাপনের প্রতি বিশেষ আগ্রহী হয়েছেন। বেকার সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে এই ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আগ্রহী হয়েছেন যাতে এই তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করে আমাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে চাঙ্গা করতে পারা যায়। গত দশ বছরে শিল্পকে দলবাজীর ক্ষেত্রে পরিণত করে ধ্বংসের দিকে নিয়ে গিয়েছে। বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য পরিকল্পনা না নিয়ে তাদের অস্তিত্ব বিলোপ করতে চেয়েছে। এই কারণে আজকে এই বেসরকারী প্রস্তাবটি উত্থাপন করতে বাধ্য হচ্ছি। কারণ বিগত সরকারের গাফিলতিতে কেন্দ্রের সহায়তায় দুটি গ্যাস লাইন করার জন্য যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, তাদের গাফিলতির কারণে সেই লাইনের কাজ এখানে করা সম্ভব হয় নাই। আজকে সরকারকে আমি অনুরোধ করব, যে দুটি লাইনের কাজ এখানে করা সম্ভব হয় নাই সেটা সম্পন্ন করার জন্য। সেই দুটি লাইনের কাজ রুখিয়া থেকে সোনামুড়া পর্যন্ত যে লাইনের কাজ শুরু হয়েছিল সেটা বিলম্বে হওয়ার কারণ ছিল না। আমি সরকারকে অনুরোধ করব যাতে এই লাইনের কাজ অতি সত্বর শেষ করা হয়।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, যে বিদ্যুৎ ত্রিপুরা রাজ্যে পাওয়া গেছে বিগত দিনের সরকার সে-দিকে লক্ষ্য

না রেখে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যকে পিছিয়ে দিয়েছে। নব গঠিত সরকার যে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন আমরা আশা করব এই গ্যাসকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান করবেন এবং বিভিন্ন জায়গাতে যাতে আমরা গ্যাস সিলিণ্ডার সাপ্লাই করতে পারি বাড়ীতে বাড়ীতে তারও ব্যবস্থা করতে হবে। বিশেষ করে আমরা লক্ষ্য করেছি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী আগ্রহী হয়ে কিছুদিন আগে ত্রিপুরা রাজ্যে ৯০টার উপর যে ইটের ভাট্টা আছে সেটাকেও এই গ্যাস এর সাহায্যে চালাতে পারি এবং উৎপাদন বাড়াতে পারি। এখন এই ইট ভাটার কাজ চালাবার জন্য মেঘালয় থেকে কয়লা নআতে হয়।

সেই ইটের মূল্য যেটা নির্ধারিত হয়, সেটা কয়লার যে মূল্য আছে তা থেকে আমরা হিসাব করে দেখেছি যে গ্যাস দিয়ে যে ইট পুড়ানো হবে বিশেষ করে যেটা আমাদের মুখ্য মন্ত্রী মহোদয় উদ্-বোধন করেছেন, তাতে আমাদের দুই তৃতীয়াংশ খরচ কমে যাবে, যেখানে বছরে একটা ইট ভাট টার জন্য ৪ থেকে ৫ লক্ষ টাকা কয়লা বাবত খরচ হয়। এটা আমরা হিসাব করে দেখেছি যে, কয়লার পরিবর্ত্তে যদি গ্যাস ব্যবহার করা হয়, তাহলে আমাদের মাত্র ২ লক্ষ টাকা খরচ হবে। আর তা যদি করা যায়, তাহলে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে ইটের মূল্য অনেক কমে যাবে এবং তাতে করে আমাদের এই রাজ্যের অর্থনৈতিক সুবিধা হবে। সেজন্যই এটার দিকে নজর দেওয়ার জন্যই আমি এই হাউসে এই প্রস্তাবটা এনেছি। স্যার, শুধু তাই নয়, আমরা দেখেছি আজকে বিভিন্ন শিল্প অথবা কল কারখানায় যে বিদ্যুতের সংকট চলছে, আমরা ১০ বছর আগে থেকেই আমাদের এই রাজ্যের এই প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করতে পারতাম, তাহলে এখন আমাদের এই রাজ্যে বিদ্যুত সংকট বলে কোন কিছু থাকতো না। আমরা আমাদের প্রত্যেকটি গ্রামে গঞ্জে এতদিনে এই বিদ্যুত ব্যবস্থাকে বিস্তার করে দিতে পারতাম, কেন না আমাদের এই রাজ্যে বিদ্যুতের কোন রকম ঘাট ত থাকতো না। আমরা আমাদের নবগঠিত এই সরকারের কাছে এটুকু আশা রাখি যে তার কোন প্রকারের গাফিলতি না করে বা কোন রকম দুর্বলতার শিকার না হয়ে, যেমন শোনা যাচ্ছে কোথাও কোথাও কনট্রাকটারেরা কাজ করতে চাইছে না, ফলে বর্ত্তমানে অনেক জায়গাতেই কাজ বন্ধ হয়ে আছে বিভিন্ন দূর্বলতার কারণে, সে দিকে এই সরকার এক্ষুনি প্রয়োজনীয় নজর দেবেন বলে এই হাউসের সামনে এই প্রস্তাব এনেছি। তাই বলব যেখানে দূর্বলতার সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে কন্ট্রাক্টারেরা কাজ করতে চাইছে না, সেখানে তাদের বিতাড়িত করুন, যাতে এই রাজ্যের স্বার্থ রক্ষিত হয়। আমি জানি ৫০ লক্ষ টাকা করে দুইটি কাজের জন্য ১ কোটি টাকার বরাত দেওয়া হয়েছে, অথচ কাজটা এখন পর্যন্ত শেষ হল না, আমি অনুরোধ করব এই সরকার যেন এই ধরনের দূর্বল-তার কাছে মাথা নত না করেন, এটুকু এই সরকারের কাছে আমরা আশা করি বলে এখানে এই প্রস্তাবটা রাখা হয়েছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি যে বিগত ১০ বছর যে সরকার ছিল, তারা এখন আমাদের বিরোধী বেঞ্চে রয়েছেন। আমি আগেও একবার বলেছিলাম যে আমাদের বর্ত্তমান মুখ্যমন্ত্রী সুধীর বাবু এবং উপজাতি যুব সমিতির শ্যামা চরণ বাবুর নেতৃত্বে

আমরা ২০ জন বিধায়ক এই হাউসে ছিলাম, তখন নৃপেন বাবুরা আমাদের এমন ভাবে ধমক দিতেন যে, আমরা আমাদের বাক শক্তি হারিয়ে ফেলতাম, তারা যেন পারলে আমাদের এই হাউস থেকে জোর করে তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করত। কিন্তু আমরা দেখছি যে আজকে এই জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, তাঁদের বাকশক্তি রহিত হওয়া তো দূরের কথা, পারলে যেন লাঠি সোটা নিয়ে এই হাউসের কাজ কর্ম যা আছে, তাতে বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা করছেন, যাতে করে ত্রিপুরা রাজ্যের জন সাধারণকে বিভ্রান্ত করা যায়। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করছেন যে আজকে দিনে ত্রিপুরা রাজ্যের জন গণের স্বার্থে যে সমস্ত প্রস্তাব এই হাউসে আসছে, সেগুলিকে বানচাল করবার উদ্দেশ্য নিয়ে তারা কিভাবে হৈ হল্লার সৃষ্টি করছেন, তাতে উনাদের যে নিজস্ব বক্তব্য সেগুলিও ভাল ভাবে উত্থাপন করতে চাইছেন না। স্যার, তারা বিগত ১০ বছর ত্রিপুরা রাজ্যে যে অর্থনৈতিক পরিকাঠামো তৈরী হয়েছিল, সেটাকে একেবার ধ্বংস করে দিয়েছে অথচ এই সরকার এসে সেটাকে শক্ত করার লক্ষ্যে আমরা যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছি, তাকেও তারা সহযোগীতা করতে চান না। তাই, আমি তাদের জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, তারা কি গত ১০ বছরে ত্রিপুরা রাজ্যের স্বার্থে কোন কাজ করেছিলেন ? উত্তর হবে, না। তার দৃষ্টান্ত হল, কিছু ক্ষন আগে আমাদের কৃষি মন্ত্রী মহোদয় যে বিল উত্থাপন করেছিলেন, তার উপর বক্তব্য রাখতে গিয়েও তারা এই হাউসকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে ছিলেন। আমি বলি, ত্রিপুরা রাজ্যে যেমন একটা সরকার আছে ? সেই রকম পশ্চিমবঙ্গেও তো একটা সরকার আছে, যেটা নাকি তাদেরই সরকার। কাজেই এই সরকার আর সেই সরকারের মধ্যে কি কোন ব্যতিক্রম আছে, তবু তারা এই জোট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের স্বার্থে যা কিছু করতে চান, তাকে বানচাল করাই যেন একমাত্র প্রচেষ্টা আর সেজন্যই তারা এটার বিরোধীতা করছেন। এজন্য কি তাদের কোন লজ্জা হয় না ? যেখানে রেগুলেটেড মার্কেট হয় নি, আপনাতো সেখানকার জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করছেন। জনসাধারনকে মার্কেটিয়ের নাম করে আপনাদের এক্স বিধায়ক সুবল রুদ্রকে দিয়ে টাকা আদায় করেছেন-আপনারা টাকা আদায় করেছেন। কৃষকদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন (ইন্টারাপশান)

শ্রী মতিলাল সরকার (কমলাসাগর) :-- মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য রিজোলিউশানের উপর আলোচনা না করে উনি (ইন্ট্রারাপশান)

শ্রী রসিকলাল রায় : ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আপনাদের চিনেছে। আপনারা কি অস্বীকার করতে পারেন যে আপনারা এক্স বিধায়ক সুবল রুদ্রের মাধ্যমে লোকেল কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে টাকা আদায় করেন নাই ? আমি তখন বিরোধী পার্টির বিধায়ক ছিলাম। তখন তারা আমার কাছে ডেপুটেশান নিয়ে এসেছিল। তারপর আমি তৎকালীন চিফ মিনিষ্টার নৃপেন বাবুর চেম্বারে গিয়ে দেখা করলাম এবং উনাকে জানানোর পর উনি আমাকে বললেন যে রেগুলেটেড

মার্কেট কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে সুবল রুদ্রকে বসানো হয়েছে সেটা আমি জানিনা। স্যার, এই হল উনাদের চরিত্র/আমি যা দেখেছি তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলছি। (ইন্টারাপশান) পুরান বাজার ছিল সেখানে কনস্ট্রাকশান সুরু হয়েছিল। কিন্তু আপনাদের স্বার্থে সেখানকার ব্যবসায়ীদের গ্রেপ্তার করে সেই বাজারটিকে ট্রান্সফার করে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। যেখানে মানুষ বাস করে না। (ইন্টারাপশান) তার ফলে আজকে আপনারা জনসাধারনের কাছে আসতে পারছেন না। এবং আমাদের এক্স চিফ মিনিষ্টার নৃপেন বাবু (ইন্টারাপশান) আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন আমাদের তৎপরতায় বামফ্রন্ট হটেছে, আমাদের তৎপরতায় ত্রিপুরাতে রেল হবে, আমাদের তৎপরতায় শিল্প হবে, আমাদের তৎপরতা ত্রিপুরার বেকার সমস্যার সমাধান হবে, সেজন্য আমি হাউসে এই প্রস্তাব এনেছি এব আমি আশা করি আমার মাননীয় বিপ্লবী সদস্যগণ এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানাবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি/ধন্যবাদ।

মিঃ ডেঃ স্পীকার ঃ মাননীয় সদস্য শ্রী দীনেশ দেববর্মা।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার ঃ শ্রী দীনেশ দেববর্মা।

শ্রী দীনেশ দেববর্মা (সাব্রুম) ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসের সামনে মাননীয় সদস্য রসিকলাল রায় মহোদয় যে প্রস্তাব এনেছেন এটার বিরোধীতা করছিনা। এই কথাটা এর স গে যোগ করতে বলছি যে, গ্যাস ভিত্তিক শিল্প স্থাপনের জন্য অতি সত্বর আগরতলা পর্য্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারণ করা হউক। শিল্প করতে গেলে অনেক মালপত্র অন্য রাজ্য থেকে আনতে হয়। কিন্তু সেই মালপত্র এখন আনা সম্ভব হচ্ছে না। আমাদের রাজ্যে রেল না থাকার ফলে যে ঘাটতি দেখা দিয়েছে সেটা লরি, ট্রাক দিয়ে মালপত্র এনে পূরণ করা সম্ভব নয়। সেইজন্য ঘাটতি দেখা দেয়। কাজেই এখানে এই ব্যাপারে অনেক বার আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বলেছি এবং এখানে আমরা দাবী করি যে ধর্মনগর থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত রেল লাইন অতিসত্বর সম্প্রসারণ করা হউক তার ফলে অনেক শিল্প কারখানা গড়ে উঠবে। এছাড়া শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থান হবে। কাজেই এই দুটোকে পাশাপাশি যদি না রাখা হয় তাহলে আমরা ঘাটতি পূরণ করতে পারব না। সেই জন্যই আমরা বিরোধী পক্ষ থেকে বলছি, কবে এই ঘাটতি পূরণ হবে এবং এই ঘাটতি কতদিন পর্য্যন্ত এই ত্রিপুরা রাজ্যে থাকবে, এটা একটু পরিস্কার হওয়া উচিত। শুধু ঘাটতি বললে চলবে না। এটাকে ত্বরান্বিত করার জন্য রেল লাইন সম্প্রসারণের কাজ অত্যন্ত জরুরী ভিত্তিতে করতে হবে। আপনারা জানেন, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ সকলেই জানেন মাস তিন মাস আগে ত্রিপুরা রাজ্যের কি চেহারা ছিল। আসাম-আগরতলা রাস্তা বন্ধ হওয়াতে চাউল, ডাল লবণ, মরিচ প্রভৃতি নিত্য

প্রয়োজনীয় জিনিস আসতে পারে নি। কিন্তু রেল লাইন থাকলে এই অবস্থার সৃষ্টি হতো না।

এই রেল লাইন সম্প্রসারণ না হওয়ার ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের এই অবস্থা। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বার বার টাকা চেয়েছি। কেন্দ্রীয় সরকার টাকা না দিলে আপনারাও করতে পারবেন না। সুতরাং ধর্মনগর থেকে আগরতলা পর্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারণ হলে শুধু সি পি. আই (এম) নয়, কংগ্রেস এবং টি. ইউ. জে. এস. সকলেই কাজ করতে পারবেন। এই রকম অসুবিধা প্রতি বৎসর সৃষ্টি হয়। কিছু দিন আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে বলেছেন যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে সরবরাহ বন্ধ হয়ে আছে। কাজেই এই সত্যটাকে আমরা বিধানসভায় বসে কি করে অস্বীকার করব? রেল লাইন সম্প্রসারণের ব্যাপারটা লাভ লোকসানের উপর নির্ভর করছে না।

এটা ভারত সরকার দেখবে। এটা রাজ্য সরকার দেখবে না। আজকে রেল লাইন তো এ্কটি সুতোর উপর দিয়ে ডিঙ্গিয়ে আসতে পারে না। কাজেই এই জন্যই আমি বলতে চাই, ত্রিপুরার অর্থনৈতিক দুর্বলতা, অর্থনৈতিক সংকট দূর করতে হলে, ত্রিপুরার গরীব অংশের মানুষকে সাহায্য করতে হলে এই কাজ আরো সত্বর করতে হবে। যদি তা করা যায়, তাহলে শিক্ষিত-অশিক্ষিত অনেক বেকারের কাজ সেখানে হতে পারে। স্যার, এখানে বিদ্যুতের ঘাটতি সহজে পূরণ হবে না, যদি রেল না আসে। কাজে কাজেই রেলের ব্যবস্থা করতে হবে। রেলের ব্যবস্থা করতে পারলে অনেক শিল্প গড়ে উঠবে। যেমন কাগজ কল, কাপড় কল ইত্যাদি অনেক অনেক শিল্প। এই সব কারণেই, এবং ত্রিপুরার মানুষকে রক্ষা করার জন্য আমি এই প্রস্তাব এনেছি। এর বেশী আর কিছু না বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ মহোদয়। আপনি ৫মিঃ এর মধ্যে শেষ করবেন।

শ্রী ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) : মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মানননীয় সদস্য রসিকলাল রায় এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন তা খুবই সময়োপযোগী প্রস্তাব হয়েছে বলে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। বিগত দিনের প্রাক্তন পঞ্চায়েত মন্ত্রী বলেছেন, আগরতলা পর্য্যন্ত রেল নিয়ে আসার জন্য। স্যার, আমি জানতে চাই, এই বিদ্যুৎ কি রেল দিয়ে টেনে আনতে হবে?

(ভয়েসেস্ ফ্রম অপজিশান বেঞ্চ :— না, টুক্‌রী মাথায় আসবে)

স্যার, এইভাবে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বক্তব্য রেখেই তাঁরা এতদিন ত্রিপুরাকে পরিচালনা করছেন। আমি বলতে চাই রেলের সঙ্গে বিদ্যুতের কোন সম্পর্ক নেই। উনাদের আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার কুমারঘাট পর্য্যন্ত রেল করার জন্য অনুমোদন দিয়েছিলেন তখন আপনাদের মার্কসবাদী সরকার উগ্রপন্থী দিয়ে কাজের বাঁধার সৃষ্টি করেছিলেন। ভুলে যাবেন না সেসব দিনের কথা। সেদিন আমরা এই বিধানসভায় চিৎকার করে বলেছিলাম, কেন্দ্রীয় সরকার যে অনুমোদন দিয়েছে রেল লাইন কুমারঘাট পর্য্যন্ত আনার ব্যবস্থা করতে। কিন্তু আপনারা সেখানে জমি দিতে পারেন নি। সেখানে হাজার হাজার টাকা আপনারা লুট করেছেন, আত্মসাৎ করেছেন। আজকে আমাদের মাননীয় সদস্য, বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করে

বিদ্যুতের ঘাটতি পূরণের যে প্রস্তাব এনেছেন আমরা জানি, এই মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট এই নব-নির্বাচিত জোট সরকারকে বিপদে ফেলার জন্য এই কাজেও বাঁধার সৃষ্টি করে যাবে। কেন না, তাঁদের কৃত-কর্মের সব বোঝাত আজকে জোট সরকারের মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার জন্য জনগণের কাছে আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি, স্যার, সে কাজ আমাদের করতেই হবে যত বাঁধা বিপত্তিই আসুক না কেন।

বিগত দিনে বামফ্রন্ট সরকার যদি সুষ্ঠ ভাবে ব্যবস্থা নিতেন, কুটির শিল্প ঠিক ভাবে সম্প্রসারণ করতেন তাহলে আজকে বেকার সমস্যা এত তীব্র আকার ধারণ করত না। আসলে, এ রাজ্যে কুটির শিল্প সম্প্রসারণ হোক, রাজ্য আর্থিক দিক থেকে স্বয়ং সম্পূর্ণ হোক, বেকার সমস্যার সুরাহা হোক এটা কমিউনিষ্ট পার্টি চান না। তাঁরা একটা জিনিষই চান, সেটা হলো ক্যাডার পোষার রাজনীতি। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ দিয়ে তাঁরা ক্যাডার পোষার রাজনীতি কায়েম করেছিলেন। স্যার, বিগত দিনে আমরা বিরোধী দলে থাকাকালীন ল্যাম্পস, প্যাকস-এর অডিট করার জন্য বলেছিলাম। যখনই এই কথা বলতাম, তার পরের দিন শুনতাম সেই ল্যাম্পস বা প্যাকসটি আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে! নতুবা বলা হতো গরু ছাগলে কাগজ খেয়ে নিয়েছে বা চুরি হয়ে গেছে। হিসাব যাতে কেউ চাইতে না পারে তার জন্য এই সব কারসাজি করতেন। এই ভাবে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন। স্যার, কিছুক্ষণ আগে কৃষি দপ্তরের একটি বিল হাউসে উত্থাপন হয়েছিল। তখন প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী হাউস থেকে বেড়িয়ে গিয়েছিলেন। যদি উনার সৎ সাহস থাকত তাহলে বিলটির আলোচনা কালে হাউসে উপস্থিত থাকতেন. উনার জবাব দেওয়া উচিৎ ছিল। এই হচ্ছে আপনাদের চরিত্র। স্যার, ১৯৮১ ইং সালে নির্বাচনে জিতে এই পবিত্র বিধানসভায় আমরা বলেছিলাম আপনাদের কৃত কর্মের জন্য ত্রিপুরার মানুষ আপনাদের ক্ষমা করবে না, বিরোধী আসনে আপনাদেরকে বসতে হবে এবং আজকে সে কথা প্রমান আপনারা পেয়েছেন বিরোধী আসনে বসে। স্যার মাননীয় সদস্য দীনেশবাবু পঞ্চায়েত মন্ত্রী থাকা কালীন পঞ্চায়েত ডিপার্টমেন্টের কোটি কোটি টাকা মেরেছেন। আমরা এই বিধানসভায় বার বার দাবী করেছিলাম এই সমস্ত দুর্নীতির তদন্ত করার জন্য, কিন্তু আপনারা বিচার করেন নি। কিন্তু সে বিচার আপনারা না করলের ত্রিপুরার মানুষ আপনাদের বিচার করেছেন, বিরোধী আসনে বসিয়েছেন। স্যার, আমি আমার বক্তব্য আর দীর্ঘ না করে মাননীয় সদস্য রসিক লাল মহোদয় যে প্রস্তাব এনেছেন সে প্রস্তাব এনেছেন সে প্রস্তাবকে আমি পূর্ণ সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : — শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আমি আহ্বান করছি। মাননীয় সদস্য ৫ মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করবেন।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার (চণ্ডীপুর) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার বক্তব্য শুরু করার আগে সর্ব প্রথম আপনার প্রটেকশান চাইছি কারণ যে এ্যাকস্পেরিয়েন্স হয়েছে তাতে এই বিধানসভার মধ্যে

গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে, যাঁরা বিরোধী দলে আছেন তাঁদের কথা বলার কোন সুযোগ নেই। প্রতি সেকেণ্ডে ইণ্টারফিয়ারেন্স হচ্ছে এবং এই ভাবে যে একটা বিধানসভা পাবে এই অভিজ্ঞতা গত ১০ মাসে আমাদের হলো।

এখানে অনেক বিধায়ক আছেন যারা বিগত ১০ বছরও ছিলেন এই বিধান সভার মধ্যে, তাদের অতীতের কিছু অভিজ্ঞতা রয়েছে যারা আজকে ট্রেজারী বেঞ্চে। আজকে যে প্রস্তাব মাননীয় সদস্য শ্রী রসিকলাল রায় এনেছেন এবং মাননীয় সদস্য শ্রী দীনেশ দেববর্মা, এই প্রস্তাবটার উপর এমেণ্ডমেণ্ট এনেছেন কারণ যে-হেতু ইণ্টার-লিং অনেকগুলি সমস্যা জড়িত বিশেষ করে অর্থনৈতিক যে কাঠামোটাকে ত্রিপুরা রাজ্যে দৃঢ় করার প্রশ্নে বেকার সমস্যা আংশিক সমাধানের প্রশ্নে এই বিদ্যুতের সঙ্গে জড়িত তার জন্য এমেণ্ডমেণ্ট মুভ করা হয়েছিল, কিন্তু মাননীয় স্পীকার মহোদয় সেটা অনুমোদন করেন নি। মুভার যিনি, প্রস্তাবনীয় বিষয় যিনি মুভ করলেন তিনি প্রথমেই আরম্ভ করলেন ত্রিপুরা রাজ্যে শিল্প তৈরী করার জন্য বিদ্যুতের দরকার। এমেণ্ডমেণ্টটা কি ছিল? এমেণ্ডমেণ্টটা ছিল শিল্পায়নের জন্য যেমন গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ চাই তার সঙ্গে শিল্পায়নের জন্য রেল সম্প্রসারণ দরকার। কেন বলা হয়েছিল? আমরা যখন কাগজ কলের প্রশ্ন আনলাম ১৯৭৬ ইংরাজীতে এটার ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন করা হয়েছিল, বারে বারে যখন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে উপস্থিত করা হয়েছিল এবং এখানে বিধানসভায় গ্যাস-ভিত্তিক বিদ্যুৎ থেকে আরম্ভ করে গ্যাস ভিত্তিক সার কারখানা, মিথানল কারখানা থেকে আরম্ভ করে কাগজ কল পর্য্যন্ত ট্রেজারী বেঞ্চ যারা আছেন তাদের মধ্যে অনেকে তখন ছিলেন বিধায়ক বিধানসভার বিরোধী দলে তখন প্রতিটি প্রস্তাবকে তাঁরা বিরোধীতা করেছেন, প্রতিটি উন্নয়ন—মূলক কাজের প্রস্তাবের বিরোধীতা করেন, বাজেটকে বিরোধীতা করেছেন এবং যখন আমরা উন্নয়ন—মূলক কাজের জন্য অর্থ সাহায্যের প্রশ্ন তুলেছি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তাঁরা বিরোধীতা করেছেন। তা সত্ত্বেও ১৯৭৮ ইংরাজীতে বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হবার পর

(গণ্ডগোল)

আপনারা তো কথা বলছেন, আমাদের ২/১টা কথা বলতে দিন।

১৯৭৮ ইং আগে আট মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ওরা খরচ করতে পারতেন না, শুধু আট মেগাওয়াট বিদ্যুৎ।, যেটা গোমতী হাইড্রেল প্রজেকট্ থেকে সারপ্লাস থেকে যেত। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ৩৬৭টা গ্রাম ইলেকট্রিফাই হয়েছে। ৭৮ ইংরাজী পর্য্যন্ত ৩০ বছরের মধ্যে কত ছিল? ৩৬৭টা মধ্যে ৯টা ট্রাইবেল ভিলেজ ১৯৭৮ ইংরাজীতে আমরা আসার পরে। আমরা সর্ব্ব প্রথমে গ্যাস-ভিত্তিক উৎপাদনের ব্যবস্থা হাতে নিলাম, আমরা বড়মুড়াতে ২টি টারবাইন বসালাম টু ইনটু ফাইভ মেগাওয়াট ২টি চালু করলাম। আমরা সপ্তম যোজনাকালে আরও ৪টি ইউনিটের জন্য যোজনা কমিশনের কাছে প্রস্তাব দিলাম এবং দুটি মঞ্জুর করলেন যেটা এখন রুখিয়াতে হচ্ছে। গ্লোবেল টেণ্ডার কল করলাম, ফাইনেলাইজেশ্যান করলাম, এগ্রিমেণ্ট করলাম, সিভিল কনস্ট্রাকশ্যান শুরু করলাম এবং

আমেরিকা থেকে ভার যে টারবাইন থ্ বেল্ল আনার ব্যবস্থা, তারপর আমরা এন, ই, সিতে মুভ করলাম আর একটা টারবাইন যাতে এখানে বসানো যায়। বড়মুড়াতে আজকে কি অবস্থায় আমরা কনজিউমারস্ দের জন্য যে লাইন একস্ টেনশ্যান করলাম ২২ শত ভিলেজ কভার করছি, জুট মিল চালু করেছি যদি কৃষি ভিত্তিক ত্রিপুরা, যে ত্রিপুরা, রাজ্যের মধ্যে অর্ধেক হচ্ছে পাহাড়, আর অর্ধেক লুঙ্গা জমির উপরে। ইণ্ডাস্ট্রি যদি গ্রো করা না যায় তাহলে চলবেনা। যার জন্য এইখানে মিথানল বা ইউরিয়া সার কারখানা গ্রো করা দরকার। কিন্তু এইসব কিছু হিমঘরে থেকে যায় এবং এইসব কিছু করতে গেলে আজকে যদি কলকারখানা করতে হয় বিদ্যুতের দরকার এবং সেই উৎপাদনের ক্ষেত্রে কারখানা করার ক্ষেত্রে আমরা বার বার যখন উপস্থিত করেছি ভারত সরকার কি বলেছেন? পরিকাঠামো নেই, পরিবহন নেই, জ্বালানী নেই এই সমস্ত অযৌক্তি যুক্তি দেখিয়েছে। গ্যাস থেকে জ্বালানী করে কারখানা হতে পারে। একটার সংগে একটা যুক্ত। আজকে কি অবস্থা? আজকে যেগুলি আমরা তৈরী করে গিয়েছি সেগুলি ওরা মেইনটেইন করতে পারছেনা। বড়মুড়াতে যে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র করেছি সেটা বন্ধ হয়েছে. সেটা চালু করতে পারছেনা। এই ১০ মাসের মধ্যে ওরা কি বলতে পারবেন? এই বাজেট এর মধ্যে নতুন কোন প্রজেক্ট বা নতুন কোন স্কীম কোন কিছু আনতে পেরেছেন? তদানীন্তন বামফ্রন্ট সরকার যে সমস্ত কাজ হাতে নিয়ে গেছেন সেগুলির ফিতা কাটতে কাটতেই এদের ৫ বৎসর লেগে যাবে। আজকে ১৪৬ কোটি টাকা, ১৪৪ আর তার দের কোটি টাকা প্ল্যান মাফিক। সেই টাকা আজকে কোথায়? রাস্তার কোথায়ও এক টুকরী মাটি ফেলতে কেউ দেখেন। এই সমস্ত টাকা কি করেছে?

মিঃ ডেপুটি স্পাকার : · মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :-- ত্রিপুরা রাজ্যের ভবিষ্যতের প্রশ্নে প্রস্তাব এসেছে, তার উপরে বক্তব্য হবেনা? স্যার, অতীতের অভীজ্ঞতা হচ্ছে এই আমার অনুরোধ থাকবে যেসমস্ত স্কীম, আমরা ৭৫ মেঘাওয়াটের নতুন প্রজেক্ট রিপোর্ট বামফ্রন্ট সরকার থাকা অবস্থাতে দিল্লীতে পাঠিয়ে সি, এ, ভি, টেকনিক্যাল অ্যাপ্রুভোভ। আমরা দিয়ে পাঠিয়েছিলাম। সেগুলি চালু করার ব্যবস্থা করুন। ত্রিপুরা রাজ্যের স্বার্থে. অ্যামপ্লয়মেন্টের কোয়েশ্চেনে, ইণ্ডাস্ট্রীর কোয়াশ্চানে বিদ্যুতের প্রয়োজন আছে। পদক্ষেপ যাতে সঠিকভাবে হয় তার চেষ্টা করুন, এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :-- অনারেবল চীফ মিনিষ্টার।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— এই সম্পর্কে আমি পরে বলব, আগে বিদ্যুৎ মন্ত্রী বলবেন।

শ্রী সমর চৌধুরী (ধনপুর) : — মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে নির্দেশ দিতে পারেন না।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) : — মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছে লিডার অফ দি হাউস। উনি অনুমতি চেয়েছেন।

শ্রী সমর চৌধুরী :— এইটা প্রসিডিউর না।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্র মন্ত্রী) :— এইটা প্রসিডিউর। মাননীয়, মুখ্যমন্ত্রী অনুমতি চাইতে পারেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী : — মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য রসিকলাল বাবু যে এইখানে প্রাইভেট মেম্বার্'স রিজলিউশান এনেছেন তার প্রতি পূর্ন সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। আমি মনে করি উনি যে প্রস্তাব এনেছেন, এইটা অত্যন্ত সময়োপযোগী। এইটার বিরুদ্ধে মাননীয় সদস্য বৈদ্যনাথ মজুমদার যিনি প্রাক্তন বিদ্যুৎ মন্ত্রী ছিলেন উনি এর বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছেন। এই বক্তব্যের সংগে আমার মনে হল বিগত দিনে উনারা কি করে গেছেন, সেটা পরিস্কারভাবে আর একটু বললে ভাল হবে। উনারা যেহেতু বলেন নাই, আমাকে বলতে হবে। এখানে বৈদ্যনাথবাবু বলতে চেষ্টা করেছেন গ্যাস-ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প উনারা করেছেন, আমাদের ফিতা কাটতেই নাকি ৫ বৎসর লাগবে। উনি বলে গেছেন এইখানে। আমি বলতে চাই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এইখানে বিদ্যুতের অবস্থা কি করে গেছেন উনি ? সেটা উনি যতই চীৎকার করে বলুননা বিদ্যুতের এই করেছি, সেই করেছি, কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের ১৪ লক্ষ মানুষ তা বলেনা।

আমরাওতো ত্রিপুরা রাজ্যে বাস করে'ছলাম, আমরাও ছিলাম ত্রিপুরা রাজ্যে, বিদ্যুতের কি অবস্থা কি ছিল আমরা দেখে'ছি। তিনি একটা কথা সত্য বলেছেন যে বড়মুড়াতে সেকেণ্ড ইউনিট যেটা সেটা নষ্ট হয়ে আছে. এ কথায় আমি পরে আসছি। প্রথমে অতিসত্বর সরকারের তৎপরতায় গ্যাস-ভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করিয়া বিদ্যুৎ ঘাটতি পুরনের ব্যবস্থা নেওয়া হোক। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বিদ্যুতের মোট চাহিদা এখন ৩৮ থেকে ৪০ মেঘাওয়াট এই জায়গায় আমার ত্রিপুরা রাজ্যে উৎপাদন হচ্ছে বর্তমানে ১৪ মেঘাওয়াট এইটা ছিল ১৯ মেঘাওয়াট ৫ মেঘাওয়াট যেটা বিদ্যুৎ কেন্দ্র এইটা স্থাপন করা হয়েছে, যেটা বড়মুড়ার ১ নাম্বার ২ নাম্বার ইউনিট নষ্ট আছে এখানে ৫ মেঘাওয়াট আমরা পাচ্ছি না। তবু ত্রিপুরা রাজ্যে বিদুৎ ঘাটতি এখন নাই। বাহিরে থেকে সরবরাহ করে আমরা মিটিয়ে দিচ্ছি। উনারা জানেন না যে, আমরা কি কি প্রকল্প নিয়েছি এই ১১ মাসে। আমরা রুখিয়াতে ১৬ মেঘাওয়াট এর একটা প্রকল্প নিয়েছি এইটা ১ নাম্বার ইউনিট, ৮ মেঘাওয়াটের জন্য আগামী জুন মাসের ভিতরে এইটা কাজ সম্পূর্ণ হবে বলে আশা করা যায়। তারপর ১৯৮৯ সালের ভিতরে সেখানে ১৬ মেঘাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে। এর পরে আমরা সেখানে আরও ৭৫ মেঘাওয়াট এর ব্যবস্থা নিয়েছি, তার পরে ৫০০ মেঘাওয়াটের একটা প্রস্তাব আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে দিয়েছি এবং এই প্রস্তাব কেন্দ্র বিবেচনা করছে এবং এইটা নিয়ে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় লেখা হয়েছে এইটা শিলচরে নিয়ে যাওয়া হবে, নানা রকম অপপ্রচার হয়েছে, আমি সেই অপপ্রচারের অবশান ঘটানোর জন্য এবং সঠিক তথ্য জানার

জন্য কেন্দ্রের বিদ্যুৎ মন্ত্রী বসন্ত সাটের সঙ্গে দেখা করলাম, উনি পরিস্কার ভাষায় আমাকে বললেন এইটা ত্রিপুরা রাজ্যেই হবে এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যে-সব অপপ্রচার চলছে সেগুলি ঠিক নয়। তাহলে পরে সেই রুখিয়াতেই যদি আমরা এইটা করি তা হলে সেখানে মোট ৫৯১ মেঘাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন আমরা গ্যাস-ভিত্তিক করব। এইটা হলে পরে আমাদের স্থানীয় বেকার মানে বেকার ইঞ্জিনীয়ার যারা আছেন তাদেরকে সেখানে কাজের ব্যবস্থা করে দিতে পারব। তাতে আমাদের বেকার সমস্যাও একদিকে কমে যাবে। এর পরে বড়মুড়ার থার্ড ইউনিট আর একটা এইটা বামফ্রন্ট সরকারের আমলে একটা এগ্রিমেন্ট হয়েছিল, যে এইটা ফ্রান্সের সঙ্গে হবে এইটা সম্পর্কে যখন আমি কেন্দ্রীয় সরকারকে জিজ্ঞাসা করলাম যে রাজ্যের ৭৫ মেঘাওয়াট যদি ভেলকে দেওয়া যায় যদি ভারত ইলেকট্রিক্যালকে দেওয়া যায় তা হলে পরে সেই ১৬ মেঘাওয়াটের এখানে সাড়ে তিন মেঘাওয়াটের একটা থার্ড বিদ্যুৎ ইউনিট বসানো হচ্ছে আগামী বছরের ভিতরে এইটার কাজ সম্পূর্ণ হবে। সেটা কেন ফ্রান্সকে দেওয়া হল কেন ভেলকে দেওয়া হল না এইটা যখন জিজ্ঞাসা করলাম কেন্দ্রীয় মিনিষ্টারকে এবং বললাম যে, স্যার, ফ্রান্সের একটা মেশিন নষ্ট হয়ে গেছে, তাছাড়া ফ্রান্সের লোকজনদের যা কথাবার্ত্তা তা দিয়ে আমাদের পোষায় না। তারা আমাদের এখানকার জল খাবে না, বেগুন খাবে না, আলু খাবে না, এয়ারকণ্ডিশান ঘর দিতে হবে, তারপর আবার জল পাওয়া না গেলে কলকাতায় চলে যায়, এত ঝামেলার মধ্যে ফেলে গেছে-আমি জানি না তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের ফ্রান্সের সঙ্গে এত দহরম মহরম কেন ছিল। সাড়ে ৫ মেঘাওয়াট যদি ভেল দিতে পারে, ১৬ মেঘাওয়াট যদি ভেল দিতে পারে, তা হলে কেন আমরা মানে ফাষ্ট ও সেকেণ্ড ইউনিট যদি ভেল করতে পারে তাহলে কেন থার্ড ইউনিটের জন্য ফ্রান্সের কাছে যেতে হল বা ফ্রান্সকে দিতে হল। তখন বসন্ত সাঠে বললেন যে, কেন গেলেন আপনারা ফ্রান্সে, যদি আপনারা দায়িত্ব দিতে পারেন। তখন আমি বললাম যে, স্যার, এই দুইটা ইউনিট যারা নিয়েছে তারা বলছে যে, থার্ড ইউনিট যদি না দেন তাহলে আমারা কোন কাজই করব না।

সেখানে সবচেয়ে বড় ত্রুটি করেছে বামফ্রন্ট সরকার থাকাকালীন। সেণ্ট্রাল গভার্ণমেণ্ট কনসালটেশন করেছেন কিন্তু আপনারা জোর করে চাপিয়েছেন। তারা বলেছেন যে ফ্রান্সে যাবেন না তবু আপনারা গেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের বাধা আপনারা মানেন নাই। তার পরে ১নং ও ২নং মেশিন কেন নষ্ট হল? ২টা মেশিন একসঙ্গে নষ্ট হয়ে গেল। তারপরে আমি যখন দেখলাম যে ২নং মেশিনের টারবাইন নষ্ট হয় নাই তখন আমি নির্দেশ দিয়েছি ২নং মেশিনের টারবাইনটা খুলে ১নং চালু রাখা হউক। এভাবে আমরা ১নং চালু রেখেছি। নিয়ম হল ৮ ঘণ্টা চালানোর পর বিরতি দেওয়া কিন্তু সেখানে ১৬ ঘণ্টা চালিয়ে দিল। এই নিয়মগুলি মানা হল না। তারপরে আমরা তদন্তের ব্যবস্থা করেছি। আমরা রাজ্য সরকারের তরফ থেকে তদন্ত করেছি। কেন্দ্রের থেকে তদন্ত করা হয়েছে এবং ফ্রান্স থেকে এসেও তদন্ত করা হয়েছে। এই ৩ টা তদন্তে দেখা গেল ঠিকঠিকভাবে লোডশেডিং করা হয়নি। ফ্রিকোয়েন্সি ঠিক রাখা হয় নি।

সেজন্য মেটারিয়েল ঠিকভাবে চালু নাই। সেটা ভেঙ্গে গিয়ে টারবাইনে চলে গেছে। সমস্ত ব্লেইড কেটে গেছে। এক একটা ব্লেইডের দাম সাড়ে তের হাজার থেকে ১৪ হাজার টাকা। তারপরে ফ্রান্সে সেগুলি পাঠান হয়েছে। আগামী ডিসেম্বর মাসে সেগুলি আসবে বলে আশা করা যাচ্ছে। তাহলে শুধু গ্যাস ভিত্তিক ৫৯৭.৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ এই ত্রিপুরা রাজ্যে উৎপাদন করার পরিকল্পনা এই ১১ মাসে এই সরকার নিয়েছে। তারপরে ২টা ১০ মেগাওয়াটের আছে এবং তাতে মোট ৬০৭.৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে। ৮ মেগাওয়াট আমরা গোমতী থেকে পাচ্ছি। এটার নীচে ২ মেগাওয়াটের আরেকটা করা হচ্ছে। এতে মোট বিদ্যুৎ ৬১৭.৫ মেগাওয়াট হবে। বিগত দিনে এসব উদ্যোগ নেওয়া হয় নি। বিগত ১০ বছরে যদি এসব উদ্যোগ নেওয়া হত তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের আরও অনেক উন্নতি হত। ডম্বুর যখন নষ্ট হল এবং বড়মুড়াও যখন নষ্ট হল তখন দৌড়ে গিয়ে আসাম থেকে, মেঘালয় থেকে, মনিপুর থেকে আমাদেরকে হাত জোড় করে বিদ্যুৎ আনতে হয়েছে। তবুও রাজ্যে যাতে বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত না হয়, তার ব্যবস্থা আমরা করেছি। বিগত দিনে আমরা দেখেছি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাশিয়া থেকে এসে দৌড়ে গেলেন আসামে বিদ্যুৎ আনার জন্য, কিন্তু ১২ মেগাওয়াট মাত্র তখন বিদ্যুৎ পেয়েছেন। উঁরা কখনও ১৬/১৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ দেয় নাই কিন্তু এখন ওদেরকে ধন্যবাদ জানাতে হয় যে, তারা আমাদেরকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে যে, আমরা এখন আনলিমিটেড পাওয়ার নিতে পারব। সেজন্য তাদেরকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারি না।

উনারা বলছেন যে, কংগ্রেস আমলে সেই উপজাতি এলাকায় বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ বা লাইন করা হয় নি। কিন্তু এই সম্পর্কে গত পরশুদিন এই বিধানসভায় তথ্য দেওয়া হয়েছে। এই ১১ মাসে আমরা উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় ট্রাইবেল ভিলেজে ১২০ কি, মি, লাইন এক্সটেনসন করেছি এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তারা বলেছেন যে, গত দশ বছরে তারা কত পরিকল্পনা নিয়েছিলেন, কিন্তু কাজ করে যেতে পারে নি। কিন্তু আমরা এই ১১ মাসের মধ্যে ১২০ কি, মি, লাইন করেছি এবং আগে খুঁটির জ্যোতি প্রকল্পে ১৬০০ দিয়ে ছিলেন আর আমরা এখন দিয়েছি ৫,০০০টি। তাছাড়া যারা গরীব মানুষ ওয়ারিং করতে পারেন না আমরা সরকারী খরচে ওয়ারিং-এর ব্যবস্থা করে দিয়েছি। এই বছর ৫০০০ আমরা নিয়েছি। আর আপনাদের সময় কত নিয়েছিলেন ঝিরো (০)-। কাজেই এইসব থাউকামারা কথা বলে কোন লাভ নেই।

তারপর মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারা এই খানে রেলের কথা বলেছেন। এখানে কেন রেল আসে না? রেল তো আসবেই-কেন্দ্রীয় সরকার বলে দিয়েছেন যে রেল আসবেই। কুমারঘাট পর্যন্ত রেল আসবে এখন, আর পেঁচারথল পর্যন্ত তো রেল এসেই গেছে। এই সব আগেই বলা হয়েছে তবু শুধু শুধু এই দাবী করা হচ্ছে। বলেছেন রেল চাই, ওই বিদ্যুতের লেজে গিয়ে রেল লাগাই, পোষ্ট অফিসের লেজে গিয়ে রেল লাগাই, এইখানে রেল লাগাই, ওইখানে রেল লাগাই আর এইটা কেন এত লাগাব। যেখানে রেল লাইন নাই সেখানে কি বিদ্যুৎ যায় নাই, সেখানে কি বিদ্যুৎ উৎপাদন

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS

হয় নাই ? কই কাশ্মীরে তো কোন রেল লাইন নাই তাই বলে কি সেখানে কোন উন্নতি হচ্ছে না, সেখানে কি বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে না। সেখানে প্রতিটি ঘরে ঘরে বিদ্যুতের আলো জ্বলছে। সেখানে ত্রিশলুঙ্গা একটা পাহাড় আছে। সেখান থেকে ৩৫ কি, মি, ভেতরে সেখানে পায়ে হেঁটে গিয়েছিলাম সেখানেও দেখি প্রতিটি ঘরে ঘরে বিদ্যুতের আলো জ্বলছে। কাজেই এখানে রেল চাই রেল চাই বলে লাভ নেই। আপনারা আশ্বস্ত থাকুন রেল আগরতলাতে আসবে। তবে তাই বলে এই বিদ্যুতের সঙ্গে রেল লাগাবেন না। ঐ কাগজের কলের সঙ্গে রেল লাগাবেন না। এই বিদ্যুৎ যখন উৎপাদন হবে তখন আপনা থেকেই শিল্পগুলি স্থাপন হতে থাকবে। কারণ বিদ্যুৎ যতক্ষণ পর্য্যন্ত উৎপাদন না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত কেউ এই ত্রিপুরা রাজ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠা করতে আসবে না। আগেই যদি বলেন যে, এখানে পেপার মিল করে দাও তাহলে বিদ্যুৎ কোথা থেকে আসবে ? একটা যুক্তি সঙ্গত কথাতো বলতে হবে। আপনারা যতই চিৎকার করুননা কেন বিদ্যুৎ না হলে কিছুই হবে না। এখন পেপার মিল করুন তো বিদ্যুৎ কোথাথেকে আসবে ?

অতএব মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই বেসরকারী যে প্রস্তাব এসেছে এইটাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ।

মি: স্পীকার: মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রী **সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী)**:—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী রসিক লাল রায় এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন এবং তার উত্তরে মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা যে বক্তব্য রেখেছেন আমি তা সমস্তই সমর্থন করছি। তবে এক দুইটা কথা আমি বলছি। মাননীয় প্রাক্তন বিদ্যুৎমন্ত্রী শ্রী বৈদ্যনাথ বাবু একটা কথা তোলেছেন যেটা রেল সম্পর্কে সে সম্পর্কে আমি বলছি। রেল কি হয়েছে ? সেটা তো ত্রিপুরায় যখন শ্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ মহাশয় মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখনই কুমারঘাট পর্য্যন্ত রেলপথ আনার জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। আর এরা এখানে শুধু বলছেন যে, রেল চাই রেল চাই। তারপর গ্যাস কখন তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয় ? যখন তদানিন্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী ত্রিগুনা সেন তিনিই এখানে গ্যাস তোলার জন্য ও, এন, জি, সি,কে এনেছিলেন।

তারপর হাইডেল প্রজেক্ট। উনি যে অসত্য ভাষণ দিয়েছেন কংগ্রেস আমলে ১২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হতো। এখন সেটাকে তারা আড়াই মেগাওয়াটে এনে ঠেকিয়েছেন।

কাগজ কলের কথা বলেছেন। আমিও কাগজ কল করতে চাই, কেন্দ্রীয় সরকারও রাজী আছেন। কাগজ কল করতে কম করে ৩০ ৫ টি টাকা লাগবে। আজকে ওরা বনকে যে জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছেন, বিশেষ করে বাঁশ বেতের পজিশনটা কি ? বাঁশ এবং বেতের জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের নাম আছে। আগামীতে ত্রিপুরা রাজ্যে বাঁশ এবং বেত ছিল কিনা সেটা জানতে হলে মিউজিয়ামে যেতে হবে। সেজন্য সরকার চিন্তা করছেন আগে কাঁচামালের ভাণ্ডার ত্রিপুরাতে গড়ে উঠুক. ত্রিপুরা রাজ্যে নিশ্চয়ই কাগজের কল হবে, আমি এই কথা বলতে পারি।

আমরা দেখেছি ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কাছ থেকে কিভাবে শোষণ করে টাকা নিয়েছেন রেল আনবার জন্য। ক্যাডারদের পাঠিয়েছেন দিল্লীতে রেল চাই, শিল্প চাই করে। কিন্তু শিল্পের অবস্থাটা কি করেছেন? কই এখন তো মিলের শ্রমিকেরা গুণ্ডামি করে না। সেই শ্রমিকেরা তো এখন ৬ থেকে ৭ টন করে উৎপাদন করছে। যদিও কতগুলি বাধা রয়েছে, যেমন বিদ্যুতের সমস্যা, মার্কেটিং এর সমস্যা। তাদের মুখে এইসব কথা সাজে না।

সুতরাং আমি আশা করব হাউস এই প্রস্তাব গ্রহণ করবেন সর্বসম্মত ভাবে এবং আমরা কথা দিচ্ছি এই ত্রিপুরা রাজ্যে যে গ্যাস রয়েছে তার সবটাই আমরা শিল্প, বিদ্যুৎ মানুষের ব্যবহারের কাজে লাগাব। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকারঃ— আমি, এখন মাননীয় সদস্য শ্রী রসিক লাল রায় মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত রিজিউলিশানটি ভোটে দিচ্ছি। রিজিউলিশানটি হল—

'এই বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে যে, ত্রিপুরা রাজ্যে যে পরিমাণ গ্যাস পাওয়া গিয়েছে তা দিয়ে অতি সত্বর সরকারী তত্‌পরতায় গ্যাস ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করে বিদ্যুতের ঘাটতি পুরণের ব্যবস্থা নেওয়া হউক'।

(উপরোক্ত রিজিউলিশানটি সংখ্যা গরিষ্ঠের ধ্বনিভোটে পাশ হয়)

দ্বিতীয় রিজিউলিশানটি এনেছেন, মাননীয় সদস্য শ্রীচিত্ত রঞ্জন সাহা মহোদয়। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীচিত্ত রঞ্জন সাহা মহোদয়কে উনার রিজিউলিশানটি উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীচিত্ত রঞ্জন সাহা (রাধাকিশোর পুর)ঃ —মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার রিজিউলিশানটি এই সভার সামনে উত্থাপন করছি, আমার রিজিউলিশানটি হল 'ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯৮৮ ইং সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৮৮ ইং সময়ের মধ্যে মামলায় জড়িত গণ আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের বিভিন্ন থানা লক আপে পুলিশী নির্যাতনের যে সব অভিযোগ এই সভায় ও সভার বাইরে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, তা সম্যকভাবে তদন্ত করার জন্য সভায় নিম্নে লিখিত সদস্যদের নিয়ে একটি তথ্যানুসন্ধানী (ফ্যাক্ট ফাইনডিং) কমিটি গঠিত হউক, সদস্যদের নাম—

১) শ্রী রসিক লাল রায়, চেয়ারম্যান
২) ,, নৃপেন চক্রবর্তী, সদস্য
৩) ,, দশরথ দেব, সদস্য
৪) ,, দিবাচন্দ্র রাঙ্খল, সদস্য
৫) ,, গোপাল চন্দ্র দাস, সদস্য
৬) ,, ধীরেন্দ্র দেবনাথ, সদস্য

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উপরোক্ত সময়ের মধ্যে এই রাজ্যের বিভিন্ন থানার লক আপে বিভিন্ন আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের পাড়া থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে কি ভাবে তাদের উপর অত্যাচার করা

হয়েছে, তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত আমি এখানে তুলে ধরছি। স্যার, যখন ওদের ধরে নিয়ে যান, তখন ওদের ৫৪ ধারায় ধরেন তারপর অত্যাচার করে ছেড়ে দেন। আর, এটাই হচ্ছে বিভিন্ন থানার লক-আপের চেহারা। তাহলে, আমরা কি করে বুঝব যে এই রাজ্যের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার আছে। স্যার, ঐ সব গনতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের উপর যে ভাবে অমানুষিক অত্যাচার করা হয়েছে, তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। আমার মনে হয়, এটা মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর নির্দেশই করা হচ্ছে এবং রাজ্যের সর্বত্র এই রকম একটা অবস্থা চালানো হচ্ছে। অন্য দিকে এই রাজ্যের যখন আমাদেয় বাম ফ্রন্টের শাসন ছিল, তখন এই রাজ্যে যারা কংগ্রেসী ছিলেন বা যারা গনতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা ও কর্মী ছিলেন, তাদের প্রতি তো এই ধরণের অমানুসিক অত্যাচার করা হয় নি। তাহলে আমরা কি বুঝব যে এই সরকার প্রকৃতই গণতান্ত্রিক যে ব্যবস্থা, তার দ্বারা চালিত নয়? তাই আমি বলছি এবং আমার কাছে অনেকগুলি নাম আছে, যারা থানার লক-আপে এই ভাবে অত্যাচারিত হয়েছে, যেমন উদয়পুরের প্যারা মিঞা, অমল দেব, এদের থানার লক-আপে নিয়ে গিয়ে অকথ্য অত্যাচার করা হয়েছে। তারপরে আছে ধুপতলীর সম্ভুপাল, তাকে থানাতে নিয়ে যাওয়া হল। আমি নিজেই তাকে দেখার জন্য থানাতে গিয়েছিলাম, কিন্তু সেই সময়ে থানার ও, সিকে খুঁজে পেলাম না। অনেক খোঁজাখুজি করেছি, কিন্তু ঘণ্টা দুয়েক কাটিয়েও তার পাত্তা পেলাম না।

থানায় সি আই ছিলেন আমি তাকে ওর সঙ্গে দেখা করার কথা জানালে উনি আমাকে জানালেন ও সি বাসায়আছেন, আপনারা বসুন উনি পরে আসবেন। তখন আমরা তাকে জানালাম যে আমরা বিষ্ণু দত্তকে দেখতে চাই সি আই জানালেন যে আপনারা বসুন ও সি আসলে আপনারা দেখতে পারবেন। আমরা অপেক্ষা করলাম। তারপর সি আই আমাদের জন্য চা আনালেন এবং আমরা পান করার পর আরও আধা ঘণ্টা অপেক্ষা করলাম তারপরও ও সি আসেন নাই। তখন আমরা সি আই সাহেবকে জানালাম যে আমরা বিষ্ণু দত্তকে দেখতে চাই। তারপর উনি আমাদের বিষ্ণু দত্তকে দেখালেন আমি নজীর বিহীন ঘটনা দেখলাম। থানা লক আপে কোন লোককে হ্যাণ্ড কাপ দিয়ে রাখতে পারে এটা ভারতবর্ষের কোথাও নাই সেটা আমি নিজের চোখে দেখেছি। উনি আমাদের আগাম জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, আপনারা কোন কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারবেন না শুধু দেখে চলে আসবেন। তখন আমরা দেখলাম উর হাতে হ্যাণ্ড কাপ এই হচ্ছে স্যার উনাদের চেহারা। ভারতবর্ষের কোথাও এই রকম দেখা যায় না। তারপর হচ্ছে দীনেশ দেবনাথ, খোকন দাস, উদয়পুর গনেশ রায়, মুড়াপাড়া দীপক দেবনাথ, মাতাবাড়ী তাদের উপর থানা লক-আপে অত্যাচার করা হয়েছে। আরও আছে মধু দেববর্মা ব্রহ্মছড়া তাকে এরেষ্ট করে থানায় নিয়ে গিয়ে তার উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হয়েছিল। তারপর যখন তাকে কোর্টে সাবমিট করা হয় তখন এস আই শ্যামল ভট্টাচার্য্যের নামে তাকে ভত্সনা করা হয় এবং তাকে সাশপেনশানের অর্ডার দিয়েছে। এই হচ্ছে থানা লক্-আপের অত্যাচারের চেহারা। স্যার, সাব্রুমে গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী মাগুরছড়া

নিবাসী চিত্ত দত্তকে এরেস্ট করে থানা লক-আপে নিয়ে তার উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হয়। এই হচ্ছে থানা লক-আপের চেহারা। তাহলে আমরা কি করে বলব এই সরকার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা এবং কর্মীদের উপর অত্যাচার করে না? তাদের উপর থানা লক-আপে যে অমানুষিক অত্যাচার করা হচ্ছে সেই জন্যই আমার প্রস্তাব হচ্ছে মাননীয় বিধায়কদের নিয়ে একটা কমিটি করে এই ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য হাউসের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি। এবং আমি আশা করি ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্য যারা আছেন তাঁরাও এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে তদন্ত কার্যে সাহায্য করবেন, এই বলে আমরা বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃস্টার স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীদিবা চন্দ্র রাঙ্খল মাননীয় সদস্যকে ৫ মিনিটের মধ্যে বক্তব্য শেষ করার জন্য অনুরোধ রাখছি।

শ্রীদিবা চন্দ্র রাঙ্খল (কুলাই) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে হাউসে আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রী চিত্ত রঞ্জন সাহা যে প্রাইভেট মেম্বার্স রিজোলিউশান এনেছেন এটা অত্যন্ত হাস্যকর ব্যাপার। কারণ সংশ্লিষ্ট মাননীয় বিধায়কদের সম্মতি না নিয়ে এই প্রস্তাব আনা হয়েছে। এটা অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার। উনি একজন দায়িত্বশীল বিধায়ক হয়ে সংশ্লিষ্ট বিধায়কদের মতামত না নিয়ে যে ভাবে এই প্রস্তাব এনেছেন এটা অগনতান্ত্রিক এবং বেআইনি। শুধু তাই নয় উনি মাননীয় সদস্য রসিক বাবুর মতামত না নিয়ে তাঁকে সেই কমিটির চেয়ারম্যান রাখার প্রস্তাব দিয়েছেন কাজেই এটাকে কোন ভাবেই সমর্থন করা যায় না। বিরোধী পার্টি হিসাবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গঠনমূলক কাজে সরকারকে সাজেশান দিতে পারেন। কিন্তু কোন বিধায়কের মতামত না নিয়ে একটা কমিটির মধ্যে থাকার জন্য নাম প্রস্তাব করা এটা হতে পারে না।

প্রাইভেট মেম্বার্স রিজিউলিশন উইদআউট কনসালটেশন উইদ দি মেম্বার্স অব দি ট্রেজারী বেঞ্চ এটা এখানে হাউসে উথ্থাপন করা যায় না। কাজেই এই প্রস্তাবকে সমর্থন করা যায় না। এই প্রস্তাবের কোন যুক্তি নাই। এটা গণতন্ত্রের পরিপন্থী সংসদীয় গণতন্ত্রে এই রীতি নেই। বর্তমান জোট সরকারের অধীনে ল এণ্ড অর্ডার আমাদের কন্ট্রোলে আছে। সরকারের বিবেচনা করার কিছু নেই। আপনারা কাকে জিজ্ঞাসা করে এই কমিটি করেছেন? এটা হতে পারে না। আপনারা বিগত দশ বছরে প্রশাসনে থেকে কি কুকীর্ত্তি করেছেন এটার প্রমান পাবেন। আপনাদের আমলের মুখ্যমন্ত্রী এখন যিনি বিরোধী দলের নেতা তিনি কাকদ্বীপ থেকে ত্রিপুরায় এসেছিলেন এবং এখানে জঙ্গলে উপজাতিদের ঘরে ঘরে ঘুরতেন। এই ইতিহাস আমাদের জানা আছে। কাজেই আপনি এখানে বেআইনী প্রস্তাব এনেছেন। এটা দুর্ভাগ্য। এটার প্রতিবাদ করছি। এটা যাতে তিনি উইদ ড্র করে নেন সেই জন্য অনুরোধ রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

PRIVATE MEMBER'S RESOLUTIONS

মিঃ স্পীকার :— শ্রীবাদল চৌধুরী।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— (ঋষ্যমুখ) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য চিত্ত সাহা এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন সেইজন্য তাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা নিজেদেরকে সভ্য দেশের মানুষ বলে মনে করি। সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে যদি বিন্দু মাত্র সহানুভূতি থাকে তাহলে এটাকে সমর্থন করা উচিত। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে, এটা তো তাদের পক্ষে প্রমান করে দেওয়ার একটা সুযোগ। এই সুযোগটা তাদের গ্রহণ করা উচিত। রবীন্দ্রনাথ জাতির কবি তিনি বলেছিলেন। যে এই সভ্যতার যুগে, বৃটিশ শাসকদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, বৃটিশ যদি ভাল ব্যবহার না করে তাহলে তাদের সঙ্গে কোন যোগাযোগ থাকবে না।

আজকে এইখানে আমি শুধু কিছু তথ্যের কথা বলছি, বলছি কি চলছে থানার মধ্যে। এক একটা থানায় টরচার সেন্টার তৈরী করা হয়েছে। যা বৃটিশ আমিলকেও ছাড়িয়ে গেছে। আমার কাছে কিছু নাম আছে, যারা চোর, দাগী আসামী তাদের কথা আমি বলছি না। ত্রিপুরা রাজ্যের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের যারা প্রতিষ্ঠিত, যাদের এলাকার মানুষ চেনেন আমি সেই সব ঘটনাগুলো এইখানে বলছি। শুধু বিলোনীয়া থানায় আমার জানা মতে অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে। তার মধ্যে ২৭টা নাম আমি বলছি। মানিক দেবনাথ, রাখাল দাস, ধীরেন্দ্র দে, টিপু লাল সরকার, বাবু লাল সরকার, তুষার ভৌমিক এরা সবাই চিত্তামারার লোক। তাদের সবাইকে বিলোনীয়া পি এস এ টর্চার করা হয়েছে। স্যার, রথীন্দ্র দাস, সুকুমার দত্ত এরাসবাই রাজনগরের লোক। তাদেরকে রাজনগর থেকে ধরে এনে বিলোনীয়া পি এস এ টর্চার করা হয়। জগদীশ দাস, পশ্চিম পাড়ার বাকতলীতে বাড়ী। তাকে পি আর বাড়ী পুলিশ ষ্টেশনে টর্চার করা হয়। বিষ্ণু চৌধুরী, সুধন বৈষ্ণব, তারা বাইখোড়ার লোক তাদেরকে বাইখোড়া থানায় টর্চার করা হয়। নারায়ন পাল, সাধন সরকার অর্জুন নমঃ, হিমাদ্রি চৌধুরী, সূর্য্য ত্রিপুরা, হরিসাধন ত্রিপুরা, দৈত্য মোহন ত্রিপুরা এরা সবাই জোলাই-বাড়ীর তাদেরকে বাইখোড়া থানার মধ্যে টর্চার করা হয়। সুধন মজুরী ঋষ্যমুখ বাড়ী তাকেও বাইখোড়া থানায় এনে টর্চার করা হয়। মানিক বিশ্বাস, শ্রীহরি সরকার, সুভাষ মজুমদার, প্রদীপ দাস (রাবার প্ল্যান্টেশানের কর্মী) তারা সবাই শান্তির বাজারের। তাদেরকে শান্তির বাজার পুলিশ ষ্টেশনে ধরে এনে টর্চার করা হয়। মন্টু দাস, উত্তর ভারতচন্দ্র নগর- স্যার, এটা বিধানসভায়ও আলোচনা হয়ে ছিল। যার অন্যতম রূপকার ছিলেন, বিধায়ক অমল মল্লিক। এই বিধায়ক অমল মল্লিককে খুন করার জন্য নাকি সে বন্দুক নিয়ে বসেছিল। এই জন্য তার স্ত্রীর উপর কংগ্রেস (আই) লোকেরা বলাৎকার করেছিল। তার জন্য মামলা হয়েছিল। ঐ কংগ্রেস (আই) লোকদের রক্ষা করার জন্য তার বিরুদ্ধে সাজানো মামলা তৈরী করে তাকে প্রায় ২ মাসের মধ্যে ১০ দিন পুলিশ টর্চার করে তার কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায় করার জন্য। এর নজীর তুলনা দিয়ে শেষ করা যাবে না। বিকাশ দাস, সজল শর্মা তাদের প্রথমে বিলোনীয়া পুলিশ ষ্টেশনে টর্চার করা হয়, পরে আগরতলার

এস বি সেলে টর্চার করা হয়। স্যার, আমি কতকগুলি ঘটনা বলছি। গঙ্গাহরি ত্রিপুরা, চিত্তামারার তাকে কি ভাবে বিলোনীয়া পুলিশ ষ্টেশনে টর্চার করা হয়েছে তা দেখে বিলোনীয়ার ফার্ষ্ট ক্লাস মেজিষ্ট্রেট যে রায় দিয়েছেন তার রায়ের কপি আমি আপনার হাতে তুলে দিতে চাই। তার আগে আমি মেজিষ্ট্রেটের রায়ের কপির ২/১ লাইন এখানে পড়ছি। On query and as well as per his petition the accd . Stated that he has been tortured by the I/O.. In the police custody. Some swelling is found in his body for which he should be provided with immediate medical aid. মেজিষ্ট্রেট বলেছেন,

Sub Jailor, Belonia is directed to provide him immediate medical aid.

S. D. M. O Belonia is requested to treat the accd. person and do the needsful if required. তাকে যখন পুলিশ লক-আপ থেকে টর্চার করার পর কোর্টে হাজির করা হল তখন তা দেখে মেজিষ্ট্রেট রায় দিয়েছেন। আমি আপনার হাতে সে রায়ের কপি তুলে দিতে চাই। স্যার, অসংখ্য ঘটনা। এই আগরতলা শহরেই কি ঘটনা না ঘটছে ? এর নজীর তুলনা দিয়ে শেষ করা যাবে না। স্যার, ধর্মদাস নামে এফ সি আই এর কর্মী শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক বয়স প্রায় ৬০, তাকে গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী রাত্রি ৮টার সময় বাড়ী থেকে গ্রেপ্তার করে ছেলের সঙ্গে নিয়ে আসে। আমতলী থানায় সারা রাত্রি ছেলের সামনে তাকে উলঙ্গ করে রাখা হয়। এটা কি সভ্যতার লক্ষণ ? মাননীয় স্পীকার, স্যার আপনার বিবেককে এইখানে দংশন করবে। এই ধরণের অত্যাচার বৃটিশ আমলেও হয়েছিল কিনা সন্দেহ আছে। গত ১১ এপ্রিল শুকরাম দেববর্মা, সুবল দেববর্মা, এবং বিশু কুমার দেববর্মা (৬০ বছরের বৃদ্ধ) জিরানীয়া থানায় চন্দ্রোদয় রূপীনির অভিযোগ মূলে গ্রেপ্তার করা হয় এবং উপজাতি যুব সমিতির নেতাদের উপস্থিতিতে পুলিশ তাঁদের প্রচণ্ড মারধর করে। উপজাতি যুব সমিতি থেকে বলা হয়, তোমরা উপজাতি যুব সমিতিতে যোগ দিলে ছেড়ে দেওয়া হবে।

(ভয়েসেস্ ফ্রম উপজাতি যুব সমিতি মেম্বারস্ :— তাহা মিথ্যা, তাহা অসত্য ভাষন)

স্যার, ওরা রাজী হয় নি। শুধু এতেই সমাপ্ত হয় নি ঘটনার। গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী সঞ্জয় সরকার ও ক্ষিতীশ সাহা, তাদের বাড়ী রানীর বাজার, জিরানীয়া পুলিশ গ্রেপ্তার করে থানা লক-আপে প্রচণ্ড অত্যাচার করে। সঞ্জয় সরকার ১২ই ফেব্রুয়ারী মামলা থেকে জামিন নিয়ে বাড়ী যায়। কিন্তু সেই মামলাতেই আবার ১৫ই ফেব্রুয়ারী আবার গ্রেপ্তার করে নিয়ে এসে প্রচণ্ড মারধর করে। স্যার, বিশালগড়ের কালী হরিজনের ক্ষেত্রেও এই ঘটনা। ৬ই মার্চ তাকে বিশালগড় থানার অত্যাচার করা হয়। কুমুদ দেবনাথ, ডি ওয়াই এফ আই কর্মী, খয়েরপুর, তাকে পূর্ব কোতোয়ালী থানায় এনে তার উপর জঘন্য অত্যাচার চালান হয় ঠিক একই কায়দায়।

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS

তারপর ২৬শে মে গভীর রাত্রিতে কংগ্রেস (আই) এর একজন নেতা রাধিকা ঘোষের নেতৃত্বে ৭০ বছরের একজন বৃদ্ধকে থানায় ধরে এনে প্রচণ্ড মারধর করা হয়, সারা রাত্রি তাকে সেখানে আটকে রেখে অত্যাচার করা হয়। তারপর মৃনাল চৌধুরী দুর্গানগর, স্বপন সাহা, মাধব সাহা রানীর বাজার খুদ্দুস মিঞা পশ্চিম নোয়াবাড়ী হাসু মিঞা খয়েরপুর, হরিশ চৌধুরী তুলুম, সুবোধ রায় দুর্গাছড়া, দীপক মজুমদার, কাজল দে, রতন দে ৭৯ টিলা আগরতলা, পুলিশ তাদের সবাইকে পূর্ব কোতুয়ালী থানায় ধরে এনে তাদের উপর প্রচণ্ড অত্যাচার করে। তারপর, উৎপল সাহা, মাখন দাস, নিরঞ্জন দাস রানীর বাজার, সুখেন সাহা গাবোর্দি, পুলিশ তাদেরকে প্রথমে জিরানীয়া থানায় ধরে নিয়ে যায়, তারপর টাকার জলা থানায় নিয়ে গিয়ে প্রচণ্ড আক্রমণ চালানো হয়। সিদ্দিক আহমেদ, নন্দন নগর, তাজুল ইসলাম, সুধাংশু দেববর্মা গোর্খাবস্তি অঞ্চলের লোক, তাদের বিশালগড় থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে প্রচণ্ড মারধর করা হয়। আর উদয়পুরের কথা তো মাননীয় সদস্য মহোদয় বলেছেন। সাব্রুম স্যার, একই ঘটনা। আমি এখানে একটা আবেদন করতে চাই, গতকালও মাননীয় বিধায়ক অমল মল্লিক এখানে আলোচনা করেছেন যে, আপনাদের যদি নৈতিক সাহস থাকে, তাহলে যে অত্যাচারগুলি চলছে, সেগুলি তদন্ত করার জন্য বিধানসভার সব দলের লোকদের নিয়ে একটা কমিটি গঠন করা হোক। এই প্রস্তাবটা এখন এসেছে এবং গতকালও আপনারা এটা সমর্থন করেছেন যে একটা ফ্যাক্টস ফাইণ্ডিং কমিটি গঠন কর হোক। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। আমরা গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক, আমরা নিজেদের দেশের কথা বাইরের মানুষের কাছে গর্ব করে বলি। সুতরাং গণতন্ত্রের প্রতি যদি সামান্যতম শ্রদ্ধা থাকে তাহলে আপনারা ফ্যাক্ট ফাইণ্ডিং কমিটি গঠন করুন। ঘটনাগুলিকে করেছে না করেছে আজকে সে কথা নয়, আপনারা যদি পবিত্র হন, আপনারা যদি নির্দোষ হন তাহলে এই আবেদন আপনাদের মেনে নেওয়া উচিৎ। আপনাদের সেই সৎ সাহসের পরিচয় দেওয়া উচিৎ। যারা অত্যাচারিত হয়েছে, তাদের সামনে থেকে আপনারা তাদের কথা শুনুন। সে নৈতিকতা কি আপনাদের আছে? আজকে গণতান্ত্রিক কর্মীদের জেলখানার মধ্যে রেখে জঘন্য অত্যাচার করে রাজত্বকে আপনারা টিকিয়ে রাখতে চাইছেন। শান্তির বাজারে তপন দেবনাথকে উগ্রপন্থী হিসাবে গ্রেপ্তার করা হলো এবং বিলোনীয়া পুলিশ লক-আপে ৭ দিন ধরে রাখা হলে তারপর তাকে আগরতলা এস বি সেলে নিয়ে আসা হলো এবং সেখানে তার উপর থার্ড ডিগ্রি মেথডে অত্যাচার চালানো হলো। তাকে পানীয় জল দেওয়া হলো না, বাধ্য করা হলো নিজের প্রস্রাব নিজে খাওয়ার জন্য। শিক্ষক মানিক দেবনাথ এবং চিত্রা মাস্টার রাখাল দাসকে বিলোনীয়া থানায় ধরে এনে এস বি সেলের মধ্যে ইলেকট্রিক শক দেওয়া হলো, প্রচণ্ড অত্যাচার করা হলো এবং সবটাই করা হয়েছে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশে। কারণ তারা বুঝেছেন যে, জনগণের কল্যাণে তারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন নি, নির্বাচনে জুচ্চোরি করেছেন, ভারতবর্ষের মধ্যে নজীর বিহীন ঘটনা নির্বাচনের তিন দিন আগে সারা ত্রিপুরা রাজ্যকে উপদ্রুত অঞ্চল

ঘোষণা করে সেনা বাহিনী দিয়ে জবরদস্তি করে নির্বাচনে তাঁরা জিতেছেন। তাঁরা ভাল ভাবেই জানেন যে তাঁদের পেছনে জনগণের সমর্থন নেই।

শ্রী জওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী): — স্যার, মাননীয় সদস্য বাদল চৌধুরী মহোদয় হাউসকে মিসগাইড করার জন্য এমন কিছু তথ্য তুলে ধরতে চেয়েছেন যা পার্টি অফিস থেকে তাঁকে তৈরী করে দেওয়া হয়েছে। উনি সেই সব খুনী, নারী নির্যাতনের আসামীদের নাম বলে পত্রিকাতে পাবলিসিটি পাওয়ার জন্য এবং হাউসকে বিভ্রান্ত করার জন্য এটা করছেন। উনার এই কার্য্যকলাপ সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রনোদিত।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে কথাটা বলেছেন, সে সম্পর্কে আমি বলতে চাই, যাদের বিচার হলো না কোন আদালতে, তারা কি করে দোষী সাব্যস্ত হলো? উনারা কার উকালতি করছেন এখানে? আপনাদের গনতন্ত্রের প্রতি, বিচার ব্যবস্থার প্রতি বিন্দু মাত্র শ্রদ্ধা আছে কি? স্যার তারা কিভাবে ক্ষমতায় এসেছেন সেটা ভাল ভাবেই জানেন, আর জানেন বলেই তাদের এত দুর্বলতা। তারা সংখ্যালঘু মানুষের সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় এসেছেন। আপনারা ঋণমেলা নিয়ে, আই আর ডি পি নিয়ে গর্ব করছেন, কিন্তু বিগত ১০ মাস ধরে গ্রামের চেহারাটা একবার দেখেছেন কি?

গ্রামের মানুষ তারা খুব ভাল করেই জানেন বিশেষ করে উপজাতি অংশের মানুষ তারা জানেন। অনাহারে মৃত্যু ঐ রতন পুরের মধ্যে বিলোনীয়ায়ে এক পরিবারের মা ও ছেলে তিনজন না খেয়ে মারা গেছে। কাজের নামে অষ্টরম্ভা, এস আর ই পির কাজ কিছু হচ্ছে। ঐ ডেভলাপমেণ্ট কমিটির নামে লুটপাট কমিটি তারা নিজেরা সব কিছু গ্রাস করে নিচ্ছে এই অবস্থায় তারা খুব ভাল করে জানেন মানুষ তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে।

মিঃ স্পীকার :— টাইম ইজ ওভার। নাউ, ইউ প্লীজ সিট ডাউন।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— সুতরাং আজকে সে দিক থেকে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে দাবিয়ে রাখার জন্য অত্যন্ত পরিকল্পিত ভাবে ঠাণ্ডা মাথায় এখানকার সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার তারা একই সঙ্গে এখানকার এই বাম গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মী তার নেতাদের ঐ হাজতের মধ্যে খুন!

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার : - প্লীজ ইউ সিট ডাউন।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— আমি সে দিক থেকে মাননীয় সদস্য শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহা যে প্রস্তাব এনেছেন আমি এটা বলব শাসক পার্টির কাছে তাদের যদি সামান্যতম গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে তা হলে বিধানসভা হলো সর্বোচ্চ স্থান, এখানকার সদস্যদের নিয়ে কমিটি করার প্রস্তাব এসেছে আপনাদের যদি সেই নৈতিকতা থাকে সেটাকে মেনে নিন এবং এই রাজ্যের মানুষের কাছে আপনাদের

গণতন্ত্রের প্রতি যে শ্রদ্ধা আছে সেটাকে প্রতিষ্ঠিত করুন এবং সে দিক থেকে তাঁর প্রস্তাবটা আপনারা সমর্থন করবেন। বিরোধিতা নয়, সমস্যা যদি থাকে তাহলে সমাধানের পথ খোঁজুন। এই ভাবে বাঁচতে পারবে না জনতার দরজায়, এইভাবে বাঁচা যায় না, পৃথিবীতে কেউ বাঁচতে পারে নি তাহলে হিটলারই থাকত। হিটলারের বংশধর আপনারা।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— টাইম ইজ অভার। মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— সুতরাং এই প্রস্তাবাক মেনে নিন।

শ্রী অমল মল্লিক (বিলোনীয়া):— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী চিত্ত রঞ্জন সাহা কর্তৃক উত্থাপিত এই প্রস্তাবের আমি বিরোধিতা করছি। এই প্রস্তাব এই কারণে মানা যাচ্ছে না যে, এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রনোদিত ভাবে আনা হয়েছে এবং এটা আজকে এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে। যিনি প্রস্তাব এনেছেন উনার নাম নেই, উনি নিজেই এই কমিটিতে মেম্বার হতে চান না। যিনি এই প্রস্তাব এনেছেন উনার নিজের নামও নেই এই কমিটিতে। কাজেই এই কমিটির মধ্যে একটা কিছু সন্দেহ করা হচ্ছে, তার জন্য আমি এটার বিরোধিতা করছি। আজকে মাননীয় সদস্য বাদল বাবু যিনি গণতন্ত্রের বিরাট পুজারি হিসেবে হাউসের মধ্যে একটা জ্ঞানগর্ব ভাষণ দিলেন এবং মোটামুটি উনি এমন একটা জিনিব বলতে চাইলেন এমন কি হয়ে যাচ্ছে বিলোনীয়াতে তার জন্য বিরাট কিছু হচ্ছে। উনার এখানকার চেহারা এক রকম আর বিলোনীয়ার চেহারা আর এক রকম। ১৯৭৮ সালের একটা ঘটনার কথা বলছি মিঃ স্পীকার স্যার, পার্লামেণ্টের নির্বাচনের আগে আমাদের একটা মিটিং হয়েছিল উনার কনষ্টিন্সিতে, সেখানকার এক হাজার ছেলেকে পেণ্ট, সার্ট খুলে আণ্ডাওয়ার পরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল এবং কি ভাবে করা হয়েছিল জানেন? সেই এক হাজার ছেলেকে লম্বা লাইন করে দাঁড় করানো হয়েছিল। সেই লাইনের সামনে বাদল বাবু দাঁড়িয়ে আছেন এবং বাদল বাবুর সামনে দিয়ে এক জন এক জন করে পাশ হয়ে যাচ্ছে এবং তাদের সবাইকে একটা করে বেত মারা হচ্ছে এবং বলছে আর কংগ্রেস করবি কিনা এবং বাদল বাবু তখন তাদের সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। বিভিন্ন জায়গায় এই রকম বহু ঘটনা আছে। ২৩শে অক্টোবর, ১৯৮৭ ইং ঋণ মেলার পর উনারা স্যানালকে হাত করে নিয়েছিলেন, এডিশন্যাল এস পি পার্শ্বনাথ রায়কে হাত করে নিয়েছিলেন। মাইছড়া, লাউগাং ইত্যাদি জায়গায় বিশেষ করে মাইছড়া বাজারে সাধারন কংগ্রেস কর্মী, সাধারণ লোক বাজার আনতে গেলে বাজার করার পর কংগ্রেসের বাচ্চা ছেলে বাজার করার পর যখন বাজারের ব্যাগ নিয়ে বাড়ীর দিকে রওয়ানা হত তখন তারা বলত, এটা তুমি নিতে পারবে না। আমাদের দিয়ে দাও। তারা মিটিং ডেকেছেন এবং বলেছেন কংগ্রেসীরা সারেণ্ডার করছে, কি ভাবে? আমরা আর কংগ্রেস করব না, আমরা সি পি এম করব. কি রকম পৈশাচিক অত্যাচার এবং নির্যাতিত হয়েছিল কংগ্রেসীরা। উনি

বলছেন বিলোনীয়ার লক আপে মারা হচ্ছে, কাকে মারা হচ্ছে ? মাননীয় সদস্যকে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই। নিতাই দেবনাথকে খুন করার জন্য মানিক সরকার, নিতাই দেবনাথের খুনের আসামী, রাখাল দাস নিতাই দেবনাথের খুনের আসামী। সন্তোষ দত্ত, জগদীশ দাস বিশু সাহার খুনের আসামী, স্পেসিফিক কেইস আছে তাদের বিরুদ্ধে। সেই ভাবে সুধন মহন্ত উনার স্নেহ ধন্য যাকে দিয়ে মানুষের বাড়ী চুরি করান, যাকে দিয়ে মানুষের বাড়ী ডাকাতি করান, জুট মিল থেকে এনে নির্বাচনের আগে ১ তারিখ সেখানে আমাদের কংগ্রেস কর্মী তার বাড়িতে গিয়ে গর্ত করে যখন খুন করতে গেল বিএস এফ না থাকলে শেষ হয়ে যেত।

আমাদের কংগ্রেস কর্মী হেমন্ত লোধকে নির্বাচনের আগে খুন করতে গিয়েছিল; বি. এস. এফ না থাকলে শেষ হয়ে যেত। তপন দেবনাথ, যে ১১ জন খুনের কেইসের আসামী। শান্তি কলোনীর মন্টু দাস আমরা নাকি চক্রান্ত করে মেরেছি, মেরে একটা কেইস দিয়েছি, ওনার স্ত্রীকে নাকি রেপ করা হয়েছে। আজকে সেই কেইস কোথায় গিয়েছে ? কোথায় গেল সেই কেইস জিজ্ঞাসা করুন। এই ধরণের কোন ঘটনা ঘটেনি। এই গুলি করছে কতগুলি বদমাইশ যারা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠালব্ধ। এরা কমিটেড মেম্বার। কাজেই মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে যেটা বলা হচ্ছে, দেশের শান্তি সম্প্রীতি রক্ষা করতে যারা বিঘ্ন ঘটাবে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থ্যা নেওয়া দরকার। বিলোনীয়াতে বাদলবাবু কি করেছেন ? তার প্রতিফলন ঘটেছে আজকে বিধানসভায়। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে যে রিজলিউশানটি এনেছেন মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য শ্রী চিত্ত সাহা মহাশয় এইটাকে সম্পূর্ণ বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী সমীর বর্মন।

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য শ্রী চিত্ত সাহা কর্তৃক আনীত এই রিজলিউশানটিকে আমি বিরোধিতা করছি। একটা জিনিস সবচেয়ে অবাক লাগে যে, ট্রেজারী বেঞ্চের সবচেয়ে যে ৩ জন সরল, সোজা, তাদের কমিটির মেম্বার করা হয়েছে। ৩টা সরল লোকের সঙ্গে নৃপেন চক্রবর্তী, দশরথ দেব, গোপাল দাস তিনটা বোকা লোক। তিনটা বোকা লোকের সঙ্গে ৩টা সোজা লোক এর কমিটি করা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আশা করে ছিলাম, যে দল বিগত ১০ বৎসর ত্রিপুরা রাজ্যের শাসন ব্যবস্থায় ছিলেন ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৮র প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত, এই দলের তারা দীর্ঘকাল বিধায়ক থেকে, মন্ত্রীসভায় থেকে তাদের কাণ্ডজ্ঞান কিছুটা হয়েছে, আইন সম্পর্কে তারা ওয়াকিবহাল হয়েছেন। আজকে দেখে বুঝতে পারছি যে, ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ লোকের মুখের গ্রাস নিয়ে গত ১০ বৎসর লুটেছেন। প্রাক্তন আইন মন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যে দলের নেতৃত্বে আছেন, সেই দল এই ধরনের প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজলিউশান আনতে পারে আমি ভাবতে পারি না। আমি, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আইন নিয়ে দেখাচ্ছি,

যদি এই রিজলিউশান হাউসে অ্যাক্সেপ্ট হয়, তাহলে ইট উইল বি নাথিং ইনফ্রিনজমেণ্ট আপন দি জুডিশিয়ারী অ্যাণ্ড অলসো দি অ্যাক্জিকিউটিভ পাওয়ার। আমি আইন নিয়ে দেখাব, ইট উইল বি ইনফিনজমেণ্ট আপন দি পাওয়ার।

(গণ্ডগোল)

লিসেন ইট। সিট। একটু বুঝতে চেষ্টা করুন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য চিত্ত সাহা বলেছেন যে ৫৪ ধারায় আসামীদের ধরে আনা হয় এবং গ্রেপ্তার করা হয়। আমি জানিনা, এই ধারায় আসামীদের ধরার কোন ক্ষমতা ভারতবর্ষের কোন আদালতের আছে কিনা? এই প্রথম আমি শুনলাম যে ৫৭ ধারা এবং ভারতবর্ষের এই ৫৪ ধারা আছে কিনা যে ধারায় কোন আসামীকে ধয়া যায় এবং এনে তাদের মারধোর করা হয়। এই রকম ধারা বলে ধারা নেই। আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়ার পর নির্দেশ দিয়েছি যে যারা আইন ভঙ্গ করবে, যাদের পুলিশ ধরতে গেলে পালিয়ে গিয়ে গর্তে পড়ে যাবে, কিংবা পাবলিকের হাতে পড়ে মারধোর খাবে, তাদের হাত পা ভেঙ্গে গেলে পুলিশের কাছে এনে তাদেরকে দুরশ করে দিও। সেটা আমি বলেছি।

(গণ্ডগোল)

শ্রী সমর চৌধুরী : -পয়েন্ট অফ অর্ডার স্যার, পুলিশ কাস্টডিতে এনে দুরস করা হবে বলে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় যেটা বললেন, সেটা সম্পর্কে আমি শুধু এইটা বলতে চাই যে, বর্তমান জোট সরকারের কি এই নীতি ঘোষণা করা হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে চাইছেন, এক্সপ্লেন করে বলুন, বিচারক কি পুলিশ, না কি বিচার বিভাগ? গ্রেপ্তার করে এনে কি বিচারকের কাছে উপস্থিত করা হবে না কি পুলিশের হাজতে পিটিয়ে মারা হবে, অত্যাচার করা হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ— দিস ইজ এ প্রসিডিউর‍্যাল মেটার, স্পীকার ইজ টু অনলী লুক আউট হোয়েদার ইট ইজ আন পার্লামেন্টরী অর নট, ইভেন এ স্টেটমেণ্ট মেইড বাই হিম হুইচ হি হেজ নট দা পাওয়ার টু মেইক, দেন দেয়ার ইজ এ প্রসিডিউর এগেইন্সট হিম টু বি টেইকেন। প্রসিডিউর ইজ দেয়রে বাট স্পীকার ইজ টু লুক আউট অনলী হোয়েদার ইট ইজ আন পার্লামেন্টরী অর নট।

(গণ্ডগোল)

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ— স্যার, কোন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই ধরণের নির্দ্দেশ দিতে পারেন কিনা? এইটা উনি বলতে পারেন কি না আমরা জানতে চাই।

শ্রী নকুল দাস ঃ— স্যার, কোন্ আইন অনুযায়ী এই নির্দ্দেশ পুলিশকে তিনি দিয়েছেন এইটা আমি জানতে চাই।

মিঃ স্পীকার ঃ— উনি বলতে পারেন কি না, এইটা সংবিধানের ব্যাপার।

শ্রী বাদল চৌধুরী ঃ—স্যার, এই হাউস এইটাকে গ্রহণ করবেন কি না?

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আপনারা দয়া করে বসুন, মাননীয় মিনিস্টার বলছেন।

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আবার বলছি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হিসেবে রাজ্যের পুলিশকে আমি নির্দ্দেশ দিয়েছি তথাকথিত আসামী যাদের নামে বিরোধী দল থেকে চাওয়া হয়েছে তাদের অধিকাংশই হয় নারী ঘটিত ব্যাপারে জড়িত, না হয় খুনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত, নয়তো ডাকাতির ঘটনার সঙ্গে জড়িত, এই ধরনের আসামীদের যখন জন সাধারন বা পুলিশ ধরতে যায় তখন তারা ভেগে যেতে চায় এবং ভেগে গিয়ে তারা রাস্তার পাশের ড্রেইনে, বা পুকুরের কিনারে, রাস্তার গর্তে পড়ে যায়। আমি পুলিশকে বলেছি এই ধরনের দুষ্কৃতিকারীদের এনে তাদের দুরস্ত করে দেবে, হাত পা ভেঙ্গে গেলে টাইট করে সিধা করে দেবে, আমি সেটাই বলেছি।

(গণ্ডগোল)

স্যার, আমি বলেছি রাস্তায় পড়ে গিয়ে হাত পা ভেঙ্গে গেলে তা সেবা শুশ্রুষা করে ঠিক করে দেবার জন্য।

(গণ্ডগোল)

[এই সময় বিরোধী সদস্যগণ ওয়াক-আউট করেন]

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আবার বলছি দুরস-এর অর্থ হল ঠিকঠাক করে দেওয়া। যাদের হাত পা পড়ে ভেঙ্গে গেছে তাদের ধরে ঔষধপত্র দিয়ে ট্রিটমেন্ট করে দেওয়া।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী আপনি কি সেবা শুশ্রূষা অর্থে বলেছেন।

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :— হ্যাঁ স্যার, আমি পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছি এদেরকে পুলিশ লক আপে ধরে এনে নেকড়া বেঁধে দিতে, সেবা শুশ্রূষা করতে। এছাড়া আর অন্য কোন নির্দেশ আমি অর্থাৎ আমাদের মন্ত্রীসভা দেয় নি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেকশান ৫৪ সি আর পি সি তে লেখা আছে।।

"Examination of arrested person by a medical practitioner at the request of the arrested person when a person will be arrested whether on a charge or otherwise alleges at the time when he is produced before a Magistrate or at any time during the period of his detention in custody that the examination of his body will efford evidence which will be approved, the commission by him of any offence or which will establish

the commission by any other person of any offence against his body, the Magistrate shall, if requeated by the arrested person so to do, direct the examination of the body of such person by a medical practitioner unless the Magistrate considers that the request is made for defeating the ends of justice" মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ১৯৭৩ সালে এই নতুন আইনটি করা হয় এবং জয়েন্ট কমিটি অব পার্লামেন্ট বলেছেন যে "the section is a new provision. The Joint Committee of parliament is of the opinion that the person who is arrested should be given the right to have his body examined by a medical Officer when he is produced before a magistrate or time when he is under custody with a view to allowing him to establish that the offence with which he is charged was not committed by him or that he was oppressed physical injury. In the view of the joint Committee a person in custody is in need of this protection and the present section is incorporated with this view" এখন প্রশ্ন হল পার্লামেন্ট নেসেসারি enactment করে দিয়েছে যে পার্লামেন্টের আইন সভার কি দায়িত্ব, এগজিকিউটিভের কি দায়িত্ব, জুডিশিয়ারির কি দায়িত্ব এবং সেটা পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়া হয়েছে আমাদের কনষ্টিটিউশানে। একর্ডিলি পার্লামেন্ট একটা এন অ্যাকটমেন্ট করে দিয়েছেন। ইট ইজ এ সেন্ট্রাল অ্যাক্ট। এই অ্যাক্টে বলা হয়েছে যদি কোন আসামীকে মারধোর করা হয় পুলিশ কাস্টডিতে তাহলে "he will make necessary allegation through has lawyer to the Court and the Court will take necessary steps and this is not the power of the Speaker to inform the Committee to enquire into the function of judiciary and the executives. This is not the proper power" That is my say- যার জন্য আমি বলতে চেয়েছি যে মাননীয় বিরোধী সদস্যরা আইন না জেনে কেন এ ভাবে মুভ করে এসেম্বলির সময় নষ্ট করেন। ডুবস শব্দের অর্থ আমি আবার বলব তারা যেন ডিকশনারিতে দেখে নেন। তা না করে তারা যেন এ ভাবে হৈ চৈ না করেন।

এই ডুবস শব্দের অর্থ হল ঠিক করা। যদি কাউকে বাইরে পালিয়ে যাবার সাথে সাথে ধরে থাকে এই রকম ঘটনা হয়েছে দুই তিনটা, রাস্তা থেকে আসামী ধরে এনেছে। ফরওয়ার্ডিং রিপোর্টে লেখা রয়েছে যে, আমরা মেডিক্যাল লিড দিয়েছি এবং এনে ড্রেস করে দিয়েছি ব্যাণ্ডেজ টেণ্ডেজ করে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছি। এবং এই ডুবসের অর্থ যদি আরো প্রসস্ত করা হয় স্যার, তাহলে আমাদের আর কিছুই করার নেই। কাজেই এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি এই প্রাইভেট মেমবারস্ রেজোলিউসানটি সমর্থন

করতে পারছি না। এবং এইটা কার এক্তিয়ার এই বিধানসভারও নেই বলে আমি মনে করি। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী চিত্তরঞ্জন সাহা মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত রিজিলিউশানটি ভোটে দিচ্ছি। রিজিলিউশানটি হল :—

" ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯৮৮ ইং সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৮৮ ইং সময়ের মধ্যে মামলায় জড়িত গণ আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের বিভিন্ন থানা লক আপে পুলিশী নির্যাতনের যেসব অভিযোগ এই সভায় ও সভার বাইরে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তা সম্যকভাবে তদন্ত করার জন্য সভার নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে একটি তথ্যানুসন্ধানী (ফ্যাকট ফাইণ্ডিং) কমিটি গঠিত হোক। সদস্যদের নাম :-

১) শ্রী রসিক লাল রায়, চেয়ারম্যান
২) ,, নৃপেন চক্রবর্তী. সদস্য
৩) ,, দশরথ দেব, সদস্য
৪) ,, বিদ্যাচন্দ্র রাঙ্খল, সদস্য
৫) ,, গোপাল চন্দ্র দাস. সদস্য
৬) ,, বীরেন্দ্র দেবনাথ, সদস্য

(উপরোক্ত প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে বাতিল হয়।)

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি শর্ট ডিসকাশানের নোটিশ এনেছিলেন মাননীয় সদস্য শ্রী সুশীল কুমার চাকমা মহোদয়, সেটা আগামী সেসন পর্যন্ত পেণ্ডিং রইলো। এই সভা অনিৰ্দিষ্টকালের জন্য মুলতবী রইলো।

ANNEXURE—'A'

Aditted starred Question No : 59

Name of M. L. A. :— Sri Amal Mallik.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to State :—

Minister-in-charge of the Forest Department :— Sri Drao Kumar Reang

(১) বিলোনীয়া মহকুমার রাজনগর অঞ্চলে যে 'গব' প্রকল্প করার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে সেই অঞ্চলে যারা বাড়ী, ঘর ও কিছু জমি টীলা ভূমি দখল করে জীবিকা নির্বাহ করছে বর্তমানে সেই সকল গরীব মেহনতী মানুষের

(১) বিলোনীয়া মহকুমার রাজনগর অঞ্চলে কোন গব বা বাইসন প্রকল্প নেওয়া হয় নাই। তবে তৃষ্ণা অভয়ারন্য গঠিত হয়েছে এবং রাজনগর এলাকার রিজার্ভবন প্রস্তাবিত রিজার্ভ বনের কিছু অংশ এই অভয়ারন্যে অন্তর্ভুক্ত করা

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

পুনর্বাসনের কোন ব্যবস্থা সরকার নিয়েছেন কিনা এবং

হয়েছে। উল্লেখিত অভয়ারন্য গঠনকালে সমস্ত জোত জমি এলটেড্ ভূমি অভয়ারন্য এলাকার বাইরে রাখা হয়েছে। সেহেতু কোন লোকের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার প্রশ্ন উঠে না। তবে এর মধ্যে যে আইনী দখলকৃত কোন বনভূমি বা খাস জমি আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। রিজার্ভ ভূমি প্রস্তাবিত রিজার্ভ ভূমিতে কেহ অনাধিকার প্রবেশ পূর্বক বে-আইনী ভাবে জমি দখল করিলে তাহা ফৌজদারী দণ্ড বিধির আওতায় পরে। তবে উপযুক্ত ক্ষেত্রে ক্ষতি পূরণ দিয়ে জমি অধিগ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত মালিকাধীন জোতজমি ও মালিকের সম্মতি ক্রমে দর সাব্যস্ত হওয়ার পর কিনিয়া নেওয়া হয়।

(১) নিয়ে থাকলে কি ধরনের পুনর্বাসন প্রকল্প নেওয়া হয়েছে এবং

(২) ১ নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

(৩) কবে নাগাদ তাহা বাস্তবায়িত করা হবে ?

(৩) ১ নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Qqestion No. 85

Name of member :— Shri Gouri Sankar Reang.

Will the Hon'ble Minister in charge of the Tribal welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন	উত্তর
(১) রাজ্যে বর্তমানে মোট কয়টি আদর্শ উপজাতিকলোনী (মডেল ট্রাইবেল কলোনী) আছে, (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)	(১) বর্তমানে রাজ্যে মোট ৫৮টি আদর্শ উপজাতি কলোনী আছে।

মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

(১)	সদর—	৭	টি
(২)	খোয়াই—	১	টি
(৩)	সোনামুড়া—	৪	টি
(৪)	উদয়পুর—	২	টি
(৫)	অমরপুর—	৯	টি

(৬) বিলোনীয়া— ১০ টি
(৭) সাব্রুম— ৩ টি
(৮) কমলপুর— ৮ টি
(৯) কৈলাশহর— ৮ টি
(১০) ধর্মনগর— ৬ টি
মোট—৫৮ টি

২) এই আদর্শ কলোনীগুলি কবে সৃষ্টি হয়েছিল এবং কিসের উপর ভিত্তি করে নির্বাচন করা হয়েছিল।

২) আদর্শ কলোনীগুলি কবে নাগাদ শুরু হয়েছিল তার বিবরন নিম্নরূপঃ—

ক্রমিক নং	কলোনীর নাম	ব্লকের নাম	কবে শুরু হয়েছিল
১)	নবীন ছড়া	বি, ডি, ও, পানিসাগর	১৯৫৭ ৫৮
২)	তুইছামা	পি, ই ও কাঞ্চনপুর	১৯৫৮—৫৯
৩)	ভাটি মাছমারা	ঐ	১৯৬০—৬১
৪)	ভৈতাংবাড়ী	বি, ডি, ও, পানিসাগর	১৯৫৯ ৬০
৫)	আনন্দ বাজার	পি, ই, ও, কাঞ্চনপুর	১৯৫৯—৬০
৬)	ক্ষেদাছড়া	ঐ	১৯৬৪—৬৫
৭)	করমছড়া	পি, ই, ও, ছাউমনু	১৯৫৭—৫৮
৮)	ডেমছড়া (কাঁঠালছড়া)	ঐ	১৯৬০—৬১
৯)	লালছড়া	ঐ	১৯৬০—৬১
১০)	ভাইবনছড়া	ঐ	১৯৬০—৬১
১১)	তারাবনছড়া	পি, ই, ও, ছাউমনু	১৯৬৫—৬৬
১২)	মৈনামা	ঐ	১৯৬৭—৬৮
১৩)	ছিছিংছড়া	ঐ	১৯৬৮—৬৯
১৪)	খেতরিছড়া	ঐ	১৯৬০—৬১
১৫)	গণ্ডাছড়া	বি, ডি, ও, কমলপুর (সালেমা)	১৯৫৭—৫৮
১৬)	শিকারীবাড়ী	ঐ	১৯৫৭—৫৮

১৭)	কচুছড়া	ঐ	১৯৫৯ — ৬০
১৮)	ডলু ছড়া	ঐ	১৯৬০ — ৬১
১৯)	হরিণ ছড়া	ঐ	১৯৬০ — ৬১
২০)	বলরাম বাড়ী	ঐ	১৯৬১ — ৬২
২১)	মেনডিহাওয়ার	বি, ডি ও, কমলপুর	১৯৬১ — ৬২
২২)	পানবোওয়া	ঐ	১৯৬৬ — ৬৭
২৩)	কালাডেপা	পি, ই, ও, সাক্রুম (সাতচান্দ)	১৯৫৯ — ৬০
২৪)	শিলা ছড়া	ঐ	১৯৬৬ — ৬৭
২৫)	দক্ষিন কালাডেপা	ঐ	১৯৬৮ — ৬৯
২৬)	বিশ্রামগঞ্জ	বি, ডি, ও, বিশালগড়	১৯৫৬ — ৫৭
২৭)	জারুল বাছাই	ঐ	১৯৬৭ — ৬৮
২৮)	বুরাখা	বি, ডি, ও, জিরানীয়া	১৯৬৮ — ৬৯
২৯)	গুরুপদ	ঐ	১৯৭০ — ৭১
৩০)	রামকৃষ্ণ পুর	বি, ডি, ও, তেলিয়ামুড়া	১৯৬৫ — ৬৬
৩১)	মহারানীপুর	ঐ	১৯৬৬ — ৬৭
৩২)	টেক্ছায়া	বি, ডি, ও, খোয়াই	১৯৬৬ — ৬৭
৩৩)	গঙ্গানগর	বি, ডি, ও, তেলিয়ামুড়া	১৯৬৭ — ৬৮
৩৪)	মাইক্রোসাপাড়া	বি, ডি, ও, মেলাঘর	১৯৬৪ — ৬৫
৩৫)	তৈজিলিং	ঐ	১৯৬৪ — ৬৫
৩৬)	তৈবান্দাল	ঐ	১৯৬৫ — ৬৬
৩৭)	মোহন ভোগ	ঐ	১৯৬৭ — ৬৮
৩৮)	রানীকিল্লা	বি, ডি, ও, উদয়পুর	১৯৫৭ — ৫৮
৩৯)	ফুলকুমারী	ঐ	১৯৬৫ — ৬৫
৪০)	জগুবন্ধু পাড়া	পি, ই, ও, ডুম্বুরনগর	১৯৬০ — ৬১
৪১)	একছড়া	পি, ই, ও, অমরপুর	১৯৬০ — ৬১

৪২)	সোনাছড়া	ঐ	১৯৬১—৬২
৪৩)	দলপতিপাড়া	পি, ই, ও, ডুম্বুরনগর	১৯৬১—৬২
৪৪)	বুলংবাসা	ঐ	১৯৬২—৬৩
৪৫)	লেবাছড়া	পি, ই, ও, অমরপুর	১৯৬২—৬৩
৪৬)	করবুক	ঐ	১৯৬২—৬৩
৪৭)	রাংখাং	ঐ	১৯৬৪—৬৫
৪৮)	জলায়া	ঐ	১৯৬২—৬৩
৪৯)	কাঠালিয়াছড়া	বি, ডি, ও, বগাফা	১৯৫৭—৫৮
৫০)	মুহুরীপুর	ঐ	১৯৫৮—৫৯
৫১)	দক্ষিণ ইছাছড়া	ঐ	১৯৫৯—৬০
৫২)	কলসী	ঐ	১৯৬০—৬১
৫৩)	গাবরছড়া	ঐ	১৯৬১—৬২
৫৪)	ইষ্ট পিলাক্	ঐ	১৯৬১—৬২
৫৫)	ছাড়াইবাই	ঐ	১৯৬২—৬৩
৫৬)	রাধানগর	বি, ডি, ও, রাজনগর	১৯৬৩—৬৪
৫৭)	মধ্যপিলাক্	বি, ডি, ও, বগাফা	১৯৬৮—৬৯
৫৮)	দেবীপুর	ঐ	১৯৬৮—৬৯

উক্ত আদর্শ কলোনী গুলি পুনর্বাসন অনুদান ছাড়াও কলোনীবাসীদের সামগ্রিকভাবে শিক্ষা, পানীয়জল, রাস্তা ইত্যাদির সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়া চালু করা হয়েছিল।

৩) বিলোনীয়া বিভাগের কাঁঠালিয়া আদর্শ উপজাতি কলোনীতে মোট ৬৯ ৬৯৩ জন উপজাতি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল।

৪) উক্ত কলোনীতে বর্তমানে ৬০০ শত পরিবার বসবাস করিতেছে।

Admitted starred question No :- 97

Name of M. L. A. :— Sri Gouri Sankar Reang.

Will the Hon'ble Minister in charge of the Forest Department be

pleased to State.

প্রশ্ন

১) বিলোনীয়া বিভাগের তৃষ্ণা অভয়ারন্যের বাইসন কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্থ দুঃস্থ চাষীদের ক্ষতিপূরন দেওয়ার কোনরূপ পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা :—

উত্তর

Minister in charge of the Forest Department :—
Sri Drao Kumar Reang.

১) এইরূপ কোন পরিকল্পনা নাই এবং অবস্থানগত ও পারিপার্শ্বিক কারনে সম্ভবও নহে। তবে যখনই বাইসন চাষীর ক্ষেতে নামিতেছে এইরূপ খবর পাওয়া যায় তখনই বনদপ্তরের কর্মীবৃন্দ জনগনের সহযোগে বাইসনকে তাড়াইয়া গভীর বনে পাঠাইয়া দেন। জনগনকেও এই উদ্দেশ্যে ক্রেকার সরবরাহ করা হয়। বাইসন যাহাতে অভয়ারন্য হইতে বাহির হইয়া চাষীর ক্ষেতে যাইতে না পারে তাহার জন্য এ সমস্ত স্থানে বনের সীমারেখায় গভীর খাদ কাটা হইতেছে যাহাতে বাইসন উহা অতিক্রম করিতে না পারে। ইহা ছাড়া অভয়ারন্যের ভিতরে বাইসনের খাদ্য উৎপন্ন করা হইতেছে যাহাতে খাদ্যের সন্ধানে বাইসন বন হইতে বাহিরে না যায়। তবে কোন চাষী যদি অভয়ারন্যের ভিতরে বে আইনীভাবে চাষ করিতে যায় তবে ঐরূপ চাষ ক্ষতিগ্রস্থ হইতে বাধ্য এবং সেক্ষেত্রে কিছু করাও সম্ভব নয়। অভয়ারন্য উন্নয়ন প্রকল্প শেষ হইলে চাষীরা আর কোন অসুবিধার সম্মুখীন হইবে না বলিয়া ধারনা করা যায়।

প্রশ্ন

২) যদি থাকে তবে কবে নাগাদ তা কার্য্যকর হবে বলে আশা করা যায়।

৩) না থাকিলে তার কারণ?

উত্তর

২) ১ নং প্রশ্নের উত্তরে এ প্রশ্ন আসে না। অভয়ারন্য উন্নয়ন প্রকল্প বিগত বৎসরে হাতে নেওয়া হইয়াছে। অষ্টম পরিকল্পনা কালে বড় কাজগুলি শেষ করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

৩) ক্ষতিপূরণ দেওয়া কোন সমস্যার সমাধান নয়। ইহাতে সমস্যা থাকলে থাকিয়াই যায়। সুষ্ঠু সমাধান, তাহাই হইবে যাহাতে চাষীদের ক্ষতি না হয় এবং সেই উদ্দেশ্যে ১ নং প্রশ্নের উত্তরে বর্নিত পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। অবস্থানগত ও পারিপার্শ্বিক কারণেও ক্ষতি পূরনের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। ইহাতে সমস্যা আরও বাড়িয়া যাইতে পারে তাই আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় ক্ষতিপূরণ

দেওয়ার চাইতে ক্ষতিরোধের স্থায়ী বন্দোবস্ত করার বিষয়টিই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে রূপায়িত করা হইতেছে।

Admitted starred questoin No : 118

Name of M. L. A. : Sri Amal Mallik

Will the Hon'ble Minister in charge of the Forest Department be pleased to state —

প্রশ্ন

১) তৃষ্ণা বনাঞ্চলে গব প্রকল্প চালু হওয়ার ফলে যে সমস্ত ভূমিহীন পরিবার এলাকার খাস ভূমিতে দীর্ঘদিন যাবৎ বসবাস করে আসছিলেন তাদের কি ঐ খাস ভূমি হতে উচ্ছেদ করা হয়েছে।

উত্তর

Minister-in-charge of the Forest Department
Sri Drao Kumar Reang.

তৃষ্ণা বনাঞ্চলে গব প্রকল্প বলতে কিছু নেই। তবে বিলোনীয়া, উদয়পুর ও সোনামুড়া মহকুমার কিয়দংশ সংগঠিত করিয়া তৃষ্ণা বন্যপ্রানী অভয়ারন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে এই অভয়ারন্যের সমস্ত প্রানী ও পক্ষীদের সংরক্ষন করার ব্যবস্থা হয়েছে গব এই সব বন্যপ্রানীর অন্যতম।

উল্লেখিত অভয়ারন্য গঠন কালে সমস্ত জোত ভূমি এলটেড ভূমি অভয়ারন্য এলাকার বাইরে রাখা হয়েছে। তবে এর মধ্যে বেআইনি ভাবে দখলকৃত কোন বনভূমি বা খাস ভূমি আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। প্রয়োজনে জমি কিনে নেওয়া হচ্ছে।

প্রশ্ন

২) যদি উচ্ছেদ করা হয়ে থাকে তবে ঐ ভূমিহীন পরিবারদের পুনর্বাসনের জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহন করবেন কিনা,

৩) ইহা কি সত্য যে ঐ সব গব প্রকল্পের, গবগুলি ব্যাপকভাবে পার্শ্ববর্তী জমির ফসল নষ্ট করে ফেলছে,

৪) সত্য হলে এ ব্যাপারে সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন কি ?

উত্তর

২) বে আইনী দখলদারদের জন্য কোন বিশেষ পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয় নি।

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Question & Answer)

৩) গব, চাষীদের ফসল কখনো কখনো কিছু পরিমানে বহু বৎসর যাবৎই নষ্ট করে আসছিল। এই ক্ষতি রোধ করাও তৃষ্ণা অভয়ারন্য প্রকল্পের একটি বড় উদ্দেশ্য। বহুবিধ উন্নতি সাধন ও চাষিদের ক্ষতি রোধ উদ্দেশ্যেই এই অভয়ারন্য প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।

৪) যখনই গব বা বাইসন চাষীর ক্ষেতে নামে এরূপ খবর পাওয়া যায় তখনই বনদপ্তরের কর্মীগন জনগনের সহযোগে বাইসনকে তাড়িয়ে গভীর বনে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা নেন। জনগনকেও এই উদ্দেশ্যে ক্রেকার সরবরাহ করা হয়। বাইসন যাতে অভয়ারন্য থেকে বের হয়ে চাষীর ক্ষেতে যেতে না পারে তার জন্য ঐ সমস্ত স্থানে বনের সীমা রেখায় গভীর খাদ কাটা হচ্ছে যাতে বাইসন ইহা অতিক্রম করতে না পারে। ইহা ছাড়া অভয়ারন্যের ভেতরে বাইসনের খাওয়ার উৎপন্ন করা হচ্ছে যাতে খাদ্যের খোঁজে বাইসন বন থেকে বাইরে না যায়। তবে কোন চাষী যদি অভয়ারন্যের ভেতরে বে-আইনী ভাবে চাষ করতে যায় তবে এরূপ চাষ ক্ষতিগ্রস্থ হতে বাধ্য এবং সেক্ষেত্রে কিছু করাও সম্ভব নয়। অভয়ারন্য উন্নয়ন প্রকল্প শেষ হলে চাষীরা আজ কোন অসুবিধার সম্মুখীন হবেন না বলে ধারণা করা যায়।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 230
Name of M. L. A. Sri Gopal Chandra Das

Will the Hon'ble Minister-in- charge of the Higher Education Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার জন্য রাজ্য সরকার সচেষ্ট?

২) সত্য হলে তার কারণ?

Minister in Charge : A. K. Kar.

উত্তর

১) সত্য

২) রাজ্য সরকারের অর্থভাণ্ডার ও প্রয়োজনীয় অধ্যাপক মণ্ডলী নিয়োগের সুযোগ সুবিধা অপ্রতুল। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হলে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পর্যাপ্ত আর্থিক সাহায্য পাওয়া যাবে এবং প্রয়োজনানুযায়ী উপযুক্ত অধ্যাপক মণ্ডলীর সংস্থান করা সহজ হবে। তাছাড়া, বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি ও সম্প্রসারন করা সহজ হবে। ফলে, শিক্ষার স্বার্থ পুষ্টিলাভ করবে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 34

Name of **M. L. A.** Shri Gopal Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state :—

১) বর্তমানে রাজ্যের বিভিন্ন প্রাথমিক (৮ম মান পর্য্যন্ত) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহে কতগুলি শিক্ষকের শূন্য পদ রয়েছে (ইনসপেকটরেট ভিত্তিক হিসাব)

২) তার মধ্যে শহর (নোটিফায়েড এরিয়ার ভিতর) এলাকায় বিদ্যালয় গুলিতে এই শিক্ষকের শূন্য পদের সংখ্যা কত ?

৩) শিক্ষকের শূন্য পদ পূরনের জন্য শিক্ষা দপ্তর কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

ANSWER

MINISTER IN CHARGE : SRI A. K. KAR

১) বর্তমান শিক্ষা বিভাগে প্রাথমিক শিক্ষকের ৩৩৭টি ককবরক শিক্ষকের ৪৭৪টি, মাধ্যমিক স্তরে বিভিন্ন পদে ১,৪৮৯ টি শিক্ষকের পদ খালি আছে।

ইন্সপেক্টরেট ভিত্তিক কোন পদ সৃষ্টি হয় না। সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনায় প্রয়োজনীয় পদ সৃষ্টি করা হয়ে থাকে।

২) গ্রামীএলাকার বিদ্যালয় গুলিতে শূন্যপদের সংখ্যা অধিক।

৩) বিভিন্ন পদ পূরনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO 259.

Name M. L. A. Sri Diba Chandra Hrangkhwal.

Will be Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state :—

১) সারা রাজ্যে কয়টি উচ্চ বিদ্যালয় কয়টি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক সহ কয়টি প্রধান শিক্ষক ও বিষয় শিক্ষকের অভাব রয়েছে।

২) উক্ত অভাব দূর করার জন্য সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহন করেছেন ?

ANSWER

Minister in Charge :— A. K. Kar,

১) ১৯০টি উচ্চ বিদ্যালয় ও ৪৮টি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক এবং ১০৩টি উচ্চ বিদ্যালয় ও ৬৪টি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী প্রধান শিক্ষকের অভাব রয়েছে। ৯৫টি উচ্চ বিদ্যালয় ও ৬৫টি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় বিষয় শিক্ষকের অভাব রয়েছে।

২) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

Admitted Starred Question No 262.

Name of the Member :— Shri Diba Chandra Hrangkhwal, MLA.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be pleased to State :—

QUESTIONS

১। বর্তমানে রাজ্য সরকারের অধীনে সমাজ কল্যাণ দপ্তরে কোন্ কোন্ শ্রেনীর কতটি পদ শূন্য পড়ে রয়েছে (শ্রেনী-ভিত্তিক শূন্য পদের হিসাব) ;

২। এর মধ্যে তপশিলীজাতি ও উপজাতি প্রার্থীদের জন্য শূন্য পদের সংখ্যা কত, এবং

৩। উক্ত শূন্য পদগুলো পূরনের জন্য কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কিনা, এবং

৪। এই ব্যাপারে নিয়োগ বিধি—শিথিল করা এবং সংরক্ষণ প্রথা মানা হবে কিনা ?

ANSWER

Minister in-charge Education Minister:— Shri Arun Kr. Kar.

১। সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা অধিকারে মোট ১২৭টি (একশত সাতাশ) বিভিন্ন পদ শূন্য পড়ে রয়েছে। বিশদ হিসাব এতদ সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হলো।

২। এর মধ্যে তপশিলী উপজাতীর শূন্য পদের সংখ্যা ৪০ (চল্লিশটি) এবং তপশিলী জাতীর শূন্য পদ ৯ (নয়টি) রয়েছে।

৩। নিয়োগ-বিধি অনুযায়ী শূন্যপদ পূরনের জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে।

৪। এই ব্যাপারে নিয়োগ বিধি-শিথিল করা হবে না। নিয়োগের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ-প্রথা মানা হবে।

Vacancy position under the Directorare of Social Walfare & social Education Tripura, Agartala.

		S.T.	S.C.	Others.	Total.
1.	Class-I	—	—	1 Nos.	1 Nos.
2.	Class-II	5 Nos.	3 Nos.	14 „	22 „
3.	Class-III	33 „	5 „	58 „	96 „
4.	Class IV	2 „	1 „	5 „	8 „
		40 Nos.	9 Nos.	78 Nos.	127 Nos.

Admitted Starred Question. No. 304
Name of Member :— Sri **Ratan Lal Gosh**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Deptt. be pleased to state :—

QUESTIONS

১। আগরতলার কাছে নির্ণয় মান ষ্টেডিয়ামে মোট কত লোক বসে খেলা দেখতে পারে ?

২। Indoor stadium তৈরীর পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

৩। থাকিলে কবে নাগাদ তা বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা যায় ।

Minister-in-Charge	ANSWER	**Sri A. Kar. /Sri R. Chakraborty**

১। চল্লিশ হাজার—

২। বিবেচনাধীন আছে—

৩। এখনই বলা সম্ভব না ।

(Questions & Answer)

Admitted starred question No:— 310

Name of the M. L.A. :— Sri Ratan Lal Ghosh.

Will the Han'ble Minister-in-Charge of the Forest Department be plea-sed be to state:—

QUESTION

(১) রাজ্যের নতুন কোন 'অরন্য উদ্যান' তৈরীর পরিকল্পনা আছে কি;

(২) থাকলে কবে নাগাদ তার কাজ শুরু হবে আশা করা যায় ?

Minister-in-Charge of the Forest Department:— Sri Drao Kumar Reang

ANSWER

(১) রাজ্যে নতুন কোন 'অরন্য উদ্যান' তৈরীর পরিকল্পনা বনদপ্তরের নেই। উদ্যান বিভাগ কর্তৃক তৈরী করা কোন উদ্যানের মধ্যে বনদপ্তর কর্তৃক করনীয় কোন কাজ থাকিলে বনবিভাগ হইতে তাহা করা হইবে।

(২) ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 333

Name of the Member:— Sri Dhirandra ch. Debnath, MLA.

Will the Hon'bln Minister-in-charge of the Social Education Depart-ment be pleased to state—

QUESTION

(১) আগামী ১৯৮৯-৯০ আর্থিক বছরে কতজন বৃদ্ধকে ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এবং

(২) কবে নাগাদ উক্ত সিদ্ধান্ত কার্যকরী হবে বলে আশা করা যায়, এবং

(৩) না করা হলে তাহার কারন ?

ANSWER:

Minister-in-charge Education Minister :— Shri Arun kr. Kar.

(১) আগামী ১৯৮৯—৯০ আর্থিক বছরে বার্দ্ধক্য ভাতা বাড়ানোর এমন কোন স্থির সিদ্ধান্ত এখনও সরকারী ভাবে নেওয়া হয় নাই। তবে গাঁও পঞ্চায়েত—ভিত্তিক উক্ত ভাতা প্রাপকের সংখ্যা। বাড়ানোর বিষয় বর্তমানে সরকারে বিবেচনাধীন আছে।

(২) সরকার আশা রাখেন ইহা শীঘ্রই কার্য্যকরী করা হবে।

(৩) প্রশ্ন উঠে না।

ANNEXURE—B

Admitted Unstarred Question No. 25

Name of Members :— Shri Badal Bhoudhuiy.

Shri Dhirndra Debnath.

Shri Ratan lal Gosh.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Tribal welfare Department be pleased to state—

QUESTION

১। মণ্ডল কমিশনের কোন্ কোন্ সুপারিশগুলি কার্য্যকরী করিবার জন্য রাজ্য সরকার উদ্যোগ নিয়েছেন,

২। মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ মত রাজ্য সরকার কোন্ কোন্ সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষণ নীতি অনুযায়ী সরকারী চাকুরীতে শতকরা কত ভাগ কোটা নির্দ্ধারিত করেছেন ?

৩। মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী করবার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কোন আর্থিক সাহায্য পেয়েছেন কি ?

ANSWER

১। অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়গুলির সমস্যাবলী খতিয়ে দেখার জন্য এবং তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে যথাযথ সুপারিশ করার জন্য রাজ্য সরকার ষ্টেট প্ল্যানিং বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যানকে সভাপতি করে ১২ জন বেসরকারী সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেছেন

২। সংরক্ষণের বিষয়ে মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ এখনও ভারত সরকারের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছে।

৩। এ জন্য আলাদা ভাবে কোন আর্থিক সাহায্য পাওয়া যায়নি। তবে দারিদ্র দূরীকরনের যে সব প্রকল্প রাজ্য সরকার রূপায়ন করেছেন তা সম্প্রদায় নির্বিশেষে দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

Admitted Unstarred Question No. 44

Name of the Member :— Shri **Diba Chandra Hrangkhawal,**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য যে, বহীরাজ্যে অধ্যয়নকারী উপজাতি ছাত্র ছাত্রীদেরকে সরকার কর্তৃক স্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়ে থাকে,	১। হঁ্যা।
২। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহা হইলে কোন শ্রেনী হইতে কত শ্রেনী পর্য্যন্ত কি হারে স্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়ে থাকে (শ্রেনী ভিত্তিক স্টাইপেণ্ড এর পৃথক হিসাব)	২। উচ্চতর শিক্ষা অধিকার থেকে প্রাক্ বিশ্ববিদ্যালয় শ্রেনী হইতে স্নাতকোত্তর শ্রেনী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রীদেরকে স্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়ে থাকে। (বিভিন্ন স্কীমে শ্রেনী ভিত্তিক স্টাইপেণ্ড এর হার নিম্নে দেওয়া হইল)

গভঃ অফঃ ইণ্ডিয়া	হোষ্টেলার		ডে স্কলার	
১। পোষ্ট মিট্রিক স্কলারশীপ টু এস সি। এস, টি ষ্টুডেন্টস।	ছেলে	মেয়ে	ছেলে	মেয়ে
ক) পি ইউ—ফাষ্ট ইয়ার	১২০.০০	১২০.০০	৫০.০০	৬০.০০
খ) পি ইউ—সেকেণ্ডইয়ার। বি এ ফাষ্ট ইয়ার	১২০.০০	১২০.০০	৫৫.০০	৭০.০০
গ) বি, এ,—সেকেণ্ডইয়ার	১২০.০০	১৩০.০০	৭০.০০	৮৫.০০
ঘ) এম, এ, —ফাষ্ট ইয়ার	১২৫.০০	১৩৫.০০	১০০.০০	১১০.০০
ঐ - সেকেণ্ড ইয়ার	১৩০.০০	১৪৫.০০	১০৫.০০	১১৬.০০
২। পোষ্ট মেট্রিক স্কলারশীপ টু লোয়ার ইনকাম গ্রুপ স্টুডেন্টস্				
ক) বি, এ। বি, এস, সি। বিঃ, কম	৭০.০০		৩৭.০০	
খ) এম, এ,। এম, এস, সি। এম, কম.	৮০.০০		৪৫.০০	

৩। মেরিট কাম মিনস্ স্কলারশীপ	হোষ্টেলার	ডে স্কলার
ক) বি, এ। বি এস সি। বি, কম—ফাষ্ট ইয়ার	৭৫.০০	৫০.০০
খ) —ঐ— সেকেণ্ডইয়ার	১১০.০০	৭৫.০০
গ) এম. এ এম, এস, সি। এম, কম	১২৫.০০	১০০.০০

৪। ত্রিপুরা পোষ্ট মাধ্যমিক ষ্টাইপেণ্ড (ফর প্রফেশানেল কোর্সেস আউট সাইড দি ষ্টেইট অব, ত্রিপুরা)	৩০০.০০

৩। এবং কোন কোন বহিরাজ্যে কতজন কলেজ (এস টি) ষ্টোডেণ্টকে কত টাকা করে স্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়ে থাকে।	৩। মেঘালয় — — — ৪৫ কর্ণাটক — —১ উত্তর প্রদেশ — — ৩ নাগাল্যাণ্ড ১ দিল্লী —— ৪ উড়িষ্যা — ১ পশ্চিমবঙ্গ — —৫ বিহার — ২ হরিয়ানা — —১ মাদ্রাজ — ১

প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে ভর্ত্তির মাস হইতে শুরু করে ফাইন্যাল পরীক্ষা পর্য্যন্ত ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়ে থাকে। এবং তাহা ২ নং প্রশ্নের উত্তরের অনুরূপ।

৪। বহিরাজ্যে অধ্যয়নরত কলেজ (এস টি) স্টুডেন্টদেরকে বর্তমানে কত করে স্কলারশীপ দেওয়া হয়ে থাকে ?	৪। বর্তমানে যে হারে ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়ে থাকে তাহা ২নং প্রশ্নের উত্তরে দেওয়া হয়েছে।

—0—

ANNEXURE—"C"

1. Matter of Urgent Public Importance Notice raised by **Shri Sunil Choudhury, M L A.—**

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মণ (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :— গত ১৬ই নভেম্বর ১৯৮৮ ইং সোনামুড়া বিভাগের কেমতলি গ্রামে নিজ বাড়ীর কাছে বিধায়ক শ্রীসুকুমার বর্মণ একদল দুস্কৃতকারী কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে গুরুতর আহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।

গত ১৬ ১১-৮৮ ইং তারিখ সন্ধ্যা অনুমান ৬ ৪৫ মিঃ এর সময় বিধায়ক শ্রীসুকুমার বর্মণ তাহার দুইজন দেহরক্ষী সহ যখন সাইকেলে করে মেলাঘর হইতে তাহার বাড়ী কেমতলী ফিরিতেছিলেন তখন কেমতলী গ্রামের শ্রী নারায়ণ দাসের বাড়ীর নিকট পৌঁছিলে কতিপয় দুস্কৃতকারী তাহার উপর কয়েকটি বোম নিক্ষেপ করে ফলে তিনি এবং তাহার দেহরক্ষী জখম প্রাপ্ত হন। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই একজন দেহরক্ষী তাহার রিভলবার হইতে ৭ রাউণ্ড গুলি করে এবং দুস্কৃতকারীরা পলাইয়া যায়। দেহরক্ষীর গুলি ছাড়ার ফলে অবশ্য কেহ আহত হয় নাই।

উপরোক্ত ঘটনাটি বিধায়ক শ্রীসুকুমার বর্মণের দেহরক্ষী কনেস্টবল হরি মোহন দাসের অভিযোগমূলে সোনামুড়া থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৬ / ৩০৭ এবং বিস্ফোরক আইনের ৩ ধারায় মোকদ্দমা নং ৯ (১১) ৮৮ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত শুরু করে।

এখানে উল্লেখ থাকে যে বিধায়ক সুকুমার বর্মণ ও তাহার দুইজন দেহরক্ষীকে চিকিৎসার জন্য মেলাঘর হাসপাতালে পাঠানো হয়। বিধায়ক শ্রীসুকুমার বর্মণকে সুচিকিৎসার জন্য মেলাঘর হাসপাতাল হইতে আগরতলা জি বি হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। দেহরক্ষী দুইজনকে মেলাঘর হাসপাতাল হইতে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

তদন্ত কালে পুলিশ সোনামুড়া থানাধীন বটতলা নিবাসী মৃত মহিম দাসের পুত্র শ্রীফটিক দাসকে গত ১৬ ১১ ৮৮ ইং তারিখ গ্রেপ্তার করে মাননীয় আদালত হইতে তাহাকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। শ্রীফটিক দাস সি পি-আই (এম) এর একজন সমর্থক এবং গত নির্বাচনে শ্রী বর্মণের হয়ে কাজ করেন। মামলাটির তদন্ত চলিতেছে।

2. Calling Attention Notice given by **Shri Nakul Das, M. L. A.**

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী):— গত ২৫শে আগষ্ট ১৯৮৮ ইং বিলোনীয়া বিভাগের অন্তর্গত রাধানগর নামক স্থানে একদল সশস্ত্র দুস্কৃতকারী কর্তৃক রাজ্যে সফররত সংসদ সদস্যদের টিমের উপর আক্রমণ করার ঘটনা সম্পর্কে'।

গত ২৪-৮-৮৮ ইং তারিখ বিরোধী সংসদ সদস্যদের একটি দল ত্রিপুরা সি. পি. আই. (এম) দলের ডাকে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির সরেজমিনে দেখার জন্য ত্রিপুরায় আসিয়াছিলেন। গত ২৫.৮.৮৮ ইং তারিখ এই দলটির সদস্যরা বিলোনীয়া সফরে গিয়াছিলেন। ঐদিনঃ বেলা অনুমান ১০-০০ মিঃ এর সময় (১) শ্রীহনুমন্ত রাও, সংসদ সদস্য সি পি. আই (এম). (২) শ্রীসনৎ মণ্ডল, সংসদ সদস্য (আর. এস. পি.), (৩) শ্রীমাধব রেড্ডি সংসদ সদস্য (টি ডি, পি) (৪) শ্রীঅজয় বিশ্বাস, সংসদ সদস্য (সি, পি. আই, (এম)), (৫) শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী, বিধায়ক, (সি, পি আই, (এম)), (৬) শ্রীগোপল দাস, বিধায়ক (আর, এস, পি,) এবং সি. পি আই (এম) এর স্থানীয় কিছু সদস্য গাড়ী করে বিলোনীয়াস্থিত রাধানগরের উদ্দেশ্যে বিলোনীয়া ত্যাগ করেন উক্ত দলটির সঙ্গে প্রয়োজনীয় পুলিশ এসকর্ট ও ছিল। বেলা অনুমান ১১-৩০ মিঃ এর সময় এই দলটি পি, আর, বাড়ী থানাধীন রাধানগরে পেঁছিলে পর ১২৫/১৫০ জন স্থানীয় লোক কাল পতাকা হাতে নিয়া সদস্যদের গাড়ীর চারিদিক ঘিরে বিক্ষোভ জানাতে থাকে এবং সেখানকার কংগ্রেস (আই) কর্মীদের সম্বন্ধে অত্যন্ত বাজে ধরনের মন্তব্য করার পরিপ্রেক্ষিতে তাহার ব্যাখ্য জানতে চায়। সফরকারী দলটির গাড়ী ঘিরে ধরার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সঙ্গে থাকা পুলিশ এসকর্ট এর সদস্যরা মাননীয় সদস্যদের গাড়ীর চতুর্দিকে ঘিরে রাখে যাতে মাননীয় সদস্যদের উপর কোন প্রকার অসৌজন্য মূলক ব্যবহার না হয় তা সুনিশ্চিত করেন। প্রকৃত পক্ষে তাঁদের প্রতি কোন দুর্ব্যবহার করা হয় নি। সফরকারী দলটি যখন বিলোনীয়ার উদ্দেশ্যে ফিরিতেছিলেন তখন সঙ্গে অন্য আর একটি গাড়ীতে সফররত স্থানীয় সি, পি, আই, (এম) দলের কর্মী শ্রীবাসুদেব মজুমদার, শ্রীসমীর ব্যানার্জী এবং বিধায়ক নকুল দাস সেখানে বিক্ষোভরত স্থানীয় লোকদের উদ্দেশ্যে কয়েকটি বিরূপ মন্তব্য করিলে তাহাদের এবং বিক্ষোভ কারীদের মধ্যে কথা কাটাকাটি এবং ধবস্তা ধবস্তির শুরু হইলে সফরকারী দলের সঙ্গে থাকা পুলিশ এসকর্টের সদস্যদের সময়মত হস্তক্ষেপের ফলে ঘটনাটি আর বেশী দূর গড়াইতে পারে নাই। ধবস্তা ধ্বস্তির ফলে সি, পি, আই, (এম) এর শ্রীবাসুদেব মজুমদার ও শ্রীসমীর ব্যানার্জী এবং কংগ্রেস (আই) সমর্থক শ্রীদুলাল পাল ও শ্রীসুধীর বিশ্বাস সামান্য আঘত পান।

এই ঘটনাটি সি, পি, আই. (এম) দলের শ্রীবাসুদেব মজুমদারের অভিযোগমূলে পি, আর বাড়ী থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮/১৪৯/৩২৫/৫০৬ ধারায় যে মোকদ্দমা নং ৪(৮)৮৮ নথিভুক্ত করে পুলিশ নিম্নো উক্ত ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করে মাননীয় আদালতে প্রেরণ করেন ।

১। শ্রীনিখিল বিশ্বাস,
২। শ্রীসুধীর বিশ্বাস,
৩। শ্রীনিরঞ্জন দেবনাথ,
৪। শ্রী দীপক নন্দী,
৫। শ্রী বাসুদেব দেবনাথ,
৬। শ্রী দুলাল পাল,
৭। শ্রীরতন সেন চৌধুরী,
৮। শ্রী শ্যামল ধর,
৯। শ্রী তপন শীল,
১০ শ্রী খোকন বর্মণ,
১১। শ্রী ইন্দ্রজিৎ বিশ্বাস,
১২। শ্রী বিপদ দাস,
১৩। শ্রী নেপাল মজুমদার।

সকলেই রাধানগরের বাসিন্দা

অপরদিকে কংগ্রেস (আই দলের শ্রীদীপক সাহার অভিযোগমূলে পি, আর, বাড়ী থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮/১৪৯/৩২৩/৫০৬ ধারার আর একটি মোকদ্দমা নং ৪(৮)৮৮ নথিভুক্ত করা হয় ।

দুইটি মামলারই তদন্ত অব্যাহত আছে ।

3. Calling Attention Notice given by **Shri Fayzur Rahaman. M.L.A.**

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী):— "গত ১৪ ই আগষ্ট, ১৯৮৮ ইং সাব্রুম বিভাগের অন্তর্গত মাধবনগর নামক স্থানে বিধায়ক শ্রী সুনীল চৌধুরীর উপর একদল দুস্কৃতকারী কর্তৃক হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমন করার ঘটনা সম্পর্কে " ।

গত ১৪-৮-৮৮ ইং বিকাল ৩-৩০ মিনিটের সময় বিধায়ক শ্রী সুনীল চৌধুরী মহাশয় মনু বাজার থানায় এক লিখিত অভিযোগমূলে জানান যে ঐদিনই (১৪-৮-৮৮ ইং)বেলা অনুমান দুপুর ১২ টার সময়

জলা পরিষদ সদস্য শ্রী মংচাজাই মগ সহ তিনি একটি জিপ গাড়ীতে করিয়া মাধ নগরের গ্রাম ধানের বাড়ী হইতে ফিরবার সময় মাধবনগর বাজারের নিকট পৌঁছিলে কিছু সংখ্যক গ্রামবাসী গাড়ী ট আটক করে এবং বিক্ষোভ দেখাইতে থাকে। ঐদিনই ঐ গাড়ীর ড্রাইভার শ্রী তরনী দেববর্ম্মা বেপরোয়া ভাবে গাড়ী ট চালানোর ফলে একটি পথ দুর্ঘটনা হয়। যাহার ফলে একটি গরু মারা যায় এবং একজন পথচারী জখমপ্রাপ্ত হয় ঐ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই গ্রাম বাসীরা বিক্ষুব্ধ হইয়া গাড়ীটি আটক করে এবং ঐ পথ দুর্ঘটনার কারন জানাইবার জন্য দাবী করিতে থাকে এবং তখনই হৈ হট্টগোল আরম্ভ হয়। বিধায়ক শ্রী চৌধুরী মহাশয়ের দেহরক্ষী কনষ্টেবল ধনঞ্জয় ত্রিপুরা গাড়ী হইতে নামিয়া গোলমাল থামাইতে চেষ্টা করেন। ইত্যবসরে গাড়ীর ড্রাইভার তরনী দেববর্ম্মা দেহরক্ষী কনস্টবল ধনঞ্জয় ত্রিপুরাকে ঐ স্থানে ফেলিয়া রাখিয়া বিধায়ক শ্রী চৌধুরী এবং জেলা পরিষদ সদস্য শ্রী মংচাজাই মগকে নিয়া দ্রুতগতিতে গাড়ী চালাইয়া স্থান ত্যাগ করে। গাড়িটি চলিয়া গেলে দেহরক্ষী কনস্টবল ধনঞ্জয় ত্রিপুরা ভয়ে ভীত হইয়া পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে লুকাইতে চেষ্টা করে কিন্তু জনতা তাকে ঘিরিয়া ধরে এবং ছুটাছুটির ফলে তাহার রিভলভার জঙ্গলে পড়িয়া যায়। পরবর্তী সময়ে গত ১৬-৮-৮৮ ইং বিকালে পুলিশ জঙ্গল হইতে রিভলভারটি উদ্ধার করে। ধনঞ্জয় ত্রিপুরা (দেহরক্ষী) পরবর্তী সময়ে বি. এস. এফ. এর সাহায্য নিয়া বি. এস. এফ.-ক্যাম্পে চলিয়া যায়।

উপরোক্ত ঘটনায় বিধায়ক শ্রী সুনীল চৌধুরীর অভিযোগ মূলে মনু বাজার থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮. ১৪৯ ৩৪১. ৪২৭ ৩২৩ ধারায় ৪(৮) ৮৮ নং মোকদ্দমা নথিভূক্ত করা হয়। দেহরক্ষী ধনঞ্জয় ত্রিপুরার অভিযোগ মূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৯, ৩২৩, ৩৩৪. ৩৫৩ ধারায় ঐ থানায় ৬(৮) ৮৮ নং মোকদ্দমা নথিভূক্ত করে পুলিশ তদন্তকার্য্য শুরু করে।

তদন্তকালে পুলিশ ৪(৮)৮৮ নং মামলায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে গ্রেপ্তার করে।

১। শ্রী দিলীপ চৌধুরী— সাং—মাধব নগর।
২ শ্রী বাদল দেবনাথ " "
৩ শ্রী বাবুল দে " "
৪ শ্রী মিহির চৌধুরী " "
৫। শ্রী মনোজ মজুমদার " "
৬। শ্রী রমনী মোহন দাস " "
৭। শ্রী কান্তি লাল রায় " "

সকলেই বর্তমানে জামিনে মুক্ত আছে।

মনুবাজার থানার ৪(৮)৮৮ নং মামলার তদন্ত পুলিশ শেষ করিয়া গ্রেপ্তারকৃত ৭(সাত) জনের বিরুদ্ধে মাননীয় আদালতে অভিযোগপত্র (চার্জসীট) দাখিল করিয়াছে। মামলাটি বর্তমানে বিচারাধীন।

মনুবাজার থানায় ৬ (৮)৮৮ নং মামলার তদন্ত অব্যাহত আছে।

4. Calling Attention Notice given by Sri **Bidhu Bhusan Malakar M.L.A.**

শ্রী কাশীরাম রিয়াং (স্বাস্থ্য মন্ত্রী):— "গত ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৮৮ ইং ধর্মনগর মহকুমায় বাগান গ্রামের বিকলাঙ্গ মেয়ে রসোনা বেগমের ধর্মনগর হাসপাতালে মৃত্যুর সম্পর্কে"

গত ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৮৮ ইং তারিখে ধর্মনগর মহকুমার বাগান গ্রামের রসোনা বেগম নামে কোন মেয়ের ধর্মনগর হাসপাতালে মৃত্যু ঘটেনি।

তবে ধর্মনগর মহকুমা হাসপাতালের রেকর্ড অনুযায়ী জানা যায় যে গত ১৯শে ডিসেম্বর রাত্র ১-১৫ মিনিটে (at 1-15 A M. on 19. 12. 1988) ধর্মনগর মহকুমার বাগান গ্রামের বাসিন্দা আবদুল মতিন চৌধুরীকে জ্বর ও অজ্ঞান অবস্থায় ধর্মনগর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসক ভর্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং যথাযোগ্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। রোগীনিকে জরুরী ভিত্তিতে চিকিৎসা ব্যবস্থা করেন। রোগীনিকে জরুরী ভিত্তিতে চিকিৎসা করা সত্বেও রোগীনির অবস্থার ক্রমশ: অবনতি ঘটতে থাকে। ২০শে ডিসেম্বর রাত্র ১২-১৫ মিনিটে রোগীনির অবস্থা আরও খারাপ হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক হাসপাতালে উপস্থিত রোগীনির আত্মীয়স্বজনদের রোগীনির সংকটাপন্ন অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত করেন। অবশেষে ২০শে ডিসেম্বর রাত্র ১২-৩৬ মিনিটে (at 12-36 A.M. on 20-12 88) রোগীনির মৃত্যু ঘটে এবং মৃত দেহ যথারীতি আত্মীয়স্বজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

ধর্মনগর মহকুমা হাসপাতালের রিপোর্টে অনুযায়ী রোগীনির মৃত্যুর কারন p. u. o (pyrexia of unknown origin)

অতিরিক্ত:—

১। রোগীনি কদমতলা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ১৮ ১২-৮৮ ইং তারিখে ভর্তি হন। এবং referred হয়ে ১৯ ১২-৮৮ ইং রাত্র ১-১৫ মিনিটে ধর্মনগর হাসপাতালে ভর্তি হন।

২। ভর্তির সময় রোগীনি প্রচণ্ড জ্বরে অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answer)

৩। ১৯.১২.৮৮ (at 1-15 A.M.) রোগীনিকে ধর্মনগর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং ২০.১২-৮৮ (at 12-36- A.M.) তার মৃত্যু ঘটে।

৪। নিম্নলিখিত পরীক্ষা করা হয় —

ক) রক্ত (Blood—TC, DC. Malaria parasite)

খ) প্রস্রাব (Urine

৫। রক্তে ম্যালেরিয়া জীবাণু পাওয়া যায় নাই।

৬। কি কি চিকিৎসা দেওয়া হয়—

সমস্ত প্রয়োজনীয় ঔষধ যথা I/V, Fluid. Inj. Decadron, Ampicillin. Inj. Quinine দেওয়া হয়।

৭। মৃত্যুর কারণ—

ধর্মনগর হাসপাতালের রিপোর্ট অনুসারে মৃত্যুর কারণ P. U. O. (pyrexia of unknown origin)

৮। রোগীনির মৃত্যু — স্বাভাবিক। মৃতের মৃত দেহ এবং Death Certificate হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নিকট মৃত্যুর নিকট আত্মীয় (জামাইবাবু) গ্রহন করেছেন।

৯। চিকিৎসার ব্যাপারে কোন গাফিলতি হয় নাই।

১০। রোগীনি বিকলাঙ্গ ছিলেন কি না ?

হাসপাতালের রিপোর্টে সে রকম কোন উল্লেখ নেই।

5. Calling Attention Notice given by **Shri Matilal Sarkar**, M. L. A.

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মণ (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :— "গত ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮ ইং আগরতলা শহরের বটতলাস্থিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)র অফিসঘর বিরাট সংখ্যক দুষ্কৃতকারী কর্তৃক অবরোধ করে প্রায় ৭৫ জন পার্টি কর্মী ও নেতাকে হত্যা করার চক্রান্তের ঘটনা সম্পর্কে।"

গত ১৪-৯-৮৮ ইং বামফ্রন্ট কর্তৃক ১২ ঘন্টার ত্রিপুরা বন্ধের ডাক দেন। বামফ্রন্ট কর্তৃক আহুত এই ত্রিপুরা বন্ধের ডাকের বিরুদ্ধে গত ১৩-৯-৮৮ ইং তারিখ বেলা প্রায় ৫-৩০ মিনিটের সময় ত্রিপুরা মোটর কর্মী সমিতির একদল সদস্য একটি স্কোয়াডিং বের করে বটতলা অঞ্চলে আসিলে পর একদল

সি, পি, আই, (এম) সমর্থক তাহাদের বটতলাস্থিত পার্টি অফিস হইতে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বাহিরে আসে এবং ত্রিপুরা মোটর কর্মী সমিতির স্কোয়াডের উপর আক্রমন চালিয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় ফলে মোটর কর্মী সমিতির সদস্য শ্রী স্বপন রায় মারাত্মকভাবে আহত হন।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরা মোটর কর্মী সমিতির সমর্থকগণ অত্যন্ত উত্তেজিত হয় এবং বটতলা সি, পি. আই (এম) পার্টি অফিসের সামনে জড় হয়ে সেখানে কর্তব্যরত পুলিশের নিকট স্কোয়াডিং-এর উপর হামলাকারী দুস্কৃতকারী যারা সি, পি, আই, (এম) পার্টি অফিসে আশ্রয় নিয়েছে তাদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবী জানায়। . কর্তব্যরত পুলিশ উত্তেজিত জনতাকে সেখান থেকে তৎক্ষনাৎ সরিয়ে দেয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিম আগরতলা থানায় দুইটি মামলা নথিভুক্ত করা হয়। একটি ঘটনায় কর্মী সমিতির স্কোয়াডিং-এর উপর সি, পি, আই, (এম) দলের সমর্থকগণ কর্তৃক হামলা করে শ্রী স্বপন রায়কে আহত করার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিম আগরতলা থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮, ১৪৯, ৩২৫, ৩০৭ ধারায় মোকদ্দমা নং ১৯(৯) ৮৮ নথিভুক্ত করে পুলিশ নিম্নলিখিত ৮(আট) ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে আদালতে চালান করে। গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিদের নাম নিম্নে দেওয়া গেল।

অন্য দিকে সি . পি . আই. (এম) শ্রী চিত্ত চন্দর অভিযোগ মূলে পশ্চিম আগরতলা থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮. ১৪৯, ৩২৩, ৩২৫, ৪৩৬. ৪২৭ ধারায় মোকদ্দমা নং ২৩ (৯) ৮৮ নথিভূক্ত করা হয়। এই মোকদ্দমাটি বর্তমানে তদন্তাধীন আছে।

তদন্তকালে সি . পি . আই . (এম) নেতা ও কর্মীদের হত্যা করার কোন চক্রান্তের সপক্ষে প্রমান পাওয়া যায় নাই।

গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিদের নাম :—

১। শ্রী পবিত্র কর,

২। শ্রী বলাই সিংহ রায়,

৩। শ্রী সুদর্শন দাস,

৪। শ্রী ধীরাজ গুহ,

৫। শ্রী কানু ঘোষ,

৬। শ্রী গোপাল চৌধুরী,

৭। শ্রী স্বপন দাস,

৮। শ্রী কাজল গোস্বামী।

6. Calling Attention Notice given by **Shri Bidhu Bhushan Malakar, M. L. A.**

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী):— "গত ১১ই নভেম্বর, ১৯৮৮ইং এ. ডি. সি. সদস্য শ্রী গজেন্দ্র ত্রিপুরাকে কৈলাশহর মহকুমার বিরাশী মাইলে তাঁর বাড়ীতে গভীর রাত্রে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে মারার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে।"

গত ১১-১১-৮৮ ইং তারিখে কোন ঘটনা নাই। তবে গত ১৩-১১-৮৮ ইং তারিখ অনুমান ১২-১৫ মিঃ সময় কাঞ্চনছড়া সাকিনের শ্রী নেইমুমা ডারলং ফটিকরায় থানায় আসিয়া জানায় যে গত ১২-১১/৮৮ ইং গভীর রাত্রে বিরাশি মাইল বাজারে তাহার ঔষধের দোকান, শ্রীগিরিন্দ্র দেবের বাজে মালের দোকান এবং এ. ডি সি সদস্য শ্রীগজেন্দ্র ত্রিপুরার রান্না ঘর সম্পূর্ণরূপে আগুনে পুড়িয়া যায় এবং শ্রী প্রীতিপালের মিষ্টির দোকান আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গজেন্দ্র ত্রিপুরার বসত ঘরের দরজা ও আগুনের তাপে কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হয় এই আগুনে অভিযোগকারীর ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক প্রায় ২৭ হাজার টাকার মত হইয়াছে। উপরোক্ত ব্যাপারে শ্রী নেইমুমা ডার্লং কোন কেইস নথিভুক্ত করিতে রাজি হন নাই। এমন কি এই ব্যাপারে তিনি কাহাকেও সন্দেহ করেন নাই।

উপরোক্ত ঘটনাটি ফটিকরায় থানায় ৪৪৪ নং দৈনিকিতে গত ১৩-১১-৮৮ ইং তারিখ নথিভুক্ত করা হয় এবং পুলিশ তদন্তকার্য্য আরম্ভ করেন।

তদন্তকালে এই ঘটনার পেছনে কোন রাজনৈতিক অথবা নাশকতামূলক উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া প্রকাশ পায় নাই। এও জানা যায় যে আগুনে প্রথমে শ্রী নেইমুমা ডারলং—এর ঔষধের দোকানের কোণা হইতে লাগিয়াছিল যাহা একেবারে রাস্তার সঙ্গে অবস্থিত। কেহ জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরা অবহেলা ভরে ছুড়ে ফেলার জন্য এই অগ্নিকাণ্ড সংগঠিত হইয়াছে বলিয়া তদন্তে প্রতীয়মান হয়।

7. Calling Attention Notice given by Sri Rudreswar Das, M. L. A.

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী :) :— "গত ১৪ ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৮ ইং কমলপুর মহকুমার আমবাসা থানার অন্তর্গত কুলাইতে কতিপয় দুবৃর্ত্ত কর্তৃক তা মরেন্দ্র দে কে ধারালো অস্ত্র দিয়ে গুরুতর আহত করা এবং পরে জি . বি . হাসপাতালে মৃত্যু হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে ।"

বিগত ১৪ । ৯ ৮৮ ইং অনুমান বিকাল চারটার সময় আমবাসা থানাধীন বাসুদেব পাড়া নিবাসী মৃত কামিণী দেবের পুত্র অমরেন্দ্র দেব যখন কুলাই বাজার হইতে বাড়ীতে ফিরিতে ছিলেন এমন সময় পথিমধ্যে ঐ গ্রামের নারায়ণ শীল, সুপ্রিয় পাল, বিপুল শীল ও সুনীল দেবনাথ তাকে লাঠি, ডেগার ইত্যাদি দ্বারা তাঁহাকে আক্রমন করে ও গুরুতর জখম করে । এমন সময় ঘটনা স্থলের কাছাকাছি একটি জলের কলে আসা কিছু মেয়েলোক এই ঘটনা দেখিয়ে চিৎকার চেচামেচি আরম্ভ করিলে দুস্কৃতকারীরা ঘটনা স্থল হইতে পালাইয়া যায় । পরবর্তী সময়ে আহত অমরেন্দ্র দেব কে কুলাই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে লইয়া যায় এবং ঐদিনই আগরতলা জি বি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় চিকিৎসার জন্য । গত ১৩/১০/৮৮ইং তারিখে অমরেন্দ্র দেব জি· বি. হাসপাতালে মারা যান ।

উপরোক্ত ঘটনায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৬/৩৪ ধারার ৬ (৯) ৮৮ নং মামলা আমবাসা থানায় বাসুদেব পাড়া গ্রামের শ্রী অভয়চরণ দাসের স্ত্রী শ্রীমতি নিলু দাসের অভিযোগমূলে নথিভুক্ত করা হয় এবং পুলিশ তদন্তকার্য্য শুরু করে । পরবর্তী সময়ে আহত অমরেন্দ্র দেব আগরতলা জি, বি হাসপাতালে মারা যাওয়ায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা যোগ করা হয় ।

তদন্তকালে পুলিশ আসামীদের গ্রেপ্তারের জন্য সর্ব প্রকার চেষ্টা করে, ফলে গত ২৫-১০·৮৮ ইং নিম্ন লিখিত বিবাদীগণ মাননীয় আদালতে আত্মসমর্পণ করিলে তাহাদিগকে জেল হাজতে পাঠানো হয় ।

১ । শ্রী নারায়ণ শীল,
২ । শ্রী বিপুল শীল
৩ । শ্রী সুনীল দেবনাথ
৪ । শ্রী সুপ্রিয় পাল,

বর্তমানে মামলাটির তদন্ত চলিতেছে ।

8. Calling Attention Notice given by Sri Nakul Das. M.L.A.

সমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :—স্যার, গত ২৮শে জুলাই বিলোনীয়া বিভাগের চিত্তামারা গ্রামের সুধীর পালকে প্রকাশ্য দিবালোকে ট্রাক গাড়ীতে তোলে নিয়ে হত্যা করার ঘটনা সম্পর্কে ।

(Questions & Answer)

গত ২৮.৭.৮৮ ইং দুপুর অনুমান ১২.৩০ মিঃ সময় বিলোনীয়া থানাধীন চিত্তামারা নিবাসী মৃত যোগেশ চন্দ্র পালের পুত্র শ্রী সুবীর পাল যখন একটি ট্রাকে করিয়া পাইখোলা হইতে ফিরিতেছিলেন তখন ১৫/২০ জনের একটি অজ্ঞাত নামা দুস্কৃতকারী দল পাইখোলাতে ট্রাকটি থামাইয়া উক্ত শ্রী সুবীর পালকে অপহরণ করিয়া নিয়া যায় পরবর্ত্তী সময়ে পুলিশ তল্লাশি করিয়া ২১/৭/৮৮ ইং তারিখ শ্রী সুবীর পালের মৃতদেহ পার্শ্ববর্ত্তী একটি লুঙ্গার নিকট হইতে উদ্ধার করেন।

উপরোক্ত ঘটনায় মৃত সুবীর পালের ভ্রাতা শ্রী স্বপন পালের অভিযোগমূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮/১৪৯/৩০২ ধারায় বিলোনীয়া থানায় ৩০ (৭) ৮৮ নং মামলা নথিভুক্ত করা হয় এবং পুলিশ তদন্ত কার্য্য শুরু করেন। তদন্তকালে পুলিশ মৃতদেহের ময়না তদন্তের ব্যবস্থা করেন এবং স্বাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন। স্বাক্ষীরা কেহই প্রকৃত দুস্কৃতকারীদের সনাক্ত করিতে না পারায় পুলিশ কাহাকেও গ্রেপ্তার করিতে সমর্থন হন নাই।

মামলাটির তদন্ত চলিতেছে।

ANNEXURE—"D"

Admitted Unstarred Question No. 31 (postponed)

Name of the Member :— **Shri Amal Mallik**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Information, Cultural Affairs & Tourism Department be pleased to State—

QUESTION

১। ১৯৭৮ সনের মার্চ মাস হইতে ১৯৮৭ ইং এর ডিসেম্বর পর্য্যন্ত Information, Cultural Affairs & Tourism দপ্তরে কত জন কর্মচারীকে বদলী করা হইয়াছিল, এবং

২। ঐ সকল বদলীর জন্য সরকারের কত টাকা টি, এ, ও ডি, এ, বাবদ খরচ হয়েছিল ?

ANSWER

১। ২৪৯ জনকে

২। ১ লক্ষ ৫১ হাজার ৩৭০ টাকা ২৫ পয়সা।

Admitted starred question No: 56. (postponed)

Name of the Member :— **Sri Amal Mallik.**

Will the Han'ble Education Minister Govt. of Tripura be pleased state:--

QUESTION

১। বিলোনীয়া মহকুমার East cow gong J. B. School-এ মিড ডেমিল চালু আছে কিনা

২। যদি না থাকে তবে তার কারণ এবং

৩। উক্ত স্কুলে মিড্‌ডে মিল সরবরাহ করার জন্য কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল কিনা।

৪। নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে দায়িত্ব না দেওয়া হলে কি ভাবে মিড্‌ ডেমিল দেওয়ার কাজটি সম্পন্ন করা হচ্ছে।

ANSWER

Minister in-charge Education Minister;-- Govt. of Tripura

১। আছে।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

৩। হ্যাঁ

৪। নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 259 (postpond)

Name the of M. L. A, **Shri Gopal Chandra Das,**

Will the Hon'bln Minister-in-chage of the Education Deprtment be pleased to state—

QUESTION

১ রাজ্যে বর্তমানে কতকগুলি নিম্নবুনিয়াদী, উচ্চ বুনিয়াদী, মাধ্যমিক ও দ্বাদশ শ্রেনীর বিদ্যালয় আছে;

২ তার মধ্যে কতগুলি বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের অভাব আছে।

৩। এগুলিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগের জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে,

৪। কতগুলি বিদ্যালয়ে শুধুমাত্র ১জন শিক্ষক আছে,

৫। কতগুলো বিদ্যালয়ে কোন শিক্ষক নেই ?

ANSWER

১। রাজ্যে বর্তমানে ২০৫০ টি নিম্নবুনিয়াদী ৪১৩ টি উচ্চবুনিয়াদী ২৪৫টি মাধ্যমিক ও ১০৫টি দ্বাদশ শ্রেনীর বিদ্যালয় আছে।

২। ১৯৮৮ সালের আগষ্ট মাসের সংগৃহীত তথ্যের মাধ্যমে জানা যায় ৬০টি দ্বাদশ শ্রেনী, ৯৫টি মাধ্যমিক, ৩৫৮টি উচ্চবুনিয়াদী এবং বেশ কিছু সংখ্যক নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় উপযুক্ত বিষয় ও সাধারণ শিক্ষকের অভাব আছে।

৩। এই অভাব পূরনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

৪। ৩১শে মার্চ ১৯৮৮ ইং তারিখে একজন শিক্ষক পরিচালিত স্কুলের সংখ্যা ১০৫টি।

৫। সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় যে এই ধরনের কোন বিদ্যালয় নেই।

Admitted tarred Question No. 300 (postponed)

Name of the M. L. A. **Shri Faizur Rahaman**

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Education Department be pleased to state :—

QUESTION

১। শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদারের নেতৃত্বে নূতন সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর গত ১৫ই জুন পর্য্যন্ত সময়ে ১৩০ দিনে কতজন শিক্ষক ও শিক্ষিকা দপ্তরের কর্মচারীকে বদলী করা হয়েছে,

২। উক্ত সময়ে এই সকল বদলী কার্য্যকরী করার জন্য সরকারের মোট কত টাকা ব্যয় হয়েছে ?

ANSWER

১। মোট ৮৪১ জন (গেজেটেড ২১ ও নন্‌গেজেটেড ৭২০)

২। এই সকল বদলী কার্যকর করার ক্ষেত্রে মোট ব্যয়ের স্থির হিসাব কর্মচারীদের ট্রান্সফার টি, এ, বিল মঞ্জুরীর পরই নির্দিষ্ট ভাবে বলা সম্ভব।

Admitted Unstarred Question No. 40 (pestpond question)
Name of the M. L. A. **Shri— Gopal Chandra Das,**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state:—

১। রাজ্যের বর্তমানে কতগুলি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই (নিম্নবিদ্যালয়ের নামের তালিকা সহ আলাদা আলাদা হিসাব),

২। এই বিদ্যালয়গুলিতে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের জন্য সরকার কি কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

ANSWER

১। ক) নিম্নবুনিয়াদি — ২৫২টি (খ) উচ্চবুনিয়াদী— ২৫০টি (গ) উচ্চ বিদ্যালয়— ১৯০ এবং (ঘ) দ্বাদশ শ্রেনী বিদ্যালয় ৪৮টি (নামের তালিকা সঙ্গে দেওয়া গেল)

২। উপরোক্ত বিদ্যালয় সমূহে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

The following **H. S.** Schools are running without designated **Headmaster**.

1. Sepaijala H. S. School.
2. Jampaijala H. S. Sehool.
3. Barkathal H. S. School
4. Ratanpur H S. School.
5. Melaghar H. S. School
6. Boxanagar **H.** S. School.
7. Sonamura Girls' **H.** S. School.
8. Khash Chowmuhani H. S. School
9. Nalchar H. S. School.
10. Kakraban H. S. School.

11. Mirza H. S. School.
12. Salgarah H. S. School.
13. Garjee H. S. School.
14. Amarpur Girls' H. S. School.
15. Nutanbazar H. S. School.
16. Ampinagar H. S. School.
17. Gandacherra H. S. School.
18. Hrishyamukh H. S. School.
19. Muhuripur H. S. School.
20. Motai H. S. School.
21. Santirbazar H. S. School.
22. Sabroom Boys' H. S. School.
23. Srinagar H. S. School.
24. Brajendranagar H. S. School.
25. Gardang H. S. School.
26. B. B. Institution.
27. Dharmanagar Giils' H. S. School.
28. Kadamtala H. S. Shool.
29. Durgaram Reangpara H. S. School.
30. Panisagar H. S. School.
31. Krishnapur H. S. School.
32. Chandrapur H. S. Shoool. Dharmanagar
33. Kamalpur Boys' Claas—XII School.
34. K. C. Girls' Class—XII School.
35. Salema H. S. Sahool.
36. Kulai H. S. School.
37. Maracharra H. S, School.
38. Chandraipara H. S. School.
39. Madhu pur H. S. School,
40. Nutannagar Girls' H S. School.

41. Chebri H. S. School.
42. Behalabari H. S. School.
43. Chatakchari H. S. School.
44. Kanchan bari H. S. School.
45. Padmapur H. S. School.
46. Karaimura Class XII School.
47. Srinath Vidyanikatan, Khowai.
48. Ramthakur (Boys) Class—XII School.

THE FOLLOWING HIGH SCHOOLS ARE RUNNING WITHOUT DESIGNATED HEADMASTER

Sadar

1. Ramnagar Giris' High School.
2. Janmejoynagar High School.
3. Mandaibazar High School.
4. Kobra Khamar High School.
5. Chantaibari High School.
6. Sanhati Vidyamandir.
7. Raniganj Girls' School.
8. Gamchakobra High School.
9. Radhanagar High Scoool.
10. Chandpur High School.
11. Katlamara High School.
12. Kalagachia High School.
13. Narsingarh High School.
14. Gopal Nagar High School.
15. Lefunga High School.
16. Daragamura High School.
17. Tarapur High Schooi.
18. Gandihgram High School.

19. Teberia High School,
20. Rajnagar (Gandigram) High School,
21. Brajapur High School,
22. Nehal Chandranagar High School,
23. Daccubari High School.
24. Dhariathal High School,
25. Latiacherra High School,
26. Laxmicherra High School,
27. Purbalaxmibil High School.
28. Pekurjala High School.
29. Pathaliaghat High School,
30. Paschim raknlnagar High School,
31 Sreenagar Gabardi High School.
32. Takarjala (South) High School.
33. Arabinda Vidyanandir.
34. Chandrangar High School.
35. Debipur High Scoool.
36. Ghaniamara High School.
37. Ramnarayan Thakurpara High School,
38. Champamura High School,

KHOWAI SUB-DIVISION

39. Belcharra High (Sutang cherra)
40. Birchandrapur High Sehool,
41. Baijalbari High School,
42. Bharat Sardarbari High School,
43. Bashaibari High Schooi,
44. Asharam Bari High School,
45. Singicherra High. Sehool,
46. Jambura High School,

47. Lalchera High School.
48. Sonatala High School.
49. Uttar Ramchandraghat High School.
50. Battali High School.
51. Brahmacherra High School.
52. Maharanipur High School.
53. Jaynarayan T/Para High School.
54. Kunjaban High School.
55. Ghilatali Bazar High School.
56. North Gilatali (Ratia) High School.
57. Gourangatila High School.
58. Mungiabari High School.
59. Maiganga Sukunta Madhymik High School.
60. Dwrikapur High School.
61. Krishnapur High School.
62. Teliamura Bazar High School.
63. Icharbil High School.

SONAMURA SUB-DIVISION

64. Barnarayan High Shool.
65. Kalamcherra High School.
66. Melaghar Girls' High School.
67. Rabindranagar High School.
68. Chandanmura High School.
69. Nidaya High School.
70. Urmai High School.
71. Kulubari High School.
72. Manaipathar High School.

73. Taibandal High School.
74. Durlavnarayan High School.
75. Valuachour High School.
76. Kamrangatali (North) High School.

UDAIPUR SUB-DIVISION :

77. Pitra High School.
78. Shilaghati High School.
79. Jamjuri High School.
80. Noabari High School.
81. Jalemabari High School.
82. Chandrapur Girls' High School.
83. Dudh Puskarani High School.
84. Barabhaiya High School.
85. Garjanmura High School.
86. P. K. Choudhuripara (Tainani)
87. Bagbassa High School.
88. East Fotamati High School.
89. Holakhet High School.

BELONIA SUB-DIVISION :

90. Sarashima High School.
91. Krishnanagar High School.
92. East Kalabaria High School.
93. Ishan Ch. Nagar High School.
94. Rajnagar Col. High School.
95. Kukicherra High School.
96. Puran Roy Sari High School.
97. Rangamura High School.
98. South Sonaichari High School.

99. South Bharat Ch. Nagar High School.
100. Gazaria High School.
101. Uttar Bharat Ch. Nagar High School.
102. Laxmicherra High School.
103. Alloycherra High School.
104. Debdaru High School.
105. West Bagafa High School.
106. Paschim Pilak High School
107. Kalashi High School.
108. Paikhola High School.
109. Sachindra Garopara High School.
110. Abhongcherra High School.
111. Kaliprasad para High School.
112. Jolaibari M. M. Girls' High School.
113. Charakbai High School.

AMARPUR SUB-DIVISION :

114. Taidubari High School.
115. Rangamati High School.
116. Malbasa High School.
117. Karbook High School.
118. Challagonj High School.
119. Tentuibari High School.
120. Raishyabari High School.

SABROOM SUB-DIVISION :

121. Madhabnagar High School.
122. No. 2 Jalefa High School.
123. Ghorakappa High School.
124. Satchand High School.

125. Manu Tahashil High School
126. Syamsing High School.
127. Jalefa High School.
128. Elmara High School.
129. Doulbari High School.
130. Amlighat High School.
131. Bhuratali High School.
132. Baishnabpur High School.

DHARMANAGAR SUB-DIVISION :

133. Brajendranagar High School.
134. Jalebassa High School.
135. Ganganagar High School.
136. Sat Sabgam High School.
137. Deocherra High School.
138. Padmabil High School.
139. Rajbari Girls' High School.
140. Tarakpur High School.
141. Laxminagar (Rajnagar) High School.
142. Dharmanagar No. 2. High School.
143. Tilthai Rupcharan High School.
144. Churaibari High School.
145. Raghna High School.
146. Bhatimachmara Ramguna High School.
147. Uttar Laljuri Jayasree High School.
148. Satnala High School.
149. Jampui High School.
150. Ledrai Dewan High School.
151. Damcherra High School.

152. Laljuri High School.
153. Purnajoy Choudhuripara High School.

KAMALPUR SUB-DIVISION :

154. Madrasa High School.
155. Maharani High School.
156. Ujan Chankap High School.
157. Sridhanpur High School.
158. Balaram High School.
159. Salema Col. High School.
160. Debicherra High School
161. Lumbucherra High School.
162. Purba Dalucherra High School
163. Dhuraicherra High School.
164. Bamancherra High School.
165. Satyaram R. C. P. High School.

KAILASHAHAR SUB-DIVISION :

166. Bhadrapalli High School.
167 Dhanbilash High School.
168. Ratacherra High School.
169. Kaulikura High School.
170. Srirampur High School.
171. Fatikroy Girls' High School.
172. Joygamti High School.
173. Kailashahar Girls' High School.
174. Vidyanagar High School.
175. Sonaimuri High School.
176. Belkumbari High School.
177. Fatikcherra High School.

178. Laljuri High School.
179. Krishnanagar B. M. High School.
180. Dudhpur High School.
181. Masauli High School.
182. Masli Cherra High School.
183. Karamcherra High School.
184. Kathalcherra High School.
185. Chowmanu High School.
186. Mainama High School.
187. Bhaiboncherra High School.
188. Five Jewel's High School.
189. Mariamnagar High School.
190. Darchawai Christion High School.

LIST OF SR. BASIC SCHOOLS WHERE HEADMASTERS YET TO BE POSTED.

EDUCATION INSP. JIRINIA

1. Kalinagar S. B. School.
2. Tuipathar S. B. School.

BISHALGARH

1. Barjala S. B. School.
2. Promodenagar S. B. School.
3. Rangmala S. B. School.
4. Pathariadwar S. B. School.
5. Durganagar Bhadrabati S. B. School.
6. Rangapania S. B. School.
7. Ratanpur S. B. School.
8. Jampaijala Col. S. B. School.
9. Jampai Gabinda Thakurpara S. B. School.

10. Ujan Ghaniamara S. B. School.

MOHANPUR

1. Subalsingpara S. B . School.
2. Chandrapur (s) S. B. School.
3. Tamakari S. B. School.
4. Baijalghat S. B. School.
5. Daikmara S. B, School.
6. Berimura S. B. School.
7. Jagatpur S. B. School.
8. Kamukcherra S. B. School.
9. Gopalnagar S. B. School.

KHOWAI.

1. Bidyabil S. B. School.
2. Naliabari S. B. School.
3. Athaibari S. B. School.
4. Srikrishna S. B. School.
5. Ganki Col. S. B. School.
6. Tablabari S, B. School.
7. Paschim Rajnagar S. B. School.
8. Mudibari S. B. School.
9. Anath Chow: Para S, B. School.
10. Parasurambari S' B. School.
11. Gopalnagar Col. S. B: School.
12. Kumari Madhuthi Rupasree S. B. School.
13. Gutiathal S. B. School.
14. Bidyamohan T. P, S, B, School.
15. Khowai Town S. B, School.
16. Karangicherra S. B. School,

17. Sonacherra S. B. School.
18. Gournagar S. B. School.
19. Hatimara S. B. School.

TELIAMURA

1. Sovaram Chow. Para S. B. School.
2. Hadrai Radhamadhab S. B. School.
3. Durgadhanpara S. B. School.
4. East Brahmacherra S. B. School.
5. Howaibari S. B. School.
6. Chalitabari S. B. School.
7. Gayungfund S. B. School.
8. Sitakunda S. B. School.
9. Saranjoy Chow. Para S. B. School.
10. Krishna Manikpara S. B. School.
11. South Promodenagar S. B. School.
12. Rambabu Sampadak S. B. School.
13. Niranjan Sardarpara S. B. School.
14. Ultabari S. B. School.
15. Kalyanpur Bazar Col: Girls' S. B. School.
16. Garia-dafadar S' B. School.
17. Kalyanpur (Tutabari) S. B: School.
18. Binan Hazari S. B. School.
19. Labanya Chow. Para. S. B. School.
20. Mayung Bekereng Kusumpara S. B. School.
21. Dulalia S. B. School.
22. Dukhai Jamadar S. B. School.
23. Tarachand Rupinipara S. B. School.
24. Nakhalata S. B. School.

25. Hariram Sardarpara S. B. School.

SONAMURA

1. Durgapur S. B. School.
2. Jumerdhepa S. B. School.
3. Poangbari (Old) S. B. School.
4. South Paharpur S. B. School.
5. Taxapara S. B. School.
6. Bagabasa S. B. School.
7. Kali Krishnanagar S. B. School.
8. Rahimpur S. B. School.
9. Thalibari S. B. School.
10. Nagar S. B. School.
11. Bhabanipur S. B. School.
12. Kamrangatali South S. B. School.
13. Taibandal South S. B. School.
14. Shanda Kr. Chow. Para S. B. School.
15. Sonampur S. B. School.

UDAIPUR

1. Kushamara S. B. School.
2. Mirza Chandpur S. B. School.
3. Sadhuram Reangbari S. B. School.
4. Kishoreganj S. B. School.
5. Tulshirambari S. B. School.
6. Julaibari S. B. School.
7. Garjee Simsima S. B. School.
8. Joingbari S. B. School.
9. Thelakumbari S B. school.
10. Tairupabari S. B. School.

11. Hadra S. B. School.
12. Tutamura S. B. School.

BELONIA

1. Debipur S. B School.
2. Satrugnapara S. B. School.
3. Jashmura S. B. School.
4. Manurmukh S. B. School.
5. Radhanagar S. B. School.
6. Gabtali S. B. School.
7. Baganbari S. B. School.
8. Haripur S. B. School.
9. Sonapur Girls' S. B. School.
10. Hrishyamukh Girls' S. B. School.
11. East Rajnagar S. B. School.
12. Chillapathar S. B. School.
13. Joypur S. B. School.
14. Sarat Ch. R: P. S. B. School.

SANTIRBAZAR

1. Santirbazar Girls' S. B. School.
2. Betaga S. B. School.
3. Kalacherra S. B. School.
4. Charanpai Chow. para S. B. School.
5. Naraifung S. B. School.
6. Chandranath Chow. para S. B. School.
7. Uttar Kanchannagar S. B. School.
8. Kathaliacherra S. B. School.
9. Sonartilla S. B- school.
10. Paschim Paikhola S. B. School.

11. Uttar Takma S. B. School.
12. Takma Birchandra S. B. School.
13. Nishi Kr. Murasingpara S. B. School.
14. Dronojoy Chow. para S. B. School.
15. Hemtabari S. B. School.
16. East Charakbai S. B. School.
17. Ishanchandra R: P. S. B. School.
18. East Jolaibari S. B. School.
19. Thakurcherra S. B. School.
20. West Jolaibari S. B. School.
21. Sreekanta Bari S. B. School.
22. Ramraibari S. B. School.
23. Purba Pilak S. B. School.
24. Manirambari S. B. School.

SABROOM

1. Sonaichari S. B. School.
2. No. 1 Harina S. B: School.
3. Krishnanagar s. B. School.
4. Harina Residential s. B. School.
5. Manubazar South s, B. School.
6. Gopal Chand R. P. S: B. School.
7. Chalitachari Bazar s. B. School.
8. Ludhuya s. B. school.
9. Joysingpara s. B. school.
10. No. 2 Satchand S. B. School.
11. Fulchari S. B. School.
12. Harbatali S. B. School.
13. Chalita Bankul S. B. School.

AMARPUR

1. Bampur S. B. School.
2. Sankarpalli S. B. School.
3. Prahlad Sardar para S. B. School.
4. Kewai Uchaipara S. B. School.
5. Burburiabari S. B. School.
6. Sonacherra T. M. C. S. B. School.
7. Nagraibari S. B. School.
8. Chachabari S. B. School.
9. Haripur (Rainayabari) S. B. School.
10. Baishyamanipara S. B. School.
11. Krishna Chandrapara S. B. School.
12. Ramananda Das Baishnabpara S. B. School.
13. Nabinroy S. B. School.
14. Gandacherra S. B. School.
15. Ratanmanipara S. B. School.
16. Jagabandupara S. B. School.
17. Ramnagar Bazar S. B. School.
18. Jharjharia S. B. School.

KAMALPUR

1. Avanga S. B. School.
2. Katalutma S. B. School.
3. North Mechuria S. B. School.
4. Mendirhour S. B. School.
5. Apareshkar S. B. School.
6. Madhumangalpara S. B. School.
7. North Nalicherra S. B. School.
8. Hatimaracherra S. B. School.
9. Jaharnagar S. B. School.

10. Dalubarigate S. B. School.
11. Halhuli S. B. School.
12. Kalachari S. B. School.
13. Chulubari S. B. School.
14. Mohanpur S. B. School.
15. Duraicherra Shyamraipara S. B. School.
16. Bagaichari S. B. School.
17. Thalbari Ujan Jamthum S. B. School.
18. North Kulubari S. B. School.

KAILASHAHAR

1. Chandipur S. B. School.
2. Kailashahar S. B. School.
3. Gabindapur S. B. School.
4. Rangauti S. B. School.
5. Irani S. B School.
6. Bhagabannagar S. B. School.
7. Jarailtali S. B. School.
8. Birchandranagar S. B. School.
9. Singirbil S. B. School.
10. Kumarghat S. B. School.
11. Saidarpar S. B. School.
12. Gakulnagar S. B. School.
13. Emrapassa S. B. School.
14. East Kanchanbari S. B. School.
15. Noydrone S. B. School.
16. 82 miles S B. School.
17. Chinibagan S. B. School.
18. Saiducherra S. B. School.

CHAILENGTA.

1. Bakcherra S. B. School.
2. Ghagracherra S. B. School.
3. Krishna D. B. Para S. B. School.
4. Upendra R. P. S. B. School.
5. Lalcherra T. M. C. S. B. School.
6. Kanta C. P. S. B. School.
7. Gakulnagar Col. S. B. School.
8. Kanchancherra S. B. School.
9. Maslicherra S. B (New) School.
10. Kailya S. B. School.
11. Bijoygiri Dewanpara S. B. School.
12. Paschim Masli S. B. School.
13. Ratan R. P. S. B. School.
14. Thalcherra S. B. School.
15. Madan Mohan R. P. S. B. School.
16. Nanda Karbaripara S. B. School.
17. Hazucherra S. B. School.

KANCHANPUR

1. Sakhan Serhum S. B. School.
2. Nabincherra S. B. School.
3. Piplacherra S. B. School.
4. Gachirambari S. B. School.
5. Khedacherra S. B. School.
6. Nalkhata S. B. School.
7. Akshaymani (Dhanicherra) S. B. School.
8. Sabual S. B. School.
9. Hmongpai S. B. School.

10. No. 1 Bhagaban Col. S. B. School.
11. Balaram Jayanti S. B. School.
12. Hmong Chung S. B. School.
13. Bhallukcherra S. B. School.
14. Karnajoy C. p, S. B. School.
15. Ramcharan C. P, S. B. School.
16. Santipur S. B. School.
17. Rabindranagar S. B. School.
18. Ujan Bhagaicherra S. B. School.
19. Andharcherra S. B. School.
20. Kanchanpur Col. S. B. School.
21. Krishnatilla S. B. School.
22. Tlangsang S. B. School.
23. Radhamadhabpur S. B. School.

DHARMANAGAR.

1. Baruakandi S. B. School.
2. Bhagyapur I. M. S. B. School.
3. Bagabasa S. B. School.
4. Halflong Village S. B. School.
5. Kurti Col. S. B. School.
6. Rowa S. B. School.
7. Uptakhali S. B. School.
8. Khudrakandi S. B. School.
9. Tilthai Do—ganga S. B. School.
10. Halflongcherra T. E. S. B. School.

LIST OF JR. BASIC SCHOOLS WHERE HEADMASTER YET TO BE POSTED.

Edn. Inspectorate, Sadar 'A'

1. Hindi Pry. School.

JIRANIA

1. Joynagar J. B. School.
2. West Noabadi (S) J. B. School.
3. pry. Unit of Chantaibari High School.

BISHALGARH.

1. Anandanagar J. B. School.
2. Dhupcherra J. B. School.
3. No. 2 N. C. Adarsha Col. J. B. School.
4. Ananda Vidyaniketan J. B. School.

MOHANPUR

1. Narendrapur T. E. J. B. School.
2. Radharambari J. B. School.
3. Sidhai J. B. School.

KHOWAI

1. Jitacherra J. B. School.
2. Pry. Unit of Jambura High School.
3. Jamtilla J. B. School.
4. Batapura J. B. School.
5. Sachindranagar J. B. School.
6. Paschim Rajnagar. J. B. School.
7. Gopalnagar Col. J. B. School.
8. Ratanpur Bazar J. B. School.
9. Iswar Ch. Bari J. B. School.
10. Nutan Tablabari J. B. School.

TELIAMURA.

1. Rupacherra J. B. School.
2. Vaskarcherra J. B. School.
3. Baramura Gas Tharmal Proj. J. B. School.
4. Khamarbari J. B. School.

5. Tuichakma J. B. School.
6. Moharbari J. B. School.
7, Primary Unit of Maiganga Sukanta Madhyamik Vidyaniketan
8, Pry. Unit of Isherbil High School.
9. Primary Unit of Krishnapur High School.
10. Batheka Hower J. B. School.
11. Uttar Maharanipur B. Col. J. B. School.

TELIAMURA

12. Barcherra J. B. School.
13. Garubari J. B. School.
14. Ramdev Thakurpara J. B. School.
15. Santinagar B. Col. J. B. School.
16. Maichangbari J. B. School.
17. Nagrai Kobra J. B. School.

SONAMURA

1. Battali J. B. School.
2. Barpathar J. B. School.
3. Jaladhar Ch. para J. B. School.
4. Maniram Chow. para J. B. School.
5. Mainamara J. B. School.
6. Ghilamura J. B. School.
7. Bashpukur J. B. School.
8. Damdama J. B. School.
9. Jagatdas Bairagipara J. B. School.
10. Ashabari J. B. School.
11. Boxonagar (N) J. B. School.
12. Chatian tilla J. B. School.
13. Panch Nalia J. B. School.

14. Panch Nalia (T) J. B. School.
15. Pry. Unit of Durlavnarayan High School.
16, –do– of North Kamrangatali High School.
17, –do– of Taibandal High School.
18. –do– of Chandanmura High School.

UDAIPUR.

1. Pry. Unit of P. K. Chow. para High School.
2. –do– of Tairupabari S. B. School.
3. –do– of Pouramura S. B. School.
.4 –do– of Garjanmura High School.
5. –do –of Amtali S. B. School.
6. Patiram Reangbari J. B. School.
7. Bhaduria Pathar J. B. School.
8. Harijala Col. J. B. School.
9. No. 1 Chaigaria J. B. School
10. Primary Unit of Bagabasa High School.
11. West Barabhaiya J. B. School.
12. Pry. Unit of Barabhaiya High School.
13. –do– of Sataria S. B. School.
14' Gathalong J. B: School.
15. P. U. of Rajnagar S. B. School.
16. P. U. of Dudpuskarini High School.
17. –do– of Debtamura S. B. School.
1g. –do— of East Footamati High School.
19. Footamati J. B. School.

BELONIA.

1. Abhoynagar J. B. School,
2. Anantapur Dimatali J. B. School.

3. Baldakhal J. B. School.
4. Tebaria J. B. School.
5. Nadhirnagar J. B. School.
6. Rajnagar Col. J. B. School.
7. Uttar Krishnapur J. B. School.
8. Kamalpur J. B. School.
9. Sapmara J. B. School.
10. Thamply Chow. para J. B. School.
11. Ratanmani R. P. J. B. School.
12. Monai Reangpara J. B. School.
13. Chatta Khola J. B. School.
14. Bhirabnagar Das Col. J. B. School.
15. Gosh Khamar J. B. School.
16. Madhya Krishnapur J. B. School.
17. Garjania J. B. School.
18. Manikchari J. B. School
19. Dhanamani J. B. School.
20. Kalikapur J. B. School.
21. Krishnanagar Reangbari J. B. School.
22. Luddha Bari J. B. School.
23. Madhya Debipur J. B. School.
24. Kukicherra Pry. School.
25. Uttar Bharatchandra J. B. School.
26. Krishnanagar J. B. School.
27. Gajaria Pry. School.
28. S. B. C. Nagar J. B. School.
29. P. R. Bari J. B. School.

Education Inspectorate, Santirbazar,

1. Pry. Unit of Paikhola High School.

2. West Radhakishoreganj J. B. School.
3. Nagdapara J. B. School.
4. Purba Taichama J. B. School.
5. Paschim Muhuripur J. B. School.
6. Pry. Unit of Sachindra Garopara High School.
7. Mongai Mogpara J. B. School.
8. Pry. Unit of Paschim Pilak High School.
9. — do — of Debdaru Higd School.
10. – do – of Avangcherra High School.
11. Baiskpara J. B. School.
12. Bamcherra Banapalli J. B. School.
13. Purba Madhya Pilak J. B. School.
14. Kakulia J. B. School.
15. Mossai Mogpara J. B. School.
16. Balucherra J. B. School.
17. Rajkumar R. P. J. B. School
18. Uttar Hichacherra J. B. School.
19. Akshay Senpara J. B. School.
20. Malendra R. P. J. B. School.
21. Pitarai R. P. J. B. School.
22. Pry. Unit of Kalashi High School.

Education Inspectorate, Sabroom

1. Monai Groom J. B. School.
2. Marupara J. B. School.
3. Poangbari J. B. School.
4. Kaladhepa Pry. School.
5. Uttar Magurcherra J. B. School.
6. Sen Ch. Para J. B. School.
7. No. 2 Harina Pry. School.

8. Jalefa S. A T. J. B. School
9. Garjantali J. B. School.

Education Inspectorate, Amarpur.

1. Kulabag J. B. School.
2. Rangamati J. B. School.
3. North Rangamati J. B. School.
4. Khalisamura J. B. School.
5. Chaliakhola J. B. School.
6. Binanda J. B. School.
7. Lalgiri J. B. School.
8. Golashing J. B. School.
9. Babusaibari J. B. School.
10. Kurmacherra J. B. School.
11. Mailak J. B. School.

Education Inspectorate, Dharmanagar

1. Purba Hurua J. B. School.
2. Kalikapur J B. School.
3. Sakaibari J. B. School.
4. Radhapur J. B. School.
5. Bhagyapara J. B. School.
6. Latugaon J. B. School.
7. Kalacherra J. B. School.
8. Algapur J. B. School.
9. Dharmanagar T. E. J. B. School.
10. Bhiturgool J. B. School.
11. Gobindapur J. B School.
12. Ichai Joypur J. B. School.
13. Ichaitoolgaon J. B. School.
14. Jherjeri J. B. School.

15. Lalcherra J. B. School
16. Nadiapur J. B. School.
17. Kalagangerpar J. B. School.
18. Pearcherra T. E. J. B. School.
19. Sanaicherri J. B. School.
20. Pirajnagar J. B. School.
21. Uttar Fulbari J. B. School.
22. Daskhin Purba Nadiapur J. B. School.
23. Saraspur Col. J. B. School.
24. North West Saraspur Col. J. B. School.
25. Chandpur J. B. School.
26. Chandpur Mujiram H/B. J. B. School.
27. East Kalagangerpar J. B. School.
28. Katuacherra J. B. School.
29. Daskin Baghan Hariancherra J. B. School
30. Batrishdrone J. B. School.
31. Deocherra Bitorgool J. B. School.
32. West Bilthai J. B. School,
33. Kunjanagar J. B. School.
34. Pekucherra J. B. School.
35. Padmabil Col. J. B. School.
36. Tilthai Halambasti J. B. School.
37. Paulgoan J. B. School.
38. Daskhin Ramnagar L. L. Col.J. B. School.
39. Naogoan Indraicherra J. B. School.
40. Uptakhali Col. J. B. School.
41. Purba Dolubari J. B. School.

Education Inspectorate, Kailashahar.

1. Manuvelly T. E. J. B. School.

2. Paschim Singirhil J. B. School
3. Debipur J. B. School.
4. Bhagyapur J. B. School.
5. Paschim Panchamnagar J. B. School.
6. Panchamnagar J. B. School.
7. Halaibasti J. B. School.
8. Chagaldema J. B. School.
9. Arabindanagar J. B. School.
10. Yeasakhowra J. B. School.
11. Mahendra C. P. J. B. School.
12. Balehar J. B. School.
13. Nooncherra J. B. School.
14. Shibbari J. B. School.
15. Kalaicherra T. E. J. B. School.
16. Dhanbilash R. P. C. J. B. School
17. Jagannathpur L. L. C. J. B. School.
18. Kuleshnagar J. B. School.
19. Ratacherra T. S. P. J. B. School.
20. Kanchanbari J. B. School.
21. Laxmipur J. B. School.
22. Radhagobindapur J. B. School.
23. Pabiacherra Col. J. B. School.
24. Noagoan J. B. School.
25. Batarai J. B. School.
26. Sonaimuri H/B. J. B. School.

Education Inspectorate, Kamalpur.

1. East Sridampur N. B. Col. J. B. School.
2. Shibbari J. B. School.
3. Narayan C. P. J. B. School.

4. Bidyamohan C. P. J. B. School.
5. Bilashcherra J. B. School.
6. Kanailal Halampara J. B. School.
7. Avanga J. B. School. (Avanga R. P. C. J. B.)
8. Bamanchara Bastee J. B. School.
9. Uttar Debicherra J. B. School.
10. North Singinala J. B. School.
11. Mechuria Col. No. 1 J. B. School.
12. Dubicherra Col. J. B. School.
13. Madhucherra J. B. School.
14. Nalicherra Bhumihin Col. J. B. School.
15. Sudharampara J. B. School.
16. Kulai J. B. School
17. Kulai Ganja C. P. J. B. School.

—0—